CONTENTS

Thursday, the 15th July, 1993

Friday, the 16th July, 1993

Tuesday, the 20th July, 1993

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Thursday, the 15th July, 1993.

P R E S E N T

Shri Bimal Sinha, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Speaker, 10 (Ten) Ministers, 4 (Four) Ministers of State and 42 Members

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :- আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য মহোদয়গণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৭.

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার--৩.

প্রশ্ন

১) বীরচন্দ্র মনুর গণহত্যা অপরাধীদের শাস্তিদান করতে পূর্বতন সরকার কর্তৃক গঠিত এস্, এম, আলী তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে পুনঃ তদন্ত করতে একটি উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

১) বীরচন্দ্র মনুর গণহত্যার অপরাধীদের শাস্তিদান করতে পূর্বতন সরকার কর্তৃক গঠিত এস্. এম, আলী তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে পুনঃ তদন্ত করতে কোন উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠন করার কোন পরিকল্পনা এখন পর্য্যন্ত সরকারের কাছে নাই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :-- মিঃ স্পীকার স্যার, সাপ্লমেন্টারী স্যার, এই যে বীরচন্দ্র মনুর যে এই নারকীয় ঘটনা সম্পর্কে যেভাবে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে এই রকম বর্বর কাজ এই ভারতবর্ষের অন্য কোথায়ও হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম এ.ডি, সির একজন নির্বাচিত সদস্য সহ ১১ জন এবং দুইজন দেহ রক্ষী সহ ১৩ জন মানুষকে সেখানে দিনের বেলা খুন করা হল এবং সেই সমস্ত খুনীরা পর্য্যন্ত এরেষ্ট হল না, এই সম্পর্কে একটা কেইস পর্য্যন্ত করল না এবং আমরা লক্ষ্য করেছি তখনকার দিনে সেই হাকিম তাদের সবাইকে খালাস করে দিল এবং কোর্ট রাজত্বে এরা পুরস্কার হিসাবে চাকুরী পেয়েছে। যেই হাকিম এই রকম করেছে তিনি এখন হাইকোর্টের হাকিম হয়েছেন। এই রকম ভাবে একটা ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়া হল, আমরা দেখলাম একদিকে প্রশাসন, অন্যদিকে হাকিম এস্, এম, আলী. তাকে দিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করিয়ে সমস্ত ঘটনাকে সম্পূর্ণ ধামাচাপা দিয়ে প্রহসন করেছে। যার জন্য রাজ্যের মানুষের কাছে আইন ও প্রশাসন সম্পর্কে এই রকম জঘন্য ধারনা তারা দিয়েছেন। তার জন্য আমি এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব একটা হাই পাওয়ার কমিশন গঠন করে এই নরকীয় বর্বর অত্যাচারের কাহিনীর একটা নিদর্শন স্বরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করে ভারতবর্ষের বা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে আইন যে মানুষের জন্য আছে সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা কমিশন গঠন করবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : - এইটা মাননীয় সদস্যের সাজেশন। কিন্তু সরকার এখন পর্য্যন্ত তদন্ত কমিশনের উপর আর একটা তদন্ত করার জন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেনি !

শ্রীসুনীল চৌধুরী (সাব্রুম) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বীরচন্দ্র মনুর ঘটনা যেটা এই ঘটনাটা ঘটার আগে এইখানে আমাদের পার্টি অফিস ছিল। এইটাকে ওরা বন্ধ করে দিয়েছিল। দীর্ঘদিন আমরা এই পার্টি অফিস

খোলতে পারিনি। সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছিল, পুলিশের পার্মিশন নেওয়া হয়েছিল। তারপর সেখানে সশস্ত্র পুলিশ দেওয়া হয়েছে। তা সত্বেও আক্রমন করা হয়েছে। ১৩ জনকে খুন করা হয়েছে। আমাদের বিধায়ক ব্রজমোহন জমাতিয়া উনার দেহরক্ষী নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। এই অবস্থা — এই ধরনের বর্বরতা-বর্বর শাসন ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়নি, যে ঘটনা সংগঠিত হয়েছে আমাদের ত্রিপুরাতে। এইভাবে নৃসংশভাবে হত্যা করা হয়েছে, পরিকল্পনা মাফিক হত্যা করেছে। আর যারা করেছে সেই খুনীদের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আগরতলায় এনে তাদের সরকারী কোয়াটারে আশ্রয় দিয়ে তাদের লুকিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখলাম বিচার একটা প্রহসন করে তাদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হল কিন্তু একদিন একটি ঘন্টাও তাদের জেলে থাকতে হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে তাদের জামিন দিয়ে দেওয়া হল। এরপর এই নৃসংশ খুন করবার পুরস্কার স্বরূপ এই খুনীদের সরকারী চাকুরী দিয়ে দিলেন। তাহলে কিসের আইনে শাসন? এইটা কি আইনের শাসন যারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে, অত্যাচার করেছে, নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে, সরকার তাদের পুরস্কার হিসেবে সরকারী চাকুরী দিলেন। কাজেই তদন্ত করে তাদের বিচার যদি না হয় তাহলে আমি বলব এই বিধানসভা একটা প্রহসনে চলে যাচ্ছে।

কাজেই স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন হচ্ছে — একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে এইটা তদন্তক্রমে বিচারের ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এইখানে প্রশ্ন হলো— আগে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে, তারপর আরেকটা তদন্ত কমিশন গঠন করে এইটা তদন্ত করা সম্ভব নয়। আমাদের গভর্নমেন্টের এই ধরনের কোন পরিকল্পনা নাই, কাজেই, এই প্রশ্নের কোন স্কোপ এখানে নেই।

শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা যে এস. এম, আলী, কমিশন এর তদন্ত রিপোর্টে কোন কোন ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ আছে?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার হাতে এখন

নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে তার তথ্য সংগ্রহ করে জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বীরচন্দ্র মনু ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের মধ্যে কাদের কাদের বিগত জোট সরকার পুরস্কার হিসেবে সরকারী চাকুরী দিয়েছেন, এইতথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে এই তথ্য সংগ্রহ করে জানান হবে।

শ্রীসুদন দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বীরচন্দ্রমনুতে ১২ই অক্টোবর, ১৯৮৮ সালের যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে ঐ দিন সি. পি. আই, (এম) এর একটি অফিস কংগ্রেস (আই) কর্তৃক বেআইনী ভাবে দখল করা হয়। এবং সেই অফিস দখল করতে গিয়ে পুলিসের পার্মিশন নিয়ে দখল করতে গিয়েছিল। তখন সেখানে যে পুলিস অফিসার দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল আমরা জানতে পেরেছি যে সেই পুলিশ অফিসার তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই গণহত্যা সংঘটিত করতে সাহায্য করেছে - এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, আপাততঃ নাই। আমি আগেই বলেছি মূল প্রশ্নের সঙ্গে এইটা লিংক থাকলে নিশ্চয়ই দেওয়া যেত। এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাপ্লিমেন্টারী উঠবে এইটা আমার জানা নাই, কাজেই আলাদা প্রশ্ন করলে তথ্য সংগ্রহ করে জানান হবে।

শ্রীসুদন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ঘটনা ধামাচাপা দেবার জন্য জোট সরকার চেষ্টা করেছে। এখন বিশেষ তদন্ত কমিশন গঠন করে এইটা জনগণের সামনে উপস্থিত করা হবে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— এখনো এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়।

শ্রীপবিত্র কর (খেজুরপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

মিঃ স্পীকার :— এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, গত পাঁচ বছরে রাজনৈতিক কারণে আর. কে. নগর ফার্মে এস. আর, ই. পি. ও ডি. আর, ডব্লিউ কর্মীরা কাজে যেতে পারেন নি।
২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত কর্মীদের সংখ্যা কত ছিল ?
৩) বর্তমানে পুনরায় তাদের কাজ দেওয়ার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করেছেন কি ?

উত্তর

১) রাজনৈতিক কারণে আর, কে, নগর ফার্মে কর্মীরা কাজে যেতে না পারার কোন খবর দপ্তরের জানা নেই।
২) প্রশ্ন উঠে না।
৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীপবিত্র কর :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার. আমরা নিশ্চিত ভাবেই জানি যে ৮০ জন এস, আর, ই, পি. এবং ৫/৬ জন ডি, আর, ডব্লিউ কর্মী রাজনৈতিক কারণে কাজে যেতে পারেন নি। আমি তাদের প্রত্যেকের নাম বলতে পারি। পাশাপাশি আমি জানি যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের একটি সিদ্ধান্ত রয়েছে যারা রাজনৈতিক কারণে কাজে যোগ দিতে পারে নাই সরকার তাদেরকে পুনরায় নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে না থাকলে আমি ব্যাপারটি তদন্তের জন্য দাবী জানাচ্ছি এবং উনি সেটা দেখবেন কিনা ?

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এমনিতেই আর. কে. নগর ফার্মে প্রতিদিন আট থেকে দশ শতাংশ কর্মী কাজে অনুপস্থিত থাকেন। তবে রাজনৈতিক কারণে অনুপস্থিত আছেন কিনা আমার জানা নেই। এই ফার্মের মোট কর্মী সংখ্যা হচ্ছে ৪০১ জন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়। (অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪।

মিঃ স্পীকার : — এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : - মি স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪।

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার কৃষকদের সুবিধার্থে রাজ্যে মোট কয়টি বাজার শেড্‌ বর্তমান আর্থিক (১৯৯৩-৯৪) বৎসরে নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন, এবং

২) খোয়াই মহকুমার বাচাইবাড়ী ও সুভাষপার্ক বাজারে শেড্‌ তৈরী করার পরিকল্পনা দপ্তরের আছে কি ?

উত্তর

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে ৭৭টি বাজার শেড্‌ নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে।

২) আপাততঃ নাই।

শ্রীসমীর দেব সরকার : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা যতটুকু জানি ১৯৮৭ সালে খোয়াই সুভাষ পার্কে কৃষি দপ্তর থেকে মার্কেট স্টল করে দেওয়ার জন্য সেখানে কন-ট্রাকটারকে কাজও বন্টন করা হয়েছিল। এবং সেই অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সময় গত ৫ বছরে জোট সরকারের আমলে কাজতো হয় নি বরং মার্কেট সেডের

যে কাজ শুরু হয়েছিল এবং ড্রেনগুলি বুঝানো হয়েছে। অনুরূপ ভাবে বাঁছাইবাড়ীতে মার্কেট সেড তৈরী করার জন্য যারা স্থানীয় কৃষক জোতের মালিক তাদের কাছ থেকে জমি নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা সেখানে ছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে, সুভাষ পার্ক বাজারে ১৯৮৭ সালে যে কাজ শুরু করা হয়েছিল এবং ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল টেণ্ডারের মাধ্যমে এবং বাঁছাইবাড়ী বাজারের মার্কেট সেডের কথা পুনরায় বিবেচনা করে দেখবেন কিনা?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে. রিপোর্ট আছে তাতে ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে ব্লক এ, বি, সি, এই তিনটি ব্লকে ৪২ কক্ষ বিশিষ্ট একটি স্টল তৈরী হয়। সেড নং ১ ও ২ এই দুটি সেডে ১৯৮৫-৮৬ সনে প্রথমে প্রায় ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৩৪ টাকা খরচ হয় এবং কাজ সম্পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় সেড এবং ডেভালাপমেন্ট ইয়ারে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৫৮ টাকা খরচ হয় এবং কাজ শেষ হয়।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন, আমি অনুরোধ করব যে সুভাষ পার্কের বাজার যে কথা বলছি, কারণ ১৯৮৭ইং সনের খবর আমার যতটুকু জানা আছে যে সেখানে স্টল করার জন্য কৃষি দপ্তর থেকে টেণ্ডার আহ্বান করে টেণ্ডার প্রাপক, যিনি কনট্রাকটার তাকে কাজ বণ্টন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার জন্য ইট নিয়ে রাখা হয়েছিল, সিমেন্ট নিয়ে রাখা হয়েছিল। এবং সেখানে ট্রেন্স খনন করে কাজ শুরু করা হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং তদন্ত ক্রমে যদি এটা ঠিক হয় তবে পুনরায় বিবেচনা করে এই কাজ চালু করার কথা বিবেচনা করবেন কিনা?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮৭ সনে এই ধরনের কোন কাজ সুভাষ পার্কে হয়েছে কিনা এই তথ্য আমার জানা নেই। তবে আমি তদন্ত করে হাউসে জানাব।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহাশয়।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯ ।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯ ।

প্রশ্ন

১) ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ হইতে ১১ই মার্চ ১৯৯৩ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্যে উগ্রপন্থী আক্রমনের নিহতের সংখ্যা কত ?

উত্তর

২) মোট ১৬৩ জন ।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা জানি অনেকগুলি উগ্রপন্থী দল আছে, এই যে ১৬৩ জন তারা কোন কোন উগ্রপন্থী সংগঠনের হাতে নিহত হয়েছেন, সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার হাতে নেই । শুধু কতজন লোক উগ্রপন্থীর হাতে নিহত হয়েছেন সেই তথ্য আছে । এবং তার সন অনুযায়ী হিসাব আমি দিতে পারি প্রথম কল ১৯৮৮ সনে ৭ জন, ১৯৮১ সনে ৫ জন ১৯৯০ সনে ৯ জন, ১৯৯১ সনে ৩৫ জন এবং ১৯৯২ সনে ৯১ জন ও ১১.৩.৯৩ সনে ১৬ জন । মোট ১৬৩ জন আছে । কিন্তু কোন উগ্রপন্থীর হাতে কত লোক মারা গেছেন এই তথ্য আমার হাতে নেই এবং এই তথ্য দেওয়া অসুবিধা হবে বলে মনে হয় । কারণ নিহত হওয়ার পরে শুধু উগ্রপন্থীর হাতে নিহত হয়েছে এই ভাবে রিপোর্ট হয় কাজেই কোন উগ্রপন্থী দল হত্যা করে গেল এটা তদন্তে সঠিক রিপোর্ট পাওয়া কঠিন হবে ।

প্রশ্ন

১) এ বছর জ্যারামেক চালু না হওয়ার কারণ কি কি ?

২) জ্যারামেক চালু না হওয়ার ফলে রাজ্যে কতজন আনারস চাষীর কি পরিমান ক্ষতি হয়েছে ?

৩) জ্যারামেক চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

উত্তর

১) এ বছর জ্যারামেক চালু হয়নি, চালু না হওয়ার কারণ রাজ্য সরকারের জানা নেই।

২) শুধু উত্তর ত্রিপুরার প্রায় ৩,৫০০ টি আনারস চাষী পরিবার ক্ষতি হয়েছে এবং ফ্যাক্টরীর ক্ষমতা এবং গত বৎসর জ্যারামেকের প্রদেয় আনারস এর দাম অনুযায়ী প্রায় ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

৩) নালকাটা ফ্যাক্টরী কর্তৃক আনারস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকার জ্যারামেক এন ই সি ও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য বিভিন্ন সময়ে চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় খাদ্য সংরক্ষণ শিল্প মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকার এমন কি প্রধানমন্ত্রীরও গোচরে আনা হয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : – সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জ্যারামেক চালু না করার জন্য ৩,৪০০ জন আনারস চাষী ক্ষতি হয়েছে, বিগত দিনেও দেখা গেছে তাতে ১০/১২ হাজার চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং এই জ্যারামেক চালু করার ব্যাপারে সরকার ইতিমধ্যে কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ? এবং নিলে কখন সেটা করা হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— এই যে ১৬৩ জন মারা গেলেন তারা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—হতে পারে, এই তথ্য আপাতত আমার হাতে নেই, শুধু নিহতের সংখ্যাই আছে, আলাদা প্রশ্ন করলে পরে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে,

তারা কোন রাজনৈতিক দলের লোক, এতে কর্মচারীও থাকতে পারে, এখনই আপাতত নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ১৬৩ জন যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারের আর্থিক সহায়তা বা সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে কিনা ? এই তথ্য এই তারিখ পর্যন্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— তথ্য সংগ্রহ করে আমি বলব, তবে নিহত হলেই কিছু হিউমেনেটি গ্রাউণ্ডে কিছু আর্থিক সাহায্য তো দেওয়া হয়ে থাকেই, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি পরিমান দেওয়া হয়েছে তা তথ্য সংগ্রহ করে জানানো হবে, তবে নিহত হলেই তার পরিবারে চাকুরী দেওয়া হবে এমন কোন বাধাধরা সিদ্ধান্ত সরকারের নেই, তবে পলিসি হিসাবে চাকুরী দেওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব নাও হতে পারে, তবে এবল্ এবল্ অব পোস্টে নাও থাকতে পারে, তবে একেবারেই দিতে হবে এমন কোন সিদ্ধান্ত নাই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দিয়ে থাকি, তবে এটাও আমাদের পলিসি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহা, উনি অনুপস্থিত, মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— এড্মিটেড স্ট্যার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫ স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এড্মিটেড স্ট্যার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫ স্যার।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে ক্যারামেক চালু না থাকার জন্য এই রাজ্যের ৩, ৪০০ মত আনারস চাষী ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছে, এটা তো শুধু কুমারঘাট এবং তার আশপাশের আনারস চাষীদের কথা বলেছেন, এছাড়াও তো এই রাজ্যে অনেক আনারস চাষী আছেন, যাদের সংখ্যা কম করে হলেও ১২ থেকে ১৩ হাজারের মত হবে। এবং এসব আনারস চাষীরা ক্যারামেক চালু না

থাকার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই এই জ্যারামেক কারখানা চালু করার জন্য রাজ্য সরকার শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা এবং নিলে কবে নাগাদ নেবেন তা জানাবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই জ্যারামেক প্রতিষ্ঠানটা আমাদের রাজ্য সরকারের নয়, এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান এবং এটা পরিচালনা করার জন্য একটা বোর্ড আছে, সেই বোর্ডে নর্থ ইষ্টার্ন কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা আছে। কাজেই, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেই বোর্ডই সিদ্ধান্ত নেবে এটা কিভাবে পরিচালনা করবেন যেহেতু আনারস চাষীরা আমাদের রাজ্যের লোক, তাদের দুরাবস্থার কথা চিন্তা করেই, তারা যাতে আনারস চাষ করে ভাল দাম পেতে পারেন, তার জন্য আমি নিজে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং কিছু দিন আগে ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ বাবু কেন্দ্রীয় সরকারকে বিষয়টা জানিয়েছি। এমন কি কয়েক দিন আগে গৌহাটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ফুড প্রসেসিং মিনিস্টর মিটিং এ আমাদের রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী উপস্থিত থেকে বিষয়টা তাদের নজরে এনেছেন এবং যাতে তাড়াতাড়ি চালু করা যায়, তার জন্য অনুরোধও জানিয়েছেন। তাই, কত শীঘ্র সেটা চালু করা হবে, তার বিষয়ে আমার দপ্তরের কাছে কোন খবর নেই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই খবর অবগত আছেন যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী তরুন গগই বলেছেন যে জ্যারামেক চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, ২৫ লক্ষ টাকা নয়, মাত্র ৩ লক্ষ টাকা দিয়েছেন।

শ্রীবিধুভুষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিগত জোট সরকারের আমলে এই জ্যারামেক কারখানাটা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, এর উদ্দেশ্যটা কি জানাবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয় এই জ্যারামেক সম্পর্কে আমারও কিছু জানানোর আছে, যেমন জ্যারামেক কারখানা বন্ধ হওয়ার আগে আনারস চাষীদের কাছ থেকে যে আনারস কিনেছিল, তার দাম বাবদ চাষীরা জ্যারামেকের কাছে প্রায়

৯ লক্ষ টাকার মতো পাওয়া আছে, ২নং হচ্ছে ১'২০ টাকা কে, জি দরে আনারস চাষীদের আনারস বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছে, ৩নং হচ্ছে, এখন স্যারামেক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আনারস চাষীরা মাত্র ৮০ পয়সায় আনারস বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই এসব ব্যাপারে স্যারামেক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা বিহিত করার চেষ্টা করবেন কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আপনার অবজার্ভেশান স্যারামেক কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই জানাবো। তবে আমাদের কাছে এই খবর আছে যে আনারস চাষীরা ফ্যাক্টরীর বাইরে বিভিন্ন বাজারে প্রতি ১০০টি আনারস ৮০ টাকায় বিক্রি করছে।

শ্রীপবিত্র কর :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ব্যাপারে হাউসে যে সেন্টিমেন্টা গ্রো করেছে, তা স্যারামেক কর্তৃপক্ষ অথবা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানোর প্রয়োজন আছে এবং জানানোর পর স্যারামেক বা কেন্দ্রীয় সরকার যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে আমরা এই নিয়ে আন্দোলন করতে পারি, কেন্দ্রীয় সরকারটা তো আমাদেরই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে সেন্টি-মেন্টের প্রশ্ন তুলেছেন সেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে পারি যেহেতু তারা এটা দেখেন তারাই বলতে পারবেন। আমরা অনেকবার বলেছি তারা আমাদের কথা শুনে নি।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটাতে আনারস উৎপাদক-দের স্বার্থ জড়িত আছে। ওরা সুযোগ সুবিধা পেলে আনারসের উৎপাদন বাড়াতে পারে সেটা দেখার বিষয়। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বার বার যোগা-যোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং তারা তিন লক্ষ টাকাও দিয়েছেন। এটার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার : শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫ ।

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে ভি, এল, ডবলিউ সেন্টারের সংখ্যা কত ?
২) ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৮ পর্য্যন্ত এই সংখ্যা কত ছিল ?

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্যে ভি এল ডবলিউ সেন্টারের সংখ্যা ৩৮৫টি ।
২) ৩৪৪টি ।

শ্রীমাধবলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে যে সংখ্যা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিলেন, এর আগে, যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিলেন তখন প্রতি দুইটা গাঁওসভায় একটা ভি, এল, ডবলিউ সেন্টার খোলার চেষ্টা করেছিলেন। জোট সরকারের আমলে গাঁওসভার সংখ্যা বেড়েছে সেই অনুপাতে ভি, এল, ডবলিউ. সেন্টারের সংখ্যা বাড়ানো হবে কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা ঠিক যে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রতিটা গাঁওসভাতে একটা করে ভি. এল. ডবলিউ, সেন্টার খোলা এবং দুইটা করে ভি, এল, ডবলিউ. সেন্টার চালু করার সরকারী সিদ্ধান্ত ছিল। তদানুসারে ১৯৮৮ সালে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ৭০৪টি ভি, এল, ডবলিউ, সেন্টারের জন্য ৩৪৪টি সেন্টার খোলা হয়েছিল ·

দুর্গম এলাকায় যে সব স্থানে কৃষি সহায়ক সামগ্রী চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত কম সে সব অঞ্চলের জন্য ৩৪৪টি গাঁওসভায় কৃষি সহায়ক সামগ্রী নিকটবর্তী ষ্টোর হইতে সরবরাহ করা হইত। পরবর্তী সময়ে দুটি গাঁওসভার জন্য ১টি ষ্টোর খোলার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃষকদের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় ১টি গাঁও সভার জন্য একটি ষ্টোর খোলা হইলে বর্তমানে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৫টি ষ্টোর। মাননীয় সদস্য এখানে যে ভাবে দাবী করেছেন, ২টি গাঁও সভার জন্য ১টি ষ্টোর খোলার জন্য সেটা বিগত জোট সরকার করেন নি বলেই আজকে এই দাবী উঠেছে। যদি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হত, তাহলে সংখ্যাটা আরো বেশী হত। আমরা সে সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছি।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) : — স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ডি, এল, ডব্লিউ এর সংখ্যা ৬৮৫টি এবং ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮৮ ইং সন পর্য্যন্ত চৌরের সংখ্যা ছিল ৩৪৪টি। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ইয়ার ওয়াইজ ব্রেক-আপ আছে কিনা এবং থাকলে তার তথ্য জানাবেন কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : — স্যার, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা আমার কাছে ক্লিয়ার না। ডি, এল, ডব্লিউ এর সংখ্যা নয়, আমি বলেছি, ডি, এল, ডব্লিউ সেন্টারের সংখ্যা। আমার কাছে ইয়ার ওয়াইজ ব্রেক-আপ নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমি সেন্টারের কথাই বলেছি। ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮৮ ইং পর্য্যন্ত তার সংখ্যা কত ছিল, ইয়ার ওয়াইজ ব্রেক-আপ থাকলে সেই তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে ইয়ার-ওয়াইজ ব্রেক-আপ নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৬।

মিঃ স্পীকার :— এড্মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৬।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, এড্মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৬।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে খয়েরপুরে একটি বাজার তৈরী করার জায়গা ক্রয় করা হয়েছিল।

২) ক্রয় করা হয়ে থাকলে গত ৫ বছরে বাজারটি তৈরী না করার কারণ কি।

৩) বর্তমানে বাজারটি তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ক্রয় করা হয়েছিল।

২) ক্রয় করা জমিটি তুলনামূলক নীচু স্থানে হওয়ার কারণে মাটি ভরাটের পর উন্নয়নমূলক কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুসারে ১৯৯০-৯১ সালে মোট ৩.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৩) হ্যাঁ আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৬১।

মিঃ স্পীকার :— এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৬১।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৬১।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৯২ ইং সনে খোয়াই শহরে অফিসটিলা সংলগ্ন ইন্সপেক্টার সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর-এর অফিসটি আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিলো।

২) ইহা কি সত্য যে ঐ অফিসটিকে আগুন লাগানোর পেছনে হিসাব নিকাশের গণ্ডগোলের প্রশ্ন জড়িত আছে।

৩) ইহা কি সত্য যে অগ্নিদগ্ধ ঘরে পুলিশ পরদিন ঘরের চাবিটিও খোঁজে পায় ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে।

৪) সত্য হলে ঐ অগ্নিকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, গত ১৬, ৬, ১৯৯২ ইং সনে রাত্রি দু (২) ঘটিকার সময় খোয়াই শহরের অফিস টীলা সংলগ্ন ইন্সপেক্টার সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অফিসটি আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল।

২) বর্তমানে বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

৩) ইহা সত্য নহে।

৪) এখানে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই অফিসে যারা কর্মী ছিলেন, তারা অর্থ এবং শিশু খাদ্য নিয়ে প্রচুর পরিমান অর্থ নয় ছয় করেছেন। অডিটকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য হিসাবে যাতে কারচুপি ধরা না পড়ে অডিট চলাকালীন সময়ে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— গত ১৬-৬-৯২ রাত্রি ২-১৫ মিনিটে খোয়াই মহকুমার অফিস টিলার আই, সি, ডি, এস সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এবং সোস্যাল এডুকেশান অফিস ও শ্রীনগেন্দ্র সুত্রধর এবং শ্রীমহেন্দ্র কুমার পাল এর বাড়ীতে এক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। রাত্রে প্রথমে আগুনে দৃশ্যটি খোয়াই ফায়ার ষ্টেশনের সেন্ট্রির নজরে পরে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসাধন ব্যানার্জি খোয়াই ফায়ার ষ্টেশনকে ২৯৮ নং টেলিফোন যোগে অগ্নি নির্বাপনের জন্য ডাকেন। অগ্নি নির্বাপনে নিযুক্ত কর্মীরা রাত্রি প্রায় ২-১৭ মিঃ সময় অগ্নিকাণ্ডের স্থলে যান এবং আগুন নিভানোর কাজ আরম্ভ করেন। তাহারা রাত্রি প্রায় ৪-২০ মিঃ পর্যন্ত অনবরত চেষ্টা করে আগুন নিভাইতে সক্ষম হন। অগ্নি কাণ্ডের ফলে ক্ষতির পরিমান নিম্নে দেওয়া গেল :—

আগুনে ক্ষতি গ্রস্থদের নাম	সম্পত্তির ক্ষতির মূল্য	সম্পদ ক্ষতি	সম্পদ রক্ষা করা হয়
১) শ্রীনগেন্দ্র সুত্রধর	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	—
২) আই. সি. ডি এস অফিস	১,০০,০০০	১,০০,০০০	—
৩) সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এণ্ড সোস্যাল এডুকেশান অফিস	১,০০ ০০০	১,০০,০০০	—
৪) শ্রীমহেন্দ্র কুমার পাল চৌধুরী	৭০ ০০০	২০,০০০	৫০,০০০
	৪,২০,০০০	৩,৭০,০০০	৫০,০০০

অগ্নিকাণ্ডের ফলে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এবং সোস্যাল এডুকেশান অফিসের কাগজপত্র ফাইল আনুমানিক মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। কিন্তু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এবং সোস্যাল এডুকেশান অফিসটি পুরাপুরি ক্ষতি হয় নি। অগ্নিকাণ্ডের কারণ ইচ্ছাকৃত বলে মনে হয়। স্থানীয় থানাতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৭ নং ধারাতে ১২(৬) ৯২ মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতিলাল সাহা (অনুপস্থিত)
শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫৬ স্যার।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮-৯৩ ইং এই পাঁচটি আর্থিক বছরে রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের আয়ের পরিমাণ কত, এবং

২) ১৯৯৩ এর এপ্রিল-মে সময়ে এই দপ্তরের আয়ের পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) ১৯৮৮-৯৩ ইং এই পাঁচটি আর্থিক বছরে রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তর আয়ের পরিমাণ মোট ১২৮.৪৭৭ লক্ষ টাকা।

২) ১৯৯৩ এর এপ্রিল এবং মে মাসে এই দপ্তরের আয়ের পরিমাণ মোট ১৮,৫৯,০০০ টাকা।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরাবাসী এই তথ্য জানলেন যে জোট সরকারের ৫ বৎসরে মৎস্য দপ্তরের আয় হয়েছে মোট ১২ লক্ষ টাকা আর বামফ্রন্ট সরকারে আসার সাথে সাথে দুই মাসে এই দপ্তরের আয় হয়েছে ১৮ লক্ষ টাকা। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনে জোট সরকারের প্রতি ঘৃনার সঞ্চার হবে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে বিপুল পরিমাণ টাকার ঘাটতি বা লাভ হয় নি বলে পাঁচ বৎসরে দেখানো হয়েছে তার মূল কারণটা কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এই ঘাটতি দেখানো হলো, মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে তার যে ইনকাম সেই ইনকাম করার মত পরিকল্পনা আমি যতটুকু জানি ফিসারী দপ্তর থেকে খোঁজ নিয়ে দেখেছি সেখানে কোন পরিকল্পনা দেখি নি। যেটুকু পরিকল্পনা ছিল সেগুলি সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হয় নি। এই ব্যাপারে পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে আপনারা অনেক কিছু জেনেছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি গত ৫ বছরে জোট সরকারের মন্ত্রী, বিধায়ক, নেতা প্রত্যেকেরই অনুষ্ঠানে এই মৎস্য দপ্তরের জলাশয়ের মাছগুলি ব্যবহার করা হত, এমন কি রাজ্যের বাইরে শিলচরে আমাদের রাজ্যের যিনি কর্ণধার ছিলেন শ্রীসন্তোষ মোহন দেব উনার মেয়ের বিয়েতেও উদ্ধুর জলাশয় থেকে মাছ পাঠানো হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত বিষয়গুলি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে দপ্তরে কোন রেকর্ড নেই তবে এটা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় পত্র পত্রিকায় দেখা গেছে। তবে এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট যদি কোন অভিযোগ আসে তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে জলাশয়গুলি আগে কৃষকদের মাধ্যমে বন্টন করা হত এবং সেখানে তারা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কাজ করতেন কিন্তু বিগত ৫ বছরে শুনেছি যে সেই জলাশয়গুলি জোট সরকারের মনোনীত ব্যক্তিদের হাতে ব্যক্তিগত মালিকানায় দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার সেই জায়গায় পুনরায় মৎস্য জীবি সমবায় সমিতির হাতে এই জলাশয়গুলি তুলে দেবেন কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার গত ৫ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের জলাশয়গুলি জোট সরকারের মনোনীত ব্যক্তিদের হাতে ব্যক্তিগত মালিকানায় তুলে

দেওয়া হয়েছিল এটা ঠিক। আমরা দপ্তর থেকে নির্দেশ দিয়েছি অক্টোবর মাসের মধ্যে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে তার কার্য্য পরিচালনা করার জন্য।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে মৎস্য দপ্তরের তথ্য দিয়েছেন। ছোট সরকারের আমলে রাজ্যে আর একটা পরিকল্পনা কাছিম পরিকল্পনার কথা শুনেছি। এই পরিকল্পনায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। এই যে কাছিম পরিকল্পনা এটা কোন জায়গায় আছে এবং সেটা কি অবস্থায় আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, এটা এন. ই. সি. প্রকল্প। এটা সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব। এখন আমার হাতে এই প্রশ্ন নেই। আমি সেটা পরিষ্কার উত্তর দেব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কাজেই এই কাছিম পরিকল্পনায় কত অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং বাজেটে কত টাকা ছিল এবং সেটা কি ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন এটা আমি আগেই বলেছি এন. ই. সি প্রকল্প। এটা একটা আলাদা প্রশ্ন। আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কিনা মৎস্য দপ্তরের যে ১৮ লক্ষ টাকার আয় হয়েছে সেটা কোন জলাশয় থেকে বেশী আয় হয়েছে এবং মৎস্য দপ্তরের জলাশয়ে কোন স্পীড বোট ব্যবহার হয় কিনা ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মাছ ডম্বুর জলাশয় থেকে বেশীর ভাগই আসে, সামান্য কিছু মাছ আমাদের অন্যান্য রিজার্ভার বা ট্যাঙ্ক আছে সেখান থেকে আসে। আর স্পীড বোটের প্রশ্নে আমরা ডম্বুর জলাশয় থেকে মাছ কালেকশানের জন্য তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের স্পীড বোট আছে সেটাকে ব্যবহার করি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী: সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইটা ঠিক এই যে ৯৩ইং সনের মে, এপ্রিল এই ২ মাসের তথ্য দিয়েছেন ১৮ লক্ষ টাকা এটা ত্রিপুরাবাসী খুব উপকৃত হবেন যে আমাদের রাজ্যে যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে সেটা ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগবে। কিন্তু এখানে আমরা একটা অসুবিধার কথা লক্ষ্য করছি যে এই মাছ এই রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে বা বাইরে নিতে গেলেও বরফের প্রয়োজন হয়। কাজেই বরফের সম্পর্কে ঠিকমত বরফ পাওয়া যাচ্ছে কি না ঠিকমত বরফ পাওয়া না গেলে বরফের অপ্রতুলতা সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন এইটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মাছ আনার ক্ষেত্রে বরফের কথা বলেছেন। ডম্বুর জলাশয় থেকে মাছ আনার জন্য বরফের প্রয়োজন রয়েছে এটা ঠিক। আমাদের যতন বাড়ীতে একটা আইস ফ্যাক্টরী আছে, সেখানে আমাদের বরফ উৎপাদন হয়। তাছাড়াও আমাদের আরও কিছু বরফের প্রয়োজন হয়। তখন আমরা আগরতলা থেকে গাড়ী করে বরফ সাপ্লাই করি। তবে বরফ তৈরী করার জন্য আর একটা আইস ফ্যাক্টরী করা যায় কিনা সেটা আমাদের দপ্তর সেই সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করছেন।

শ্রীরতনলাল নাথ: সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এপ্রিল, মে মাসে যে ১৮ লাখ টাকা আয় হয়েছে সেই আয়টা জোট সরকারের আমলে মৎস্য দপ্তরের সৃষ্টি করেছে বলেই তার থেকে আয় হয়েছে এবং নাম্বার টু হচ্ছে ১৯৮৮ সনে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এর আগে কোন সম্পদ সৃষ্টি হয়নি বলে, একটা মাছের যখন চাষ হয় ৩-৪ বৎসর লাগে, তাই ঐ সময়ে সম্পদ সৃষ্টি হয়নি বলেই গত ৫ বৎসরে জোট সরকার এই আয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে এইটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী): মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন যে জোট সরকার এই সম্পদ সৃষ্টি করেছে বলেই এই আয় হয়েছে। আমি যতটুকু খবর নিয়ে জানতে পেরেছি ৫ বৎসরে যে সময়ে মাছের পোনা স্টক করা প্রয়োজন ঠিক সেই সময়েতে এই ধরনের পোনা স্টক করা হয়নি। এর আগে বামফ্রন্ট

সরকারের সময়েতে এই জলাশয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমানে মাছের পোনা স্টক করেছেন। তাছাড়া এই জলাশয়ের মধ্যে স্যাচারেলি কিছু ব্রিডিং হয় যা থেকে মাছের উৎপাদন হয়। সেই থেকে এই সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। ৫ বৎসরের মাছ চাষ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ হয়েছে সেই প্যাক্‌স থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরে যেটা তাদের জোট সরকারের কালিমা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পত্র পত্রিকায় দেখেছি এইটা না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ফাইলের তথ্য আছে কিনা এই কথাটা আমি বলেছি।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৯২-৯৩ ইং সালে ডম্বুর জলাশয়ে ২০ লক্ষ মাছের পোনা স্টক করার কথা ছিল, দেখা গেছে যেটা সেপ্টেম্বর অক্টোবরে স্টক করার কথা ছিল সেটা আমার ফাইলে যেটা আছে আমাদের দপ্তর থেকে জানতে পেরেছি ফেব্রুয়ারী মাসে এসে মাত্র ৯ লক্ষ পোনা স্টক করা হয়েছে কাগজ কলমে, বাস্তবে কতটা কি হয়েছে কি করেছেন সেটা জোট সরকারই বলতে পারেন।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, গত এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে যে ১৮ লক্ষ টাকা সরকারের আয় হয়েছে তাতে মাছ বিক্রী করার ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ একটা মাছের ওজন কত এবং সেই মাছ কত বড় হতে কত বছর সময় লাগতে পারে।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, মাছ বিক্রি করার ক্ষেত্রে আমাদের কুলারের সামনে যে মাছ এসেছে তাতে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি এই বৎসরের সর্ব্বোচ্চ মাছের ওজন হল ২৭ কেজি ৪০০ গ্রাম এবং এই মাছ নিশ্চয়ই দুই এক বছরে হয় নি, তার অনেক আগের মাছ নিশ্চয়ই হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এক্সপার্টের ওপিনিয়ন আছে কিনা যে ২৭ কেজি ওজনের মাছ হতে কত বছর লাগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি ?

শ্রীসুকুমার বর্ম্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, ২৭ কেজি ওজনের মাছ হতে কত বছর সময় লাগে এই জাতীয় তথ্য আমার কাছে আছে কি না তিনি জানতে চেয়েছেন। নির্দিষ্ট এই ধরনের তথ্য আমার কাছে নাই। তবে এইটুকু বলতে পারি যে অন্তত ৮।৯ বছরের আগে একটা মাছ এত বড় হতে পারে না। যেহেতু তমুর জলাশয়ে অনেক বেশী প্রোটিন আছে এবং সেখানে মাছের গ্রোথ বেশী। তবু অন্তত ৮ থেকে ৯ বছরের কমে ২৭ কেজি ওজনের মাছ পাওয়া সম্ভব না।

মিঃ স্পীকার : —এখন কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্র গুলি এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের লিখিত উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURE, "A" & 'B")

CONDEMNATORY RESOLUTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো কনডেম্ রিজিলিউসান্।

"মনিপুরের মেইরাঙে আজাদহিন্দ ফৌজের স্মৃতিভবন প্রাঙ্গনে সন্ত্রাসবাদী কতৃক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ব্রোঞ্জমূর্ত্তি ধ্বংস করা সম্পর্কে নিন্দা প্রস্তাব।"

গত ৬ই জুলাই, ১৯৯৩ ইং গভীর রাতে মনিপুরের মেইরাঙে আজাদহিন্দ ভবনের স্মৃতিভবন প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিটি দুঃস্কৃতকারীগণ শক্তিশালী বিস্ফোরন ঘটিয়ে ধ্বংস করে। এই সভা দুঃস্কৃতকারীদের এই জঘণ্য কাজকে নিন্দা করছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর যে বিরাট অবদান আছে ইতিহাস তা স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে। এই সভা মনে করে এইরূপ ঘৃণ্য কাজ করিয়ে দুস্কৃতকারীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর যে বিরাট অবদান আছে তা তারা ইতিহাস থেকে এবং ভারতের জনগণের হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। এই সভা আরও মনে করেন দুস্কৃতকারীদের এই ঘৃণ্য কাজকে মনিপুরের জনসাধারণ তথা ভারতের জনগণ ক্ষমা করবে না।

এই সভা আশা করছেন মনিপুর সরকার অতিশীঘ্র দোষীদের খুঁজে বের করে যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করবেন এবং পুনরায় আজাদহিন্দ ফৌজের স্মৃতিভবন প্রাঙ্গণে নেতাজীর একটি পূর্ণায়ব ব্রোঞ্জমূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

(প্রস্তাবটি সভার সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

REFERENCE PERIOD

মি: স্পীকার : এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র এবং শ্রীসহিদ চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে একটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উহা সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র এবং শ্রীসহিদ চৌধুরী মহোদয়দের অনুরোধ করব তাঁদের যেকোন একজন নোটিশটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— মি: স্পীকার স্যার, আমাদের রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো। – "গত ১১ই জুলাই, ১৯৯৩ ইং সোনামুড়া শহরে রাধামাধব চৌমুহনীতে মনিরাণী দেবনাথ গণধর্ষিতা হওয়া সম্পর্কে "

মি: স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে উনার বক্তব্য রাখতে পারেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি এই নোটিশটির উপর আগামী ২১শে জুলাই বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার : - আমি আজ আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী, শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয়ের নিকট থেকে। সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি সভায় উত্থাপনের

অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্যদের যেকোন একজনকে এই রেফারেন্স নোটিশটি সভায় উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুনীল চৌধুরী (সাত্রুম) : – মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো – "কৃষকদের দ্বিতীয়বার ঋণ পাওয়ার সুযোগ না থাকায় কৃষকদের সার বীজ, ধান ইত্যাদি ইনপুট সংগ্রহে অসুবিধা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার : – আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই নোটিশটির উপর আগামী ২০শে জুলাই একটি বিবৃত দেব।

মিঃ স্পীকার : — আমি আজ আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উহা উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয়কে উনার নোটিশটি সভায় উৎথাপনের জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতন লাল নাথ : – মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো — "রাজধানীর বুকে বিশিষ্ট আইনজীবির স্কুলগামী পুত্র খুন।" এই শিরোনামে ৯ই জুলাই 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকাতে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার : — আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি এই রেফারেন্স নোটিশটির উপর আগামী ২০শে জুলাই বিবৃতি দিতে পারব।

মি: স্পীকার :- আজকের কার্য্য সূচীতে তিনটি উল্লেখ্য বিষয়বস্তুর উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ৯.৭.৯৩ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসহীদ চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়-বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

‘ সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ডম্বুর হাইডেল প্রোজেক্ট বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে এবং রুখিয়া ও বড় মুড়া থার্মালপ্রোজেক্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়া সম্পর্কে।”

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী :- মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসহিদ চৌধুরী যে রেফারেন্স নোটিশটি এনেছেন তার বিষয়বস্তুটি হলো -“সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ডম্বুর হাইডেল প্রোজেক্ট বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে এবং রুখিয়া ও বড় মুড়া থার্মাল প্রোজেক্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়া সম্পর্কে।”

স্যার, গত মে ও জুন মাসে ত্রিপুরায় প্রবল বর্ষণ হওয়ার ফলে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে উত্তর এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় পর পর তিন বার বন্যার ইত্যাদির ফলে বহু জায়গায় জল জমে যায়। এবং পাহাড় থেকে মাটির ধ্বস নামে। এই রকম একটা ধ্বস গত ১৯ ৬ ৯৩ ইং ডম্বুর জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের উপরে পাওয়ার জেনারেটরের উপর পড়ে। ফলে পাওয়ার জেনারেটর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং ধ্বসের ফলে গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এর উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায়। এটা পরিষ্কার না করলে ক্ষয়-ক্ষতির পরি-মাণ আমরা সঠিকভাবে বলতে পারব না। এবং এই ধ্বসের আকারটা এতই বড় যে

একশ কর্মী ওখানে প্রতিদিন কাজ করেও এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ মাটি সরানো যায় নি। আরও কয়েক দিন সময় লাগবে ওটাকে পরিষ্কার করতে। এখন পর্যন্ত পাওয়ার চ্যানেল -এ কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা জানা যায় নাই। দুই দিকে পাওয়ার চ্যানেল ওয়ালের মধ্যে বিশ মিটারের উপর জায়গা ভেংগে গিয়েছে। এটাকে খতিয়ে দেখার জন্য আমরা একটা কমিটি গঠন করেছি। তাতে আছেন শ্রী এন, কে. দত্ত (অতিরিক্ত মুখ্য বাস্তুকার সিভিল), বিদ্যুৎ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার শ্রী ডি. রায়, এস. ই. রনজিৎ লোধ এবং এগজি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ গুহ। এই কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পরই আমরা বুঝতে পারব এটার ক্ষতি কেমন হয়েছে। গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন বন্ধ হয়ে আমাদের নিজস্ব উৎপাদন ৮.৫ মেগাওয়াট কমে গিয়েছে। এখন পর্যন্ত তথ্য যা পেয়েছি তাতে আরও তিন মাস সময় লেগে যাবে এই বিদ্যুৎ প্রকল্প পুরোপুরিভাবে চালু হতে।

বড়মুড়ার গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প তিনটা ইউনিট আমাদের ছিল। এর মোট উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ১৬.৫ মেগাওয়াট। ওখানে গত ২২ ৪.৯০ ইং থেকে একটার উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। সেখানে গ্যাস-ডাস্ট-কমপ্রেসার এই ধরনের আরও প্রচুর যন্ত্র-পাতি নষ্ট হয়েছে।

স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসকে এবং রাজ্যবাসীকে জানাতে চাই এই প্রকল্পের যখন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমাদের রাজ্য থেকে মন্ত্রীরা ট্রেনিং দিতে গিয়েছিলেন—শুনেছি প্রকল্পের মেরামতির জন্য ' তদানিন্তন বিদ্যুৎ মন্ত্রী সেখানে গিয়ে-ছিলেন। জানিনা সেখানে তিনি কি ট্রেনিং নিয়েছিলেন। এখানে আমরা দেখেছি যার জন্য গিয়েছিলেন সেই মেশিনটা খারাপ রয়েছে। এবং এর জন্য কোন ব্যবস্থা এখনো করা হয় নাই। শুধু তাই নয় প্রকল্পতে মেরামতি ইত্যাদি না হওয়ার ফলে। এরও চলার একটা ক্ষমতা আছে। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। সেটা গত ২১.৫.৯৩ ইং থেকে উৎপাদন বন্ধ হয়ে রয়েছে। আরও দুটি ইউনিট ছিল। কিন্তু দুটিই বন্ধ হয়ে যায়। একটা শেষ পর্যন্ত নিজেরাই সারাই করে কাজে ফিরিয়ে আনা হয়। কলকাতার একটা ফার্মের সহায়তায় দ্বিতীয় ইউনিট যেটা আছে সেটার কম্পিউটার কার্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওরিজিন্যাল যে ফরাসি কোম্পানীর কাছ থেকে মেশিনটা কেনা হয়েছিল সেটা বর্তমানে জার্মানীর একটি কোম্পানীর সংগে মিশে গিয়েছে। এখন আমাদের যন্ত্রপাতি আনতে হবে জার্মানীর মেইন-জি,এইচ.এস. কোম্পানী থেকে। যে কার্ডটা খারাপ হয়েছে সেই কার্ডের দাম পড়েছে ৫ লক্ষ টাকা। আমরা ওখানে যোগাযোগ

করেছিলাম একজন অফিসার আমরা পাঠিয়েছি দিল্লীতে কারণ ওটা ওখান থেকে সংগ্রহ করে আনা সোজা ব্যাপার না। সে দেশের মুদ্রার প্রশ্ন আছে, ওদের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন যেসব ব্যাপার আছে সংস্থাগুলির, সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকার-এর অনুমোদনের প্রশ্ন আছে। সুতরাং সেগুলি করে আমরা লোক পাঠিয়েছি ঠিক করা হয়েছে। ওখান থেকে আমাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার এসেছেন গিয়েছিলেন তাতে এটা চালু হতে যদি যন্ত্রটি পাওয়া যায় সেটা চালু হতে মাসখানিক সময় লাগবে। যদি আমরা সময় মত পাই। আর না হলে পরে আরও বেশী সময় লেগে যাবে। তাতে চার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ওখানে। দুই নাম্বার ইউনিটটা সেটা চালু আছে। ওটারও এমন অবস্থা যে কোন সময় ওটা অকেজো হয়ে যেতে পারে। তাও নরমাল সাট ডাউন যদি হওয়ার কথা। এই রকম সময় দেওয়ার কোন সুযোগ বা ঐরকম মেশিন যন্ত্রগুলিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেগুলিকে কাজে আবার চালু করা এবং বিশ্রাম দেওয়ার এই রকম সুযোগ আমাদের হাতে এখন নেই। সুতরাং সেখানে বড়মুড়া তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প-এ উৎপাদনের ঘাটতি এখন দাঁড়াচ্ছে ১২.৫ মেগাওয়াট। রুখিয়াতে আমাদের দুটি ইউনিট ছিল, ১৬ মেগাওয়াট সেখানে উৎপাদন হত। গত ২৪.৫.৯৩ ইং একটি মেশিনের কমপিউটার কার্ড এবং অন্যান্য কিছু যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে যায়। ফলে ওখানে এই ইউনিটটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল। আট মেগাওয়াট পেতাম। কিন্তু ৩.৭.৯৩ ইং যেটা উৎপাদন হত সেই ইউনিটটি হঠাৎ অচল হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায়। অথচ রাজ্যের এই অবস্থা থাকলে তখন এটাকে চালু করার স্বার্থে এক নাম্বার ইউনিট যেটা আগে বন্ধ হয়েছিল তার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খুলে দুই নাম্বার ইউনিটে লাগিয়ে এই ইউনিটকে তিন দিন পর আবার চালু করা গেল। যার ফলে ওখান থেকে এখন দৈনিক আট মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ পাচ্ছে যদিও আট মেগাওয়াট-এ হয় না। কিন্তু এদিক সেদিক সেটা হতে পারে, সেটা হয়।

গত ৭.৭.৯৩ইং থেকে ওটা আবার চালু হয়েছে। এখন আট মেগাওয়াট উৎপাদন হচ্ছে। সেইজন্য সর্বমোট আমাদের রাজ্যে উৎপাদন এখন দাঁড়াচ্ছে ১২ মেগাওয়াট। এটাও যে ইউনিটটি খারাপ হয়েছে সেই ইউনিটটি এখন আমরা হায়দ্রাবাদ-এ যে ভেল কোম্পানী আছে তাদের কাছ থেকে আমরা এনেছি। এখন তাদের সঙ্গে সেখানে যোগাযোগ করা হয়েছে, যোগাযোগ করেও ওখান থেকে যেসব কার্ড আনানোর এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ ইত্যাদি আনতে আরও কিছু সময় লেগে যাবে।

তাদের জানা আছে স্যার, যে এখান থেকে যেহেতু পরিবহন-এর ব্যাপারটা খুব কঠিন অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তাঘাট বর্ষায় খারাপ হয়ে গেছে। যার জন্য গিয়ার বকস্ যন্ত্রাংশ খারাপ হয়েছিল সেটা আমরা পাঠাতে পারি নি। কারণ এটা গিয়ার নেওয়া যাবে না, এত জল ওরা নিতে চায় না। যার ফলে বাই রোড আমাদের পাঠাতে হবে। এত দিন পর্যন্ত রাস্তা ঘাট ইত্যাদি খারাপ ছিল। খারাপ থাকার ফলে সেটাকে আমরা পাঠাতে পারি নি। এখন যখন রাস্তার কিছুটা উন্নতি হয়েছে তখন এটাকে বাই রোড পাঠিয়ে ওখান থেকে কত তাড়া তাড়ি আনা যায় সেই চেষ্টা আমরা করব। এবং ওখানে একজন ইঞ্জিনিয়ার সেটা নিয়ে যাবেন এবং তিনি থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আনা যায় সেটা আমরা দেখছি। এছাড়া বিদ্যুৎ সংকট যেটা আছে এই সব কারণে, এটা সমাধানের জন্য আমাদের অন্য রাস্তা নেই। আমরা নেপকো থেকে বিদ্যুৎ আনি। ওখানে যে শেয়ার আছে আমাদের সেখান থেকে ২১ মেগা-ওয়াট আমরা আনি। আসাম থেকেও আমরা কিছু পাই। এই রকম ভাবে রাজ্যের এই ঘাটতি মেটানো হচ্ছে বা রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে কিন্তু ওদের যেসব লাইন আছে ঐ লাইনে প্রায়ই এই সব ঝামেলা হচ্ছে। আসামে যে লাইন আছে তার পাঁচটি টাওয়ার উড়ে গেছে। ওখানেও বর্ষা ইত্যাদি হয়েছে। আপনারা জানেন এই পাঁচটি টাওয়ার উড়ে যাওয়ার ফলে আসাম থেকে বিদ্যুৎ আনা অনিশ্চিত হয়ে গেছে। ওই দিকে জিরিবাম আইজল লাইন ওখানেও গোলমাল হয়েছে, যার ফলে নেপকো থেকে আমাদের বিদ্যুৎ আনতে অসুবিধা হচ্ছে। এমন একটি পরিস্থিতি হচ্ছে এখন প্রায় প্রতি একদিন পর পর যদি আসাম লাইন কোন রকমে চলে তার মধ্যদিয়ে আমরা বিদ্যুৎ আনতে সক্ষম হই। দেখা গেল পরের দিন জিরিবাম, আইজল লাইন অথবা কুমারঘাট জিরিবাম লাইনের ফল্ট দেখা দিচ্ছে। যার ফলে এই দুটি জায়গা থেকে আমাদের বিদ্যুৎ আনা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এর মধ্যে জানেন পত্র-পত্রিকায় উঠেছে, দেখেছেন।

এর মধ্যে আপনারা জানেন, পত্র পত্রিকায়ও দেখেছেন এর হাত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, যেহেতু আমাদের নিজস্ব উৎপাদন আগামী এক দেড় এমনকি দুই মাসের মধ্যে আগের জায়গায় পৌঁছতে পারব এমন কোন অবস্থা আমাদের নেই কাজেই পশ্চিম বাংলা থেকে বিদ্যুৎ এনে আমাদের রাজ্যের চাহিদা পূরণ করা যায় কিনা আমরা সেই চেষ্টা করছি। আমি ক্যালকাটায় গিয়েছিলাম, পশ্চিম বাংলার পাওয়ার মিনিষ্টারের সঙ্গে

কথা হয়েছে, তাদের চেয়ারম্যান এর সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তারা স্বীকার করেছেন তারা বিদ্যুৎ দেবেন, তারা বলেছেন যে ৪০ লাগে ৫০ লাগে আমরা দেব, কিন্তু যে লাইনের উপর দিয়ে আমাদের বিদ্যুৎ আনতে হবে আমাদের সেই আসাম লাইন, আসাম ছাড়া তো আমাদের আর কোন জায়গা নেই, এই লাইনে এই বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা নেই, ওরা দিলেও আমরা আনতে পারছি না। আসামের লাইন এই লোডটা বিয়ার করতে পারছে না, ফলে শেষ পর্যন্ত ওদের ইঞ্জিনিয়াররা এখানে এসেছেন, শুধু পশ্চিম বাংলাই নয় আমরা আসাম থেকেও চেয়ারম্যানকে জানিয়েছি, মেপকোর চেয়ারম্যানরাও এখানে এসেছেন, অফিসাররাও এসেছেন, এখানে আমরা উচ্চ পর্য্যায়ের আমরা বৈঠক করেছি, কি করে এই সমস্যার হাত থেকে আমরা তাড়াতাড়ী বেরিয়ে আসতে পারি, এই সব করে আমরা একটা জায়গায় এসেছি। আসামে যে সমস্ত জায়গায় লাইন খারাপ রয়েছে সেই সব জায়গায় মেরামত করার জন্য আমরা মেটেরিয়ালস্ সাপ্লাই করব। এই সব করেও আসামের লাইনটাকে চালু করতে পারি কিনা ওটাকে একটু উন্নত করা যায় কি না, আসাম সেই ধরণের একটা চুক্তিতে উপনীত করেছি, একটা সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছি। এই সিদ্ধান্তে আসাম রাজি হয়েছে, আমরাও রাজি হয়েছি এবং পশ্চিম বাংলার তারাও আমাদেরকে বলেছে প্রয়োজনে আমাদের সে ভারঃ সাহায্য করবে। আসামেও বিদ্যুৎ সমস্যা আছে, সুতরাং পশ্চিম বাংলা থেকে যেটা আমাদেরকে দেবে সেটার পুরোটা আমরা পাবনা, তার ৫০ পারসেন্ট আসাম রাখবে আর ৫০ পারসেন্ট আমরা পাব। সুতরাং, যদি পশ্চিম বাংলা আমাদেরকে ২০ মেগাওয়ার্ড বিদ্যুৎ দেয় তা হলে আমরা পাব ১০ মেগাওয়ার্ড। তাও রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি উন্নতির স্বার্থে তাতে আমরা রাজি হয়েছি। এই সমস্ত কিছু করে আমরা ব্যবস্থা করছি যাতে করে বিদ্যুৎএর কিছুটা উন্নতি করা যায় কিনা। এই সমস্যা আছে স্যার সেটা হয়তো মানুষ বুঝতে চায়না। যখন আমাদের এই বিদ্যুতের লাইন, মেশিন ইত্যাদি বসেছে তখন তো এত উন্নত ব্যবস্থা ছিল না! আমাদের বিদ্যুতের চাহিদা ৬৪ মেগাওয়াট আমরা বলি, বস্তুত ৩০ থেকে ৩৫ মেগাওয়াট এর বেশী লোকাল ডিমাণ্ড নেই। কিন্তু তা হলে এত বেশী বিদ্যুৎ লাগে কেন? আমাদের একটা সিস্টেম আছে, এই সিস্টেম লস্টা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী বলে আমার মনে হয়। নট লেস্থেন ৩০ পারসেন্ট, তার মানে ১০০ মেগাওয়ার্ড বিদ্যুৎ যদি আমরা আনি তার মধ্যে ৩০

মেগাওয়ার্ড বিদ্যুৎ আমাদের সিস্টেমের মধ্যে লস্ হয়ে যায়। এ ছাড়া আপনারা জানেন আমরা বার বার ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের কাছে আবেদন করেছি, হুকলাইনের মাধ্যমের যে সমস্ত বিদ্যুৎ চুরি করা হচ্ছে তা যাতে না করা হয়। এই সব নিয়ে বলা যায় নট লেস্ দেন ৬০ পারসেন্ট অব পাওয়ার, এটা একটা লস্ হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে ১০০ মেগাওয়ার্ড যদি বিদ্যুৎ হয় তা হলে ৬০ মেগাওয়ার্ড এর মত লস্ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে যদি না ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়ার প্রোডাক্শান কে পাওয়ার জেনারেশানকে আমরা স্টিডি করতে পারি এর পরেও এর হাত থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন ব্যাপার তা সত্বেও সরকার সমস্ত দিক চিন্তা ভাবনা করে আমাদের সিস্টেম লস্ কি করে কমানো যায় তার জন্য যন্ত্রপাতি বসানোর ক্ষেত্রে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা আরক্ষা দপ্তরের সহায়তায় যে আইনী লাইন কেটে কমানোর ব্যবস্থা করছি, সঠিক ভাবে এই সংকট নিরসনের কোন সুযোগ খুব তাড়াতাড়ি থাকছে না। কিন্তু এটা দুরভাগ্যের বিষয় হচ্ছে কিছু কিছু পত্র পত্রিকায় মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছে, এই ঘটনাটা ইদানিং ঘটতে শুধু করছে, এটা এখানে না, গত ৫ টা বৎসর এই যন্ত্রপাতি গুলিকে ঠিক করার জন্য সামান্যতম ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত গৃহিত হল না, সিস্টেম লস্টাকে কমানোর জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করাহল না, কি করে লাইন টাকে উন্নত করা যায়, আমাদের এই পাওয়ারের অবস্থাটাকে কি করে কমানো যা তার কোন ব্যবস্থা গৃহিত হলনা, একটি লাইনেও নূতন করে হাত দেওয়া হল না, কোন পরিবর্তন করা হল না।

এই সমস্যা করাতে তার দুর্ভোগ এখন ভুগতে হচ্ছে আমাদের, যেমন খুশি তেমন চালানো হচ্ছিল। যেহেতু আমাদের পাওয়ারের অভাব আছে তার জন্য একটা মোসন চালাতে গিয়ে যখন মোসনটা কিপ্ করে তখন তাকে আবার জোর করে চালানো হয়, আবার যখন কিপ্ করে তাকে আবার জোর করে চালানো হয়, এই ভাবে বার বার জোর করে চালার ফলে মোসনের আয়ু কমে যায়, মোসনের বয়স কমে যায়। তা ছাড়া আমাদের পাওয়ারটাকে ফোর্ল্লি ইউটিলাইজ এর জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের পাওয়ার সিঙ্কোনাইজ করতে হয়। এই পাওয়ার সিঙ্কোনাইজ করতে গিয়েও মোসনের বয়স কমছে। তা ছাড়া অন্য সব বড় বড় মেসিনের সঙ্গে আমাদের মেসিন পাল্লা দিয়ে পারছে না এই সমস্ত যা গত ৫ বৎসর হয়েছে এর ধাক্কা আমাদের সামলাতে হচ্ছে।

স্যার, এসব যা কিছু হয়েছে, বিগত জোট সরকারের ৫ বছরের কাজ কর্মের ফল, এখন আমাদের সে সব সামলাতে হচ্ছে। যা হউক, এসব ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছি এবং দপ্তর সেই প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই এই সমস্যা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য একটু সময় লাগবে এবং সময় দেওয়ার জন্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কাছে আবেদন রাখছি এবং আশা করছি জনগণ সরকারের সংগে এই বিষয়ে সহযোগিতা করবেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন, তাতে আমরা জানতে পারলাম যে, বড়মুড়াতে একটা ইউনিট ১৯৯০ সাল থেকেই অকেজো হয়ে পড়ে আছে এবং সেটা সারানোর জন্য জোট সরকারের বিদ্যুত মন্ত্রী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ফ্রান্স, লণ্ডন ইত্যাদি ঘুরে এসেছেন, তারপরেও এই সমস্যার সমধান হলো না, অথচ সাধারণ মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে নষ্ট হয় করা হল। কাজেই এই সম্পর্কে তদন্ত করে কেন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও ইউনিট টাকে সচল করা গেল না, তা এই সভায় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেমন জানেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও তেমনই জানেন যে বিগত ৫ বছরের জোট আমলে বিভিন্ন কাজের জন্য যে পরিমাণ টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা ঠিকই খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু কাজ যা করার কথা ছিল, তা করা হয় নি। অর্থাৎ বরাদ্দকৃত টাকা খরচ হয়ে গেলেও উন্নয়নমূলক কাজ কিছুই হয় নি। মন্ত্রী মহোদয়, অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য ফ্রান্স গেছেন বা লণ্ডন গেছেন, তার সঙ্গে অফিসাররাও নিশ্চয় গেছেন, কাজেই, কাজ না হলেও খরচ যা হওয়ার, তা হয়ে গেছে — অর্থাৎ জনগণের টাকা খরচ হয়ে গেছে। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে বিগত সরকার খরচ করতে গিয়ে যে সমস্ত অনিয়ম করেছেন, তা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে এবং খুঁটিয়ে দেখার জন্যও একটু সময়ের দরকার এবং সেগুলি দেখার পর যদি কেউ দোষী সাব্যস্থ হন, তাহলে তাকে রেহাই দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীরতনলাল নাথ : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে সম্প্রতি প্রাকৃতিক

দুর্যোগে ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্টে বিপর্য্যয় ঘটে গিয়েছে। এবং সেখানে একজন সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার গিয়েছেন, কাজ কর্ম তদারকি করার জন্য, কিন্তু সেখানে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের জন্য ঐ সমস্ত কাজ কর্ম ব্যাহত হচ্ছে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী): — মাননীয় সদস্য শুনেছি একজন অভিজ্ঞ আবার আইনের একজন ছাত্র। তিনি জানেন সেখানে বর্তমানে দুটি পুলিশ ক্যাম্প আছে। কাজেই উগ্রপন্থী সমস্যার কথা বলে মানুষের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরানো সম্ভব নয়। ডেম সাইটে দুই শিফটে কাজ চলছে দিনে এবং রাত্রে। চেষ্টা করা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়।

শ্রীতপন চক্রবর্তী: — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ষ্ট্যাটমেন্ট দিয়েছেন তাতে বুঝা গেল বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক এবং গোমতী হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট চালু করতে আরও সময় লাগবে এবং বড়মুড়া ও রুখিয়া প্রোজেক্ট দ্বারা রাজ্যের সার্বিক উন্নতিতে সময় লাগবে। বিভিন্ন মহকুমায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ডিজাইল পাওয়ার ষ্ট্যাশন রয়েছে। কিন্তু প্রতিটা সাবডিভিশনের ডিজাইল পাওয়ার পুজ হয়ে আছে। কৈলাশহরে চারটা জেনারেটারের মধ্যে একটা চালু আছে বাকীগুলি মেইন্টেন্সের অভাবে অচল। হাসপাতালে জরুরী অস্ত্রোপচার ইত্যাদি কাজের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে এগুলি চালুর ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী): - মাননীয় সদস্য জানেন এবং এটা সকলেরই জানা আছে যে রাজ্যে যে ডিজেল জেনারেটার আছে সেগুলির বয়স ২০/৩০ বছর হয়ে গেছে এবং এগুলির উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এই গুলি মেরামত করে জরুরী কাজে যেমন হাসপাতাল, ওয়াটার সাপ্লাই ইত্যাদির জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা চলছে কিন্তু যন্ত্রপাতি বাহির থেকে আনতে হচ্ছে এবং ডিজাইল জেনারেটার থেকে পাওয়ার তৈরী করতে গেলে পরিবেশ দুষণ ইত্যাদি নানা সমস্যা এসে যায়। সেই জন্য গ্যাসকে বেশী করে পাওয়ার জেনারেটার ষ্ট্যাশন করা যায় কি না কোন পরিকল্পনা করা যায় কি না সেটা দেখা হচ্ছে। যন্ত্রাংশের

অভাবে যেগুলি খারাপ হয়ে আছে সেগুলি মেরামত করে ইউটিলাইজ করার চেষ্টা হচ্ছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এটা নিশ্চয়ই দপ্তরকে বলব। আমি আপনাদের বলছি, দ্রুত মেরামত করে চালু করার মত একটি জায়গায় যাতে নিয়ে আসা যায় সে জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১২.৭.৯৩ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুর হলো :— "গত ২৫শে মে, রাজচন্তাইয়ে রাবার বোর্ডের গাড়ী আক্রান্ত হওয়া এবং গাড়ীর ড্রাইভার, রাবার বোর্ডের একজন কর্মচারী এবং ৪ জন টি. এস. আর খুন হওয়া সম্পর্কে' "

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার, গত ২৫.৫.৯৩ ইং তারিখ বিকাল অনুমান ৩টা থেকে ৩ ৩০ মিঃ এর সময় ত্রিপুরা রাবার বোর্ডের কর্মচারী ত্রিপুরা ষ্টেট-রাইফেলস্ এর ২য় বাহিনীর একটি এসকর্ট দল সহ জিরানীয়া থানাধীন বিন্নকোবরা গ্রামে রাবার বোর্ডের বেনিফিশারীদের মজুরী দিয়ে আগরতলা ফেরার পথে রাজচন্তাই নামক গ্রামে পৌছলে ১০/১২ জনের একটি সশস্ত্র উগ্রপন্থী দল তাহাদের ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। ফলে ঘটনাস্থলেই টি.এস.আর. বাহিনীর ৪ (চার) জন জোয়ান মারা যায়। তাহাদের নাম যথা : -

১) লেন্স নায়ক - সমর চাকমা,

২) রাইফেলম্যান—জাকির হোসেন,

৩) রাইফেলম্যান --বিবেকানন্দ জমাতিয়া.

৪) রাইফেলম্যান—অমর কর।

এছাড়া রাবার বোর্ডের ফিল্ড অ্যাসিসটেন্ট সন্তোষ দাস এবং টি আর.টি ১৫৫৬

নং জীপের ড্রাইভার রঞ্জন সরকার ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারাণ। রাবার বোর্ডের বেনিফি-শারী মলিন দেববর্মাকে গুরুতর আহত অবস্থায় আগরতলা জি বি. হাসপাতালে নিয়ে আসার পর মুহুর্তেই মারা যান। তাছাড়া রাবার বোর্ডের ফিল্ড সুপার ভাইজার শ্রীমৃনাল কান্তি পাল এবং টি.এস আর এর হাবিলদার (ক্লার্ক) শ্রীরাম রাজ আইস উগ্রপন্থীদের গুলি বর্ষণের ফলে আহত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে।

উগ্রপন্থী দলটি টি,এস,আর, বাহিনীর নিকট থেকে ৫০টি গুলি সহ একটি এস, এল,আর, এবং ১৫০ রাউণ্ড গুলি সহ তিনটি .৩০৩ রাইফেল লুট করে নিয়ে যায়।

উগ্রপন্থীদের গুলি বর্ষণের ফলে টি,আর,টি ১৫৫৬ নং জীপ গাড়ীটির প্রচুর ক্ষতি সাধন হয়।

এই ঘটনাটি জিরানীয়া থানাধীন রাজচন্তাই গ্রাম নিবাসী জনৈক সুখরাই দেববর্মার সংবাদের উপর ভিত্তি করে জিরানীয়া থানায় ভ রতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯। ৩০২ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ২৫ (৫) ৯৩ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালীন উক্ত ঘটনার সংশ্রবে জড়িত সন্দেহে পুলিশ গত ২৬,৫ ৯৩ ইং তারিখ সিধাই থানাধীন রাম দাস ঠাকুর পাড়া নিবাসী শ্রীঅজিত দেববর্মা ও আঠার-মুড়া নিবাসী শ্রীবিকাশ দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে গত ২৭.৫.৯৩ ইং তারিখ কোর্টে প্রেরণ করে।

শ্রীমাধনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য এখানে দিলেন এটা খুবই দুঃখজনক এবং এই সম্পর্কে গতকালও এই হাউসে আলোচনা হয়েছে। তবে এই এলাকাতে বেশ কিছু দিন যাবৎ টি,এন,ভি যারা আত্মসমর্পন করেছে ওদের মধ্যে থেকে একটা দল আবার অস্ত্র হাতে নিয়ে রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে তারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। এই ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বেশ কিছু বিপথগামী যুবক বিভিন্ন নামে বিভিন্ন গ্রুপে কিছু সন্ত্রাস মূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের সবারই জানা এবং এই ধরণের ঘটনা চলতে থাকলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের

অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের কাজকর্ম ব্যাহত হবে। এটা টি,এন,ভি দল না অন্য দল সেটা এখনও চিহ্নিত করা যায় নি। কারণ, উগ্রপন্থী যারা এই ধরণের কাজকর্ম করে তাদের গ্রেপ্তারের পর এটা বোঝা যায়। যেহেতু এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি, গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা চলছে, এই অবস্থায় কারা এই কাজ করেছে এটা চিহ্নিত করা যায় নি। তবে এই ধরণের কার্যকলাপ যাতে বন্ধ করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি এবং এ ব্যাপারে হাউসও অবগত আছেন। আমরা রাজনীতিগত ভাবে চেষ্টা করছি তারা যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। সেই সুযোগও আমরা তাদেরকে দিচ্ছি। এবং বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও আমরা ঘোষণা করেছি। এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকেও আমরা জোর তৎপরতা চালাচ্ছি যাতে এই সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করা যায়। এই ঘটনায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, টি.এস,আর বাহিনীর যে ৪ জন নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারকে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ২০ হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে। নিহত গাড়ীর চালকের স্ত্রীকে সদর মহকুমা শাসকের অফিস থেকে এক হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া রাবার বোর্ডের বেনিফিসিয়ারী মৃত মলিন দেববর্মার পরিবারের এক জনকে চাকুরী প্রদানের বিষয়টি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে। রাবার বোর্ডের ফিল্ড এসিষ্ট্যান্ট মৃত সন্তোষ দাসের পরিবারের একজনকে চাকুরী প্রদানের বিষয়টি রাবার বোর্ডের ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি পত্রপত্রিকায় দেখেছি যে রাজচন্দ্রাই-এ ঐ ঘটনার পর রাবার বোর্ডের কর্মচারীরা এই সব অঞ্চলে কাজ করতে ভরসা পাচ্ছে না, নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী): – স্যার, যারা সেখানে কাজ করছেন তাদের নিরাপত্তা আমরা দিচ্ছি এবং পেমেন্টের সময়েও সেটা দেওয়া হচ্ছে। ওরা আমার কাছে এসেছিলেন। সেখানে রাবার বোর্ডের কাজ এখনও চলছে, তবে সেটা মন্থর গতিতে চলছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ - উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ১২-৭-৯৩ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ২৭শে জুন ১৯৯৩ ইং মনু থানার অন্তর্গত ধুমাছড়ার দিন দুপুরে এ, টি. টি, এফ কর্তৃক খুন, গৃহদাহ ও লুণ্ঠন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : — "২৭শে জুন, ১৯৯৩ ইং মনু থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ধুমাছড়ার দিন দুপুরে এ, টি, টি. এফ কর্তৃক খুন, গৃহদাহ ও লুণ্ঠন সম্পর্কে।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিগত ২৭-৬-৯৩ ইং সন্ধ্যা অনুমান ৬টা ৫ মিঃ এর সময় উত্তর ত্রিপুরা জেলার মনু থানাধীন মদন রোয়াজা পাড়ার জনৈক শ্রীমোহন ত্রিপুরা মনু থানায় এই মর্মে একটি অভিযোগ দায়ের করেন যে, ঐ দিনই বেলা অনুমান ১২-৩০ মিঃ এর সময় ৩৫/৪০ জনের একটি সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী দল মনু থানাধীন ধুমাছড়া (বগবিল) মদন রোয়াজা পাড়া, শিব পাড়া ও কার্ত্তিক ত্রিপুরা গ্রামে হানা দিয়ে গ্রামবাসীদের উপর আক্রমণ ও এলোপাথারী গুলি বর্ষণ করে। উক্ত হামলার ঘটনার খবর জানতে পেরে ধুমাছড়া ভিত্তিক আর্মড রিজার্ভের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে এবং উগ্রপন্থীদের সঙ্গে গুলী বিনিময় হয়। গুলী বিনিময়ের ফলে পুলিশের পক্ষে কোন হতাহত হয় নাই। পুলিশ সর্বমোট ৩২ রাউণ্ড এবং উগ্রপন্থীরা সর্ব মোট ৭০ | ৮০ রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করে তবে উগ্রপন্থীদের গুলী বর্ষণের ফলে ১) মুক্তা মোহন ত্রিপুরা, ২) সুরিলাল ত্রিপুরা ঘটনাস্থলেই মারা যান। দর্শন ত্রিপুরাকে আহত অবস্থায় মনু প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে ভর্তি করা হয় এবং তাহার এই আঘাত জনিত কারণে মনু হাসপাতালে গত ২৭-৬-৯৩ ইং তারিখ মারা যান। আহত ১) শ্রীমতি বকলক্ষী ওরফে বকুলক্ষী ত্রিপুরা ২) শ্রীমতি ডিলাবসাই ত্রিপুরা এবং শ্রীমতি নন্দলক্ষী ত্রিপুরা (সকলেই বগাবিল নিবাসী) বর্ত্তমানে মনু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

এই ঘটনাটি মনু থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ | ১৪৯ | ৩২৬ | ৩২৫ | ৩০২ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫ (৬) ৯৩ নথিভুক্ত করা হয়।

উগ্রপন্থী হামলায় ৩৯টি পরিবারের ৫৬টি বাড়ীঘর আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উগ্রপন্থীদের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ এলাকার মোট ২১৫ টি পরিবার ঐদিনই অর্থ ৎ

২৭-৬-৯৩ ইং তারিখ ধুমাছড়া হাইস্কুলে আশ্রয় নেয় এবং গত ২৯-৬-৯৩ ইং তারিখ তাহাদের নিজ বাসস্থানে ফিরে যান। ধুমাছড়া হাইস্কুলের শিবিরে অবস্থানরত পরিবার সমূহকে লংতরাই ভ্যালি মহকুমার শাসক সরকারী নিয়মানুসারে ত্রান সাহার্য্য বন্টন করেন। ক্ষতিগ্রস্থ ৩৯টি পরিবারকে এ, ডি, সি'র তরফ থেকে আর্থিক সাহার্য্য দেয়া হয়।

তদন্তকালীন পুলিশ গত ৪-৭-৯৩ ইং তারিখ ঘটনায় জড়িত সংশ্রবে মনু থানাধীন শিবপাড়া গ্রামের নিবাসী শ্রীরেনু দেববর্মা ওরফে বেনাকে গ্রেপ্তার করে ও কোর্টে চালান দেয়।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে আসাম রাইফেলস্। সি, আর, পি, এফ। টি, এস, আর ও পুলিশ দ্বার। তল্লাসী অভিযান চালানো হয়।

তাছাড়া এলাকাবাসীদের ভীতি দুর করতে এবং এলাকায় ভবিষ্যতে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে গত ১ ৭-৯৩ ইং তারিখ বিভিন্ন দপ্তরের অফিসার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিয়ে একটি শান্তি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে। ধুমাছড়া হাইস্কুলে আশ্রয় গ্রহণকারী ২১৫ টি পরিবারকে গত ২৭-৬ ৯৩ ইং, ২৮-৬ ৯৩ ইং, ২৯-৬-৯৩ ইং তারিখ সরকারী নিয়মানুসারে খাদ্য ত্রাণ বন্টন করা হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত ৩৯টি পরিবারের প্রত্যেককে (যাহাদের বাড়ী ঘর আগুনে পুড়া যায়) পলিথীন শীট এবং মং ১০০০্ টাকা করে আর্থিক সাহার্য্য দেওয়া হয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) : - মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই পি,এ সালাম বাড়ী অমরপুরে, সুবোধ দেববর্মা মরনামার এই ২ জন উগ্রপন্থীর নেতৃত্বে সেখানে ২০-৩০ জন তাদের সহযোগী যেটা উনি একটু আগে উল্লেখ করেছেন ৩০-৪০ জন অজ্ঞাত সহযোগীরা এই ঘটনা সংঘঠিত করেছে। এই পি.এ, সালাম এবং সুবল দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করার জন্য এবং তাদের নামে আপনার কাছে এই রিপোর্ট আছে কিনা যে এই ২ জনের নেতৃত্বে সেখানে ঘটনা সংগঠিত হয়েছে এবং যদি সত্যি তাদের নেতৃত্বে হয়ে থাকে তাদের ধরার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ? আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইখানে উল্লেখ করেছেন ৩ জন নিহত হয়েছেন মুক্তামোহন ত্রিপুরা, স্বরিলাল ত্রিপুরা এবং দার্শন ত্রিপুরা, এই ৩ জন নিহত হয়েছে তাদের পরিবারে কোন চাকরী

দেওয়া হবে কিনা তাদের সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই পরিবারগুলি যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে তার জন্য চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের গ্রেপ্তারের জন্য যতদূর সম্ভব সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে কাউকে ক্ষমা করা হবে না। গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা চলছে। প্রথম যেটা দরকার আমি আগেই বলেছি এলাকায় যাতে শান্তি ফিরে আসতে পারে তার জন্য অফিসার থেকে আরম্ভ করে এলাকায় সমস্ত রাজনৈতিক দলদের নিয়ে সভা করা, আলাপ আলোচনা করা এবং যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারগুলিকে সাময়িকভাবে কিছু সাহায্য আমরা দিয়েছি। যারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ৩৯টি পরিবার তাদের মধ্যে যাদের বাড়ীতে আগুনে পুড়ে যায় তাদেরকে পলিথিন শীট এবং ১ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। যারা নিহত হয়েছেন যারা তাদের পরিবারকে আর কিভাবে সাহায্য দেওয়া যায় সেটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। যারা নিহত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকটা পরিবার থেকে চাকুরী দেওয়া হবে এইটা আমরা এখনই বলতে পারি না। কারণ তার যোগ্যতা এবং সেই পরিবারের অবস্থাসব বিবেচনা করে দেওয়া হবে। কাজেই এমনি ঢালাও করে ১ জন লোক নিহত হলেই তার পরিবারের একজনকে চাকরী দেওয়া হবে এই ধরনের ধারনা অবাস্তব হবে। তবে নিশ্চয়ই তাদের পরিবারকে কিভাবে সাহায্য দেওয়া যায় সেটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এইটা কেইস টু কেইস বিচার করা হয়।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত বিধানসভা নির্বাচনের পর ধুমাছড়া, জামিরছড়া এই একটি সশস্ত্র উগ্রপন্থী দল যার নাম হচ্ছে টি,আর,আর,এফ। শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা, এ,ডি,সির সদস্য শ্রীযদুমোহন ত্রিপুরা এবং স্থানীয় টি,ইউ,জে,এস নেতা প্রভাকাংশুর নেতৃত্বে এবং মদতে এই দলটি গঠিত হয়েছে এবং দলটির নেতৃত্বে রয়েছে প্রাক্তন টি.এন,ভি নেতা উৎপল ত্রিপুরা এবং স্থানীয় টি,ইউ.জে,এস, নেতা প্রিয়বাসী ত্রিপুরা এদের দ্বারা গত তিন মাসে এলাকার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে শান্তি বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নিরীহ উপজাতি জনগণের উপর অত্যাচার, লুণ্ঠন হয়েছে এবং যেদিন ঘটনা হয় তার আগের দিন সেই এলাকার মধ্যে অঘোষিতভাবে এই ধরনের একটা প্রস্তুতি চলছিল যে টি,আর,আর,এফ বাহিনী এবং এ,টি,টি,এফের মধ্যে

সংঘর্ষ হবে এবং এই সংঘর্ষের পরিনতিতে ২৭শে জুন এই ধরনের একটা মিলনীয় ঘটনা ঘটে এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : - স্যার, সরকারী ভাবে এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নাই। তবে এলাকার মানুষের কাছে থেকে যে রিপোর্ট পেয়েছি এই ধরনের ঘটনা বেশ কিছু দিন ধরে চলছিল এবং এই গ্রুপ, যে কথা মাননীয় সদস্য এইখানে বলেছেন তারা অত্যাচার, উৎপীড়ন ইত্যাদি চালাচ্ছিল। তবে সরকারী ভাবে কোন তথ্য নাই। আমি পুলিশকে বলেছি এইগুলি খুঁজে বের করতে হবে কারণ কোন্ ঘটনার পেছনে কারা আছেন ঘরে বসে ঠিক না করে ঘটনায় তদন্ত করে কারা অ্যাক্চুয়েল ঘটনায় জড়িত এইটা বের করা দরকার। এইটা এ,টি,টি,এফ, না টি,এন,ভি না টি,আর,আর,এফ ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এইটা এ,টি,টি,এফ করেছে, টি,এন,ভি করেছে, টি,আর,আর,এফ করেছে এইভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া পুলিশের পক্ষে ঠিক না বা সরকারের পক্ষেও ঠিক না। অ্যাক্চুয়েল ঘটনা কি তা বের করতে হবে। যেমন ধরুন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসু মারা গেলেন, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন এইটা সি,পি,এম, করেছে। কিন্তু পরে দেখা গেল কিছুই না। কাজেই এই ধরনের কোন কথা চট করে মন্তব্য করাটা আমাদের মেম্বারদের পক্ষে উচিত না, সরকারের পক্ষেও উচিত না।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :--আসল কালপ্রিট কে, তাকে খুঁজে বের করাই হবে আমাদের কাজ। কাজেই এখানে পলিটিক্যাল মোটিভ নিয়ে কোন কাজ করলে পরে আসল জিনিষটা উদ্ধার হবে না। কাজেই মাননীয় সদস্য যে সব তথ্য বলেছেন পুলিশকে আমি বলব এই গুলি ভাল করে একটু তদন্ত করে দেখুন। যদি এগুলির সত্যতা থাকে তাহলে আমরা ষ্টেপ নেব।

শ্রীমাখন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি এই সন্ত্রাসবাদীরা গত ভোট আমলে বি. এস. এফরা এই রকম কয়েকজন উগ্রপন্থীকে ছামনু থানায় এ্যারেষ্ট করেছিল অস্ত্রশস্ত্রসহ। প্রায় ৫০ টা বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি সহ তাদেরকে এরেষ্ট করেছিল। কিন্তু দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সুধীরবাবু এবং শ্যামা-

বাবুরা মিলে তাদেরকে ছেড়ে দিল এবং থানার তাদের বিরুদ্ধে কোন কেইস করা হল না। এই অবস্থায় আমরা কি বলতে পারি না যে তারা নিজেরাই এইগুলি করিয়ে আজকেও সেই অবস্থা ত্রিপুরায় সৃষ্টি করছে। তা এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমরা কিছু জানতে পারি কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :- সুধীর বাবু আর শ্যামাবাবুরা কি ঘটনা করেছে এইটা সম্পর্কে তখনই অনেক আলোচনা হয়েছে। কাজেই আমাদের এই সরকার এই সম্পর্কে বিশেষ কোন তদন্ত করেনি। কাজেই সরকারীভাবে রেকর্ড থেকে কিছু বলার সময় আমার হাতে নেই। তা ছাড়া এই ধরণের কিছু কিছু ঘটনাতো বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় খুন সন্ত্রাস ধমক ইত্যাদি হচ্ছে। এইটা যারা সমাজ বিরোধী যারা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষতি করতে চায় তারাই করবে। এইগুলিকে বের করার জন্যই তো আমাদের প্রচেষ্টা চালানো। কাজেই কারা এইগুলি করছে নির্দিষ্টভাবে বলা ঠিক না। একটা ঘটনা ঘটলে এইটা এ, টি, টি, এফ করছে, না হয় টি, এন ভি করছে এই ধরণের মন্তব্য-এ যাওয়াটার পক্ষে আমি ঘোর বিরোধী। আসল ঘটনা জেনে তার পরে বলা দরকার। আমি পুলিশকে এই কথা বলেছি যে, যখনই আপনারা খবর পাবেন তখনই এইটা ঠিক করবেন না যে এইটা এ টি, টি, এফ করেছে, বা টি, এন, ভি করেছে, যুব সমিতি করেছে বা কংগ্রেস করছে। এইরকম কোন সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন না, তাহলে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ঘটনার সূত্র ধ'রে খুঁজে বের করে দেখুন কারা করেছে কারা আছে এবং তখনই আপনারা আইনগত ব্যবস্থা নেবেন। তাহলে পরে ঠিক ঠিক বিচার হবে। না হলে অনুমানের উপর কোন ষ্টেপ নিতে গেলে সেটা ভুল এবং এইটা জনসাধারণের পক্ষে বিরক্তির কারণ হবে।

CALLING ATTENTION

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, " গত ৭ই জুন ১৯৯৩ ইং তারিখ মোহনপুর বাজারে নিরীহ উপজাতিদের গাড়ী থেকে নামিয়ে সমাজ বিরোধী কর্তৃক আক্রমণ করে আহত করা

সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আগামী ২২শে জুলাই আমি এর জবাব দেব।

মি: ডেপুটী স্পীকার : আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়ের নিকট থেকে উক্ত দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "জে.সি,আই, ত্রিপুরার পাট ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ত্রিপুরার পাট চাষীদের কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত মূল্যে পাট ক্রয় করার বাধা সৃষ্টি হওয়ার সম্পর্কে।"

মাননীয় কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং (মন্ত্রী) : মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২০শে জুলাই এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেব।

মি: ডেপুটী স্পীকার :— আমি আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "আগরতলা থেকে গৌহাটি ইম্ফল শিলচর সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানের সাথে বিমান যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ত্রিপুরার যাত্রীদের দুর্ভোগ সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ২২শে জুলাই এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৭ই জুন সকাল ৭-৩০ টায় উদয়পুর বদরমোকাম ঘাটে গোমতী নদীতে নৌকা ডুবি সম্পর্কে।"

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৭ই জুন, ৯৩ইং তারিখ আনুমানিক ৭০ জন যাত্রী নিয়ে সকাল ৭৩-০ টায় একটি ফেরী নৌকা গোমতী নদীর রাজনগর ঘাট থেকে বদরমোকাম ঘাটে পৌছার মুহূর্তে ঘাটের বাইরে হঠাৎ চলে যায়। ফেরী নৌকা কতগুলি কাঁটা গাছের ঝোপের ধারে চলে গেলে যাত্রীরা নৌকার একদিকে চলে যায় ফলে নৌকার একদিক কাত হয়ে জলে ডুবে যায়। এই সময় গোমতী নদীর জলের লেভেল বিপদসীমার নীচে থাকলেও নদীতে বেশ স্রোত ছিল। অধিকাংশ যাত্রীরা সাঁতার কেটে পারে উঠে যায়। এই সময় চার জন যাত্রীকে খোঁজে পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে তিন জনের মৃতদেহ ঘাটের দূরবর্তী স্থানে পাওয়া যায়। মৃতরা হলেন— (১) সুধীর দাস বৈষ্ণব- ৬৫, পিতা- মৃত রূপচাঁদ বৈষ্ণব রাজনগর। তার মৃতদেহ পাওয়া যায় কাঁকড়াবন। (২) চন্দ্রমোহন মজুমদার,

(৫৫ বছর)—পিতা মৃত গোবিন্দ মজুমদার, রাজনগর, ও (৩) দীনেশ শীল—৬০ বছর, পিতা মৃত শচীন্দ্র শীল, রাজনগর। এই তিন জনের মৃতদেহ পাওয়া যায় খিলপাড়া। আর একজন যাত্রীর খোঁজ এখনো পাওয়া যায়নি। তার নাম শ্রীমতি দীনমনি বৈষ্ণব বয়স—৬০ বছর স্বামী মৃত—বাবাকুমার বৈষ্ণব, রাজনগর।

বদরমোকাম ঘাটের ফেরী নৌকা চালাবার ইজারা গত ২৬'৫.৯৩ইং তারিখে এক বছরের জন্য উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া অথোরিটি রাজনগর নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ সরকারকে দিয়েছেন। এই ফেরী নৌকার যাত্রী পরিবহনের ক্ষমতা আনুমানিক ১০০ জন বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় জন্য ১২ জন যাত্রী আহত হন। গোমতী নদীর বিপদ সীমার লেভেল ২১.৫০ মিটার। নৌকা ডুবার সময়ে জলের লেভেল ছিল ২০'৪৫ মিটার।

মৃতদের প্রতি পরিবারকে সরকার থেকে ২০০০ টাকা করে সাহার্য্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ৩টি মৃতদেহ পরিবহন এবং সৎকারের বাবদ আরো ১৭০০ টাকা খরচ করা হয়েছে। আহত ১২ জন যাত্রীকে ৬০০ টাকা, প্রত্যেককে ৫০ টাকা করে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই সভা বেলা ২-০০ টা পর্য্যন্ত মূলতবী রইলো।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— আগের কলিং এটেনশানে মাননীয় সদস্য পান্নালাল ঘোষ একটি ক্ল্যারিফিকেশান চেয়েছিলেন। আপনার ক্ল্যারিফিকেশানের উল্লেখ করুন।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা জানি ফেরিঘাটে ইজারাদারদের সাথে একটা শর্ত থাকে বা চুক্তি হয়। এই যে বদরমুখ ঘাট তাদের দিনে ছয় থেকে সাত হাজারের মত লোক যাতায়াত করে প্রতিদিন। এখানে যারা নৌকা চালায়, ইজারাদারদের সংগে যে কয়টা নৌকা দিনে চালানো হবে, মানে কতক্ষণ পরপর নৌকা চালানো হবে অথবা কয়টা নৌকা তারা রাখবেন এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কতক্ষণ পরপর নৌকা চালানো হবে এই রকম কণ্ডিশান ফেরিঘাটে থাকে তা আমার জানা নেই। তবে কি রকম চুক্তি হয়েছিল তা আমার হাতে নেই।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— এখানে যে অঞ্চলে নৌকাডুবির কথা বলা হয়েছে তার চারপাশে ছয়-সাতটা গাঁওসভা আছে। আজে ৩০ হাজারের মত জাতি উপজাতি মানুষ সেখানে বসবাস করেন। তারাই বিশেষ করে এই ঘাট বেশী ব্যবহার করে। বন্যার সময়ে বা জলস্ফিতির সময় তাদের অনেক ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হতে হয়। আমরা জানি স্যার, পূর্ত দপ্তরের সিডিউলে ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৯১-৯২ ইং সালে এই নদীর উপরে সেতু তৈরী করার জন্য কিছু অর্থ ধার্য্য করা হয়েছিল। ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ করে এই যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বা শহর সম্প্রসারণে যে ব্যবস্থা- এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, ঐ এলাকাটি সত্যি জনবহুল এবং ওখানে যে একটি ব্রীজ তৈরীর প্রয়োজন তা দপ্তর মনে করে ঠিকই। এবং এলাকার লোকদের দাবীও রয়েছে অনেকদিন থেকে। কিন্তু ওখানে ঐ ব্রীজ নির্মাণ করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থের সংস্থান করাই দুরূহ ব্যাপার। এস, পি, ব্রীজ সেখানে তৈরী করলে টিকবে না। তা ইঞ্জিনীয়ারদের অভিমত। অতএব হয় সাসপেনসান ব্রীজ বা ঝুলন্ত ব্রীজ যেটাই হউক ভবিষ্যতে আমরা কি ধরণের ব্রীজ সেখানে নির্মাণ করা যায় সেটা নিয়ে সক্রিয়ভাবে চিন্তা ভাবনা করছি এবং অর্থের সংস্থান হলে আমরা এটা করার উদ্যোগ নেব। মাননীয় সদস্যের বোধ হয় অবগত আছেন যে এখন খুব আর্থিক সংকট চলছে। বিগত সরকার প্রায় ১৮ কোটি টাকা কন্ট্রাক্টরদের কাছে রেখে গিয়েছেন। পূর্ত দপ্তর এবং এম. আই. এফ. সি, মিলে। সেটার সঠিক তথ্য আমি আগামীতে দেব। সেই লাইবিলিটির সংগে এলারে যে নর্মাল যে ওয়ার্ক তা চালানোর জন্য যে অর্থের দরকার সেটা করে ইতিমধ্যেই এটা আরম্ভ করা যাবে ঐ রকম ভরসা এখানে দেওয়া যাচ্ছে না তবে সক্রিয় বিবেচনাধীন হিসাবে বিষয়টি আমাদের কাছে থাকবে।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ : পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার সাতই জুনের নৌকা

ডুবিতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সরকারী তরফে তাদেরকে কিছু সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। যাদের পরিবারের লোকজন জলে ডুবে মারা গিয়েছে তারা খুবই গরীব পরিবারের এবং এদের পরিবারের উপার্জনশীল লোক ছিল এবং তাদের মৃত্যুতে তাদের পরিবার খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে আছে। তাই এই সব পরিবারগুলিকে আরো আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে কিনা বা এদের পরিবারের একজনকে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা সরকার করবেন কি বা সরকার ঐ ব্যাপারে কি ধরনের চিন্তা-ভাবনা করছেন তা মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনাই এবং অনেক দুর্ঘটনা হচ্ছে সব ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনীত কারণে দুস্থ পরিবারের লোকও হতে পারেন। সেই পরিবারের একটি চাকুরী বা অধিক পরিমাণ অর্থ সাহায্য করা এটা জেনারেল ডিসিশান হিসাবে নেওয়া খুব মুসকিল। কাজেই সেই দিক থেকে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাচ্ছে না।

"DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1993-94"

মিঃ স্পীকার : - সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো," ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ২০টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্) পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচী অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব

(কাট মোশানস্) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানস্) উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শুরু হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন, তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিরোধীরা): - মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর যে বরাদ্দ রেখেছেন এবং সেই ডিমাণ্ডগুলো আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং বিরোধী সদস্য কতৃক আনীত কাট মোশানস্গুলোকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার এবার যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলো দেওয়া হয়েছে এবং ডিমাণ্ডের মাধ্যমে যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেই ডিমাণ্ডের টাকাগুলো পাশ হলে রাজ্যের যে বর্তমান অবস্থা সেই অবস্থার দিক থেকে আমরা ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো এনেছি

স্যার, যেমন পুলিশে, ১১ নং ডিমাণ্ড-এর মেজর হেড ৪১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। স্যার, আজকে পুলিশের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সে কোন পুলিশ? যেসব পুলিশকে বর্তমানে রাজ্যে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে, থানাগুলিতে গেলে এফ, আই, দেওয়া যায় না। এফ, আই, আর, দিলে তদন্ত হয় না। এমনকি স্যার, মার্ডার কেইস পর্যন্ত মিমাংসা করার জন্য যাদের পিতা খুন হয়েছে, পরিবারের যে লোক খুন হয়েছে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যে কেইস উঠিয়ে নিতে হবে, সাক্ষী দিতে পারবে না, আসামীর নাম বলতে পারবে না।

সেই পুলিশের জন্য যে বরাদ্দ সেই বরাদ্দ স্যার, যে থানাগুলোর পুলিশ এবং পুলিশ প্রশাসনের জন্য বিভিন্ন বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেই বরাদ্দ আমরা মানতে পারছি না। রাজ্যের যে অবস্থা, রাজ্যের যে হিসাব একটা প্রশ্নের উত্তরে আমরা

দেখতে পাই ১০,৪,৯৩ইং থেকে ১৯.৫.৯৩ইং মধ্যে এই রাজ্যে খুন হয়েছেন ৪৩জন। আগুনের ঘটনা ২২টি, লুটপাটের ঘটনা ৭১টি, এবং মহিলা নির্যাতন এর ঘটনা ৩৩টি। এটা আমরা দেখতে পাই স্যার। বিভিন্ন দিনে গড়ে ১ জন ২ জন এই রকম যদিও এটা সরকারী হিসাব।

আমাদের কাছে যে সব তথ্য আছে, সেই তথ্যের মূলে দেখা যায় লুটপাটের ঘটনা আছে. বিশেষ করে আমার মহকুমার কিছু কিছু অংশে যে খবর আমাদের কাছে আসছে স্যার, সেই খবরের ভিত্তিতে দেখা যায় লুটপাটের ঘটনা. যেমন, ২১-৫ তারিখ উত্তর ভারতনগর রঞ্জন বৈদ্যের বাড়ী, ১৯-৫ মোহন দরিয়া বাজারের উত্তর দিকে আদিরায় ত্রিপুরা বজিরায় ত্রিপুরা বিশুরায় ত্রিপুরা এবং ১০/১২ দিন আগে কিশোরায় ত্রিপুরার বাড়ীতে ঢুকে তার ভাতের থালাটা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা সন্ধ্যা বেলায় স্যার, এই ভাবে ২-৬ তারিখ রাত প্রায় ১০ টার সময় প্রাথ'াং এর বিনোদ বিশ্বাসের বাড়ী, ২১-৫ তারিখ ঈশানচন্দ্র নগর কদমতলা বাজারে বিকাশ ধরের দোকান, টেইলার হরেকৃষ্ণ দাসের দোকান, ১০-৬ তারিখ পাইথোরা বাজারে মনমোহন দেবনাথ-কে টাকা দিতে হয়েছিল প্রায় ৪ হাজার ৩০০ টাকার মত, ১০-৬ তারিখ সুরল নগরে আশু সরকারের কেবিনেটের দোকান, লুটপাট করে নষ্ট করে ফেলা হয়। ৬-৬ তারিখ চিত্তামারায় একই রাত্রে ডাকাতি হয় চিত্ত ভৌমিকের বাড়ী সহ আরো ৫ টি বাড়ী। ৯-৬ তারিখে লাউগাং বাজারে দশরথ দেবনাথের দোকান, ১১-৬ তারিখে রাত্রে পঞ্চাবিয়ার বরুন সেনের দোকান, ১৭-৬ তারিখে বাল্লামোথা রবীন্দ্র সেনের বাড়ী, যতীন্দ্র মজুমদারের বাড়ী থেকে পাখাটা পর্যন্ত খুলে নেওয়া হয়েছে। এই ভাবে অনবরত ঘটনা ঘটছে স্যার, দেখা যাচ্ছে ১০, ২০ জন একত্রে ঢুকে বাড়ীর মধ্যে যারা থাকে তাদের সবাইকে হাত পা বেঁধে বাড়ীর সব কিছু নিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত ডাকাতির ঘটনার আজ পর্যন্ত একটা আসামী পর্যন্ত ধরা পড়েনি। একটা কেইসেরও সচেষ্ট তদন্ত করেনি, এখানে হিসাব দেওয়া হয়েছে লুটপাটের ঘটনা ৭১ টা, এই হিসাবটা গত বিধানসভার নির্বাচনের পর স্যার, গত বিধানসভার আগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তা আমি এই বিধানসভায় উপস্থিত করেছি। এই ভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এলাকায় লুটপাটের ডাকাতি অজস্র হচ্ছে। যে ঘটনাগুলার জন্য পুলিশ নিষ্ক্রিয়। আমরা তা জানি স্যার। বিগত দিনেও দেখিছি স্যার বিগত বামফ্রন্ট আমলে বলা হয় পুলিশকে

বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে ছিপি আটকিয়ে দেওয়া হত, এখন কোন ছিপি আটকাল তা বুঝতে পারছি না স্যার। থানাতে গিয়ে এফ, আই. আর করা হয়, কোথাও গিয়ে পুলিশ দেখে আসে আবার কোথাও যায় না। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই যে ঘটনা হচ্ছে তা মানা যায় না স্যার। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় মারামারির ঘটনা আমার কাছে আসছে তাতে দেখা যায় ১৮.৫.৯৩ ইং তারিখে সিদ্ধ নগরে ধনঞ্জয় দেবনাথের ভাই, ১০.৫ ৯৩ তারিখে ধনঞ্জয় দেবনাথ মারা গেলেন স্যার. ১৮ ৫ ৯৩ তারিখে সেই বাড়ীতে তার ছোট ভাই জহরলাল দেবনাথ তাকে কুপিয়ে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত করা হল, এক ভাইকে মারল ১০ তারিখ তার ঘরের মধ্যে গিয়ে, আবার সেই ঘরের মধ্যে গিয়েই আরেকটা ভাইকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত করল, একটা আসামী ধরা পরলনা স্যার, এই হচ্ছে অবস্থা স্যার।

এছাড়া, গত বিধানসভার পর যে সমস্ত জায়গাতে মারামারি হয়েছে, তার সামান্য যা কিছু আমাদের কাছে খবর আছে, সেগুলি এখানে একটার পর একটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যেমন ১৮/৫/৯৩ তে সিদ্ধিনগরে ধনঞ্জয় দেবনাথের ভাই জহরলাল দেবনাথকে ঘরে ঢুকে কপিয়ে আঘাত করা হল স্যার. তারা দুই ভাই, এক ভাই ধনঞ্জয় দেবনাথকে মারা হয় ১০/৫/৯৩ তে আর সেই ঘরেরই অন্য ভাই জহরলাল দেবনাথকে ১৮/৫।৯৩ এ আহত করা হল। একটা আসামীও ধরা পড়লো না। এভাবে ১৯/৫/৯৩ এ বিশ্রামগঞ্জে বোনের বাড়ী থেকে উঠিয়ে নেওয়া হল পত্তিছড়ির কদম আলীকে। ২২/৫/৯৩ তে নেতাজী পল্লীর অর্জুন দেবনাথের বাড়ীতে ২০/২৫ জনের এক দল গিয়ে বললো তোমার বাড়ীর সীমানা ঠিক নাই, আমিন আনা হল না, কিছু করা হল না কিন্তু বাড়ীর ২০০/২৫০ সুপারি ও অন্যান্য গাছ কেটে ফেলা হল, কেইস দেওয়া হল সবাইকে জানানো হল কিন্তু কোন বিচারই হল না এভাবে ৩০/৫/৯৩ তে ঈশান চন্দ্র নগরে বাড়ী থেকে জোর করে ধরে এনে, সে কংগ্রেস সমর্থক, উন্নয়ন কমিটির সদস্য রতন গুহকে বিচার করবে বলে বাজারে এনে বেদম প্রহার করা হল, তার ভাই আশীষ গুহ বাধা দিতে গিয়েছিল, তাকেও মারা হল, তারও কোন বিচার নেই। স্যার, আমি দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে ঘটনাগুলি আজকে এই বিধান সভায় উপস্থিত করা হচ্ছে, এর মধ্যে অনেক ঘটনাই থানায় নথিভুক্ত হয় নি। কারণ, থানায় নথিভুক্ত করতে গেলেই বাড়ী দল বেধে শাসানো হয়। যেমন অরুন সেনের দোকানে চুরি

হয়েছে, লাউগাং এর দশরথ দেবনাথের দোকানে চুরি হয়েছে. এটা আমার নির্বাচনী ক্ষেত্র আমি সেখানে গিয়ে শুনলাম ঐ এলাকার আমার মাতব্বরকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য যে এটা একটা মিথ্যা কেইস,, এটা উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উল্টো দশরথ দেবনাথকে বলা হল, তুমি অমল মল্লিকের বিরুদ্ধে কেইস করো। স্যার, এভাবে জোর করে লিখিত নিয়ে আসছে, আমরা পত্র-পত্রিকাতেও প্রতিবাদ করতে পারছি না। এমন কি আজকে এখানে স্পীকারের মাধ্যমেও আমরা প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরতে পারছি না। এভাবে দলে দলে বাড়ী গিয়ে জোর করে লিখিয়ে নিয়ে আসছে।

এভাবে, ৯ ৬ ৯৩ তে বাড়ী ফেরার পথে বেতাগাও বাজার বটতলায় মানিক দত্তকে, এবং ৮ ৬-৯৩ তে বনকরের মানিক মজুমদারকে মারা হল ১৯ ৫-৯৩ তে দক্ষিণ জোলাই বাড়ীর দুইজন নিরীহ দিন মজুর সুনীল মজুমদার এবং দয়াল দাসকে এমন ভাবে মারা হল যে প্রথম অবস্থায় পুলিশ তাদেরকে নিতে চাইল না। ২৮-৬-৯৩ তে দক্ষিণ সোনাইছড়ির গৌরাঙ্গ ত্রিপুরাকে তার বিরুদ্ধে কেইস আছে বলে তার ঘরে ঢুকেই তাকে মারা হল তারপর. তার পিঠের উপর ৫০ কে, জি, ওজনের এক চাউলের বস্তা তুলে দিয়ে বলা হল যে সে রেশন সপ থেকে চাউল চুরি করে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছে, একটা কেইস করে তাকে চালান দেওয়া হল। এভাবে ২৩-৫-৯৩ তে মানদারীমা বাজারে নারায়ন বনিককে মারল, ৮-৬-৯৩ তে রাধানগরের নারায়ণ বিশ্বাসের ছেলে বিষ্ণুকে মারা হল, পশ্চিম চরকবাইর নারায়ন মল্লিকের ধান গাছ কেটে নেওয়া হল, বড়পাথরির বিষ্ণু দত্তকে মারা হল। মাইচড়ার চন্দন দাসকে তার দোকানের মধ্যে গিয়ে মারা হল। স্যার এই ধরণের অজস্র ঘটনা ঘটেছে আমার মহকুমার মধ্যে এর মধ্যে পুলিশের কোন ভূমিকাই নেই, পুলিশ নিরপেক্ষ নয়। নির্যাতীতদের পক্ষে দাঁড়ানোর ভূমিকা আজকের পুলিশের নাই। এভাবে সোনাই-ছড়ির এক দিন মজুর মহিলা ১-৭-৯৩ তে নিখোঁজ হয়, তার নাম আলো রানী দে। ১২-৭-৯৩ তে তার বাড়ী থেকে একটু দূরে একটা বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে তার মুখে বাঁশের কুড়ুল, মৃত অবস্থায় তার দেহ পড়ে আছে স্যার, ১ ৭ এ মহিলা নিখোঁজ হল, ১২-৭ তার মৃতদেহ পাওয়া গেল, সেই মৃত দেহ দেখে মনে হয় না যে সে ঐ ১-৭ এ মরেছে। ১-৭ এ যদি মারা যেত তাহলে যেভাবে মৃতদেহ জঙ্গলে পড়ে আছে, তা

শিয়াল কুকুরেই নষ্ট করে ফেলতো। কিন্তু সেরকম খুব একটা কিছু নষ্ট হয় নি। মনে হয়, তাকে জোর করে এলাকা থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, কোথাও আটক রেখে তার উপর গণ ধর্ষন করা হয়েছে, তারপর কোন এক সময়ে খুন করে ফেলে রেখে গেছে। এভাবে ১২-৭-৯৩ তে উত্তর ভারত চন্দ্র নগর এর অমৃত ত্রিপুরাকে খুন করে তার শরীর থেকে নাক এবং মাথা আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। তারপর রতনপুরের কালু মজুমদারকে তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে বলা হল তুমি ডাকাতি করেছ। এবং ডাকাতদের সংগে ছিল বলে তাকে বেদম প্রহার করা হয়েছে।

এই বাড়ীতে ডাকাতি করেছে। তাকে বেদম প্রহার করলো। তার ইন্টারনেল ব্লিডিং হলো। তারপর তার মুখে বিষ ঢেলে দিল। তারপর হসপিটাল থেকে পুলিশ তার ডেড বডি নিয়ে দাহ করল। যার বাড়ীতে ডাকাতি হলো সে বললো যে সে ডাকাতি করেনি, সে তার আত্মীয়। রতনপুর কৃষণ দেবনাথ। একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। গত ৮-৭-৯৩ ইং তারিখে নির্যাতিত হলো। এইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে খুন, সন্ত্রাস অব্যাহত রইলো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত বিধানসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে যারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত তাদের পাশে পুলিশ দাঁড়াবে। পরিমল সেন খুন হলো। তার খুনীরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরকে ধরা হয়নি। তাদের নাম দিয়ে এফ, আই, আর, করা হয়েছে কিন্তু ধরা হয়নি তার মেয়ে, তার মা অসহায় অবস্থায়। যদি তারা চলাফেরা না করতে পারে, কাজ না করতে পারে তাহলে চলবে কি করে? সারা রাজ্যে পুলিশ নিষ্ক্রিয়, মানুষের নিরাপত্তা নাই। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কোন লক্ষণ দেখছি না। আজকে বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এখানে আনা হয়েছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : – মাননীয় সদস্য দীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) : – মিঃ স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ১১, মেজর হেড ২২৫৫ এখানে যে বরাদ্দ করা হয়েছে তার উপর আমার একটা কাট মোশন আছে। পুলিশ আছে, ইনভেসটিগেশন আছে, পুলিশের ভিজিলেন্স শাখা আছে পুলিশের এস, বি, শাখা আছে। পুলিশের ভূমিকা কি? এ, টি, টি, এক গ্রামে গঞ্জে হানা

দিচ্ছে, খুন খারাপি করছে কিন্তু পুলিশ কখন যাচ্ছে ? কোথাও খুন হচ্ছে, পুলিশ গাড়ী দিয়ে ডেড বডি নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের এস, বি, শাখা আগাম খবর সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা।

তাদের রাখা হয়েছে, আগাম খবর সরকারের পোঁছে আনার জন্য। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আমরা পত্রিকা খুললেই দেখতে পাই, অমুক জায়গায় এ, টি, টি, এফ এসে চাঁদা কালেকশন করে নিয়ে গেছে। অমুক স্কুলে মাষ্টার মহাশয়দের এত টাকা দিতে হয়েছে। কিসারী অফিসের লোকদের ধরে নিয়ে গিয়ে টাকার বিনিময় ছাড়া হচ্ছে। আজকের কাগজেই দেখলাম, কোন্ এস, ডি, ও এর কাছে ১ লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে হবে বলে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোন ভূমিকা নিচ্ছে না আজকে এ, টি, টি, এফ, এর কাছে সরকার আত্মসমর্পণ করেছেন। রাজ্যে সমান্তরাল প্রশাসন কায়েম হয়েছে। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে এই সরকারের ভূমিকা কি ? কোন ভূমিকাই নেই। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সরকারী কর্মচারী দের বছরে ৮০০, করে টাকা দিতে হবে এই হুলিয়া জারী করা হয়েছে। আজকে পুলিশের যে ভূমিকা তা নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকার ভূমিকা হবার কথা ছিল না। কাজে কাজেই এখানে পুলিশ খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে তা আমি মানতে পারছি না। মাননীয় সদস্য অমল বাবু বলেছেন হিসাব তথ্য দিয়ে, গত ১ মাস ৯দিনে রাজ্যে ৪৫ জন খুন হয়েছে। এটা স্যার, সরকারী রেকর্ড ? আগুনের ঘটনা সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত হাজার হাজার ঘটেছে। কিন্তু থানায় ডাইরী করাতে গেলে পুলিশ নিচ্ছে না। যে সব ঘটনা না নিতে লজ্জায় পড়ছে কেবলমাত্র সেগুলিই নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। কেবলমাত্র আমার এলাকায়ই ১০১টি কেস হয়েছে। আমি নিজে যাওয়ার হয়েছে। যেসব জায়গায় আমি যেতে পারি নি, সেখানে নিচ্ছে না বলছে তপন দাসের থেকে চিঠি নিয়ে আসতে। যদি চিঠি আনা যায়, তাহলেই কেস নেওয়া হয়। আজকে প্রতিষ্ঠিত কৃষকেরা বাড়ী ঘরে যেতে পারছে না। আমার এলাকার কানু দাস, তার বাড়ীর পুকুর থেকে সমস্ত মাছ তুলে নিয়ে গেছে। সাধন নমঃ, ড্রাইভারের চাকুরী করে। তার বাড়ীর সমস্ত জিনিস আগে লুট করে নিয়ে গিয়ে তারপর সমস্ত ঘর আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ কেস দেওয়া হল। কিন্তু আজ পর্যন্ত একজনও গ্রেপ্তার করা হয় নি। অথচ আজকে এসব ঘটনা

ঘটা সত্বেও পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে দেওয়া হচ্ছে। কোন্ কারণে? মানুষের নিরাপত্তার কথা, গণতন্ত্রের কথা বলে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে। ইলেকশানের পর মাননীয় সদস্য নৃপেনবাবু বলেছিলেন, কংগ্রেসীদের আমরা কিছু বলব না, ওরা আমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। কিন্তু আজকে কারা লাঞ্ছিত হচ্ছে? আজকে কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, কর্মীদের উপর সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে ওরা গ্রামে যেতে পারছে না। আপনারা এ ব্যাপারে কি অ্যাকশান নিচ্ছেন? ঘটনা ঘটার পর প্রাচীন নেতারা (বামফ্রন্টের) ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন, বলছেন, 'কারা এসব করছে'। নাম বললে বলা হয়, 'ওরা ত কংগ্রেসী করত'। কংগ্রেসী করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? এখানে কি জঙ্গলের রাজত্ব চলছে? এই যে রেকর্ড তা ১ মাস ৯ দিনের রেকর্ড। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর রেকর্ড কি কাজ পুলিশকে দিয়ে করান হচ্ছে তা রেকর্ড'ই বলছে। আজকে লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ, খুন হাজার হাজার ঘটছে। কাজে কাজেই এখানে এই পুলিশ রেডে যে টাকা ধরা হয়েছে তা মানতে পারছি না। এখানে একটি জিনিষ পরিস্কার য সরকার নির্ব্বাচনের প্রতিশ্রুতিমাফিক যে কথা বলেছেন তা রাখতে পারছেন না। পুলিশকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নিষ্ক্রিয় করে রেখে দিয়েছেন, বিরোধী দলের কণ্ঠ স্তব্দ করে দেওয়ার জন্য। পরিকল্পনা হচ্ছে, কি করে তাদের রোধা যায়। আজকে সি, পি, আই, (এম) তরফ থেকে কি শ্লোগান হচ্ছে? বলা হচ্ছে, সন্ত্রাস চালিয়ে যাও ইলেকশান পর্যন্ত। যাতে কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, থেকে প্রার্থী দাঁড় করাতে না পারে সেটা দেখ। আমি এখানে এই বিধানসভায় বলছি, আমার এলাকায় পঞ্চায়েত ইলেকশানে কোনে প্রার্থী দেব না। তবু আপনারা সন্ত্রাস বন্ধ করুন।

স্যার, আমি আমার বিধান সভার কথা বলতে পারি। আমি আমার কেন্দ্রে কোন পঞ্চায়েত প্রার্থী দেব না তবুও আপনারা সন্ত্রাস বন্ধ করুন। সাধারণ মানুষ, দিন মুজুর, রিকশা চালক আজকে বাড়ী ঘরে যেতে পারছে না। তাদেরকে বলা হচ্ছে- তোমরা একটু দূরে সরে থাক, পঞ্চায়েত ইলেকশান হলে তোমরা বাড়ীতে যেতে পারবে। এই হচ্ছে আপনাদের আইনের শাসক। এই হচ্ছে আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই। সেদিন সমীর বাবু উনার ভাষণে বলেছেন যে হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী শিলচর, বাংলাদেশ, কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। সি,পি,আই

'এম ক্যাডার বাহিনীর আক্রমনে আজকে হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী নির্যাতিত হয়ে রাজ্য ছাড়া আমি বুঝতে পারছি না এই ত্রিপুরা রাজ্যটা কি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভুক্ত কোন রাজ্য, নাকি এটা আলাদা কোন দেশ, যেখানে কমিউনিষ্ট ছাড়া অন্য কোন দলের সমর্থকরা এখানে থাকতে পারবে না! আপনারা সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সংবিধান মর্যাদা আপনারা রক্ষা করবেন, ত্রিপুরাবাসীকে আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আপনারা বজায় রাখবেন. আপনারা রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখুন। সাধারণ মানুষ যাতে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে তার জন্য আপনারা পুলিশকে বলুন। কংগ্রেস সমর্থকরা মার খাচ্ছে। পুলিশের কাছে যাওয়া হলে তারা বলেন—কি হয়েছে? এই ঘটনা হয়েছে। ঠিক আছে একটা দরখাস্ত লিখে যান, দেখব। তারপর সাতদিন পরে এই ঘটনাটি সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেলে বলা হয়—এই ঘটনাটি আপনারা মীমাংসা করে নিন। এই হচ্ছে পুলিশের বক্তব্য। স্যার, রাণীর বাজারের প্রবীর দাসের বাড়ীতে হামলা হল। কিন্তু পুলিশ কেইস নিল না। তার বাড়ী থেকে আউট পোষ্ট মাত্র ১০ গজ দূরে প্রকাশ্য রাস্তার উপর ঘটনা হল, অথচ পুলিশ কোন কেইস নিল না। এম,সি, রায় অ্যাডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট জাজ, প্রবীর দাসের মামা, তিনি জিরানীয়া থানায় গিয়ে পুলিশকে বললেন এই রকম একটা ঘটনা হল—বাড়ী ঘর ভাঙ্গা হল, টি,ভি ভাঙ্গা হল, রেডিও ভাঙ্গা হল, অথচ আপনারা কোন কেইস নিলেন না। এই কি আইনের শাসন? উনাকে পুলিশ থেকে বলা হল—আমরা কেইস নিয়ে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেইস নেওয়া হয় নি। এই হচ্ছে আপনাদের আইনের শাসন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাট মোশানগুলি এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন সেই সমস্ত কাট মোশান গুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার কাট মোশান হচ্ছে ৩৫, মেজর হেড ২৪০১। এখানে চাওয়া হয়েছে "Disapproval of Government

policy on Farm women in view of weakening rather that strengthening them by the 3rd Left Front Goverement." জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি এবং অউপজাতি মহিলাদের সবজি চাষ, মৎস্য চাষ, পটল চাষ এবং বাদাম চাষ করার জন্য একটা কমিটি করা হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে সেটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে কিন্তু টাকা পুরোপুরি রাখা হয়েছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই ভাবে যে কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হলো তার কোন যুক্তি যুক্ত কারণ আছে বলে আমি মনে করি না, সে কারণে এখানে যে টাকা রাখা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন যোগ্য বলে মনে করি না। তার একটা হচ্ছে ট্রাইবেল এরিয়াতে যেখানে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে চাষ করা হয় যেমন সব্জী, সরিষা, ভুট্টা ইত্যাদি এই গভর্ণমেন্ট এসে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই কিন্তু যে টাকা ছিল সেই টাকাই রেখে দেওয়া হয়েছে। তাহলে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনিই বলুন কি ভাবে সেখানে সমর্থন করা যায়, এটা সমর্থন যোগ্য নয়। এই খাতে যে সমস্ত টাকা রাখা হয়েছে সেগুলি নিজেদের পকেটে রাখার জন্যই করা হয়েছে। আর একটা কাট মোশন হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৫ মেজর হেড ১৪০১ এটা মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক এনেছেন। সেটা হচ্ছে : "Disapproval of Govt. policy on Ecology management" সেখানে জুম চাষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির করে উপজাতি জুমিয়াদের স্বাবলম্বী করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার সাথে সাথে সেটার জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। আমাদের প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া যে ব্যবস্থা করেছিলেন সেটা এক্সেপ্ট করা হল না। এই খাতে ৪০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা কোন যুক্তি যুক্ততা আছে বলে মনে করি না। আর একটা কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৫, মেজর হেড ২৪০১। সেটা হচ্ছে :– "Need to set up market sheds & in the Tribal markets to encourage and attract the Tribal Youths towards business activitses." এই খাতে ৯ কোটি ২৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি এই বাজেটের মধ্যে নূতন কোন স্কীম এই মার্কেট স্টল করার জন্য উপজাতি এলাকায় যাতে উপজাতি মার্কেটের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে সে ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি কিন্তু তার জন্য পুরো টাকাই বাজেটে ধরা হয়েছে।

শুধু শুধু বিরাট একটা অংকের টাকা নয় ছয় হয়ে যাবে সেজন্য এই টাকা যাতে মার্কেট শেড এবং হল এইটা যদি পরিকল্পনা নিয়ে করা হয় ভবিষ্যতে তাহলে নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য বলে মনে করবো। বর্তমানে এই বাজেটে সেটা সম্পর্কে নীরব ভূমিকা পালন করেছে সেজন্য এইটাকে সমর্থন করা সম্ভব হবেনা স্যার, আর একটা কথা মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় কাটমোশান এনেছেন "ফেলিউর টু কনট্রোল ওয়াষ্টফুল অ্যাকস্পেনসেস্ অন টি এ. পি অ্যাণ্ড টি এস. আর"। উনি এই সম্পর্কে বলেছেন আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। গতকাল এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি নিজে স্বীকার করেছেন রাজচন্দ্রাই এর ঘটনা। ৩২ টা পরিবারের ঘর বাড়ী শেষ হয়ে গেল, বাড়ীঘর পুড়ে শেষ হয়ে গেল, সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। ১৬ জন উপজাতি মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। তাদের কোন শাস্তির ব্যবস্থা হল না। মাত্র ২৫ টাকা করে জরিমানাদির তাদের ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করা হল। এত বড় একটা ধ্বংস হয়ে গেল, ১৬ জন মহিলার শ্লীলতাহানি করা হল, তাদের উপর অত্যাচার করা হল কিন্তু তাদের বিচার কিছুই হলনা। গত উজান ময়দানের ঘটনার সময় আপনারা হৈ চৈ চীৎকার করেছেন, কিন্তু এইবারে যে ১৬ জন মহিলার যে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে সেটার কোন বিচার হল না। কার জন্য টাকা ধরা হয়েছে? ২৫ টাকা করে জরিমানার ব্যবস্থা করে তাদেরকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফর করা হয়েছে। এই অপরাধের সাজা যদি এইভাবে মুক্ত হয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই এইসব জিনিস পুলিশকে প্রভাবিত করবে। তারাও এই ধরণের অন্যায় করতে দ্বিধাবোধ করবে না। ১৬ জন নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করা হল, এত গুলি বাড়ীকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল তার শাস্তি যদি এই হয় তাহলে আমরা সমর্থন করতে পারিনা পুলিশ বিভাগের তারাও নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে উৎসাহ পাবে। কাজেই এই সমস্ত তাদের কাজের এগেনষ্টে যে টাকাগুলি ধরা হয়েছে এইগুলি অমূলক। কাজেই আমার বিরোধী বন্ধুরা যেসমস্ত কাটমোশান এনেছেন তাকে আমি পুরোপুরি সমর্থন করি এবং সরকার পক্ষের তরফ থেকে যে ডিমাণ্ডগুলি প্লেইস করা হয়েছে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ!

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ

শ্রীরতনলাল নাথ : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী সদস্যরা যে কাটমোশানগুলি এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করি এবং সরকারের তরফ থেকে যে ডিমাণ্ডগুলি প্লেইস করা ডিমাণ্ড নং ৩—২০১৫ "কেইলিউর টু কনট্রোল ওয়াষ্টফুল অ্যাক্সপেনডিচার অন ইলেকশান অফ ষ্টেইট লেজিসলেচারস্" এইখানে টাকা ধরা হয়েছে কিসের জন্য? বিধানসভার নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে। এখন টাকা ধরা হয়েছে কিসের জন্য? লুটপাটের জন্য? এই হেডে আননেসেসারী অ্যাক্সপেনডিচার ধরা হয়েছে। সেজন্য এই ডিমাণ্ডকে আমি বিরোধীতা করছি। তারপরে আর একটা ডিমাণ্ড নং হচ্ছে ১১-২০৫৫ যেটাতে কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক দীপক বাবু এবং বড়িবাবু। কিন্তু এখানে কি টি, এস, আর এবং টি, এ, পির জন্য টাকা ধরা হয়েছে এদের জন্য গাড়ী ধার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রচুর পরিমানে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রচুর পরিমানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একটু আগে বিরোধী সদস্য বড়িবাবু বললেন যে রাজচনতাই-এর ঘটনার পরে এখানে আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে টি, এস, আর, এর লোকেরা গিয়ে অত্যাচার করেছে গ্রামের নীরিহ উপজাতিদের উপর। শাস্তি কি? ২৫ টাকা জরিমানা, ট্রেন্সফার এইভাবে তাদেরকে অনুপ্রানীত করা হচ্ছে যে আস তোমরা; এসে উপজাতি মহিলাদের উপর অত্যাচার কর তাতে তো মাত্র ২৫ টাকা জরিমানা হবে আর ট্রেন্সফার করা হবে। কাজেই আমি অনুরোধ করছি তাদেরকে এইভাবে অনুপ্রানীত করার জন্য আননেসেসারী এই হেডে টাকা ধরা হয়েছে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটা প্রশ্নের জবাবে ক্রাইম চার্ট দিয়েছেন, এখানে প্রকৃত ঘটনাকে সারপ্রেস করা হয়েছে। গত ১০ ৪.৯৩ ইং তারিখ থেকে ১৯.৪.৯৩ইং তারিখ পর্যান্ত কত খুন হয়েছে তার জবাবে যে ক্রাইম চার্ট রিটেন চার্ট প্রেস করেছেন সেটা হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্লেইস করেছেন আমি বলব। শান্তির বাজারে কি হয়েছে? একটা ঘটনা ঘটেছে-পরিমল সেন হয়েছে এখানে ক্রাইম চার্ট নেই, মুখ্যমন্ত্রীর কোন রিটেন স্টেটমেন্ট নেই। তারপর বাইখোরা কি হয়েছে? শশাঙ্ক বৈদ্য মারা গেছে এইটাকে ক্রাইম চার্টে সারপ্রেস করে কিভাবে হাউসে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। কাজেই এই হেডে যে টাকা ধরা হয়েছে তার আমি বিরোধীতা করছি। তারপর হচ্ছে, ফেলিউর টু কনট্রোল ওয়েষ্টফুল এক্সপেনসেস্ অন্ ক্রিমিনাল ইনভেশটিগেশান। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি এই লাইনে এক্সপার্ট, আপনি একজন আইনজীবি, আপনি বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা। অতীতে দেখা গেছে যে ইনভেনটিগেশানের জন্য

জনস্তের প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় আই বি ওয়াচার থাকত, চৌকিদাররা পর্যন্ত খবর দিত, এখন এইটা উঠে গেছে। এখন একটা ঘটনা ঘটলে ঘটনার তিনদিন পরে জানা যায় যে ঘটনা ঘটেছে সুতরাং কিসের জন্য ক্রিমিন্যাল ইনভেসটিগেশান, এস বি ডিপার্টমেন্ট, সি আই ডি ডিপার্টমেন্ট কিসের জন্য। যেমন এ টি টি এফ এখন পর্যন্ত খুন করেছে ৩৩ জনকে। সুতরাং এখানে যে এক্সপেনডিচার ধরা হয়েছে এইটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২২-২২১০ নীড টু সীপ আপ মোর হসপিটেলস অ্যাণ্ড পি এইচ সি। এখানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক থেকে কেন্দ্রীয় নীতি প্রতি ২০ হাজার উপজাতিদের জন্য একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এইটা কেন্দ্রীয় নীতি এবং এইটা এখানেও করা প্রয়োজন। কিন্তু বাজেটের কোথায়ও কি আছে স্পেসিফিক ভাবে কোথায় কি করবে, কিছুই এখানে বলা হয়নি। অথচ এখানে নূতন নূতন পি এইচ সি হওয়ার দরকার। কিন্তু বাজেটে যে টাকা ধরা আছে তাতে এই সব কিছু ইমেনশন করা নাই। সুতরাং এই হেডকে আমি সমর্থন করতে পারছি না

কাজেই এই কাট মোশানে যে বলা হয়েছে 'Failure to control wasteful expen expenditure on compensation & Assigments 15 local bodies & Panchayats.'

এই ১৫টি লোক্যাল বডিজ বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে কি ইলেকশন করে গঠন করা হয়েছিল ? না, জোট সরকারের আমলে যে ডেভলাপমেন্ট কমিটি ছিল সেরকমও করা হয়নি। আগে তো ডেভেলাপমেন্ট কমিটি ছিল এবং যদি চুরি করতো তবে সেই ডেভেলাপমেন্ট কমিটিতে মেম্বাররা থাকতো তাদেরই ধরা যেত। আর এখন — কোন কমিটি নেই — রয়েছে ইঙ্গিত কমিটি। এই ইঙ্গিত কমিটির ৪০/৫০ জন মেম্বার আছেন তাদের নির্দেশেই ডি ডি ও; সাহেবদের চলতে হয়। এখন তিনি কার কথা মানবেন। আগে তো চুরি হলে ডেভেলাপমেন্ট কমিটির মেম্বারদের ধরা যেত আর এখন কাদের ধরা হবে। পঞ্চায়েত লেভেলেও এই ইঙ্গিত কমিটি কাজ করছে গ্রামের জনগণ এদের ইঙ্গিত কমিটি নামে উল্লেখ করছেন এবং এইটা আপনারা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখতে পাবেন। এখন আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো — এই যে টাকা ধরা হয়েছে তার উদ্দেশ্য কি কোন এম, এল; এ; কে হত্যা করে ইলেকসন করার জন্য ধরা

হয়েছে কি না? মনে হয় সে ধরণের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। সুতরাং প্রি প্লেন করা হচ্ছে কি না এ, টি টি, এফ, দের দিয়ে? কারণ আজকে আমরা দেখছি গ্রামাঞ্চলে এ, টি, টি, এফ অত্যাচার করছে। সেখানে যেতে পারছে না সরকারী কর্মচারীরা। তারপর চাঁদার জুলুম — পুলিশ ষ্টেশনে কেস দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ যেগুলি নিচ্ছে সেগুলির তদন্ত হচ্ছে আর যেগুলি নিচ্ছে না সেগুলির কোন তদন্ত হচ্ছে না।

কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখানে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করছি এবং যে সমস্ত ডিমাণ্ড আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার-১১ মেজর হেড—২০৫৫ এই ডিমাণ্ড এই বিধানসভায় প্লেস করা হয়েছে এই ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করি। এবং পাশাপাশি বিরোধীরা এই ডিমাণ্ডের উপরে যে কাট মোশান এনেছেন সেই কাট মোশানের বিরোধীতা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাট মোশান আনার সময় যেটা লক্ষ্য করা গেছে এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পুলিশের উপর যে ডিমাণ্ড আনা হয়েছে তার উপর কাট মোশান আনার উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হলো গতপাঁচ বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যবহার না করে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন সেই জায়গা থেকে আর পুলিশকে দিয়ে কোন কাজ করানো সম্ভব হচ্ছে না। আমরা নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে-রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে ঢেলে সাজাব, নতুন করে পুলিশ প্রশাসনকে সাজিয়ে জনগণের সেবক হিসেবে উপস্থিত করব। সারা ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করব মানুষের সুখ ও শান্তি ফিরিয়ে আনব, প্রতিটি মানুষ যাতে আইনের বিচার পায় সে ব্যবস্থা করব। সেই উদ্দেশ্যেই এই ডিমাণ্ড প্লেস করা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে বলা হয়েছে যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। কিন্তু আমি উনাদের প্রশ্ন করতে পারি কি যে গত বছরে আপনারা পুলিশ প্রশাসনকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন? আপনারাও তো এই পুলিশের জন্য টাকা বাজেটে ধরেছিলেন - কিন্তু আপনারা ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে

পেরেছিলেন কি ? এই দীপক বাবুরাই থানায় গিয়ে বড়বাবুর চেয়ারে বসে টেবিল ছুড়ে মেরে দিয়েছেন থানার বড়বাবুর দিকে—যে বড়বাবুর মত পুলিশ অফিসাররা মনের মধ্যে কাজ করার চিন্তা ভাবনা থাকলেও গত পাঁচ বছরে তাদের সেই চিন্তাভাবনাকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি না গত পাঁচটি বছর এই পুলিশ এবং প্রশাসনকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন ? টাকা তো আপনারাও ধরে ছিলেন। আইন শৃংখলা এই রাজ্যে পুন: প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন ? দীপকবাবুরা থানায় গিয়ে টেবিলের উপর পা তুলে বসেছেন। কখনও টেবিল ছুঁড়ে মেরেছেন সেখানে দারগাবাবুকে। সেই সমস্ত পুলিশ অফিসারদের মধ্যে ন্যায্য ভাবে কাজ করার যে মানসিকতা ছিল, চিন্তা-ভাবনা ছিল গত পাঁচ বছরে তাদের অধিকারকে কেড়ে নিয়েছে। পিছনে হাত নিয়ে মুড়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। এবং কিছু পুলিশ অফিসার হয়ত তাদের পক্ষে কাজ করেছেন। কিন্তু একটা বিরাট পুলিশ প্রশাসনকে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ব্যবহার করেছেন। পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে যে আইন-শৃংখলা ছিল সেটা গত পাঁচ বছরে উনারা নষ্ট করে দিয়েছেন। আমরা জানি, যে ডিমাণ্ড এখানে আছে সেগুলির মধ্যে দিয়ে এখানে আইনের শাসন পুন: প্রতিষ্ঠিত হোক। প্রতিটা মানুষ যাতে তার নিজস্ব বক্তব্য সেখানে উপস্থিত করতে পারে এই ডিমাণ্ড সেজন্য এখানে রাখা হয়েছে। আমরা কি দেখেছি অতীতে ? টি, এ, পি, টি, এস, আর, সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। আমরা কি জানি না এই সমস্ত ধরনের ইতিহাস ? টি, এস. আরের কমাণ্ডেন্ট শর্মা কে ? জানিনা সেখানে গিয়ে কারা লাল বোতলে মদ খেত ? আমরা জানি না এই কমাণ্ডেন্ট কত লক্ষ লক্ষ টাকার সেগুন গাছ টি, এস, আর, কে দিয়ে পাচার করে ফার্নিচার তৈরী করে কোন কোন মন্ত্রীদের বাড়ীতে বাড়ীতে দিয়েছেন ? সুধীরবাবুর বাড়ীতে পাঠান নাই ? পাঠান নাই অন্যান্যদের বাড়ীতে ? সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় করা হয়েছে। আজকে যখন চাইছি টি. এস. আরকে একটা সুসংহত বাহিনী হিসাবে গঠন করার জন্য, আমরা যখন চাইছি পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে গতিশীলতা আসুক, পুলিশ প্রশাসনের স্বাধীনতা তাদের কাছে থাকুক-তখন তারা এখানে কাটমোশান এনে এর বিরোধীতা করছেন। বিরোধীতার জন্যই উনারা এখানে বিরোধীতা করেছেন। উনারা বলতে চেষ্টা করছেন যে রাজ্যে

তিন মাসে আইনের শাসন নেই। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক বিলোনীয়ার কথা বলেছেন। আমি এই হাউসে বলতে চাই ঠাকুরদাস বৈদ্য-শিক্ষক ছিলেন। পিতা চিন্তাহরণ বৈদ্য। সাং বিলোনীয়া মহু। উনার জমি ছিল ১১ কানি সাড়ে ৪ গণ্ডা। বেদখল হয়ে গিয়েছে। আজকেও দখল করা যায় নাই। জমি থেকে তাকে উৎখাত করা হয়েছে। লিখে রাখুন খতিয়ান নাম্বার ১৫৯, মৌজা কলাবাড়িয়া, তৌজী নাম্বার ১১৪, তহশীল মাইছড়া। ইনকোয়ারী করে দেখুন। কারা দখল করেছে। ভগিরথ দে একজন কংগ্রেস (আই)-এর উন্নয়ন কমিটির মেম্বার। লক্ষীচরন সরকার, বলরাম দেবনাথ অসংখ্য ঘটনা।

শ্রীঅমল মল্লিক : — পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যে ভগীরথদের কথা বলেছেন তিনি কোনদিনই উন্নয়ন কমিটির মেম্বার ছিলেন না। আর যে কেইসের কথা বলছেন সেটা আমি স্পেসিফিক জানি না। তবে এলাকার বিধায়ক আমি। এই নিয়ে কোর্টে কেইস্ আছে। কাজেই এটা দখলের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুবল রুদ্র : — মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ৫ বছরে সেখানে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। এভাবে সেখানে পুলিশকে তারা ব্যবহার করেছেন। মাননীয় প্রাক্তণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সমীরবাবু এখানে উপস্থিত আছেন। তার ভয়ে পুলিশ অফিসাররা থর থর করে কাঁপত। সাংঘাতিক অবস্থা ছিল। মাননীয় সদস্যের নাম শুনলেই পুলিশ প্রশাসনের অফিসাররা কাঁপত সেখানে। আইনের শাসনকে বে-আইনে পরিণত করতে। সেখানে ২০ থেকে ৩০টা পুলিশের কনভয়। সে কি ব্যাপার চিন্তা করা যায় না। পুলিশকে কি কাজে ব্যবহার করেছেন ব্লাক-ক্যাট দিয়ে সেখানে চলতেন। কেন্দ্রীয় কোন মন্ত্রী যখন আসতেন রাজ্যের মন্ত্রীদের আগে পিছে ব্লাক-ক্যাট নিয়ে চলতেন। তারজন্য এই সমস্ত টাকা এখানে রাখা হয়েছিল। আমরা পুলিশকে দিয়ে জনগনের সেবা করাতে চাই। পুলিশকে দিয়ে আমরা রাজ্যে আইন শৃংখলার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই। পুলিশকে দিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি-গুলিকে দমন করাতে চাই। পুলিশকে দিয়ে উগ্রপন্থীদের দমন করাতে চাই। কাজেই এই ডিমাণ্ড এই জন্য আনা হয়েছে। তবে কেন আপনারা এখানে এই কাট মোশান এনেছেন আজকে? পুলিশ যাতে ঠিকভাবে মুভ করতে না পারে? পুলিশ যাতে

সমাজ বিরোধীদের টিকির নাগাল না ধরতে পারে সেই জন্য পুলিশের বাজেট কমিয়ে দাও। সমাজ বিরোধীরা যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে।

দীপকবাবু কত লোক উনার বাড়ীতে থাকেন ? চারিদিক থেকে সমাজ বিরোধী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন সেখানে। আজকে এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে কাটমোশান এনেছেন উনারা পুলিশ প্রশাসনের বিরোধীতা করার জন্য। আমরা যদি বলি রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর যখন হাজার হাজার বাড়ীঘর পুড়ে যায়, শহরের মানুষ গ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকে, আগুনের লেলিহান শিখা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যখন গ্রাস করছে একটার পর একটা, দোকান পাট লুট হচ্ছে, একটার পর একটা খুন হচ্ছে। আর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্ল্যাক ক্যাট পরিবৃত হয়ে সে সমস্ত অঞ্চল ভিজিট করেছেন। মানুষ যখন মামলা করতে যায়, দারগাবাবু তখন ভয়ে মামলা নেন না। বলে যে মন্ত্রীর নির্দেশ মামলা নেওয়া যাবে না। আপনারা অতীতের কথা চিন্তা করুন। আজকে প্রশ্নোত্তর পর্বে উঠেছে বীরচন্দ্র মনু গন হত্যার কথা। এক একটা করে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। এই সমস্ত মানুষ ভুলে যায়নি।

আজকে বিধানসভায় প্রশ্ন উঠেছে সোনামুড়ায় ১২ তারিখ নারী ধর্ষন হয়েছে। আপনারা হয়তো মনে করবেন বামফ্রন্ট আমলে নারী ধর্ষন হতে পারে ? হ্যাঁ, হতে পারে। কংগ্রেস সমাজদ্রোহী যতদিন টিকে থাকবে ততদিন আইন শৃংখলার অবনতি সেখানে করা হবে। এবং উগ্রপন্থীদের যারা মদত দিচ্ছেন, বিভ্রান্ত যুবকদের মদত দিচ্ছেন তারা যত দিন টিকে থাকবে ততদিন উগ্রপন্থী সমস্যা সেখানে থাকবে। আমরা দেখেছি পুলিশ তৎপর হয়েছে, সোনামুড়ার ৬ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যতটুকু শুনেছি তাহার মধ্যে জাহাঙ্গীর হুসেন বিল্লাল মিঞার কাছের লোক তাকে পর্যান্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই তিন মাসে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং প্রতিটি ব্যাপারে এই তিন মাসে যতটুকু পুলিশের নজরে এসেছে ততটুকু ব্যবস্থা সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে। অতীত নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেন, অতীতের কথা চিন্তা করুন। আমার জানা মত মেলাঘর থানাতে জঙ্গলের রাজত্ব ছিল। সেখানে ঐ পুলিশ অফিসার বসে-ছিলেন, তখন কংগ্রেসের নেতা খোকন পাল গিয়ে পুলিশ অফিসারকে চেয়ার ছোঁড়ে মারলেন, দারগার কলার ধরে টেনে এনে থাপ্পর মারলেন। অসংখ্য ঘটনা, কত ঘটনা বলব ? গত ৫ বছরের ইতিহাস বলতে গেলে আরো ৫ বছর বাড়াতে হবে। তাহলে

পরে সমস্ত ঘটনা সেখানে বিচার করা যাবে। আইনের শাসনের কথা বলবেন না। মনে আছে ঐ কাকলি রায়ের কথা? এই আগরতলা শহর থেকে আপনাদের দলের লোক কি ভাবে অপহরণ করল?

তাই আমি বলছি আপনারা যে, কাটমোশান এনেছেন আমি সেগুলির তীব্র বিরোধীতা করছি এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে ডিমাণ্ডগুলি বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে সেগুলি আমি সমর্থন করছি। আমরা চাই এই ত্রিপুরা রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হউক। এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে গত ৫ বছরে পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল এখন আমরা চাই সেখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে।

সেইজন্য এখানে ১১ নং ডিমাণ্ডে মেজর হেড—২০৫৫ সহ বিরোধীরা যে কাট মোশান এনেছেন সমস্ত কাট মোশানকে সমর্থন না করে এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) : - মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আইনশৃংখলা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা কি দেখতে পেলাম? গত ১৯৭৮ সন থেকে ত্রিপুরায় টি ইউ জে.এস. কংগ্রেস এবং টি.এন.ভি চুক্তি করে ত্রিপুরাকে খুন সন্ত্রাস লুট পাট করে ত্রিপুরার মাটিকে বিষিয়ে তুলেছেন তখন থেকে আমরা কি দেখতে পেলাম?

এখানে অমলবাবু যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা বড় দুঃখজনক ব্যাপার পুলিশ নাকি নিস্ক্রিয় হয়ে সব বামফ্রন্টের কথা মত চলেছেন। আমরা আপনাদের মত নয় আমরা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। পুলিশকে হুকুম দিয়ে মানুষকে খুন করার জন্য আমরা নির্দেশ দেই না। আপনারা যেগুলি নিস্ক্রিয় বলেছেন সেটা হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন, খুন খারাপি থেকে সরে এসেছেন। আপনারা বলেন এই করছে সেই করছে। আমি আপনাদের আমলের একটি রামায়ণ পাঠ করব। আপনারা একটু শুনুন। আপনদের রাজত্বে প্রথম শুরু করেছেন এ.ডি.সির নির্বাচিত সদস্য শ্রীদাম পালকে খুন করে। তারপরে ভজান মরদান. তারপরে হল গোবিন্দবাড়ী, সেখানে গ্রামের পর গ্রাম আপনারা লুটপাট করে মানুষকে উৎখাত করেছেন।

তারপরে রাইমা সরমা গণ্ডাছড়া বিশেষ করে ট্রাইবেলের উপর যে অত্যাচার করেছেন একশ বৎসর পরেও মানুষ ভুলবে না। এখানে বলছেন থানাতে, এফআই,আর করা হয় না। আমরা চাই সভ্য হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে বাস করতে চাই। মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়, মানুষ চায় হাসি মুখে বাস করতে, মানুষ চায় খাদ্য,।

মানুষ হাসিখুশী চায়, মানুষ খাওয়া খাদ্য চায়, মানুষ নিরাপত্তা চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায় মানুষ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কত লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিলেন, আইন শৃঙ্খলার উন্নতি, সাধারণ মানুষের জন্য আইন তৈরী করেছেন, সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষা করব, আর রাত্রে গিয়ে মানুষ খুন করব, এই নাকি? লজ্জা হওয়া উচিত, শুধু এখানে বললেই হবেনা আমাদের কাছে সব তথ্য আছে, আমি তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তা দেখাব, কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার আমাকে রামায়ণ পাঠ করার জন্য একটু সময় দিলে আমি খুবই উপকৃত হব। মনীন্দ্র জমাতিয়া মার্কসবাদী কমিনিষ্ট পার্টির সদস্য তিনি গত জানুয়ারী মাসের ১ তারিখ যতনবাড়ী, বৈস্যাবাড়ী বাজারে এসেছিলেন, সেই দিন বাজার বার ছিল, বাজারে আসার পর তাকে কুঞ্জ কিশোর জমাতিয়া হুমকি দিলেন যে তোমাকে আর বাড়ী ফিরতে দেওয়া হবে না, তোমাকে খুন করা হবে, তখন সে পালিয়ে গিয়ে থানাতে লিখিত ভাবে এফ, আই, আর করল, তখন থানাতে ছিল কলিন্দ্র জমাতিয়া আপনাদের প্রিয় সাথী। তখন সে নিরাপত্তা চেয়েছিল, তখন তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। সমীরবাবু তো প্রায় সময়ই উনার গণতন্ত্র রক্ষা করে। ভারতের সংবিধানকে মেনে চলেন। জনগণের জন্য আর অসুবিধা হয় না শুধু বললেই হবে নাকি?

এক জায়গাতেই দুই জনকে খুন করা হল, সেখানে। সেখানে আসামী নাক তুলে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের অনেক ধর্না দেওয়া সত্বেও সেই আসামীকে গ্রেপ্তার করা হল না। আপনারা তো গণতন্ত্রের কথা বলেন, সমীর বাবুতো প্রায় বলেন—আমরা গণতন্ত্রকে রক্ষা করছি এবং করবো, জনগণের আর কোন অসুবিধা হবে না, ভারতীয় সংবিধানের নিয়ম মেনে চলবো। এসব বললেই হয় নাকি? সেই পুরঞ্জয় চাকমা, মেলা-ফেলা চাকমা, কুঞ্জকিশোর জমাতিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই ১০ হাজার টাকা দেওয়ার চুক্তি-পত্র ছিল - ভুবন মোহন ত্রিপুরার, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তাদেরকে খুন করা হল। আর, যখন টাকা আদায় করা হয় নি, তখন নিজে স্বাক্ষর করে বলছে, 'আমি ভুবন মোহন ত্রিপুরা টাকার বিনিময়ে আমি মনিন্দ্রকে খুন করেছি কিন্তু ঐ দিন তো আর

ফিরে আসবে না. আপনারাই তো এক দিন বলেছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে কমিউনিস্টদের দূরবীন দিয়েও দেখা যাবে না, কিন্তু এমন কি দেখতে পারছেন ? না আমরাও সবাই আপনাদের কংগ্রেসী ? কাজেই, আপনাদের তো লজ্জা বলে কোন কিছু নাই। আজকে রাইমা শর্মাকে শশ্মানে পরিণত করা হয়েছে, সেখান থেকে হাজার হাজার মানুষকে বাংলা দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে, হয়তো আপনারা বলবেন, আনন্দ মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলছি না, আমার কাছে এস, ডি, ওর দেওয়া স্বাক্ষর আছে ডি, এমের দেওয়া স্বাক্ষর আছে এবং ডি, এস, পির দেওয়া স্বাক্ষর আছে, এখনও ২৪৯ জন বাংলাদেশে শরানার্থী হয়ে রয়ে গেছে, ঐ আপনাদেরই যন্ত্রণায়, আপনাদেরই কৃপায়। তাই তো জনগণের অভিশাপ আপনাদের উপর, আপনাদের এই রকম অবস্থা হবে না তো কার হবে ? আপনারা তো ভেবেছিলেন, আপনারা যা করেছেন, ভালই করেছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের সাড়ে ২৭ লক্ষ সর্বহারা মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আপনাদের বিচার করা হবে, এবং সেই বিচারই তারা করেছে। গত ৫ বছরেই যা করার করেছেন, আর সামনের দিনে কিছু করতে পারবেন না। আপনাদের আমলে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের প্রতি যে ভাবে অন্যায় হয়েছে, তার কোন তুলনা হয় না, তাই আপনাদের সময়টা একটা কলংকজনক অধ্যায়। বাস্তবে যদি বলতে যাই তাহলে বলতে হয়, আপনারাই তো কানুলাল দেববর্মাকে দিয়ে রতননগরে ১৭ জনকে খুন করিয়েছেন, তাদের কাঁঠাল গাছে বেঁধে পিঠানো হয়েছে। রতননগর এস, বি, স্কুলে ক্লাস নাইনের এক ছাত্রকে আপনারা জীবন্ত কবর দিয়েছেন, তার খুঁজ আজ পর্য্যন্তও আমরা পেলাম না, তার মৃত দেহ পর্য্যন্ত উদ্ধার করতে পারলাম না। এখন তো আপনারা অনেক কিছুই বলছেন, কিন্তু আপনাদের বলাতে তো লবন লাগে না, মরিচ লাগে না, শুধু ভাজা হলে একটু পান খেলেই চলে। তাই, আজকে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের বিদায় দিতে পেরে মুক্তি পেয়েছে, কেন না, তারা এই মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেক দিন ধরেই আপনাদের সংগে লড়াই করেছে। এবং সেই লড়াই করার জন্য তাদের শপথ নিতে হয়েছে। স্যার, আমার সময় আর বেশী নেই, আমার অনেক কথা বলার আছে, যেগুলি রামায়ন বলার মতো, আবার যদি বলার সুযোগ আসে, তাহলে নিশ্চয় আমি সেগুলি বলার চেষ্টা করবো, একথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীহাসমাই রিয়াং।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই):— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এবং উপস্থিত বিধায়কগণ। আমি ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করছি। ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমেই বলতে চাই যে বিগত পাঁচ বছর জোট সরকারের আমলে আমাদের উপজাতি মা বোনদের উপর এবং পাহাড়ী জুমিয়া এবং তফশিলী জাতি এবং উপজাতি কিভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে সেটা উল্লেখ করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই যে রতিবাবু উল্লেখ করেছেন যে, ট্রাইবেল উপজাতিদের সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে না। বিগত পাঁচ বছরে উনারা উপজাতিদের কল্যাণের জন্য কি কি পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এবং কি করেছেন সেটা বলছেন না। বিগত দশ বছর বামফ্রন্টের আমলে রিজার্ভ ফরেষ্ট বাতিল করে জুমিয়া ভূমিহীনদের অ্যালটমেণ্ট ও পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল সেটা বিগত জোট সরকারের আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কেন? বিগত পাঁচ বছরে তারা কত জনকে অ্যালটমেণ্ট দিয়েছে কতজনকে পুনর্বাসন দিয়েছে, কিছুই করে নি। বিগত দশ বছর বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন ফলের বাগান, রাবার বাগান করার পরিকল্পনা নিয়েছিল বিগত পাঁচ বছর জোট সরকারের আমলে কতটুকু করেছে? বামফ্রন্ট সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছিল এই জোট সরকার ক্ষমতায় এসে ঐ পরিকল্পনাগুলি নষ্ট করে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার তাঁর ১০ বছরের রাজত্বে যে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তা পরবর্তী কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকারের পাঁচ বছরের শাসনকালে ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ের নিরীহ জাতি উপজাতি অংশের লোকদের মিথ্যা মামলায় থানায় এনে আটকে রাখা হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে। তখন কি দেশে আইনের শাসন ছিল? কাজেই কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃ লাভের জন্য উদ্যোগ নিয়ে প্রমান করেছেন, দেশে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ এখনও সজাগ আছেন। তাই ত্রিপুরার মানুষ জোট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, মাত্র দু' মাস হয়েছে। এই দু' মাসের মধ্যেই আইন নেই বলে চিৎকার শুরু করেছেন। এই আইন-শৃঙ্খলা গত পাঁচ বছরে কোথায় ছিল? গত পাঁচ বছরে জোট সরকারের আমলে সমস্ত মা-

যোন, যুবক বৃদ্ধ কাউকেই অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয় নি। শত শত মিথ্যা মামলা এখনও তাদের বিরুদ্ধে ঝুলছে। স্যার, কোথায় দিল্লীতে রাজীব গান্ধী খুন হলেন আর আমার এলাকা আমবাসায় নিরীহ উপজাতি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের খুন করা হল? রাজীব গান্ধী খুন হওয়া কি তাদের অপরাধ?

মি: ডেপুটী স্পীকার: মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রীহাসমাই রিয়াং:- স্যার, ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা গত ৯ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছিলেন তার উপর কাট মোশান এনেছেন। আমি সেই সমস্ত কাট মোশানের বিরোধীতা করে এবং ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে তা সমর্থন করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, মাননীয় বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য পুলিশের বাজেটের উপর যে ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে তার বিরোধীতা করে তার উপর কাট মোশান এনেছেন। স্যার, এটা সঠিক ভাবেই করেছেন। কারণ, যারা অন্ধকার পছন্দ করে তাঁরা কখনো আলো পেতে ভালবাসে না। কারণ, এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ জানে, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য টি.এন.ভি. এর জন্ম দিয়ে রাজ্যের জনজীবন বিপর্যস্ত করে চোরাগোপ্তায় জোট সরকার ক্ষমতা দখল করেছিলেন। সেই জোট সরকার পুলিশের একটি অংশকে ব্যবহার করে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে অচল করে দিয়েছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে কংগ্রেস এবং টি,ইউ,জে,এস,কে আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছেন। ঠিক তখনই আবার পুরানো কায়দায়

এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জীবন ও সম্পত্তিতে. এই রাজ্যের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য তারা যে আবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন এ কথা কে না জানে। একজন মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে একজন সাধারণ নেতার পর্যন্ত প্রাইভেট আর্মি আছে। তাদের জন্য আজকে তারা কিছু করতে পারছে না, তাই তাঁরা আবার নূতন করে রাজ্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অপর দিকে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যের মানুষের জীবন, সম্পত্তি ও শান্তি রক্ষার জন্য অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন এ কথা কে না বিশ্বাস করে। যে কোন শান্তিপ্রিয় মানুষ, তা তিনি যে কোন দলেরই হোন না। কেন রাজ্যে যে অশান্তি হচ্ছে তাকে দমন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ বাহিনীকে নূতন করে ঢেলে সাজাচ্ছেন এই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে সেটা তারা বিশ্বাস করবেন। স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য এখানে বক্তব্য রাখলেন, কিন্তু সেটা কোন রাজনৈতিক স্বার্থে, কোন মানুষের স্বার্থে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। স্যার, আমি যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি, জোট সরকারের আমলে সে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাশিরাম রিয়াং মহোদয়। উনার সি, এ, শ্রী অনিল সরকার মহোদয় আজকে কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। একজন সি, এ, সাহেব কি করে কোটি টাকার মালিক হল? আজকে কংগ্রেসী সমর্থকরা উনাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে কেউ ২০ হাজার টাকা আবার কেউ ২৫ হাজার টাকা পাওনা। এইসব পাওনা দায়ের সেখানে অশান্তি ঘটাতে চাইছে কিন্তু তা হতে দিচ্ছি না। তার জন্য আমরা পুলিশকে সাজিয়ে তুলব, যা ব্যবস্থা নেবার সেটা পুলিশই নেবে। গত পাঁচ বৎসরে তারা যুব সমাজকে ক্রিমিনালাইজ করার চেষ্টা করেছেন। স্যার তো একটা রেশ থাকবে। এই রেশের কারনেই তারা রাজ্যে একটা অশান্তির বাতাবরণ তৈরী করার চেষ্টা করছেন। তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের যুব সমাজকে যেভাবে ব্যবহার করছেন যে জ্বালায় আজকে বিধানসভায় এসে চীৎকার করছেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে তারা যে রেজিট তৈরী করেছেন সে রেজিট তিন মাসে চলে যেতে পারে না তার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। স্যার, পুলিশকে ঢেলে সাজানোর জন্য এবং এই রাজ্যের মানুষের মধ্যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য আজকে পুলিশ খাতে টাকা ধরা হয়েছে। উনারা এই খাতের উপরে কাটমোশান এনেছেন। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। কোথায় উনারা এখানে

ডিমাণ্ড করবেন যে পুলিশ খাতে টাকা কম বরাদ্দ ধরা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আরও টাকার ডিমাণ্ড করতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, সেটা না করে উনারা এখানে কাট মোশান এনেছেন। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এখানে এগ্রিকালচার ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশান এনেছেন। আমি যারা কাটমোশান এনেছেন তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই-এই ত্রিপুরা রাজ্যটা কি? এই ত্রিপুরাতো একটা কৃষি নির্ভর রাজ্য। এই রাজ্যের ৭০ ভাগ লোক কৃষি নির্ভর। সুতরাং যে রাজ্য কৃষি নির্ভরশীল, সেখানে কৃষির উপর কাটমোশান না এনে উনারা এখানে সমালোচনা করতে পারতেন যে-এই খাতে আরও বেশী করে টাকা কেন ধরা হল না? সেটা না করে উনারা এখানে কাটমোশান এনেছেন। যে রাজ্যের একটা বড় অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাদেরকে শক্তিশালী করা দরকার। যাদেরকে বাঁচানোর জন্য বামফ্রন্ট বরাবরই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখেছে। আমাদের রাজ্যের মধ্যে যে পরিমাণ আবাদ যোগ্য জমি আছে সেটার পরিমাণ খুবই কম। প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ জমিই পার্বত্য অঞ্চল। সে অঞ্চলটিতে কোন চাষ-বাস হয় না। আজকে আমাদের রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটছে, রাজ্যের জনসংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। কিন্তু জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আমাদের আবাদযোগ্য জমি নেই। জমিকে টানলেতো আর লম্বা করা যায় না। তাই আমাদের আধুনিক পদ্ধতিতে ফসল ফলাতে হবে। আধুনিক পদ্ধতিতে কি করে উৎপাদন বাড়ানো যায়, কি করে সারের ব্যবহার করা যায়, কি করে বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ভাল ফসল ফলানো যায় তার চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে। তার জন্য যদি আমাদের চেষ্টা করতে হয় সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং সারের মাধ্যমে আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নতি করতে পারি সে দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের পরিকল্পনাগুলি পরিচালিত করতে হবে। আমি যে রাজনীতি করি সে রাজনীতি কেন করি জানি না। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে রাজনীতি করেন সেটা কেন করেন তার উত্তর উনারাই দিতে পারেন? যদি রাজ্যের উন্নতি করতে হয় তাহলে রাজনীতি করলে হবে না, রাজ্যের উন্নতিকল্পে কাজ করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। কম্পিটিশান চালিয়ে রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। বিধানসভার বাইরে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কি বলেন জানি না কিন্তু বিধানসভায় দাঁড়িয়ে উনারা বলছেন এই রাজ্যের মানুষের যাতে মঙ্গল না হয় সে জন্য উনারা বাজেটের বরাদ্দকৃত টাকার উপর কাট মোশান এনেছেন এবং বাজেটের

বিরোধিতা করছেন। আপনারা যদি রাজ্যের মঙ্গল চান তাহলে রাজ্যের মঙ্গলার্থে কাজ করবেন। গত ৫ বছর আপনারা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য কিছুই করতে পারেন নি, সে জন্য জনগণ আপনাদের ভোটের বাক্সে সেই জবাব দিয়েছেন। কৃষি ক্ষেত্রে আপনারা কি করেছেন আমি তার উল্লেখ করতে চাই। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গরীব কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করার জন্য ল্যাম্পস, প্যাক্স বিভিন্ন কো-অপারেটিভের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে করে কৃষি প্রধান দেশের কৃষকরা যারা কৃষির উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে। কিন্তু বিগত ৫ বছরে জোট সরকার সেই সমস্ত ল্যাম্পস্ প্যাকস্ সমস্ত কিছুই নষ্ট করে দিয়েছেন। যার ফলে এই দরিদ্র কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং তাদের সেই উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দামও তারা পায় নি। কারণ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সরকার থেকেই এই সমস্ত জিনিষগুলি ক্রয় করে বিভিন্ন ল্যাম্পস্, প্যাকসের মাধ্যমে বিক্রি করা হত। তার ফলে কৃষকরা উপকৃত হত। কিছু দিন আগেও আমরা দেখেছি এফ.সি.আই তার সমস্ত গুটিয়ে চলে গেছে। সে দিন যদি আপনারা প্রতিবাদ করতেন তাহলে আপনাদের সঙ্গে আমরাও প্রতিবাদ করতাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ৯.৬ ৯৩ ইং তারিখে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের মধ্যে দুটি এগ্রিকালচারের কথা বলেছেন সেখানেও কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবঙ্কিমোহন জমাতিয়া। এই ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডিমাণ্ড করেছি ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য। যদি এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেন তাহলে আমাদের রাজ্যের কৃষির উন্নতি ফলপ্রসু হবে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কোল্ড ষ্টোরেজ করা হয়েছিল কিন্তু জোট সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই কোল্ড ষ্টোরেজ নষ্ট করে ফেলেছেন। নতুন করে কোল্ড ষ্টোরেজ তো করেন নি বরং পুরাতন যে কোল্ড ষ্টোরেজ ছিল সেটারও কোন সংস্কার করেন নি ফলে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল নষ্ট হচ্ছে। এই কিছু দিন আগে বিধানসভা আরম্ভ হওয়ার আগেও দেখেছি আলু চাষীরা আলু নিয়ে ভীষণ সমস্যায় পড়েছে কারণ বিবরু কোন ব্যবস্থা নেই। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে কোল্ড ষ্টোরেজ ছিল সেটাও তারা রাখতে পারলেন না। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেই সমস্ত কাট মোশানের বিরোধীতা করে এবং

ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী (সাক্রম) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে যেসব ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে বিরোধীদের দ্বারা আনীত কাট মোশানগুলিকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি এখানে মনে করেছিলাম বিদ্যুতের উপর কাটমোশান আসবে, কিন্তু আসেনি। আমি বিদ্যুতের উপরই মোটামুটি বলতে চাই। আমি প্রথমত: বলতে চাই বিদ্যুৎ দপ্তরে ১৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এই রাজ্যে আমরা যতটুকু জানি যদি প্রপারলি বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায় তাহলে ম্যাক্সিমাম ৩৫ মেগওয়াট বিদ্যুৎ লাগতে পারে। আমাদের চাহিদা হল ৩৫ মেগাওয়াট। কিন্তু আমরা দেখেছি বিদ্যুৎ যেভাবে নষ্ট হয়, বিদ্যুৎ যেভাবে চুরি হয় হুক লাইন দিয়ে এইটা যদি হিসাবের মধ্যে রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ চুরি হয়ে যাচ্ছে। এইটা আমরা মূলত: দেখতে পাই বিগত ৫টা বৎসর যখন জোট সরকার রাজত্ব করেছে তখন বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেসব লাইন ছিল অতীতে সেই লাইনগুলি হাফিজ হয়ে গেছে। লাইন, খুঁটি সহ হাফিজ হয়ে গেছে। বিদ্যুতের লাইন কিছুই নাই। যেমন আমি কয়েকটা উদাহরণ দিতে পারি বেতাগা থেকে চাইলতাছড়াতে বিদ্যুতের তার, খুঁটি সবকিছু লাগানো হয়েছিল, প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা। এখানে এখন বিদ্যুতের খুঁটিও নেই, তারও নেই। এই রকম ভাবে অনেক জায়গায় তারা এইভাবে তার খুঁটি উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আরও কয়েকটা জায়গার কথা বলছি সাক্রম শহরের কাছে খুব বেশী দূরে নয় জলেফা গাঁওসভাতে শ্রীদাম দেবনাথ এবং সুভাষ লোধের বাড়ীতে ছিল পোল দিয়ে বিদ্যুৎ গেল। অথচ কিভাবে বিদ্যুৎ গেল কেউ জানে না। কারণ বিদ্যুৎ দপ্তর থেকেও লাইন হয়নি, উনারা নিজেরাও তার কিনেন নি, অথচ তাদের বিদ্যুৎ জ্বলছে। এইছিল তাদের আইনের শাসন। বিদ্যুৎ এর লাইন যেখানে যায়নি সেখানে বিদ্যুৎ জ্বলছে আর, যেখানে বিদ্যুতের লাইন গিয়েছে সেখান থেকে খুঁটি, লাইন হাফিজ হয়ে গেছে। এই ঘটনাগুলি দেখলেই বুঝা যায় তখন নীতির কোন বালাই ছিলনা। আমরা কি দেখেছি গত ৫টা বৎসরে রবীন্দ্রবাবু ফ্রান্সে গেলেন, বিলেতে গেলেন, জার্মানীতে গেলেন। এখানে এসে খুব বক্তৃতা দিয়েছেন এই হয়ে যাচ্ছে সেই হবে

যাচ্ছে, বিদ্যুতের প্রব্লেম সলভ হয়ে যাবে। কোথায় সলভ? আজ লোডশেডিং এর জন্য মাঝে মাঝে কান্নাকাটি শোনা যায়। লোডশেডিং কি এক-দিনে হয়? যন্ত্রগুলি কি ১ দিনে বিকল হয়েছে? আস্তে আস্তে বিকল হয়েছে, সারাই করা হয়নি। মেরামত করা হয়নি। যার ফলে আজকে এইগুলি আমাদের কাঁধে এসেছে। বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুতের লাইনের জন্য যে বিল হয়, সেই বিলগুলি ঠিকমত পেমেন্ট হয় না। যেমন আমাদের ওখানে বিধায়ক অঞ্জুবাবুর অনেক টাকা বকেয়া। সেখানে বিল পেমেন্ট করতে কালেকটার গেল, তাকে ধমকানো হল। সাধারণ মানুষ যদি বিল ঠিকমত পেমেন্ট না করে তার লাইন কেটে দেওয়া হয়। অঞ্জুবাবু ৪ বৎসর বিনা বিলে লাইট জ্বালিয়ে গেলেন। বহাল তবিয়তে বিদ্যুৎ ছিল। কি করেছিল জানিনা। তখন ত আপনারাই বিধায়ক ছিলেন। তখন আইনের শাসন কোথায় ছিল? কাজেই আজকে এইটা পরিষ্কার যে ওরা এসেছিল লুটপাট করার জন্য, লুটপাট করে খাওয়ার জন্য, লুটপাটই শুধু করেছেন আর কিছুই করেননি। ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলেন। অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে লিফ্ট ইরিগেশান স্কীম, ডিপ টিউব-ওয়েল স্কীম সবগুলি প্রায় কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল বামফ্রন্টের আমলে কিন্তু গত ৫ বৎসরে সেগুলি চালু করা হয়ে উঠেনি বিদ্যুতের অভাবে। গত ৫ বৎসরে তাদের ফিতে কাটবার সময় পর্য্যন্ত হয়নি। মন্ত্রীদের ফিতে কাটবার সময় হয়নি।

গত ৫টি বছর ধরে মন্ত্রীদের ফিতে কাটবার সময় হয়নি। আজকে এই রকম ভাবে যদি হিসাব করা যায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমিতো বলতে পারি এই যে টেপ লাইন যেগুলি আছে সেগুলিকে যদি বন্ধ করা যায়, এইটা কি আমরা একা পারব, একা পারব না, একা করা সম্ভব হবে না মাননীয় বিধায়ক এবং বিরোধী বিধায়ক যারা আছেন তাদেরও দায়িত্ব আছে এই ব্যাপারে। আমি একটা ঘটনার কথা বলি, বাইখোরা বাজার থেকে মুহুরীপুর যে রাস্তাটা তাতে যদি যান তাহলে দেখবেন দুইধারে টেপ লাইনের ছড়াছড়ি, গ্রামের ভিতরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে দেখবেন বাতি জ্বলছে। কি ভাবে জ্বলছে ইলিগেলি।

(অপজিশান বেঞ্চ : — এইটাতো সি, পি, এম এর জায়গা)

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী : এটা সি, পি, এম এর জায়গা বলে আজকে দুঃখ করলেতো চলবে না, এইটা আপনাদেরই জায়গা ছিল। কাজেই এইটা বুঝতে হবে এবং

এই রকম ভাবে বিভিন্ন জায়গায় এটা চলছে। কাজেই এই লাইন গুলি শুধু আমরা বন্ধ করতে পারি না. এই দায়িত্ব আপনাদেরও আছে। টাকা পয়সা দিয়ে বিদ্যুৎ নিচ্ছে যারা তারা বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। আজকে যেটা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন যারা পয়সা দিয়ে বিদ্যুৎ নিতে চায় তাদেরকে গ্যারান্টেড করা। কিন্তু অবৈধভাবে নিচ্ছে বলেই আমরা পাচ্ছি না, এই হচ্ছে ঘটনা। ৩৫ মেগাওয়াটের বেশী বিদ্যুৎ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে লাগে না। অথচ সবাই বলেছে ৬০ লাগিবে ৬৫ লাগবে কিসের ভিত্তিতে লাগবে। কাজেই এই কথাটা বুঝতে হবে, এখানে প্রস্তাব রাখা হয়েছে ৬ হাজার ৫০০টা বাড়ীতে নূতন কানেকশান দেব এবং ১০০টা পাম্পসেট বিদ্যুতের আওতার মধ্যে আছে। এখানে জল সেচ করে মানুষ কম খাবে না হয় কৃষি কাজে লাগবে। এবং ৩৬০ টা গ্রামের মধ্যে বিদ্যুৎতায়ন করা হবে, সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব। কাজেই, এটার উপর আপনাদের কোন কাট মোশান নাই, এই প্রস্তাবকে আপনারা সমর্থন করবেন এই আশা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং অন্য ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সব কাটমোশান এনেছেন সেই গুলি তুলে নেবেন এই আহ্বান রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকের এই সভায় মাননীয় মন্ত্রীগণ যে ব্যয় বরাদ্ধ পেশ করেছেন সেই ব্যয় বরাদ্ধকে আমি সমর্থন জানিয়ে এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের থেকে যে সব কাটমোশানগুলি এনেছেন সেগুলিকে পূর্ণ বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে তাদের এই কাটমোশানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করলাম মাননীয় বিধায়কগণ যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে আমি লক্ষ্য করলাম যে তারা তাদের বক্তব্যে শুধু পুলিশ পুলিশ করেছেন। তাদের এই পুলিশ করা দেখে আমার একটা কথা মনে হয়েছে এখানে বসে বসে যে, হাঁসের যদি ডানা ভাঙ্গা হয় তাহলে সে শুধু শিয়াল স্বপ্নে দেখে। তাদের অবস্থাও এখন হয়েছে তাই, তারা তাদের বক্তব্যে শুধু পুলিশ পুলিশ করছেন, তারা বোধ হয় এখন পুলিশকে স্বপ্নেও দেখে। রাত্রে ঘুমোলে পরে বুঝি এখন তারা এই বুঝি পুলিশ এসে গেল, এই বুঝি পুলিশ এসে গেল, এই রকম স্বপ্নে দেখে। কারণ এইসব কাজ তো তারা করেছে।

কাজেই সেই দিক দিয়ে এই সব বললে কি হবে কাঁথা গায়ে দিলে কবে যমে ছাড়বে না। শাস্তি আপনাদের পেতে হবে। যে সমস্ত রেকর্ড এই বিধানসভার ভেতরে রয়েছে এবং বাইরে রয়েছে তার থেকে জনগণ ছাড়বে না। সেই সাবিত্রি, অরুণ দেব এরা ছাড়বে না, জবাব দিতে হবে ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের সামনে।

অন্যদিকে কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, তিনি কৃষি বিভাগের উপর কাটমোশান এনেছেন। এই কাটমোশান আনতে গিয়ে তিনি উপজাতি যুবক, উপজাতি জুমিরা নাকি ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উনারা নিজেরা যে ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছেন এটা বোধহয় উনি জানেন না।

উনাদের পাঁচ বছরে কৃষির বাজেট ধরেছিলেন ঠিকই কিন্তু কোন কাজ করেননি, উপরন্তু যা বামফ্রন্ট সরকার দশ বছরে করে গিয়েছিল সব ধ্বংস করে দিয়েছে. ট্রাইবেল-দের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে. তাদের সমস্ত জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে. স্কুল রাস্তাঘাট সমস্ত নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। উপজাতিদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। আজকে সেই অবস্থা থেকে উপজাতিরা লড়াই করে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সেই লড়াইয়ে সামিল হয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছেন। আমি আমার বাজেট ভাষণে বলেছিলাম যে. এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অস্তিত্বকে রক্ষার বাজেট। গতকালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার ভাবে তাঁর বাজেটের উপর জবাবী ভাষণে বলেছেন যে. এই বাজেট ত্রিপুরার মানুষের অস্তিত্বকে রক্ষা করবে। এবং এটা ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে এই যে বাজেট এটা জন-কল্যাণমুখী বাজেট যাকে আমরা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলতে পারি।

কৃষি বিভাগে ১০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে — কৃষি সম্পদ, বনায়ন, পশুপালন, কৃষকদের জন্য সার ইত্যাদির জন্য এই ১০০ কোটি টাকা এই সবের জন্য ব্যয় করা হবে। এইটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আমার মনে পড়ে বামফ্রন্ট সরকার যখন প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখন মাত্র ৮১ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে শুরু করেছিলেন এবং সারা রাজ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কাজকর্ম করেছিলেন একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে সর্বত্র গ্রাম স্তর পর্যন্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর এই বাজেট এ ৪.০০

কোটি টাকা ধরা হয়েছে স্বাস্থ্য, মিড-ডে. মিল, টিফিন, বুড়াবুড়িদের ভাতা ইত্যাদি বাড়ানো — এই সব কাজের জন্য। এই সব গত পাঁচ বছরে জোট সরকার ধ্বংসের মুখে ফেলে রেখে চলে গেছে।

ত্রিপুরার আমরা দশ বছরে যা করে গিয়েছিলাম গত পাঁচ বছরে জোট সরকার সব ধ্বংস করে দিয়েছে। ত্রিপুরার তিনভাগের একভাগ মাত্র সমতল আর তিন ভাগই টিলাভূমি। আমরা দশ বছরে সেই টিলা জমিতেও ভাল বিভিন্ন প্রকার সব্জী ইত্যাদি চাষ করার জন্য জল সেচ-এর ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু আজকে সব ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর রাবার চাষের জন্য আমরা সার বীজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিলাম এবং আমাদের সময়ে যেসব রাবার বাগান করেছিলাম তা আজকে ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিনীতি আজকে সর্বনাশ করছে। যে ডাংকেল প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিচ্ছেন তার ফলে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য জলসেচ, সার, উন্নতমানের বীজ ইত্যাদির জন্য আর টাকা খরচ করতে পারবেন না, সমস্ত কিছু আমেরিকার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। সারা ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। সেইসঙ্গে আমাদের ত্রিপুরাও হচ্ছে কৃষি প্রধান রাজ্য। এখানে টিলা জমিতে আমরা দশ বছরে তাল সরিষা এবং বিভিন্ন প্রকার শাকসজি ইত্যাদি চাষ করার মত ব্যবস্থা গড়ে তোলেছিলাম। আজকে আর কিছুই নেই।

কাজেই আমরা আশা করছি এখানে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন যে তা যেহেতু ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে সেহেতু আপনারাও এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। যাই হোক, আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দলের আনা সমস্ত কাট মোশানকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার এখানে বিরোধী দলের তরফ থেকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের উপর কাট-মোশান এনেছেন। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬ মেজর হেড. ৬৩০৪ এটাতে রাজ্য সরকার থেকে এ. ডি. সি ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার জেলা পরিষদকে যে শেয়ার অব্ টেক্সেস্ বাবদ অর্থ দেওয়ার কথা সেটা হচ্ছে তিন কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ আটত্রিশ

হাজার টাকা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কাটমোশান এনেছেন—দুই হাজার টাকা কমিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি জানি না উনি কিভাবে এখানে জেলা পরিষদের টাকা কমিয়ে দেওয়ার চিন্তা করলেন। যাই হউক সে সম্পর্কে আমি আর বিস্তারিত কিছুই বললাম না। কারণ প্রাইভেট উনাদের মুখ থেকে বলতে শুনি যে রাজ্য সরকার না কি এ. ডি. সির প্রাপ্য টাকা দেয় না। জানাব সেটার উপরই উনাদের কাট-মোশান, আমার বোধগম্য হল না। সেই শেয়ার অব টেকসেস, রাজ্য সরকার এ. ডি সিকে চারটি বিষয়ের উপর ভাগ করে দিয়ে থাকে। এগ্রিকালচারের টেকসেস, প্রফেশনাল টেকসেস, সেলস এন্ড টেকসেস এবং কমোডিটি রেভেনিউ টেকসেস এই চারটি বিষয়ের উপর। রাজ্য সরকার টেক্স কালেক্ট করার পর এগ্রিকালচারেল খাতে দেওয়া হবে ৫০ শতাংশ প্রফেশনাল টেক্স খাতে ২৫ শতাংশ, সেল্সিটি খাতে ৫০ শতাংশ এবং কমোডিটি খাতে ৭৫ শতাংশ। সব মিলে মোট সেটা দাঁড়াচ্ছে ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। এখানে এই খাতে কাট মোশান এনে মনে হচ্ছে উনারা এ. ডি. সিকে সম্ভবত শক্তিশালী করতে চান না। এবং শুধু তাই নয় আমি সে সম্পর্কে আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি না। এ. ডি. সি. অঞ্চলের শতকরা ৯০ জন লোক গরীব। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই উপজাতি জুমিয়া।

এখানে যদি তাদের টাকাটা কমিয়ে দেওয়া হয়, এ. ডি. সির তরফ থেকে চিৎকার হবে যে তাদের টাকা পাচ্ছে না, তারা উন্নয়নের কাজ করতে পারছে না। গত পাঁচ বছরে আপনারা দেন নি। এখানকার যারা এ. ডি. সি. পরিচালনা করছেন টি. ইউ. জে. এস. কংগ্রেস (আই) জোট, এ ডি. সি কর্তৃপক্ষ তারাও বলছেন টাকা পাচ্ছেন না। সেই জায়গায় এখন টাকা কমিয়ে দেওয়ার অর্থ হবে এ. ডি. সির অস্তিত্বকে খর্ব করা। কারণ এই টাকার উপর নির্ভর করছে তাদের এলাকার জুমিয়া পুনর্বাসন প্রভৃতি। জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে রাস্তা ঘাট তৈরী করবে। এবং এই সমস্ত এলাকা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত হচ্ছে। এটা দীর্ঘদিন ধরে, স্বাধীনতার ৪৫ বৎসর পরেও সেই এলাকার কথা কেউ না জানে। যে এলাকা এখনও উন্নত করে তোলা সম্ভব হয়নি। কারণ তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের আমল থেকে দেখলাম শচীনবাবু থেকে শুরু করে সুখময়বাবু পর্যন্ত দেখলাম এখানে বার বার সেই সমস্ত এলাকার যারা উপজাতি মানুষ কিন্তু তারপরেও

যারা অউপজাতি আছেন গরীব অংশের মানুষ। সেই জায়গায় কৃষক আছেন, ভূমিহারা আছেন, বেকার আছেন তাদের জন্য কোন পরিকল্পনা নেই। সেই সমস্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য কোন কথা সেই দিন তারা হয়নি।

গত দশ বছরে এ, ডি, সি, গঠন করার পরে যখন ঐ সমস্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য ভিন্নভিন্ন ভাবে টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে এবং টাকাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে টাকা দেওয়া হল না। আর আজকে বিরোধি আসন থেকে আবার আপনারা বলতে চাইছেন এ; ডি, সির খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার থেকে দুই হাজার টাকা কমিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছেন এটা কেমন হচ্ছে? ঐ এলাকার মিশ্র জনবসতি গরীব অংশের মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে সেখানে আরো ব্যাপক কর্মযজ্ঞ তৈরী করে সেখানে অধিক টাকা বরাদ্দ করার প্রয়োজন আছে।

আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সেই ব্যপারে সদ ইচ্ছার কোন কারণ নেই। কাজেই সেখানে আমরা চাই সেখানকার দারিদ্রতার মধ্যে যারা আছেন, তাদেরকে অত্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আরও ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন সেই পরিকল্পনার টাকা যাতে ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আমরা বামফ্রন্ট সরকার এবার বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। যে গ্রামের গরীব এবং উপজাতি জনগণের উন্নয়নের জন্য টাকা বরাদ্দ করতে হবে। সেই বিষয়ে বাজেটে আলোকপাত করা হয়েছে। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য তিনি একজন জনপ্রতিনিধি, তিনি জানতেন ঐ এ, ডি, সি, এলাকার কি আছে। অথচ দেখা গেল তিনি আবার ঐ এলাকার জন্য যাতে টাকা বরাদ্দ না হয়, মোট বরাদ্দের টাকা যাতে ছাঁটাই করা হয় সেই জন্য কাট মোশান এনেছেন। আমি এই ধরণের মোশানকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মনে করছি। আমি আশা করব মাননীয় সদস্য এই এ, ডি, সি, এলাকার সমস্যার কথা চিন্তা করে ঐ এলাকার জনগণের সার্বিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে আপনার এই কাট মোশান পুনঃ বিবেচনা করে আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ করেছি সেই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করে আমাদের ঐ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য এ, ডি, সি, তার বরাদ্দকৃত টাকা সে যাতে পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করবেন আমি এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীবাজুবন রিয়াং মহাশয়।

শ্রীরাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসের কাছে কৃষি খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ আনা হয়েছে তার অনুমোদন চাইছি। এই অনুমোদন চাইতে গিয়ে বিরোধী পক্ষ থেকে কয়েকজন যে ৩৫ এবং ৪৯ ডিমাণ্ডের উপর আটটি কাট মোশান নোটিশ তারা দিয়েছেন।

যদিও সেই আটটা কাটমোশান নোটিশ কি উদ্দেশ্যে তাঁরা নোটিশ দিয়েছেন সেই ভাবে তাঁরা ব্যাখ্যা করেন নি। কিন্তু তাঁরা করেছেন। স্যার, রাজ্যের কৃষি ক্ষেত্রে রাজ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। কিন্তু সেই কাজটা করতে গিয়ে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের কতগুলি সমস্যা রয়েছে। যেমন জোট সরকারের আমল থেকে আমাদের রাজ্যে সার, বীজ, ঔষধ এর সংকট আছে। সেই সংকটের জন্য শুধু আগের জোট সরকারের দায়ী করব না। তার সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি কৃষি ক্ষেত্রে তার অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। আপনি জানেন স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ব ব্যাংক থেকে টাকা আনতে গিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের হুকুম তামিল করতে গিয়ে সার, বীজ, এইসবের ভর্তুকী তুলে দিয়েছেন। যার ফলে আমাদের রাজ্যের কৃষকদের জন্য এই সব ইমপোর্টস্ আমরা যা সংগ্রহ করেছি তাতে আমাদের আরও টাকা বেশী লাগবে। আমাদের রাজ্যের আর্থিক অবস্থা আমরা জানি যে আমাদের রোজগার আমাদের রেভেনিউ আগে যা ছিল তার থেকে বাড়ানোর মত উৎস আমাদের নেই। সেই সমস্যার আমরা চেষ্টা করছি, কি ভাবে এই সমাধান করা যায়। আমি আশা করি এই সমস্যা বিরোধি পক্ষের সদস্যরা জানেন তারা এই সম্পর্কে আমাদের সরকারকে সাহায্য করবেন পরামর্শ দিয়ে। আমি আশা করি সেই কাজটা তারা করবেন। আমরা এখনো কেন্দ্রীয় সরকারের ভরতুকী তোলার পরও সারের দাম বৃদ্ধির পরও রাজ্যে আংশিক ভরতুকী দিয়ে আমরা কৃষকদের সুবিধার্থে সার, বীজ আমরা এখনো দিচ্ছি। জানিনা আমরা এই নীতি কত-দিন অনুসরন করে চলতে পারব। রাজ্যে যে আমাদের আর্থিক অবস্থা তাতে হয় না। এই ভাবে আর বেশীদিন চলতে পারব না। এই সম্পর্কে আমি আগামী দিনে এই হাউসের পরামর্শ চাই। মাননীয় বিরোধি পক্ষের সদস্যরা এখানে কয়েকটি কাট মোশান এনেছেন এর মধ্যে একটা কাট মোশান সম্পর্কে যিনি মোভার রতিবাবু উনি উল্লেখ করেছেন যে রাজ্যের মহিলা যুবক যারা আছেন তাদেরকে রাজ্যের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজে লাগানো। এই স্কীম আমাদের শুধু রাজ্যের স্কীম নয়, এই স্কীম

কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম, এবং এরা বিভিন্ন রাজ্যে এই স্কীম চালু করেছে। আমাদের এখানেও চালু হয়েছে এই স্কীম। আমাদের রাজ্যে এই স্কীম চালু হওয়ার আগে আমাদের রাজ্যের মহিলা কৃষকরা কৃষি কাজে অনেকেই যুক্ত। এবং বিশেষ করে উপ-জাতি মহিলারা, পুরুষরা যেভাবে কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করেন সেইভাবেই মহিলারাও ঠিক সেই ভাবেই অংশ গ্রহণ করেন। এবং অন্যান্য সাধারণ অংশের মহিলারাও অংশ গ্রহণ করেন। এখানে স্কীমকে যেভাবে রাখা হয়েছে এটার নমুনা কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে দিয়েছেন সেইভাবে আমাদের অনুসরণ করতে হচ্ছে। আমরা যদি তা ইচ্ছা মত করতে পারতাম তা হলে আমাদের সুবিধা হত। কিন্তু তা করলে আমরা টাকা পাব না। তারা যা করেছেন তা আমাদের করতে হচ্ছে। গত জোট আমলে এই স্কীম কার্যকরি করতে গিয়ে রাজ্য ভিত্তিক মহিলা কৃষকদের একটি কমিটি গঠন করেছেন আমি যতটুকু শুনেছি সেই কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন আমাদের একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর অর্ধাঙ্গিনী। তিনি এই সুযোগ নিয়ে দলের কাজে গাড়ী, এই স্কীমের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করেছেন। যে উদ্দেশ্যে এই স্কীমটা চালু করা হয়েছিল, সমগ্র রাজ্যে মহিলাদেরকে কৃষি ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং নূতন নূতন স্কীমে তাদেরকে কার্য্যকরী করার জন্য কিন্তু তারা সেটা করেন নি। আমার কাছে তার খবরটা এসেছে।

তিনি এই সুযোগটা নিয়ে দলের কাজে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেছেন, এই স্কীমের যে উদ্দেশ্য ছিল, মহিলা কৃষকদের আরও বেশী করে কৃষির কাজে উৎসাহিত করা, সেটা না করে দল রক্ষার জন্য যা কিছু করার দরকার, তা করেছেন। এই সম্পর্কে তিনি কাটমোশান এনেছেন, তিনি জানতে চাইছেন যে আমরা এখন স্কীমটা তুলে দিয়েছি কিনা, আমি ওনাকে জানাব যে আমরা এই স্কীমটা তুলে দেই নি, এটা তুলার ক্ষমতাও আমাদের নেই, তবে আমাদের মত করে এই স্কীমের দ্বারা সত্যিই যাতে মহিলা কৃষকদের কাজ কর্মকে আরও এগিয়ে নেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা আমরা করবো। তারপর আছে ড্রাইভিং ফার্মিং বা শুষ্ক জমির চাষ, মার্কেট শেড, ইকোলজি ম্যানেজমেন্ট, কল্ড ষ্টোরেজ সীড্লিং ফার্ম ইত্যাদি, এগুলি সম্পর্কে যিনি কাটমোশান এনেছেন, আমি তাকে অনুরোধ করবো যে আপনারা এগুলি তুলে নিন, কারণ আমরা এই রাজ্যে কৃষকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এসব কাজ

করবো। আমরা নূতন ভাবে এই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছি, আপনারা কি করেছেন, না করেছেন সেই সবের কথা ছেড়ে দিয়ে আমি বলবো আমরা আগামী বছরে মোট ৩৭ টি বাজার শেড তৈরী করবো, আর আপনারা যেগুলি করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, অথচ করতে পারেন নি, সেগুলি তো করা হবেই। অবশ্য আমাদের আগের বামফ্রন্ট সরকার থাকতে যেগুলি করার কথা ছিল, আপনারা এসে সেগুলির কিছুই করেননি, যেমন প্রশ্ন উত্তরের সময়ে মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার প্রশ্ন তুলেছিলেন যে বাঁধাই বাড়ী এবং সুভাষ পার্কে যে বাজার সেড করার কথা ছিল, তা তখন করা সম্ভব হয় নি এখন করা হবে কিনা, এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে রেগুলেটেড মার্কেট করার যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল, সেগুলিও আপনারা করেন নি ফেলে রেখে দিয়েছেন, অর্থাৎ আপনারা কিছুই করেন নি। তবু আমরা চেষ্টা করবো যাতে এই রাজ্যের সব অংশের মানুষ তাদের সুযোগ সুবিধা পায়। আপনারাও করেছিলেন সেই সব জায়গাতে যেখানে আপনাদের ভোট বেশী পাওয়া যাবে, আর যেখানে আপনাদের ভোট নেই, সেখানে কিছুই করেন নি! যাহউক আমাদের সরকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সব অংশের মানুষ সেই গ্রামের মানুষ অথবা শহরের মানুষ কৃষি বিভাগের কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার থেকে তারা বঞ্চিত না হয়। তবে আমাদের এই রাজ্যের জন্য এমন কতগুলি কাজ করার দরকার আছে, যেগুলি নিয়ে অনেক সময়ে আমাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের মতভেদ সৃষ্টি হয় বা কেন্দ্রীয় সরকার সেই সব কাজ করতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সেই সব কাজগুলি যাতে আমরা করতে পারি, তার জন্য আপনারাও যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করেন বা লড়াই করেন, তাহলে আমাদের ঐ দাবীগুলি আদায় করতে সাহায্য হবে। এখানে আজকে নেরামেক সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে, এখানে ফ্যাক্টরীটা আছে, তাতে আনারসের রসটাকে ঘনীভুত করা হয় এবং তা করে এটাকে পৃথিবীর বাজারে পাঠানো হয় বাইরে বাজারে আনারসের এই ঘনীভুত রসের দামও অনেক। ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ আনারসের চাষ হয়, তাতে এখানে একটা কেন বেশ কয়েকটা প্রকল্পই চালু করা যায়, কিন্তু এটা করার মালিক তো কেন্দ্রীয় সরকার।

কিন্তু এটার মালিক হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। আমাদের রাজ্যে স্থাপিত হয়েছে এবং এর পরিচালনার জন্য হচ্ছে নর্থ ইস্টার্ণ কাউনসিল কেন্দ্রীয় ফুড প্রোসেসিং মন্ত্রণালয়।

গত এক বছরে যা উৎপাদন করতে পারতো তা করতে পারে নি। এইবার ঠিক তাই করেছে। প্রথমে যখন এটা স্থাপিত হয় তখন তার উৎপাদনের টার্গেট ছিল ৬ হাজার মেট্রিক টন পস্টসেনট্রেটড জুস। কিন্তু তা মুলকিল করতে পারে নি। ছয় ভাগের এক ভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দশ ভাগের এক ভাগ করেছে। চলতি বছরে ৩ লক্ষ টাকা পেয়েছে। টাকা যদি মে মাসে দিত তাহলে ভালো হতো। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তরুন গগৈ কে আমি নিজে ডি, ও লেটার দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু মে জুন মাসে দিল না। এমন সময় দিল যখন আনারসের মরশুম শেষ। দুইটা ভেরাইটি আছে একটা ছোট জাত কাই লেঙ্গা এবং দাবচে। কুনোটাই প্রায় শেষ। ৬ হাজার মে.টন টার্গেট পূরণ করতে তিন শিফটে ৯০ থেকে ১২০ দিন চালু রাখার কথা। এখন যা দাঁড়াচ্ছে এক মাসও চলবে না। এই বার সব চেয়ে কম ও হতে পারে। কিন্তু সেখানকার কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি ঠিকই থাকছে দূর দৃষ্টির অভাবে এটা হয়েছে। বিরোধী দলের নীতি আর কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি তো একই তারা এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। কাজেই যে ডিমাণ্ডগুলি হাউসের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে আশা করি হাউস এর অনুমোদন দেবে। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় পাওয়ার মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বিভিন্ন দপ্তরের ডিমাণ্ড নং ১৭,২২,২৩ এবং ৪১ এর চারটি ডিমাণ্ডের বিভিন্ন হেডে টাকা চাওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ডিমাণ্ড নং ২২. মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক কাট মোশান এনেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবে আগামী বছরের ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি সেগুলিকে সমর্থন করছি এবং কাট মোশান এগুলির বিরোধিতা করছি।

শুধু শুধু বিরোধিতার প্রশ্ন নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এখানে কাট মোশান এনেছেন শুধু বক্তৃতা করার উদ্দেশ্যে কিনা তা জানি না তবে তিনি কাট মোশান এনে যে দাবী উত্থাপন করতে চেয়েছেন তার বিষয়ে কিছু বলেন নি। তাহলে, উল্টো করলে এর অর্থ দাঁড়ায় তিনি ডিমাণ্ডকে ঘুরিয়ে সমর্থন করেছেন। সমালোচনা করতে হয় তাই করেছেন। পত্রিকায় নাম থাকবে, রেইতে নাম থাকবে তাই করেছেন। স্যার, এই হাউসে বহুবার এর আগে আলোচনা হয়েছে, রুর‍্যাল হাসপাতাল তৈরী করার কিছু নর্মস থাকে আমাদের এখানকার নর্মস নয়।

ভারতবর্ষের নর্মস। তিনি সেটা জানেন। আমরা এখানে যে প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার করি তাতে এলাকার ২০ হাজার লোককে কভার করতে হয়। কিন্তু তিনি এখানে কতগুলি নাম পড়ে গেছেন মুখস্থের মত। নামগুলি হচ্ছে চিত্তমারা, বাইখোড়া, লক্ষীছড়া, শিবপুর, পূর্ব-পশ্চিম কলাবাড়িয়া, উত্তর সোনাইছড়ি। এই জায়গাগুলি মূলতঃ আট কি. মি, ব্যাপ্তি আছে। নাম মনে এসেছে কিছু তাই আগডুম বাগডুম করে বলে গেছেন। স্যার চিত্তমারার লোকসংখ্যা, ২ ৭২৬, বাইখোড়ায় লোকসংখ্যা ২.২২২, শিবপুর ১.৪০৮ সমগ্র কলাবাড়িয়াতে, ৫. ৬৭৪ এবং উত্তর সোনাইছড়িতে, ২,৩০৬। স্যার, মাননীয় সদস্য নর্মস জানেন না তা ঠিক নয়। নর্মস জানা সত্বেও কেন তিনি এখানে তা তুললেন, সেটা বুঝতে পারছি না। হয়ত পত্রিকাতে নাম উঠানোর জন্যই বলেছেন। তাছাড়া উনার জানা থাকা দরকার, তিনি যে দল করেন সেই দল গোটা ভারতবর্ষ শাসন করছে। কেন্দ্রীয় সরকার হচ্ছেন, কংগ্রেস। স্যার কেন্দ্রের নীতি কি? এটা মাননীয় সদস্যের নিশ্চয়ই জানা থাকা দরকার। সেই কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিয়েছেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র দূরে থাকুক, গ্রামীন হাসপাতাল দূরে থাকুক একটি সাব সেন্টারও আর ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় করা যাবে না নতুন করে। স্যার, গোটা পাঁচ পাঁচটি বছর ধরে একটি সাব সেন্টারও খোলা যাবে না। আর তিনি সে দলের লোক হয়ে এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন, এই এই জায়গায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র করতে হবে। স্যার, এর অর্থ কি? আমি সেজন্য বলব, এগুলি ছাড়ুন। স্যার, লাষ্ট দি বাট কোন সদস্য বলেছিলেন, গণতন্ত্র এখানে আছে কিনা? তার নিদর্শন আমার বন্ধু সমীরবাবুই প্রমাণ। ত্রিপুরার গণতন্ত্রের নিদর্শন নিয়ে তিনি আছেন। আপনারা জানেন, গণতন্ত্র এবং স্বৈরাচার দু'টি দু'জিনিস। স্বৈরাচার মানুষকে দুর্বিনত করে, অভদ্র করে। গণতন্ত্র মানুষকে সভ্যতা শেখায়; দায়িত্বশীল করে তুলে। স্যার, জোট সরকারের আমলে কোন গণতন্ত্র ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারই রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। স্যার, গণতন্ত্রকে সমীরবাবু কিভাবে ধ্বংস করেছেন তা আপনি জানবেন না। আপনি জানেন না, গত পাঁচ বছর সমীরবাবু কি রকম ব্যবহার করেছেন। এই হাউসের সদস্যরা জানেন, জানেন দর্শকরা জানেন সাংবাদিকরা, কি স্বৈরাচার তিনি এই হাউসে চালিয়ে গিয়েছিলেন। এই বিধানসভায় কোন কিছু বলতে উঠলেই কিংবা তিনিও যদি বলতে উঠতেন, তাহলে একটি কথাই বলতেন দরমুজ করব।

শ্রীকেশব মজুমদার : স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী এবং শ্রীদশরথ দেব। স্যার, সভ্য মানুষের মুখে আসে না এ রকম ভাষায় উনি তাঁদেরকে কথা বলেছেন। দুর্নীতি হলে যা হয় এই সব কথাই উনি বলেছেন। আজকে এখানে কথা বলবার সময় উনি সম্বোধন করছেন শ্রদ্ধেয় নেতা নৃপেন বাবু, শ্রদ্ধেয় নেতা দশরথ বাবু। ভদ্র হলে যা হয়। দুর্নীতি ভাব কেটে গেলে যা হয় তাই। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের ছোঁয়া। সমীরবাবুই হচ্ছেন সবচেয়ে বড় প্রমান। গনতন্ত্র ছুলে একজন স্বৈরাচারী মানুষকে কি ভাবে ভদ্র করে আনা যায় এটাই তার প্রমান। কাজেই এই সব অভ্যাসগুলি ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। স্যার, মাননীয় সদস্য অমলবাবু এখানে যা বলেছেন সেগুলি কোন কথা না। স্বাস্থ্য দপ্তরের মধ্যে উনারা কিছুই রেখে যান নি। হাসপাতালগুলিতে কুকুরের খেট আর মুড়ি ডালের জল। এছাড়া আর কোন খাবারই ছিল না। ছিল না কোন ঔষধ পত্র। অপারেশন হলে একটা সূচ পর্যন্ত পাওয়া যেতো না, ইনজেকশান দেওয়ার জন্য একটা সূচ পাওয়া যেতো না, কোন ব্যাণ্ডেজ ছিল না, তুলো ছিল না। হাসপাতালগুলি ছিল একটা নরককুণ্ড। স্যার, পরিবেশটাকে তো আর তিন মাসে আমুল পরিবর্তন করা যাবে না। আমরা সরকারে এসে সাধারণ মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থাটা একটু করেছি। টাকা পয়সা কিছু নেই। উনারা কিছুই রেখে যাননি কতগুলি দেনা ছাড়া। তা সত্বেও মানুষের প্রতি যেহেতু আমাদের দরদ আছে তাই হাসপাতালগুলির অব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করেছি। আমরা আসার পর আন্ত্রিক রোগের মোকাবিলার জন্য ঔষধ পত্র কিনতে হয়েছে। লোকজন বসিয়ে রেখেছেন জায়গায় জায়গায়। এড-মিনিস্ট্রেশানের যা অবস্থা করেছেন, মানুষের প্রতি তাঁদের কোন দরদ ছিল না। একটা বড় অংশকেই তাঁরা ক্রিমিনালাইজ করেছেন। ওঁরা যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনটিই করেছেন। মানুষের জন্য কোন কাজ করতে গেলে প্রতিবন্ধকতা আসত। এই জায়গাটা আমাদের ভাঙতে হবে এবং তাঙ্গার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার যে সব অর্থনৈতিক নীতি নির্দ্ধারণ করলেন তাতে সাধারণ মানুষের জন্য কোন কাজ করা যায় না। স্যার, আমি এখানে একটা পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাতে পারি স্বাস্থ্য দপ্তরে উনারা কি পরিমান অত্যাচার করেছেন গত এক বছরের কথাই আমি বলছি। স্বাস্থ্য খাতে উনারা কত টাকা বিনিয়োগ করেছেন? ত্রিপুরা রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষের জন্য এক বছরে স্বাস্থ্য খাতে টাকা বিনিয়োগ করেছেন মাত্র ৫৬ লক্ষ টাকা।

অথচ বাজেটে প্রভিশান ছিল ১.৭০ কোটি টাকা। উনারা আবার বড় বড় কথা বলছেন। আমি যদি ৯০-৯১ ইং সাল থেকে পরিসংখ্যান টানি তাহলে দেখা যাবে স্বাস্থ্য খাতে টাকা শুধু কমছে এবং সেটা কমেছে মানুষের খাবার ও ঔষধে। এটা আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও বিশ্বাস করবে না। অথচ এটা ঘটনা। স্যার, আমি কয়েকটি হাসপাতালে গিয়েছি। আগামী দিনের শিশুরা জন্মাচ্ছে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের জোট সরকারের পাপের সাক্ষী হয়ে জন্মাচ্ছে। মেটারনিটি ওয়ার্ডে একটা মেট্রেস নেই। হাসপাতালে মায়েরা এসে যে বিছানাটা-তে শোবেন সে বিছানাটাতে কোন মেট্রেস নেই। বিছানাগুলো ছিড়ে নারিকেলের ছোবড়া বেড়িয়ে আছে, তার উপরই একটা কম্বল পেতে দিয়েছে। এই হচ্ছে হাস-পাতালের চেহারা ওঁরা আবার সমাজের কল্যাণ করবেন। বিধানসভায় এসে গনতন্ত্রের কথা বলেন। স্যার, গত পাঁচ বছরে যে অত্যাচার মানুষগুলির উপর দিয়ে গিয়েছে, তা থেকে সেগুলিকে স্বল্প সময়ে উদ্ধার করা খুবই কষ্টকর। আমি এখানে একটা মাত্র ইনষ্ট্যান্স দিলাম। এমন অসংখ্য ঘটনা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ছড়িয়ে আছে। স্যার, আপনি জানেন কৈলাশহর একটা ডিষ্ট্রিক্ট হাসপাতাল।

স্যার, আমি জানি না এই দপ্তরে কোন মন্ত্রী ছিলেন কিনা কারণ কোন গার-জিয়ান থাকলে একটা ডিষ্ট্রিকট্ হস্পিটালে বিশেষ করে একটা লেট্রিন থাকতে পারে না পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য। আমি যাবার পরে সমস্ত অকেজো লেট্রিনগুলি তালা মেরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আমি নিজে ঐগুলি সমস্ত খুলে নিয়ে দেখেছি সেই লেট্রিনগুলির চেহারা। গত ৫ বছরে ওখানে কি কেউ যান নি? উনারাই আবার বলছেন মানুষের অসুখ হচ্ছে, চিকিৎসার সুযোগ নেই। অবস্থাটা গত ৫ বছরে কি করেছেন। এই রকম জায়গা থেকে সমস্ত হস্পিটালগুলিকে আজকে আমাদের নিয়ে আসতে হচ্ছে তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। কি করে মানুষের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো যায়, অপ্রয়োজনীয় ঔষধ কম কিনে যাতে সাধারণ মানুষের জন্য ঔষধ কিনতে পারি সে জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং তার জন্য আমাদের পরিকল্পনা আছে। ইতি-মধ্যে আমরা দুধ বাড়িয়ে দিয়েছি, সপ্তাহে দুই দিন মাছ এবং দুই দিন ডিম দিচ্ছি। আমরা বলেছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি হস্পিটাল আছে তার জন্য ততগুলি বেড, প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র, মশারী, ইউরিনাল পট বেডপ্যান ইত্যাদি কেনার ব্যবস্থা

করার জন্য। হস্পিটালে একটা গ্যাসের সিলিণ্ডারও নেই. এই গুলি এখন আমরা সংগ্রহ করতে শুরু করেছি. বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করছি, এখন আমরা কলকাতা থেকে ছোট ছোট গ্যাস সিলিণ্ডার সংগ্রহ করছি। এই গুলি আমাদের আস্তে আস্তে সংগ্রহ করে না রাখলে পরে ভীষণ অসুবিধা হয়। গত ৫ বছরে উনারা কিছুই করেন নি। অতীতে যদি এই গুলি সংগ্রহ করা হত তাহলে আমাদের এত অসুবিধা হত না। ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য যে পি,এ,সি গুলি আছে এবং রুর‍্যাল হস্পিটাল আছে সেগুলি কনস্ট্রাকশ্যানের জন্য আমরা বাজেট বরাদ্দ ধরেছি। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা না দিলেও আমাদের এই কাজ করতে হবে কারণ আমরা তো অমানুষকে মেরে ফেলতে পারব না আমাদের গ্রামে গঞ্জের মানুষ এবং উপ-জাতিরা তো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে ওরা চিকিৎসা করতে পারবেন না। স্যার, অন্যান্য ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে উনারা কোন কাট মোশান আনেন নি। মনে হয় উনাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে।

বিদ্যুৎ দপ্তরের যে অবস্থা আমি এই হাউসে বলেছি। আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছি এই সম্পর্কে সকাল বেলা আলোচনা করেছি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যাতে উন্নতি করা যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা বিরাট জন গোষ্ঠী আছে দুর্গম অঞ্চলে ১৯৭১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী ৪৪২৭টি গ্রামের মধ্যে ১৬১৪টি গ্রামে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে এবং এই পর্যান্ত গত ৩১ মাস পর্য্যন্ত যা করা গেছে এই গ্রামগুলি ৬৩ শতাংশের মধ্যে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পেরেছি। অর্থাৎ ১ হাজার ৩১৪ টা গ্রামের মধ্যে উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামের মধ্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পেরেছি। তারপর এস,সি ভিলেজ এর মধ্যে আছে ১৭৫ টা ভিলেজ, ফিফটি পারসেন্টের উপরে এস,সি পপুলেশান। তার মধ্যে আমরা ২৬ টা গ্রামে বিদ্যুৎ, পৌঁছে দিতে পেরেছি। ৮ম যোজনাকালে আমরা ঠিক করেছি আরও ১ হাজার গ্রামের মধ্যে আমরা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবো। এই এক হাজার গ্রামের মধ্যে ৯৮২ টা গ্রাম হচ্ছে উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম। যাতে করে ২ হাজার ৩৩৪ টা উপজাতি গ্রামে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারি ৮ম যোজনাকালের মধ্যে। স্যার, আমরা এই বারকার বাজেটে আমরা যা চেয়েছি টাকা পয়সা, খুব খারাপ অবস্থা টাকা পয়সার। আমরা এর মধ্যে যে গ্রাম আছে সমস্ত মিলিয়ে সাধারণভাবে ৩০৭ টা গ্রামে ১৯৭১ সনের সেনসাস অনুযায়ী যেসব গ্রামের মধ্যে বিদ্যুৎ পৌঁছাব এবং ১০০ টা

পাম্প সেট বসাব : এর মধ্যে আমরা একটা ঘোষনা করতে চাই আমাদের সিস্টেমের মধ্যে যেগুলি হচ্ছে, তার উন্নতি সাধনের জন্য সিস্টেম লস যেটা হচ্ছে আমাদের বিদ্যুতের সেই লসটাকে কমানোর জন্য আমরা সিস্টেম ইমপ্রুভমেন্ট স্কীম বলে আমরা একটা স্কীম গ্রহন করেছি। যাতে করে আমরা এই নতুন পরিবর্তন সাধন করে বিদ্যুৎকে বাঁচানের চেষ্টা করা হবে এবং এখন বিদ্যুৎতের যে সমস্যা সেই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার একটা রাস্তা হতে পারে। আমরা ২ হাজার সনের মধ্যে ত্রিপুরায় যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবো এখন থেকে তা মাথায় নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। পানিসাগর এবং সাঁতচান্দ ব্লকে পুরো দুটো ব্লকে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া এর মধ্যে মাতাবাড়ী এবং রাজনগর ব্লকের এই ২ ব্লকের মধ্যে আমরা সেন্ট পারসেন্ট গ্রামে বিদ্যুতায়ন করতে চাই এই সময়ের মধ্যে। এই স্কীমগুলি আমাদের আছে। কিন্তু অসুবিধা আমাদের প্রচুর। আমাদের যেসব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে, আমাদের যদিও অভাব নেই, আমরা গ্যাসের উপর রয়েছি, ভাসছে প্রায় ত্রিপুরা। এই শক্তিগুলিকে আমরা যদি ব্যবহার করতে পারি, পুরোপুরি কাজে লাগাবার সুযোগ করতে পারি। ত্রিপুরা বিদ্যুতের জন্য শুধু স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে না, ত্রিপুরার বাইরের রাজ্যগুলিকেও সরবরাহ করতে পারবে। এর মধ্যে আমরা যেসব পরিকল্পনা নিয়েছি আপনারা জানেন রুখিয়াতে যেটা আছে গত ৫ বৎসরে কোন প্রচেষ্টা হয়নি। রুখিয়াতে আমাদের ৬টি ইউনিট হবে। ২ টা ইউনিট হয়েছে। ১ ইউনিটের সমস্ত যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। জায়গা নিয়ে গোলমাল। মন্ত্রীরা দেশ বিদেশ ঘুরলেন টাকা খরচ করলেন, গাল ভরা গল্প শোনালেন ত্রিপুরার মানুষকে। কিন্তু রুখিয়াতে আমার যন্ত্র এসে পড়ে আছে একটু খানি জায়গার জন্য এইটা ব্যবস্থা করলেনা। জায়গার জন্য আটকে আছে। ২০ কোটি টাকার যন্ত্র নষ্ট হচ্ছে। রাস্তায় পড়ে আছে আরও কয়েক কোটি টাকার জিনিস। এখন জায়গাটাকে রিলিজ করতে হবে। ফরেষ্টের মধ্যে আছে। সুতরাং জায়গাটাকে রিলিজ করার জন্য আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি যে ওখানে যন্ত্রগুলি যাতে নষ্ট না হয়, আমরা যাতে কাজটা শুরু করতে পারি।

ফরেষ্টের মধ্যে আছে। সুতরাং তাকে রিলিজ করানোর জন্য আমি আমাদের সদ্য মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি দিল্লী যাচ্ছেন, আমি তাকে বলেছি যে, এখানকার এই যন্ত্রপাতিগুলি যাতে নষ্ট না হয়, আমরা যাতে কাজটা শুরু করতে পারি তার জন্য যতটুকু সেখান থেকে

পারা যায় করেই দপ্তরকে বলে দেয় এইটা এমন কোন ব্যাপার না। করেই দপ্তরের টিলার নীচের যে জায়গাটা এইটা তাদের কাজে লাগবে না, এই জায়গাটা রিলিজ করে দিলে আমরা কাজটা শুরু করতে পারি। স্যার, আপনি জানেন বিগত দিনে মানুষকে নানান বিভ্রান্তমূলক কথা বলা হয়েছে, কখনও আমরা শুনেছি ৫০০ মেগাওয়াট, কখনও শুনেছি ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে ত্রিপুরায়। ত্রিপুরা রপ্তানিও নাকি করবে এই সব বড় বড় কথা গত পাঁচটা বছর ধরে শুনতে শুনতে ইচ্ছা হয়েছে যে, দেখি কি স্কীম আছে সেখানে, পাথরতো গোটা রাজ্যেই পুতেছে। এখানে রামচন্দ্রনগর বলে একটা স্কীম করা হলো, প্রধানমন্ত্রীকে আনলেন এনে একটা পাথর বসিয়ে দিলেন, রামচন্দ্রনগরের নামে স্কীম রামচন্দ্রনগরের কাছাকাছি হল না, লক্ষনচন্দ্র নগরেও হল না, হল কোথায় ভরতচন্দ্রনগরের শ্বশুর বাড়ীর কাছে একটা পাথর পুতলেন। এখন যা সব গোলমাল শুরু হয়েছে, রামচন্দ্র নগরের নামে ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদি হল, কিন্তু তা কোথায় হল ঐ রামচন্দ্র নগরে না, তাও আবার বিদ্যুতের ব্যাপার না। এইটা ছিল একটা ফার্মের জায়গা। সেখানে বসিয়ে দিয়েছে টি, এস, আর, তারপর সেই টি, এস, আর, যেখানে জায়গা পরিষ্কার করেছে সেখানে নিয়ে একটা পাথর পুতে দিয়ে এসেছেন। এইটা স্কীম করার বিষয়? এইগুলি হচ্ছে মানুষকে ধোকা দেওয়ার বিষয়। এখন টি, এস, আর, বলছে টি, এস, আর থেকে আগে জায়গা রিলিজ হয়, হয় টি, এস, আর তুলতে হবে না হয় ফার্ম তুলতে হবে, না হয় বিদ্যুৎ প্রকল্প সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই সমস্ত যা হয়েছে এইগুলির জন্য আমাদের এখন দুর্ভোগ আরও বেশী হচ্ছে আর এই জন্যই তাদের ঐসব কাজকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। যারা বিরোধী আসনে আছেন; যারা এতকাল অন্যায় করছেন তখনতো কোন কিছু না বুঝে শুনে বলেছেন এবং করেছেন এখন একটু বুঝুন। গণতন্ত্র যখন এসেছে দুই দিনেই সব ভাব কেটে গেছে, দেখুন কেমন শান্ত শিষ্ট হয়ে বসে আছেন আপনারা। কাজেই মানুষের কথা ভেবে একটু সহায়তা করা দরকার, নিজেরা ঝগড়া ঝাটি যাই করেন করুন আপত্তি নাই আমাদের। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করাটা ঠিক না। এইসব যা অপকর্ম করেছেন এইগুলি তুলে নিন; তুলে নিয়ে বাজেটকে সমর্থন করুন এবং একে বিনা বাধায় পাশ করিয়ে দিন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি হাউসের অনুমতি নিতে চাইছি এখনও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন এবং ভোট গ্রহণে যতটুকু সময় লাগবে সেই সময়টা যাতে এক্সটেনশান হয়।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—ইয়েস, স্যার।

মি. স্পীকার : এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের ডিমাণ্ডের উপর যে সব কাট মোশান উঠেছে সেইসব ডিমাণ্ড ও কাট মোশানের উপর আলোচনা হয়েছে সাধারণতঃ কতগুলি কেটাগরিতে কাট মোশান হয় :— একটা হল জেনারেল কাট মোশান, বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য কাট মোশান দেওয়া হয় এইটা ইনজেনারেল। আর একটা আছে দাম সংকোচের জন্য কাট মোশান, বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকাকে কমানোর জন্য এবং একটুকু কমানো সেটার একটা স্পেসিফিক অংক দিয়ে কাট মোশান করা হয়। আর একটা আছে ডিস এপ্রোভেল অফ্ দা পলিসি, সরকার যে নীতিকে কার্য্যকরী করার জন্য বাজেট উপস্থাপন করেছেন সেই নীতিকে পুরোপুরি বিরোধিতা করা, ডিস এপ্রোভেল করা। অনুমোদন না করা। এখানে যে কাট মোশানগুলি আমি দেখছি এই কাট মোশানের মধ্যে প্রথম কেটাগরিই বেশী, যে কোন একটা বিশেষ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করে কিছু বক্তব্য রাখা। কিন্তু এই কাটমোশান আলোচনায় অন্তত আমার দপ্তর সম্পর্কে আমি যা বক্তব্য শুনেছি তাতে জেনারেল বাজেট ডিসকাশনে যে সব বক্তব্য হয়েছিল ঐ একই পুনরাবৃত্তি। কাজেই এই সম্পর্কে বাজেট আলোচনায় জবাবেই আমি বলেছি, নূতন করে কিছু বলার প্রয়োজন আমি মনে করি না। কারণ যেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রমোদিতভাবে যাকে বলা হয় অপ-প্রচার, সরকার সম্পর্কে একটা বিভ্রান্তিকর প্রচার করার উদ্দেশ্য যেখানে নিহিত থাকে ইংরাজীতে যাকে বলে স্লেনডার, এই রকম স্লেনডারের জবাব এইটা হয়না ; কারণ তাহলে পরে একটা অসত্য ভ ষণের জবাব দিতে গিয়ে আরও অনেকগুলি অসত্য কথা বলতে হবে।

সেই নীতির ভিত্তিতে আমাদের সরকার চলে না। তবে একটা কথা - এই হাউস তথা এই ত্রিপুরার জনগণ জানেন, জানা উচিত আমরা তা জানিয়েও দিতে চাই যে,

জোট জমানার গত পাঁচ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে, যে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে, সেদিনকে আর ফিরে আসতে আমরা দেব না। আমরা চেষ্টা করব যাতে সেদিন আর ফিরে না আসে। কিন্তু জোট জমানার সময় যেসমস্ত সন্ত্রাসবাদী বাহিনী তারা করেছে সমাজ বিরোধি শক্তি তৈরী করেছে এবং সমাজ বিরোধি নিয়ে তাদের ক্যাডার বাহিনী গঠন করেছে, সেই ক্যাডার বাহিনী নিয়ে গত পাঁচ বছরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিভিষীকা সৃষ্টি করে রাজত্ব চালানো হয়েছে। এইগুলি সম্পর্কে ত্রিপুরার জনসাধারণ সচেতন। এবং এরা যে সমস্ত কাণ্ড কারখানা করেছে তাতে জনসাধারনের মধ্যে গণরোষ সৃষ্টি হয়েছে। সে গণরোষে তাদের পড়তে হবেই। তবে আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং জনরোষে পড়ে নিগৃহীত না হয় সেগুলি দেখার জন্য আমাদের সরকার সতর্ক রয়েছেন। কিন্তু জনরোষ যেখানে সেখানে ছোট খাটো ঘটনা ঘটে যেতে পারে হয়তো সেগুলি তৎক্ষনাৎ সরকারের দৃষ্টিতে নাও আসতে পারে। তবে আমি সবার কাছে আবেদন রাখছি এই ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে—অবশ্য তারজন্য আমরা যথেষ্ট সচেতন আছি। আমাদের আরক্ষা দপ্তরকে সেইভাবে সচেতন করব।

মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া একটা কথা বলেছেন যে তারা নাকি কি একটা কমিটি গঠন করেছিলেন — সেই কমিটি ভেঙ্গে দিয়েছেন। এই কমিটিগুলি কি ছিল ? এই কমিটি ছিল উন্নয়ন কমিটি। হতে পারে তারা এই রকম কত কমিটি গঠন করতে পারেন। কিন্তু সেই কমিটিগুলি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ছিল না। এরা এই কমিটিগুলির লুঠপাটের ফলে রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন। জনগণের টাকা, দেশের টাকা, জনগণের রিলিফের টাকা, এইগুলি সব তাদের পেটে গেছে। আর কোথাও না গেলেও এই টাকা কিন্তু জনগণের কাছে পৌঁছায়নি। কাজেই তাদের চোখের সামনে তাদেরই টাকা লুন্ঠিত হতে দেখতে সে কারণেই মানুষ স্বভাবতই বিক্ষুদ্ধ আছে। আজকে তাদের হাতে যখন সুযোগ এসেছে সে হিসেবটা তারা নিতে চাইবে।

আমি কৈলাশহরে কিছু কিছু জায়গায় দেখেছি কোন একটা উন্নয়ন কমিটি বা স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান স্কুলের টিনের ঘর স্কুলের আসবাবপত্র সমস্ত কিছু তার বাড়ীতে নিয়ে গেছে। তারপর জনগণ তার বাড়ি থেকে সে সমস্ত জিনিসপত্র উদ্ধার

করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই রকম ছোটখাটো ঘটনা ঘটবে এটা বিরোধী সদস্যদের মেনে নিতে হবে। কারণ মানুষের রোষে পড়লে তাদের লুণ্ঠিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করবে। তবে আমরা তাদের কাছে আবেদন রাখছি যে, নিজের কাছে আইনকানুন না নিয়ে যাতে সরকারের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়, আমরা যাতে আইন কানুন মেনে কাজ করতে পারি। কিন্তু তাদের এই আক্রোশটা কিছুটা মেটানোর জন্য কিছু কিছু চেষ্টাতো হবেই। এবং এইটাই আজকে যারা এই ক্যাডার বাহিনী তৈরী করে মানুষকে নির্য্যাতিত করেছে গত পাঁচ বছর তারা আজকে এই জনরোষের জন্য আতংকগ্রস্থ হয়ে আইন শৃংখলা নেই বলে চিৎকার করছেন। তারা একটা ঘটনাও দিতে পারবেন না। একজন মাননীয় সদস্য বলেছিলেন যে পুলিশের কাছে এফ. আই. আর. দিতে গেলে নাকি পুলিশ এফ. আই. আর নেয় না। কিন্তু এই ধরনের কোন ঘটনা আমার জানা নেই। তবে যদি কারোর এফ. আই. আর. থানায় পুলিশ না নিয়ে থাকে তাহলে আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে বলছি তারা সেটা আমার কাছে দিতে পারেন, আমি সেটা পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেব এফ. আই. আর করার জন্যে এবং সেটা তদন্ত করে দেখার জন্যে। কিন্তু জুট জমানার মত চলবে না যে কেউ হঠাৎ গিয়ে বলে দিলো যে অমুক চোর। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় এনে তার বংশশুদ্ধ তোলে এনে পেটাবে এইটা আর হতে দেব না। চোর হিসেবে যদি রিপোর্ট হয়ে থাকে থানাতে তার তদন্ত করা হবে এইটার প্রাইমা ফেসীতে কিছু আছে কি না? সুস্পষ্ট এভিডেন্স আছে কিনা যে এই চোর হতে পারে কি না। যদি সবকিছু প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে সেই লোকটাকে গ্রেপ্তার করবে পুলিশ! এবং আদালতে নিয়ে গিয়ে তার বিচার হবে এবং বিচার অনুযায়ী সে শাস্তি পাবে এই ব্যবস্থাই এখন চলবে।

কাজেই মাননীয় সদস্যরা এবং তাদের ক্যাডার বাহিনীর লোকেরা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করলেই যে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যাবে এই ধরনের অরাজকতা তারা আশা করতে পারে না, পুলিশকে আমরা সতর্ক করে দিয়েছি। এবং সব ব্যাপারেই তারা তদন্ত করে দেখবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা তারা নেবে। এই সম্পর্কে আর কিছু বলার আমার নেই।

কাজেই, বলতে হবে যে কেউ যাতে নিগৃহীত না হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য

রাখতে হবে। এবং এই ব্যবস্থাই চলবে। আমরা এই আইন শৃংখলা রাখব।

পুলিশ সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের অনেককেই বলতে শুনেছি যে—বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অনেকে এই ধরনের অপপ্রচারও করেছিল যে—পুলিশকে নাকি আমরা বোতলে ঢুকিয়ে ছিপি বন্ধ করে রেখে দিয়েছি। এইটা কোন পরিপ্রেক্ষিতে যে বলছেন জানি না। পুলিশ আইন শৃংখলা রক্ষা করতে পারবে না তার জন্য বোতলে রেখে ছিপি দিয়ে তাদের আটকে রাখা হয়েছে এই কথা মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী কখনো বলেননি, আমিও এই হাউসের মধ্যে একজন মেম্বার উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলাম।

প্রেক্ষাপট হচ্ছে পুলিশকে যেখানে সেখানে গিয়ে অত্যাচার করতে দেব না, পুলিশকে আমরা আটকে রেখেছি। জনগনের উপর তারা কখনই এরকম করতে পারবে না তারা আইনের পথে চলবে। এখানে অন্যায় যারা করেছেন তাদেরকে আমরা আটকে রেখেছি সেই অভিযোগ তারা করেছেন। এই অভিযোগ আদৌ ঠিক না। এমন কোন দৃষ্টান্ত নাই। এটা হল মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটা পলিটিকেল প্রচার। তবে রাজনৈতিক প্রচার করলেই, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন যে বামফ্রন্ট সরকার কি করে এসেছে। পুর্বে তারা কি করেছিল এবং এখানে তারা কি করতে চায় এটা ত্রিপুরা রাজ্যের বহু মানুষের কাছে সুস্পষ্ট। কাজেই আপনাদের এই অপপ্রচারে তারা বিভ্রান্ত হবেন না। কোনদিন বিভ্রান্ত হবে না আমি বিশ্বাস রাখি। তারপর আরক্ষা দপ্তরকে শক্তিশালী করতে গেলে আমাদের পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন আছে। আমাদের রক্ষী বাহিনী হোম গার্ড-এর প্রয়োজন আছে। তারাও অনেক কাজে আমাদের সাহায্য করেন। তাছাড়া পুলিশকে যাতে আরোও বেশী সক্রিয় করতে হয়—আধুনিক কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন আছে। তার খবরা-খবর সংগ্রহ, কমিউনিকেশান, সংবাদ মনিটর করার জন্য আরোও কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন আছে। সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ দপ্তরের এখনও অপ্রতুলতা আছে। এগুলি ইকুইপ করতে হবে। কিন্তু সে অনুসারে আমাদের আর্থিক সংকটের জন্য ঠিকভাবে পুলিশকে ইকুইপ করার মত এই বাজেট এখানে করতে পারি নাই। কিন্তু যেটুকু না হলে না, তাতো ঠিক যে আমাদের বাহিনী করতে হবে। কাজেই পুলিশের বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কমানোর কোন প্রশ্ন উঠে না।

দ্বিতীয়ত ইলেকশান সম্পর্কে বলেছেন। আপনাদের আমলে যে নির্বাচন, বিধান-

সভার নির্বাচন, সেই সম্পর্কেই এখানে উঠানো হয়েছে। নিশ্চয়ই কোন অপব্যয় করা হয় নাই। নির্বাচন সময়মত হওয়ার কথা ছিল, তাতে ব্যয় হয়েছে। বিশেষ করে পিছিয়ে যাওয়ার জন্য অধিক কিছু ব্যয় হয়েছে। সেটাই ধরা হয়েছে। আর কেউ বলেছেন বাই-ইলেকশান-এর কথা। এটার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? আমাদের এখানেতো বিধানসভার কোন আসন খালি হয় নাই। করলেতো কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ঠিক করবে। কাজেই বাই-ইলেকশানের প্রশ্ন উঠে না। কি আপনাদের কারোও মনে আছে নাকি কাউকে খুন করে বাই-ইলেকশান করার জন্য। তা যদি থাকে এটা খুব খারাপ চিন্তাধারা। আমাদের এরকম কোন চিন্তাধারা নেই। এই সময় এটা করব না। সমীর বাবুর আমলে চেষ্টা হয়েছিল বলে জানি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (বিশালগড) : বিশালগড়ের পরিমল সাহার কি হয়েছিল?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : – ঐ ঘটনাটা আলাদা সেট-আপ। ঐ পরিমল সাহা সম্পর্কে আপনারাও জানেন, আমরাও জানি। আপনারা একটা লোককে যিনি মারা গিয়েছেন তার স্টেচু এই হাউসে উপস্থিত করার জন্য আপনারা প্রথমেই ঘোষনা দিয়েছিলেন। স্টেচু কার জন্য করা হয় এটা সম্পর্কে সারা ভারতবর্ষে একটা নর্ম আছে এই সব নর্মে যাঁরা পূজনীয়-গৃহীত এই সব লোকেরই হয়। কিন্তু আপনারতো এখানে করেছিলেন এটা ভাল করেছেন আপনারা না করে তাহলে পরে আপনাদের স্টেচু লোকেরা জাংগত। আপনাদের পরিমল সাহা এত জনপ্রিয় লোক ছিলেন না। তিনি এম, এল, এ, ছিলেন ঠিকই। তিনি নিহত হয়েছেন আমরা দুঃখিত। এতো জনপ্রিয় লোক ছিলেন না, যার জন্য স্টেচ এই বিধানসভায় উপস্থিত করতে হবে। কাজেই এই সব কথা বলে লাভ নাই। এটা লজ্জার কথা। এটার ন মে কডার বাহিনী তৈরী করা এই নীতি আমরা মানি না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ : পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কোথায় পেলেন যে পরিমল সাহার স্টেচু আমরা হাউসে দেব বলে বলেছি?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— আপনাদের সুধীর মজুমদারের আগে বক্তব্য আছে। কাগজে উঠেছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— না না, এরকম কোন বক্তব্য উঠেছে কি করে আমরা এমন কোন সিদ্ধান্ত নেই নাই যেখানে। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— যদি না করে থাকেন খুবই ভাল। কাগজে উঠেছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—কিন্তু আপনি কোন হিসাবে বলেছেন ? আপনাকে তো আমরা অন্য চোখে দেখি। আপনিতো ডেফিনিট হয়ে বলবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি ডেফিনিট হয়ে বলছি। আমি কাগজের কাটিং বের করব। আমি ডেফিনিট হয়ে বলছি। আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীরই বক্তব্য ছিল। হাউনে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। কিন্তু বক্তব্য ছিল। এটা ঠিক না। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর কথা বার্তা বলবেন না। আপনাদের বক্তব্যে ছিল যে, আমরা করব। এরকম অনেক কথা আপনারা বলে থাকেন। আপনারা এই পাঁচ বছরে সরকার চালাতে গিয়ে কত হাজার মিথ্যা কথা বলেছিলেন এটা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সম্ভাবনা নেই। এত মিছা কথা বলেছেন। সবটাই মিছা কথা। বাইরে রোজই মিছা কথা বলেন। রোজই বলেন। রোজই বলেন বাইরে।

তার পরে আর একটি জিনিষ বলব, এই যে শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া বলেছেন ১৬ জন ট্রাইবেল মহিলাকে মলস্টেশন করেছে বলেছেন কিন্তু তার কোন প্রমাণ আমাদের তদন্তের মধ্যে নেই। আর বলেছেন উজান ময়দানের প্রসঙ্গে। উজান ময়দানের ঘটনা কি, তার সঙ্গে কি এখানে টি, এস, আর, এর ঘটনার কোন এক হতে পারে ? আমি এটা সমর্থন করি না। যারা অন্যায় করেছে তার শাস্তি হবে, আমরা শাস্তিও দিয়েছি। এইগুলি আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু উজান ময়দানের ঘটনা কি, আর এখানে কি ঘটনা ? টি, এস, আরের জোওয়ান খুন হয়েছেন উগ্রপন্থীদের আক্রমণে। তারা স্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত হয়েছে কিন্তু উত্তেজিত হয়ে কারো ঘর পুড়ে দিতে হবে এটা আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে মানুষ

করে ফেলে, এটা অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু তার জন্য তাদের আমরা ক্ষমা করি নি। ক্ষমার অযোগ্য বলে আমরা শাস্তি দিয়েছি। উজান ময়দানে কি হয়েছিল, উজান ময়দানে আসাম রাইফেলস খুন হয়েছিল, কি হয়েছিল ? টি. এন. ভি. ধরার নাম করে ট্রাইবেল পাড়াগুলিতে লুটপাট করেছে, অন্যায় অবিচার করেছে। এবং উজান ময়দানের ঘটনা সম্পর্কে আপনারা কিছু করেন নি। আমরা নিজেরা, মহিলা সুপ্রীম কোর্টে মামলা করেছি। মামলার ফলে একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল (দেব কমিশন)। সেই কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে। আপনাদের সরকার এই সম্পর্কে কিছুই করেন নি। কিন্তু আমরা নিজেদের মধ্য দিয়ে তাদের শাস্তি দিয়েছি। এই আসাম রাইফেলস্-এর যারা এখনও মামলা সুপ্রীম কোর্টে আছে বিচারাধীন আমি তুলতে চাই না। কাজেই আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যে কথা বললেন সেই দিন সেই কথা মনে থাকল না কেন ? কাজেই এখন গণতন্ত্রের পূজারী সেঁজে কোন লাভ নেই। আপনাদের আমলে গনতন্ত্র ছিল না, মানুষের জীবনে শান্তিও ছিল না। কাডার রাজত্ব এবং যেটা মস্তান বাহিনীর রাজত্বে পরিণত করেছিলেন। এই কথাটা স্মরণ করে আমি বলছি ঐ রাজত্ব ফিরে আসতে দেব না। এই বাজেটে যে সমস্ত দাবী আজকে উঠেছে সেই দাবীগুলো ন্যায় সংগত এবং সেটাকে ছাঁটাই করার প্রশ্ন উঠে না। আমি হাউজের কাছে রিকমেণ্ড করব আপনারা এই দাবীটা গ্রহণ করুন এবং এই ডিমাণ্ডগুলো পাশ করতে সাহায্য করুন। এবং বিরোধী দলের পক্ষকেও আমি বলছি এই ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির খাতিরে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ দপ্তরকে আরো শক্তিশালী করে ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে শান্তি শৃংখলার কাজে তারা কাজ করতে পারেন তার জন্য তাদের যে অর্থ আমরা চেয়েছি আপনারা সেই বাজেট পাশ করতে সাহায্য করুন, বিরোধিতা না করে। এই বক্তব্য রেখে আমি হাউজের কাছে পুনরায় অনুরোধ করছি এই ডিমাণ্ডগুলি আপনারা পাশ করতে দিন।

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1993-94

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর

(কাট মোশানস্) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্) ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Demand No 1. There is one Cut Motion on this Demand.

The question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Amal Mallik, "that the amount of the Demand be reduced by Rs 4 lakhs to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control wasteful expenditure on Election of state Legislatures.

(The Motion was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is that the Demand for grant No. 1 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 1,40,76,000/- (Excluding charged amount of Rs. 1,26,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1994 in respect of Demand No. 1 under the following Major Head :—

2011—Parliament, state/Union Territory Legislatures. 1,40,76,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No 3 to vote. The question before the House is the Dem nd No. 3 move by the

Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 4,78,96,000/- (Excluding charged amount of Rs. 53,61,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No, 3 under the following Major Heads :—

2014—Administration of Justice	Rs. 3,53,06,000/-
2015 -Election	Rs. 1,73,01,000/-
2070 - Other Administrative services	Rs. 50,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker : -Now, I am putting the Demand No. 7 to vote. The question before the House is the Demand No. 7 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 23,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 7 under the following major head :—

2070—Other Administrative services Rs. 23,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 8 to vote. The question before the House is the Demand No. 8 moved by the Hon'ble chief minister that a sum not exceeding Rs. 7,00,000/- (Excluding charged amount of Rs. 42,92000/-) be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31 st March, 1994 in respect of Demand No. 8 under the following Major Heads :—

2070-Other Administrative Servicas-Rs. 7,00,000/

(The Demand was put to Voice Vote and PASSED)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 9 to vote. The question before the House is the Demand No, move by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 5,88,44,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the ending on the 31 st March, 1994 in respect on Demand No. 9 under the following Major Heads : -

2013 —Council of Ministers --	Rs.	37,34,000/-
2052 —Secretariat General Services ---	Rs.	4,66,60,000/-
2070 —Other Administrative Services --	Rs.	79,58,000/-
3451 —General Economices Services —	Rs.	4,92,000/-

(The Demand was put to voice Vote and PASSED).

Mr. Speaker : - Now the question before the House is the Cut Motions on the Demand No. 11 move by Shri Amal Mallik that the amount of the Demand reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :

"Disapproval of Govt. policy on Home Guards."

(The Motion was put to Voice Vote and LOST)

Mr Speaker :— Now, the Question before the House is the Cut Motion (s) on the Demands No. 11 move by Shri Amsl Mallik "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1 lac to represent the Economy that can be effected on the particular matter viz :

"Failure to control wastefull expenditure on TAP & TSR".

(The Motion was put to Voice Vote and LOST).

Mr Speaker : — Now the question before the Houss is the Cut Motion (s) on the Demand No.11 move by Shri Dipak Nag" that the

amount of the Demand by Rs 800/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control wastefull expenses on criminal investigation."

(The Motion was put to Voice Vote and LOST)

Mr Speaker :— Now I am putting the Demand No. 11 to vote. The question before the House is the Demand No. 11 move by the Hon'-ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 51,66,86,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Dem and No. 11 undar the following Major Heads :—

2050	Police	Rs.	41,75,80,000/-
2070	Other Administrative Services	Rs.	7,31,21,000/-
3275	Other Communication Services	Rs.	2,59,85,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and PASSED).

Next, Demand for Grant No. 25. There is no cut motion on this demand. So, I am putting the demand to vote.

The question befor the House is the motion moved by Hon'-ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 28,20,000/- be granted to defray the charges which will come in course of pay-ment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No.25 under the following Major Heads—

2070—Other Administrative Services	Rs.	5,0000/-
2235—Social Security and Welfare	Rs.	20,65,000/-
2252—Other Social Services	Rs.	7,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED.)

Next, Demand for Grant No 29. There is no cut motion on this demand also. So, I am putting the demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 3,11,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 29 under the following Major Head—
2235—Social Security & Welfare Rs. 3,11,00,000/-,"

(The Demand was put to voice vote and PASSED.)

Next, Demand for Grant No 40. There is no cut motion on this demand. So, I am putting the demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 76,35,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads—

2515— Other Rural Development Programme Rs. 57,42 000/-
3451— Secretariat Economic Services Rs. 18,93,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED.)

Next, Demand for Grant No. 45. There is no cut motion on this demand also. So, I am putting the demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 26,88,66,000/- (Excluding charges amount of Rs. 66.14,00,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during

the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 45 under the following Major Heads—

2047—Other Fiscal Services	Rs.	21,58,000/-
2052—Secretariat General Services	Rs.	5,00,000/-
2071—Pension & Other Retirement benefits	Rs.	26,16,00,000/-
2075—Miscellaneous General Services	Rs.	46,08,000/-,

(The Demand was put to voice vote and PASSED.)

Next, Demand for Grant No. 46. There is no cut motion on the demand. So, I am putting the demand to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 89,75,000/- (Excluding charged amount of Rs. 25,89,52,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 46 under the following Major Heads 5465 Investment in General Financial & Trading Institutions Rs. 3,75,000/-

7610 Loans to Government Servants Rs. 86,00,000/-

(The demand was put to voice vote and PASSED.)

Mr. Speaker : - There is a cut motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia, on the Demand No. 35, Major Head 2401 that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz-Disapproval of Government policy on Farmawomen in view of weakening rather than strengthening them by the 3rd Left Front Government.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker : -- There is a cut motion moved by Shri Rati Mohan *Jamatia* on demand No. 35, Major Head 2401 that the amount of *the Demand be reduced* to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz- Disapproval of the Govt. policy in regard to Dryland Farming in the Tribal areas this year.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker : - There is a cut motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia, on demand No. 35, Major Head 2401 that the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz- Disapproval of Govt. policy on Crop Insurance.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— There is a cut motion moved by Shri Amal Mallik on demand No. 35, Major Head 24o1 that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy under lying the demand viz-Disapproval of govt. policy on Ecology management.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr, Speaker :—There is a cut motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia, on demand No. 35, Major Head 24o1 that the amount of the demand be reduced by Rs. 1oo1- to ventilate the specific grievance that need the extend Agrl, offices in the Tribal areas to keep the tribal farmers in touch.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— There is a cut motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia, on Demand No. 35, Major Head 2435 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that— need to set up market sheds & stalls in the tribal markets to encourage and attrack the tribal youths towards business activities.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— There is a cut motion move by Shri Amal Mallik on Demand No. 35. Major Head 2408 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to set up one Mini Cold Storage near Belonia Town.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker : – Now the question before the House that the motion moved by the Agri. Minister that a sum not exceeding Rs 38,00,78,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—

2401—Crop Husbandry	Rs.	25,81.93,000/-
2408—Food storage and Werhousing	Rs.	1,38,00,000/-
2415—Agricultural Research and Education	Rs.	40,00,000/-
2435—Other Agricultural Programme	Rs.	1,35,00,000/-
2552—North Eastern Areas.	Rs.	5,85,000/.
4401—Capital outlay on Crop Husbandry	Rs.	9,00,00,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 49 to vote. The question before the House is the Demand No. 49 moved by the Hon'ble Agricultural Minister-in-charge of the Agricultural Department that a sum not exceeding Rs. 15,59,87,000/- (Excluding charged amount of Rs. 2,80,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 49 under the following major heads ;—

2401—Crop Husbandry	Rs. 9,04,70,000/-
2402—Soil and Water Conservation	Rs. 5,43,17,000/-
2435 – Other Agricultural Programme	Rs. 25,00,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs. 47,00,000/-
4401 Capital outlay on Crop Husbandry	Rs, 40,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Cut Motion Demand No. 26 to vote. There is one Cut Motion on the Demand.

Now, the question before the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Amal Mallik on the Demand No. 26, Major Head—3604.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 2000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control wasteful expenditure on Compensation & assigments 15 Local bodies & Panchayats".

(The Motion was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 26 to vote: The question before the House is the Demand No. 26 move by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs, 62,66,03,000/- be granted to defray the charges which will come

in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads :—

2225— Welfare & Sch. castes, Sch. Tribes and other Backward classes. Rs. 56,53,15,000/-

2006—Nutrition Rs. 2,36,50,000/-

3604—Compensation and Assignement & Local Bodies Panchayat Raj Institution. Rs. 3,76,38,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 48 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 48 moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 13,43,69,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1994 in respect of Demand No. 48 under the following Major Heads :-

2225 - Welfare of Sch. Castes, Sch. Tribes and other Backward Classes. Rs. 60,00,000/-

2406 —Forestry and wild life. Rs. 2,83,60,000/-

4407—Capital outlay on Plantation. Rs. 10,00,00,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed).

Mr. Speaker :- Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 7,85,85,000/- be granted to defray the charges which will come

In course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :-

2425 --Co-operation	Rs.	5,08,10,000/-
4425 - Capital outlay on Co-Operation	Rs.	2,04,50,000/-
6425—Loans to Co-operative Societies	Rs.	73,25,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 94,73,72,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 17 under the following Major Head :—

2045 - Other Taxes and Duties on Communities and Services	Rs.	5,24,000/-
2801—Power	Rs	23,18,48,000/-
2552—Capital outlay on North Eastern Areas.	Rs.	22,00,00,000/-
4801—Capital outlay on Power Project.	Rs.	49,50,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr Speaker :— Now, I am putting the demand No 22 to vote. But there is one cut motion on this demand. First I am putting the cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Amal Mallik on Demand No. 22 Major Head-2210 —

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grievance that ;—
"Need to set up more Hospitals & P.H.C."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charged that "a sum not exceeding Rs. 25,01,40,500/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads -

2210	Medical and Public Health.	Rs.	24,86,93,000/-
2245	Relief on account of Natural Calamities	Rs.	500/-
2252	Other Social Services.	Rs.	500/-
2552	North Eastern Areas.	Rs.	7,00,000/-
3454	Census Survey and Statistics.	Rs.	7,46,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED.)

Mr. Speaker : —Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 6,51,22,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st march, 1994 in respect of Demand No 23 under the following Major heads :—

2211—Family Welfare. Rs. 6,51,22,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED)

Mr. Speaker : -Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 8,04,45,ooo/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1994 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heads : —

2059—Public Works	Rs. 3,15,ooo/-
2217—Urban Development	Rs. 6,85,3o,ooo/-
4215—Capital outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs. 1,16,oo,ooo/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

মি: স্পীকার : —এই সভা আগামী ১৬ই জুলাই শুক্রবার, ১৯৯৩ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ANNEXURE –"A"

Admitted Starred Question No. 2

Name of Member :—Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state—

— প্রশ্ন –

বিলোনীয়ার মলুয়ার গণহত্যাকাণ্ড এবং খোয়াইয়ের উজান ময়দানে উপজাতি নারীদের ধর্ষণের ঘটনার তদন্তে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিশন সরকার গঠন করবেন কি ?

— উত্তর —

মলুয়ার গণহত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত কোন তদন্ত কমিশন গঠন করার পরিকল্পনা এখন পর্য্যন্ত সরকারের কাছে নেই।

খোয়াইয়ের উজান ময়দানে উপজাতি নারীদের ধর্ষণের ঘটনার বিষয়টি মাননীয় সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন এবং মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের নির্দ্দেশানুযায়ী

"দেব কমিশন অব এনকোয়ারী" নামে একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিলো। কমিশন তদন্ত করার পর রিপোর্ট সুপ্রীম কোর্টে পেশ করেছেন।

Admitted Starred Question No. 27

Name of Member :—Sri Pabitra Kar

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে জিরানীয়া ব্লক এলাকার লক্ষীপুর গাঁওসভার দেবতানদীর পাড়ে বিরাট এলাকার কৃষকদের ফসল বার বার জলমগ্ন হয়ে নষ্ট হয়েছে ?

২) যদি তা সত্য হয় তবে এই এলাকায় কৃষকদের এই সমস্যা দূরীকরনে বিগত সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছিল কিনা ?

৩ ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সাহায্যের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তার বিবরণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২) বিগত সরকার এই এলকার কৃষকদের এই সমস্যা দূরীকরণে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই।

৩) ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সাহায্যার্থে ধানের বীজের মিনিকিট ও দেবতাছড়ার অন্তর্গত কালিনগর সেতু থেকে রেশম বাগান সেতু পর্যন্ত একটি ৩৬৮ শ্রম দিবসের চ্যানেলের কাজ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 29

Name of Member : —Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ভেটেনারী ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন স্কীমে অনেক ট্রেনিং প্রাপ্ত যুবক এখনও চাকুরী পায়নি ? এবং

২। না পেয়ে থাকলে তার কারণ ?

১। পশুপালন দপ্তরে বেকার যুবকদের চাকুরী দেওয়ার জন্য বিভিন্ন Scheme এ কোন Training এর ব্যবস্থা নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 32

Name of the Member :- Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে জনগণের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সরকার আরো নতুন থানা গঠন করার কথা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ? এবং

২। নিয়ে থাকলে জোলাইবাড়ী, ঋষ্যমুখ, বড়পাথারীতে নতুন থানা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

Name of the Minister :- Shri Dasaratha Deb, Chief Minister, Tripura.

১। এমন কোন সিদ্ধান্ত বর্তমানে সরকারের নিকট নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 33

Name of Member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, বিলোনীয়ার লাউগাং বাজারে একটা মার্কেট শেড করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ? এবং

২। থাকলে কবে নাগাদ এই শেড্ করার কাজ সরকার হাতে নেবেন ?

উত্তর

Minister-in-Charge for Agriculture (Shri Bajuban Riyan)

১। হাঁ, একটি মার্কেট শেড্ নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে।

২। ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বছরে উক্ত মার্কেট শেড্ তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া যেতে পারে।

Admitted Starred Question No. 54

Name of the Member : — Shri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state : –

প্রশ্ন

১। ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ থেকে মার্চ ১৯৯৩ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কোন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের কতটি ঘরে অফিস জবর দখল করা অবস্থায় ছিল ?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Dasaratha Deb, Chief Minister, Tripura.

উক্ত সময়ে জবর দখলের বিবরণ নিয়ে দেয়া গেল :—

১। সি. পি, আই, (এম) দলের ৬ টি অফিস ঘর।
২। ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির ৪টি ,,
৩। সিটুর ১টি ,,
৪। মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ১টি ,,
৫। ত্রিপুরা বাস্তুকর সমিতির ১টি ,,
৬। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির ১টি ,,
৭। সমবায় কমিটির ১টি ,,

মোট — ১৫ টি

Admitted Starred Question No. 71

Name of the Member :- Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে Police ও. পির সংখ্যা কত ?

২। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে কতগুলি ও, পি কে থানায় রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

৩। কমলাসাগর বিধানসভার অধীন মধুপুরে কোন পি, ও, পি খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

Name of the Minister .—Shri Dasaratha Deb, Chief Minister, Tripura.

১। বর্তমানে রাজ্যে ৫৬টি পুলিশ আউট পোষ্ট আছে।

২ নং ও ৩নং এমন কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নিকট নাই।

Admitted Starred Question No. 74

Name of the Member : - - Shri Mati Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state ; --

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিশালগড় এবং আমতলী থানাধীন কিছু কিছু এলাকায় প্রতি-নিয়ত ডাকাতি হচ্ছে

২ যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হলে ডাকাতি বন্ধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Name of the Minister :— Shri Dasaratha Deb, Chief Minister, Tripura.

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 75

Name of the Member :— Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state : –

প্রশ্ন

১। নূতন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২৬শে মে ১৯৯৩ পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট কতটি উগ্রপন্থী হামলা সংঘটিত হয়েছে এবং তার মধ্যে কতজন নিহত এবং কতজন আহত হয়েছে ?

২। নিহত এবং আহতদের পরিবার চাকুরী অথবা সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Dasaratha Deb, Chief Minister, Tripura.

১। মোট ৩৩টি ঘটনায় ২৭ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়েছে।

২। চাকুরী অথবা অনুদান দেওয়ার বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 91

Name of M. L. A. :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট ভেটেনারী সাব সেন্টার এবং ইক্যুমেন সেন্টারের সংখ্যা কত, এবং

২। খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত ধনাবিল গ্রামে একটি প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা বর্ত্তমান বৎসরে আছে কিনা ?

উত্তর

Answer : Minister For A. H. Shri Gopal Das

১। রাজ্যে মোট যথাক্রমে ১১৮টি ও ২৩টি ইক্যুমেন সাব সেন্টার ও ইক্যুমেন সেন্টার আছে।

২। খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত ধনাবিল গ্রামে কোন প্রাথমিক পশুচিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা বর্ত্তমান বৎসরে এখনও নাই।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No. 2

Name of the Member : – Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ থেকে ১১ই মার্চ ১৯৯৩ পর্য্যন্ত সারা রাজ্য থানাগুলিতে লক আপে আসামীদের উপর অত্যাচারের ঘটনা কত, (থানা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

Name of the Minister :—Shri Dasaratha Deb, Chief Minister, Tripura.

১। বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ থেকে ১১ই মার্চ ১৯৯৩ সন পর্য্যন্ত রাজ্যের থানা সমূহে লক আপে আসামীদের উপর ২০টি অত্যাচারের থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেয়া গেল :— [থানাতে যাহা রিপোর্ট হয়েছে সেই ভিত্তিতে এই হিসাব]

থানার নাম		অত্যাচারের
১) কমলপুর	=	১টি
১) শান্তির বাজার	=	১টি
৩) মনু বাজার	=	৪টি
৪) বাইখোর	=	২টি
৫) বিশালগড়	=	২টি
৬) পূর্ব আগরতলা	=	১টি
৭) জিরানীয়া	=	১টি
৮) তেলিয়ামুড়া	=	১টি
৯) কলমছড়া	=	৩টি
১০) কল্যানপুর	=	১টি
১১) সোনামুড়া	=	২টি
১২) যাত্রাপুর	=	১টি
		মোট = ২০টি

Admitted Un-Starred Question No. 4

Name of the Members :—1) Shri Makhan Lal Chakraborty
2) Shri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ থেকে ১১ মার্চ, ১৯৯৩ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কতজন মানুষ খুন, কতজন নারী ধর্ষিতা, কতজন ধর্ষিতা হবার পর খুন, কতজন ছাত্রী ধর্ষিতা হয়েছেন (প্রতিটি ধরনের অপরাধের থানা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

Name of Minister :—Sri Dasaratha Deb, Chief Minister Tripura.

উত্তর

১। বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ থেকে ১১ মার্চ ১৯৯৩ পর্য্যন্ত রাজ্যে সংঘটিত খুন, নারী ধর্ষণ, ধর্ষণের পর খুন এবং ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনার থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :— [যা রিপোর্টেড্ হয়েছে তার ভিত্তিতেই এই হিসাব]

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা—

থানার নাম	খুনের সংখ্যা	নারী ধর্ষণের সংখ্যা	ধর্ষণের পর খুনের সংখ্যা	ছাত্রী ধর্ষ[ণের] সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
রাধাকিশোরপুর	৩৩	২১	২	—
কিল্লা	১০	২	—	—
বিলোনীয়া	৩৬	১১		—
পি, আর, বাড়ী	১২	৪	—	—
শান্তির বাজার	১৫	৫	—	—
বাইখোরা	১৬	৬	—	—
সাব্রুম	১৬	৪	—	১
অমরপুর বীরগঞ্জ	৬	৩	—	—
মনুবাজার	১৩	২	—	—
নতুন বাজার	৬	২	১	—
অম্পি	৯	১	—	—
তৈদু	—	১	—	—
গণ্ডাছড়া	২০	১	—	—
রইস্যা বাড়ী	৮		—	—
গর্জনগর	১২	২	—	—

পশ্চিম জেলা :—

১	২	৩	৪	৫
পূর্ব আগরতলা	৬৪	২২	—	—
পশ্চিম আগরতলা	৩৫	৭	—	—
জিরানীয়া	৫১	১০	—	৩
বিশালগড়	৩৪	১৬	—	১
আমতলী	২১	৫	—	—
টাকারজলা	১৩	৯	—	—
সিধাই	২৬	৬	—	২
এয়ারপোর্ট	৮	৪	—	—
খোয়াই	৪৬	৭	—	—
তেলিয়ামুড়া	৪২	৭	—	—
কল্যাণপুর	৫২	১	১	—
সোনামুড়া	২০	৭	—	—
মেলাঘর	১৯	৪	—	১
যাত্রাপুর	৮	৪	১	—
কমলছড়া	৭	১	—	—

উত্তর ত্রিপুরা জেলা :—

১	২	৩	৪	৫
কৈলাশহর	৩৪	৩০	—	—
ফটিকরায়	৩৪	৭	—	—
মনু	৩৫	৪	—	—
ধর্মনগর	২৬	১৫	—	১
চোরাইবাড়ী	১৫	১২	—	—
পানিসাগর	১৪	৬	—	১
কাঞ্চনপুর	২৭	১০	—	—
পেচারথল	১৫	৬	—	১
দামছড়া	২	৩	—	—

১	২	৩	৪	৫
ফাংমুন	৬	--	—	—
কমলপুর	২৫	১৮	—	—
আমবাসা	১৭	৫	—	—
সালেমা	১৮	৪	—	—
ছামনু	১০	১	—	—

Admitted Starred Question No. 11

Name of Member :- Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে ১০-৪-৯৩ ইং থেকে ১৯-৫-৯৩ ইং পর্য্যন্ত কত জন খুন হয়েছে, কয়টা আগুনের ঘটনা ঘটেছে, কয়টা লুট হয়েছে তার থানাওয়ারী হিসাব এবং

২। এই সময়ের মধ্যে কয়টা মহিলা নির্য্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সমস্ত রাজ্যের থানানুযায়ী হিসাব ?

উত্তর

Name of the Minister :- Shri Dasaratha Deb, Chief Minister, Tripura.

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর।

বিগত ১০-৪-৯৩ ইং থেকে ১৯-৫ ৯৩ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে সংঘটিত যে সমস্ত খুন, আগুনের ঘটনা, লুটপাটের ঘটনা এবং মহিলা নির্য্যাতনের ঘটনা ঘটেছে তাহার থানাভিত্তিকে হিসাব নিয়ে দেখা গেল : - [যা রিপোর্টেড্ হয়েছে তারই ভিত্তিতে এই হিসাব]

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা -

থানার নাম	খুনের ঘটনার সংখ্যা	আগুনের ঘটনার সংখ্যা	লুটপাটের ঘটনার সংখ্যা	মহিলা নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
রাধাকিশোরপুর	২	২	৩	--
কিল্লা	—	—	১	—
বিলোনীয়া	—	—	৫	—
পি, আর বাড়ী	১	১	—	১
শান্তির বাজার	—	৩	১	১
বাইখোরা	--	--	১	—
সাব্রুম	১	১	২	—
মনুবাজার	—	—	—	—
বীরগঞ্জ	১	—	১	—
নতুনবাজার	২	—	—	—
অম্পি	২	—	—	—
তৈদু	৪	—	২	—
গণ্ডাছড়া	১	—	২	—
গঙ্গানগর	—	—	১	--
রৈশ্যাবাড়ী	—	—	৩	—
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা				
১	২	৩	৪	৫
পূর্ব আগরতলা	৪	১	১	৬
পশ্চিম আগরতলা	২	১	১	৬
জিরানীয়া	৩	২	৪	৩
বিশালগড়	১	২	৫	১
টাকারজলা	--	—	২	—

১	২	৩	৪	৫
আমতলী	—	—	—	—
সিধাই	২	২	৭	—
এয়ারপোর্ট	—	—	—	১
খোয়াই	৪	২	১	৬
তেলিয়ামুড়া	৪	১	—	২
কল্যাণপুর	১	—	২	৪
সোনামুড়া	—	—	৩	—
মেলাঘর	—	—	১	২
যাত্রাপুর	—	—	—	—
কলমছড়া	১	—	৩	১
মোট—	২২	১১	৩০	২৫

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

১	২	৩	৪	৫
কৈলাশহর	২	—	১	—
ফটিকরায়	—	—	২	১
মনু	—	—	৪	—
ধর্মনগর	১	৩	১	৩
পানিসাগর	১	—	২	২
কাঞ্চনপুর	—	—	২	—
পেচারথল	১	—	—	—
কমলপুর	—	—	১	১
আমবাসা	—	—	১	—
সালেমা	২	১	১	—
চোরাইবাড়ী	—	—	—	—
দামছড়া	—	—	—	—
ছামনু	—	—	৪	—
গণ্ডাছড়া	—	—	—	—
মোট—	৭	৪	১৯	৭

Admitted Starred Question No. 12

Name of the Member : - Shri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Law Department be pleased to State,

প্রশ্ন

১) বর্তমানে সারা রাজ্যে খুন, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা। এই সমস্ত অপরাধে কতগুলি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন অবস্থা রয়েছে ?

২) এবং এই সমস্ত মামলায় অভিযুক্তদের সংখ্যা কত (অপরাধের শ্রেণী ভিত্তিক আসামীর সংখ্যা) ?

উত্তর

১ ও ২ } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 18

Name of the Member :— Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agricultural Department be pleased to state : -

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় কতটা বাজারে শেড্ নির্মান করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

২) যদি থাকে, তাহলে কোন ব্লকে কতটি বাজার শেড্ নির্মান করা হবে ?

উত্তর

Minister-in-Charge of Agriculture :— Shri Bajuban Reang.

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বছরে এই পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৫৭টি বাজার শেড্ নির্মান করার পরিকল্পনা আছে।

২) ১৯৯৩-৯৭ সনে বাজার শেড নির্মানের কৃষি মহকুমা ভিত্তিক পরিকল্পনা এই রূপ :-

১)	মাতার বাড়ী—৫টি	৮)	সালেমা—২টি
২)	বগাফা – ৬টি	৯)	পানিসাগর – ৩টি
৩)	অমরপুর—২টি	১০)	কুমারঘাট —২টি
৪)	গণ্ডাছড়া—১টি	১১)	বিশালগড়—২টি
৫)	রাজনগর—১টি	১২)	জিরানিয়া—১টি
৬)	ছামনু - ২টি	১৩)	মোহনপুর — ৭টি
৭)	কাঞ্চনপুর—২টি	১৪)	খোয়াই —১টি
			মোট— ৩৭টি

Admitted Un-Starred Question No. 19

Name of the Member : — Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩ সনের ১২ মার্চ থেকে ৯ এপ্রিল পর্য্যন্ত সময়ে রাজ্যে কতটি খুন, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটেছে (থানাভিত্তিক হিসাব),

২) উপরোক্ত সময়ে রাজ্যে ডাকাতির ঘটনা কতটি (থানা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

Name of the Minister : —Shri Dasaratha Deb, Chief Minister, Tripura.

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর।

১৯৯৩ সনের ১২ মার্চ থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে রাজ্যে সংঘটিত খুন, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা এবং ডাকাতির ঘটনার সংখ্যার থানা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেয়া গেল :— [যা রিপোর্টেড হয়েছে তারই ভিত্তিতে এই হিসাব]

থানার নাম	খুনের সংখ্যা	নারী ধর্ষণের সংখ্যা	ধর্ষণের পর খুনের সংখ্যা	ডাকাতির সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
পূর্ব আগরতলা	৪	১	—	—
পশ্চিম আগরতলা	১	—	—	—
বিশালগড়	১	১	—	১
সোনামুড়া	১	—	—	—
জিরানীয়া	১	২	—	—
মেলাঘর	১	—	—	—
সিধাই	২	—	—	—
এয়ারপোর্ট	—	১	—	—
খোয়াই	—	১	—	—
কল্যাণপুর	—	—	—	২
ধর্মনগর	১	—	—	—
পানিসাগর	১	—	—	—
কাঞ্চনপুর	—	—	—	১
বিলোনীয়া	১	২	—	১
সাব্রুম	—	—	—	২
মনুবাজার	—	—	—	১
অম্পি	—	—	—	১
গঙ্গানগর	১	—	—	—
কমলপুর	—	১	—	—
মোট—	১৫	৯	—	৯

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 16th July, 1993.

PRESENT

Shri Bimal Singha, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, 10 (Ten) Ministers and 2 (Two) Ministers of State and 41 (Forty-one) Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে যেকোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

প্রশ্ন

১। বিগত জোট সরকারের শাসনকালে (৫.২.৮৮ থেকে ১৯-৩.৯৩ ইং পর্যন্ত) বই কেলেংকারী ও পরীক্ষা কেলেংকারীতে যুক্ত অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তি দানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ;

২। রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকের মান উন্নয়নের কি পদক্ষেপ নেয়া হবে ;

৩। ছাত্রছাত্রীরা যাতে ন্যায্য মূল্যে পাঠ্য বই পায় তার জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। বই কেলাংকারী ও পরীক্ষা কেলাংকারী সংক্রান্ত বিষয়টি এখনো সরকারের পরীক্ষাধীন আছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং আরক্ষা দপ্তরের চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর এই সমস্ত কেলেংকারীতে যুক্ত অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তিদানের বিষয়টি চিন্তা করা হবে।

২। প্রাথমিক স্তরের পুস্তকগুলির নাম নির্ধারণ ও উন্নয়নের ব্যাপারটি স্টাট ইনস্টিটিউট অব্ এডুকেশানের তত্বাবধানে টেক্সট বুক এডভাইসারী কমিটি খতিয়ে দেখছেন। অনুরূপ ভাবে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যান্ত পাঠ্য পুস্তকের মান উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনাধীন। উপরিউক্ত প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পাওয়ার পরই পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়নের ব্যাপার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

৩। ছাত্রছাত্রীরা যাতে ন্যায্য মূল্যে পাঠ্যপুস্তক পায় তার প্রতি সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। প্রাথমিক স্তরে ৪১টি বই-এর মধ্যে ৩৩টি বই বিদ্যালয় পরিদর্শক ও প্রধান শিক্ষকগণের মধ্যে যে সরাসরি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আর ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রছাত্রী যাতে ন্যায্য মূল্যে পাঠ্যপুস্তক পায় তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যান্ত পাঠ্য বই কো অপারেটিভ ফেডারেশনের সমস্ত বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রিবণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্য বই ন্যায্য মূল্যে যাতে ছাত্রছাত্রীরা পায় তার জন্য বিদ্যালয় প্রধানদের মাধ্যমে বিক্রয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া এই বৎসর ১৯৯৩ ৯৪ শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরা বুক সেলার্স এসোশিয়েসানের মাধ্যমে প্রতিটি পুস্তকালয়ে যাতে ছাত্রছাত্রীরা বই কিনতে পারে তার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং আরক্ষা দপ্তরের চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী যে প্রেস আছে সেই প্রেসকে ব্যবহার করে ঠিক সময় সরকার পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানেন কি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅরুণ কর জোট সরকার ক্ষমতায় থাকা কালীন সেই সরকারী প্রেসকে বাদ দিয়ে বেসরকারী সংস্থার কাছে যেমন কলকাতার সরস্বতী প্রেসকে দেওয়া হয়েছিল। এই ভাবে পাঠ্য বই সময় মত না

পাওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে যেমন অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন এবং অপর দিকে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এই কেলেংকারীর সঙ্গে কয়েকজন সাংবাদিকও জড়িত আছেন। সেইভাবে শিক্ষার ব্যবস্থাকে একটা চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দিয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী অরুণ কর মহোদয়। সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানতে চাই।

শ্রীঅনিল সরকার :— (মন্ত্রী) স্যার, জোট সরকারের আমলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যান্ত নতুন করে পাঠ্যসূচী চালু করে, তার বইগুলি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তির মাধ্যমে ছাপানোর ব্যবস্থা হয়েছিল প্রথমে, এবং পরবর্তী সময়ে সরকার ওরা, নিজেরা করেছে। এই নিয়ে কিছু গোলমাল হয়েছে সেই নোট বই বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রী করা এবং অপ্রয়োজনে নোট বই ছাপানো। একটা বইয়ের ব্যবসা ইত্যাদি এই নিয়ে ঘটনা আছে। ছাত্ররা আন্দোলন করেছে, ১জন ছাত্র খুন হয়েছে। তারপরে এর একটা পুলিশী কেস হয়েছে। তাছাড়া এই ধরনের ঘটনা আছে যার পুলিশের কাছে কিছু কিছু কেইসও আছে তার তদন্তের রিপোর্ট এখনও আমাদের কাছে আসেনি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাহলে আমরা দেখলাম এই যে কেলেংকারীর কথা বললেন, তার সংঙ্গে আর একটা কেলেংকারী যুক্ত করলেন দ্বিতীয় শিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মার জোট আমলে সেই যেহেতু বইয়ের দাম, নোট বুক ইত্যাদি অতিরিক্ত দাম এবং অনেক ভুল বই ছাপানো হয়েছিল এবং শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। সেখানে আমরা শুনেছিলাম ভুল সংশোধন করে তারা বই দেবেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে দেখলাম ভুল ভুলই রয়ে গেল, কিছু কিছু বইয়ের উপরের মলাটটা পালটিয়ে ৫টাকার বইকে ১২টাকা করে বিক্রী করলেন। এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা তারা আত্মসাৎ করেছে সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে সঠিক রিপোর্ট এখানে রাজ্যবাসীর স্বার্থে সেগুলি প্রকাশ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীঅনিল সরকার :— (মন্ত্রী) স্যার, সময়টা খুব অল্প অথচ শিক্ষা নিয়ে তারা কিছু চিন্তা করেছেন। এর মধ্যে ব্যবসায়ীর এবং এর সংগে যুক্ত ব্যবসায়ের হিসাব টাকা, এইসব মিলিয়ে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, একটা হেপাজার্ড হয়ে গেছে। পয়সা খুঁজতে গিয়ে বানান ভুল হয়েছে, বানান শুদ্ধ করতে গিয়ে পয়সা ঠিকমত

মিলেনি। কাজেই শিক্ষা ব্যাপারটা একটা বিরাট ব্যাপার এবং এর জন্য একটা সুচিন্তিত অভিমত ইত্যাদি লাগে। হঠাৎ একটা সরকার চেইঞ্জ হয়েছে, অর্থাৎ চেইঞ্জ করতে হবে নতুন কিছু কর। অন্ততঃ শিক্ষার জগতে এসব হয়না। এসব করতে গিয়ে এসমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে এবং আমার কাছে যতটুকু তথ্য আমি জেনেছি তা আমি বলেছি। তার বাইরে আর কিছু যদি দেবার থাকে তা তদন্ত হচ্ছে, পুলিশ কেইস হচ্ছে সেগুলি করা যাবে এবং যা করেছে নতুন করে আমরা এই সম্পর্কে আর কি তদন্ত কমিটি বসাব এইটা সকলেরই জানা আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে পশ্চিমবঙ্গে সরস্বতীপ্রেস থেকে বই ছাপানো হয়েছিল এবং সরস্বতী প্রেস পশ্চিবঙ্গেরই একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এবারও কিছু বই পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে এনে এখানে চালু করা হয়েছে এইটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—সরস্বতী প্রেস ত পরে, আগে বিভিন্ন মালিককে ট্যাক্সট বই দেওয়া হয়েছিল বিনিময়ে তিনি নোটও ছাপিয়েছেন। যখন নাকি পারা যাচ্ছেনা তখন সরস্বতী প্রেসের কাছে গেছেন। সেখানে প্রচুর টাকা বাকী আছে। যার জন্য আমরা তাদেরকে এবার অংক বই ছাপাতে বললাম, তারা রাজী হয়নি। কারণ অনেক টাকা দেনা আছে, সেই টাকা ক্লিয়ার না করলে দেওয়া হবেনা। এখন বলতে গেলে যে এই সরকার এখন স্বরস্বতীর প্রেসের নোটিশের আওতারে আছে। এবং এই বৎসরের যে বই চাওয়া হয়েছে সেটা হল অংকের বই। অংকের বই মূলতই চেইঞ্জ করা হয়েছে এবং সেটা পশ্চিমবঙ্গের অংকের টেক্সট বই ক্লাস সিক্সের যেটা। এটা তারা ১ মাসের মধ্যে আমাদের ৫০ হাজার বই ছাপিয়ে দিয়েছেন। বসুমতি প্রেস এইটা দিয়েছে। সেখানে বইয়ের দাম পড়েছে ১০ টাকা, তাও সবটা বাকী এর মধ্যে আমরা দিয়ে দেব। এখানে সরস্বতী প্রেসের অন্য কোন ব্যাপার নেই। কাজেই প্রথম থেকে যে ঘটনা ঘটছে সেটা ভয়ংকর।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেটারী স্যার, এখানে ত বই কেলেংকারীর কথা বললেন, স্যার, আমরা পরীক্ষা কেলেংকারীও দেখেছি। পরীক্ষার ফল নিয়েও এই বোর্ড এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল নিয়ে কেলেংকারীগুলি হয়ে গেল তাতে দেখা গেল লক্ষ লক্ষ টাকা খেয়ে ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যাপারটা ভণ্ডুল করে দিলেন। মেধাবী ছাত্রদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এই পরীক্ষা কেলেংকারীর ব্যাপারটাও তার সঙ্গে তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের বের করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এ সম্পর্কে বলতে হচ্ছে করাপশানটা উপরের তলা থেকে নীচের দিকে যায়। জোট সরকার ক্ষমতায় ছিলেন, অনেক দুর্নীতি আছে তারা নিজেরাই জানেন, মানুষও জানে, তবু সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সেখানে একটা অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল যে, ছেলেটা পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারবে কি না, বা সেখানে কোন গোলমাল হবে কি না। দেখা গেছে জয়েন্ট এণ্ট্রান্স-এর রেজাল্ট, মান অনুসারে যিনি স্থান পেয়েছেন তিনি গিয়ে ভর্তি হতে পারছেন না, ঐ আসনটা বিক্রী হয়ে গেছে এবং এ নিয়ে একটা তদন্ত হয়েছে তদন্ত করে এসে জয়েন্ট এণ্ট্রান্স বোর্ডকে দিতে বলা হয়েছে, এত করাপশান। আমাদের এস টি, এস সির সীট-গুলি যারা পরীক্ষা দেয়নি হয়তো কেউ দিল্লীতে ত্রিপুরা হাউসের মধ্যে তিনি হয়তো অফিসার তার মাধ্যমে উত্তর প্রদেশ, বিহার ও রাজস্থানে বিভিন্ন কংগ্রেসের নেতৃবর্গের ছেলে মেয়ে যাদের কোন মেরিট নেই তারা পরীক্ষা না দিয়ে ত্রিপুরার অনেক আসনে ডাক্তারী পড়ছেন হয় কেরালা, না হয় বিহারে, না হয় উত্তর প্রদেশে। এইগুলি আমরা বিধানসভায় বার বার উল্লেখ করছি। পরিষ্কার রেজাল্ট আউট নিয়েও গোলমাল হয়ে গেছে। প্রথম দেখলাম যে মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর বাবুর মেয়ে ফেল করেছে, তারপর দেখলাম যে পাশ করেছে। তারপর দেখা যায় রমেশ হাইস্কুলে না কি ষ্টেণ্ড করল থার্ড ও ফোর্থ হয়েছে তারা অংকে পেয়েছে একজন ১৩, আর একজন ১৪। তারপর এই রকম ঘটনাও এসেছে যে, কোন ছেলের সঙ্গে কোন মেয়ের বিয়ের কথা হয়েছিল, মেয়ে রাজী হয়নি, তাই বোর্ডকে টাকা দিয়ে সেই মেয়েকে ফেল করিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের অভিযোগ উঠেছে এবং তার ফল হয়েছে কি? মানুষের অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ অনেক জায়গায় বিশ্বাস হারান, কিন্তু পরীক্ষার ক্ষেত্রে বোর্ড বা হায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ড বা ইউনিভারসিটি এই গুলির উপরে আমাদের কমবেশী একটা আস্থা ছিল। জোট রাজত্বে সেই আস্থাকেও তারা ধ্বংস করে ফেলেছে। এ বছর তাদের যে কমিটি গঠন করা ছিল জয়েন্ট এণ্ট্রান্স-এর ওরাই আবার পরীক্ষা নিয়েছে, আমি তাদের নামও জানি না। অন্ততপক্ষে আমি জানি না, পরীক্ষার রেজাল্ট আউটের পর খোঁজ নিয়েছি কারা কারা আছে। জয়েন্ট এণ্ট্রান্সের রেজাল্ট আউট হয়েছে এবং এখন পর্য্যন্ত কোন কমপ্লেইন কেউ আনেনি যে, এখানে কোন দুর্নীতি হয়েছে বলে। একই বোর্ড সমীর বাবুর আমলে পরীক্ষা নিয়েছে, সুধীর বাবুর আমলে পরীক্ষা নিয়েছে। আমরা বলে দিয়েছি সারা ত্রিপুরায় অন্তত পক্ষে যারা নাকি আপার মিডেল ক্লাস, যারা নাকি এলিটস তাদের মধ্যে চরম অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে মন্ত্রীদের বাড়ীতে ঘোরাফেরা করে কোন রকমে নিজের কাছের লোকদের চান্স পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বোর্ডটা এ বছরই

পরীক্ষা নিল, কিন্তু আমার কাছে কোন কমপ্লেনই নেই। যদি আপনাদের কারও কোন কমপ্লেইন থাকে তাহলে দিতে পারেন। আমরা চেক করে দেখব। আমরা পরিষ্কার বলে দিয়েছি কোন মিনিষ্টারের, কোন মাতব্বরের, কারও আত্মীয় স্বজনকে কোন রেফারেন্স দেওয়া হবে না। মেরিট অনুসারে চান্স পাবে। ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং, এগ্রি, বি, এস, সি প্রভৃতিতে। সেখানে সে তার যোগ্যতারবলে উচ্চ শিক্ষার আসন পাবে এবং তাতে এস টি এবং এস সিদের জন্যও রিজার্ভেশান আছে। আদারস্‌দের জন্যও রিজার্ভেশান থাকবে। আলাদা আলাদা লিষ্ট করা হয়েছে। কাজেই এই কথাটা এখানে বলছি যে উচ্চতর পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেসব দুর্নীতিগুলি হয়েছে সেগুলির জন্য তারাই একটা কমিটি করে বোর্ডটাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। নিজের হাতে নিজের সন্তানকে তারা বলি দিয়ে গেছে। তা ছাড়াও বোর্ড একটা কমিটি করেছিল, তারা চেক আপ করছে। অত্র পত্রিকায় তাদেরও একটা বিবৃতি বেরিয়েছে। যাই হোক সেই সব রিপোর্ট যদি আসে আমার কাছে এবং যদি প্রকাশের উপযুক্ত হয় নিশ্চয়ই আমরা তা করব। আমাদের কাছে এখনও কিছু আসেনি।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) :— মিঃ স্পিকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, বিগত দশ বছর বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন এস টি, এস সির গরীব ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বুক গ্র্যান্ট চালু ছিল বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুবিধার জন্য। সেটা জোট সরকারের আমলে চালু ছিল কিনা এবং যদি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে চালু করবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পিকার স্যার, বুক গ্র্যান্ট বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চালু হয়েছিল। সেটা আগেও চালু ছিল। গত জোট সরকারের আমলে এটা কতটুকু চালু ছিল তা' জানিনা। তবে এখন এটা চলবে। প্রত্যেক বছরেই টাকা দেওয়া হয়েছে বই কেনার জন্য এইটা বাজেটের উপর নির্ভর করবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না, এই সমস্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শিক্ষার ক্ষেত্রে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এর বাইরেও প্রত্যেক রাজ্যে একটা কোটা আছে এবং এই রাজ্যেও সেই কোটা চালু ছিল কি না? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে-জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় যে ভুল হয়েছিল সেটা তৎকালীন সরকার যারা এই ভুলের সঙ্গে যুক্ত তাদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি না, এবং এই ভুল সংশোধন করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পিকার স্যার, এটা সমীরবাবু তাঁর একটা ব্যক্তিগত এবং পলিটিক্যাল ইন্টারেষ্টে একটা কোটা করেছিলেন। এটা সুধীরবাবুর সময়ে ছিল না। এর ফলে দেখা গেলো যে, উৎপল দাস নামে একটি ছেলে ঘারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হতে গিয়ে দেখে যে তার জায়গায় রূপালী নামে একটি মেয়ে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। পরে উৎপল দাস কোর্টে মামলা করেছে। পরে অবশ্য জোট সরকার একটা কাজ করেছে যে সেই বোর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।

আর এরজন্য যে সব ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা উঠেছিল। কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হলে ৫০ কোটি টাকার মত দিতে হবে। কারণ একজন ডাক্তার হয়ে সারা জীবন যা ইন্‌কাম করবে একজন টিচার নিশ্চয়ই সেটা করতে পারবেনা। কাজেই এই ব্যাপারে ওদের কোন পারসোন্যাল ব্যবসা ছিল কি না সেটা আমার জানা নেই, তবে এই ব্যাপারে একটা মামলা চলছে এইটা জানি।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্‌ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৪১।

শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৪১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি আই, সি, ডি, এস, প্রকল্প চালু আছে,

২। বিভিন্ন আই, সি, ডি, এস, প্রকল্পের অধীনে আরও অঙ্গনওয়াদী সেন্টার বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

৩। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্যাকরী করার কাজ হাতে নেওয়া হবে?

১। ১৯১ টি আই, সি, ডি, এস, প্রকল্প চালু আছে।

২। হ্যাঁ, আছে।

৩। কেন্দ্রিয় সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পর এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন পাওয়ার পর।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি না-এই যে আই, সি, ডি, এস, প্রকল্পগুলি চালু হয় ৫০০র উপরে ভিত্তি করে একটি সেন্টার

চালু করা হয়। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নীতি অনুযায়ী ৩০০র উপরে হলে সেন্টার চালু করা যাবে। কাজেই যেসব জায়গায় বর্তমানে ৫০০-এর উপর ভিত্তি করে এই সেন্টারগুলি চালু আছে সে সমস্ত জায়গায় ৩০০ উপর ভিত্তি করে আরো নতুন সেন্টার খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাপ্রুভলের জন্য প্রস্তাব পাঠাতে দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছেন কি না?

শ্রীমতী কার্তিককন্যা দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৮-৯-১৯৮৯ ইং তারিখে ১৪১৮ টি আই, সি, ডি, এস, সেন্টার খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। সেগুলিতে এখনো কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া যায় নি। অনুমোদন পাওয়া গেলে অতিরিক্ত এই ১৪১৮টি আই, সি, ডি, এস, সেন্টার খোলা সম্ভব হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৬।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৬।

প্রশ্ন

১, খোয়াই মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরীতে বর্তমানে লাইব্রেরিয়ান সহ মোট কতজন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন?

২, এই লাইব্রেরীতে কতটাকা মূল্যের মোট কতটি বই আছে,

৩, প্রতিদিন গড়ে মোট কতজন পাঠকপাঠিকা লাইব্রেরীতে আসেন, এবং

৪, এই লাইব্রেরীর স্থান পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

১. খোয়াই মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ান সহ মোট ৭ জন কর্মচারী আছেন। এর মধ্যে লাইব্রেরীয়ান একজন, ক্লাস ফোর তিন জন, পার্ট টাইম ওয়ার্কার একজন, ফিকসড ওয়েজেস্ ওয়ার্কার দুই জন—মোট সাত জন।

২, এই লাইব্রেরীতে মোট ২০,৪১৬টি বই আছে। এর মোট মূল্য দুই লক্ষ এক হাজার দুইশত তেইশ টাকা।

৩, প্রতিদিন গড়ে মোট ১৯.২ জন পাঠক-পাঠিকা লাইব্রেরীতে আসেন।

৪, হ্যাঁ, এই লাইব্রেরী স্থান পরিবর্তনের পরিকল্পনা আছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে জানিয়েছেন যে পাঠকরা এই লাইব্রেরীতে আসেন না। এলাকাটা আমরা যতদূর জানি এটা দুষ্কৃতকারীদের একটা আড্ডা, কিছু দিন আগে যখন এই বিধানসভায় আলোচনা হয়েছিল যে শৈব সমিতি স্কুলের কাছে কংগ্রেস (আই) দুষ্কৃত-কারীদের রাখা বোমা বিস্ফোরণে একজন শিশু মারা গিয়েছে। সেই শৈব সমিতি স্কুলের ভিতরে এই পাবলিক লাইব্রেরীটি আছে। সেখানে স্কুলে মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই কথাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সমস্তগুলির কথা জানা আছে। সেজন্য এটাব স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারেও পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮৬-৮৭ সালে নোটিফাইড্ এরিয়া অথরিটি এ প্রসংগে মাননীয় তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে ৮৮ সালে ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী এডিশন্যাল ডিরেকটর অব্ হায়ার এডুকেশান, ডেপুটি ডিরেকটর এডুকেশান এস. ডি, ও. উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যা-লয়ের খেলার মাঠ পরিদর্শন করেন এবং হেড মাস্টারের সম্মতিতে স্থির হয় উক্ত খেলার মাঠের বাস্কেট বলের কোর্টের নিকটবর্তী এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী ১ কানি জায়গায় পাবলিক লাইব্রেরীর নতুন ভবনের জন্য ছাড়া হবে। পরবর্তী সময়ে পি.ডব্লিউ.ডিকে প্লেন ও এস্টিমেট তৈরী করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পি, ডব্লিউ. ডি, কর্তৃক তৈরী নকশা উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদন লাভ করে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা যে জোট সরকারের আমলে তৎকালীন মাননীয় শিক্ষা তথা শ্রমমন্ত্রী যিনি ছিলেন উনি খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের মাঠে শিক্ষা দপ্তরের জায়গার মধ্যে শ্রম দপ্তরের রিক্রেয়েশান সেন্টার-এ ইন্সপেক্টার অফিস্ চালু করেছিলেন। যেখানে পাবলিক লাইব্রেরী হওয়ার কথা ছিল। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর জানা আছে কিনা ? থাকলে এই জায়গায়, এই জায়গা থেকে শ্রম দপ্তরের অফিসটা স্থানান্তর করে সেখানে পাবলিক লাইব্রেরী স্থানের কথা পুনরায় বিবেচনা করা হবে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার জানা নেই।

তবে নিশ্চয়ই শ্রম দপ্তর এবং শিক্ষা দপ্তর যৌথভাবে এই কাজটা করতে পারে। নিশ্চয়ই সেখানে স্থানীয় বিধায়কের সহযোগিতা এবং পরামর্শ গ্রাহ্য হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসেমপ্রসাদ মলসই মহোদয়।

শ্রীসেমপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৫ ।

মিঃ স্পীকার :— এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৫ ।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী): — মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২৫ ।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বাইরে যে কোন রাজ্যে ত্রিপুরার উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য দেবার ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি বা পদ্ধতি আছে কি ?

২। থাকলে মাসিক কত টাকা এবং কি কি পদ্ধতিতে দেওয়া হয়ে থাকে ?

৩। যদি না থাকে তবে নতুন করে এই ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা দেওয়া হবে কিনা ?

৪। যদি না দেওয়া হয় তবে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার বাইরে পাঠরত উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য স্টাইপেণ্ড ও বুক-গ্রেণ্ট দেবার নিয়াম নীতি ও পদ্ধতি আছে।

ক) গভঃ অব্ ইণ্ডিয়া পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশীপ টু এস, সি. এবং এস, টি; স্টুডেন্টস্।

খ) পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশীপ টু লোয়ার ইনকাম গ্রুপ স্টুডেন্টস্।

গ) ত্রিপুরা গভঃ মেরিট কাম মিনস্ স্কলারশীপ।

ঘ) গার্ল স্টাইপেণ্ড।

ঙ) ত্রিপুরা পোষ্ট মাধ্যমিক স্টাইপেণ্ড (ফর প্রোফেসন্যাল কোর্সে'স আউট- সাইড দি স্টেট অব্ ত্রিপুরা)

চ) ত্রিপুরা পোষ্ট-গ্রেজুয়েট রিসার্চ ফেলোশিপ।

ছ) ন্যাসেন্যাল স্কলারশিপ।

জ) স্কলারশিপ টু স্টুডেন্টস ফ্রম নন-হিন্দি স্পিকিং স্টেটাস্ অব্ পোষ্ট মেট্রিক স্টাডিজ ইন-হিন্দি।

ঝ) বুক গ্রেণ্ট কাম আউট ফিস এলাউন্স টু এস, টি, ষ্টুডেন্টস্ স্ট্যাডিং আউট সাইড দি স্টেট ইন পোষ্ট হাইয়ার সেকেণ্ডারী কোর্সেস।

২। (মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তরটা অনেক বড় হওয়াতে আমি সেটা হাউসে লে করছি)

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"A"

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই :-- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজ্যের বাইরে যারা তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যে পড়াশুনা করেছেন তাদেরকে মাসিক কত টাকা করে দেওয়া হয়? এবং বাৎসরিক হিসাবে দেওয়া হয় না কি মাসিক হিসাবে দেওয়া হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, স্টাইপেণ্ডের সেংশান থাকে মাসে মাসে, কিন্তু দেবার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা যায়। এল,ও,সি, ইত্যাদির জন্য বৎসরে একবার দেয়া হয় বা বৎসরে দুইবার দেওয়া হয়। কাজেই মাসে মাসে দেওয়ার ব্যাপারে কতগুলি সমস্যা আছে। এটা নিশ্চিত যে মাসে মাসে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় না। স্টাইপেণ্ডে আরও অনেক ব্যাপার। যেমন মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এই সমস্ত হোস্টেলে যারা তারা ১৮০ টাকা আর বাইরে যারা তারা ১২৫ টাকা। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিক্যাল, টেকনোলজি হিসাবে ১৯০ টাকা, ১২৫ টাকা। সার্টিফিকেট কোর্সেস, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি ১৯০ টাকা, ১২৫ টাকা। জেনারেল কোর্সেস স্নাতক এম, এ, যারা পড়ে ১৭৫ টাকা বাইরে থাকলে ৯০ টাকা।

তারপরে জেনারেল কোর্সে যারা কলেজে পড়ে বাইরে ৬৫ টাকা হোস্টেলে ১২৫ টাকা। এই ধরনের এম, এ, এম, এস, সি, হোস্টেলে থাকলে ৮০ টাকা, বাইরে থাকলে ৪৫ টাকা। ডি, এস, সি, ডিলীট ৯০,৫৫ টাকা এরা সবে ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে যারা পড়াশুনা

করে। গার্লস্ স্টাইপেণ্ড, বাইরে যারা পড়ে বা এই সমস্ত দ্বিতীয় উত্তীর্ণা এবং ই, সি, থেকে একটা স্টাইপেণ্ড যারা বাইরে পড়াশুনা করে তাদের মাসিক তিনশ টাকা করে স্টেটের মধ্যে দেয়। বাইরে যারা পড়ে তারা চারশ টাকা করে, বৎসরে দুইবার দেওয়া হয়। এস, সি, এবং এস, টি, ছাত্রছাত্রীদের যাতায়তের খরচ বাবদ টাকা এস, সি, এস, টি, দপ্তর থেকে দেওয়া হয়।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যারা ত্রিপুরার বাইরে পড়াশুনা করছেন তাদেরকে বই, পাঠ্যপুস্তক ত্রিপুরা সরকার দেন কিনা, এবং যদি দিয়ে থাকেন তাহলে কিভাবে দেওয়া হয়, কি কি পদ্ধতিতে দেওয়া হয় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে প্রশ্নটা হলো মূলত স্টাইপেণ্ড-এর উপর। পাঠ্য পুস্তকের উপর আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) **:—** এডমিটেড স্ট্যার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৫ স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:—** এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৫ স্যার,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, রাজ্য সরকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টি, টি, এ-এ-ডি-সি.) এলাকায় শীঘ্রই ইনার লাইন পারমিট চালুর বিষয় বিবেচনা করছেন ;

২। সত্য হলে কবে নাগাদ ইহা চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। ইনার লাইন পারমিট চালু হলে কোন ভিত্তি বছর ধরে এ, ডি, সি, এলাকা থেকে অ-উপজাতিদের বহিস্কার-এর সম্ভাবনা আছে কি ;

৪। ইনার লাইন পারমিট চালু হলে উপজাতিদের কি কি সুবিধা হইবে এবং অ-উপজাতিদের কি কি অসুবিধা হইতে পারে, এবং

৫। এই সব সুবিধা অসুবিধা নিয়ে বিচার বিবেচনার জন্য কোন কমিটি গঠন হইবে কিনা ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে ।

২। প্রশ্নই উঠে না ।

৩। প্রশ্নই উঠে না ।

৪। প্রশ্নই উঠে না।

৫। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ, ডি, সি, এলাকায় ইনার লাইন পারমিট চালু করার বিষয় সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছেন ? কিন্তু এই বামফ্রণ্ট নির্বাচনের আগে উনাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে লেখা আছে ক্ষমতায় এলে বা আমরা যদি ক্ষমতায় আসতে পারি তাহলে আমরা ইনার লাইন পারমিট চালু করব। তা হলে কি এটা শুধু নির্বাচনী বৈতরনী পার হওয়ার জন্য শুধু নির্বাচনী ইস্তাহার-এ রাখা হয়েছে, না কি সত্যিকারেই সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন এবং আদৌ তা করা হবে কিনা ? এবং কখন তা করা হবে তা জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছেন যে এ.ডি, সি, এলাকায় ইনার লাইন শীঘ্রই চালু করা হবে কি না, তার জন্যই এখানে এই উত্তরটা আনা হয়েছে, যে এ ডি সি এলাকায় শীঘ্রই ইনার লাইন পারমিট প্রথা চালু করা এখনই হবেনা, যেহেতু বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির প্রয়োজন এবং এটা সময় সাপেক্ষ। কাজেই শীঘ্রই চালুর প্রশ্নে এইটুকু উত্তর দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। তার জন্যই এইভাবে উত্তরটা দেওয়া হয়েছে। তবে আমাদের এই সরকার নীতিগতভাবে ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য সচেষ্ট এবং সেটা আমাদের বিবেচনার মধ্যে আছে, কিন্তু এখানে একটা জিনিস বলতে হয় ১৯৯০ অথবা ৯১ সালে এ ডি সিতে এই ধরনের একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে এ, ডি, সি, এলাকায় ইনার লাইন পারমিট চালু করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা হউক। এবং সেই অনুসারে পরবর্তী সময় বিধানসভাতেও দেখা গেল এইভাবে এই ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য আলোচনা করা হয়। কিন্তু এই আলোচনাটা শুধু আলোচনার মধ্যেই থেকে গেল তার কোন ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা ক্ষমতায় এসে খতিয়ে দেখলাম ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য তৎকালীন জোট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন

ধরনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কিনা, এই ধরনের কোন তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে নেই এখন পর্যন্ত। এই ধরনের কোন তথ্য আমরা আগেকার জোট সরকারের কাছ থেকে পাই নি। যদি জোট সরকার এই ব্যাপারে একটা কমিটি করে দিয়ে যেতো, তাহলেও আমরা এখন সেটাকে সরকারের গোচরে নিয়ে যেতে পারতাম। কাজেই, ইনার লাইন চালু করার বিষয়টা যেহেতু রাজ্য সরকারের ক্ষমতার মধ্যে নেই। এটা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সংবিধান সংশোধনের প্রশ্ন আছে, এটা শুধু মনিপুর এবং মিজোরামের কিছু অংশে চালু আছে, ভারতের অন্য কোথাও এটা চালু নেই। এখন ত্রিপুরার জন্য করতে হলেও কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধান সংশোধন করেই করতে হবে। জোট সরকার যদি তাদের আমলে সেই রকম কিছু করে যেতো, তাহলে আমরা সেটাকে ভিত্তি করে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারতাম। কাজেই, এটা চালু করতে হলে আমাদের সবকিছু নূতন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে, যেটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই, আমরা অদূর ভবিষ্যতে সেটাকে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা জানি যখন এ, ডি, সি গঠন করা হয়, তখন বামফ্রন্ট সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ১৯৭১ সালে লোকসভার জন্য যে ভোটার লিষ্ট তৈরী হয়েছিল, তাদেরকেই এ, ডি, সির বাসিন্দা হিসাবে ধরা হবে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা (মন্ত্রী) :-- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়ে রাজ্য সরকার বিগত দিনে কোন রকম সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে হয়তো রাজনীতিগত ভাবে কেউ কেউ দাবী তুলেছিল। ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী ভারত সরকারের একটা আইন আছে, যেটা ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে যে ১৯৭১ সালের ২০শে মার্চের পরে যারা আসছেন, তাদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হবে না। কাজেই, এটা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত নয়। এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের এ, ডি, সি এলাকাতেই নয়, সারা ভারতেই এটা চালু হবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই যে একটু আগে উনিও স্বীকার করেছেন নির্বাচনের সময়ে নির্বাচনী ইস্তাহারে দাবী রেখেছিলেন যে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পরে যারা আসবেন, তাদের ভোটাধিকার দেওয়া হবে না এবং যারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর এসে এ, ডি, সির মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তাদের পরিচয় পত্র দিয়ে এ, ডি, সি এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। আর, এখন

যখন নির্বাচনে জিতে গিয়ে সরকারে এসেছেন, তখন বলছেন যে এ'টা কিছু না, এ'টা একটা রাজনৈতিক দাবী মাত্র। কাজেই, নির্বাচন এলে পরে এক রকম দাবী করবেন, আর নির্বাচন হয়ে গেলে বলবেন, এ'টা আসল দাবী নয়, রাজনৈতিক দাবী, এটা হতে পারে না। সেজন্যই আমি জানতে চাইছি যে যারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর এ, ডি, সি এলাকাতে ঢুকেছেন, তাদের পরিচয় পত্র দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেভাবে সাপ্লিমেন্টারী এনেছেন তাতে মনে হয় এটা রাজনৈতিক দাবী হিসাবে করা হয়েছে। নির্বাচনের সময় উপজাতী যুব সমিতি এই দাবীটা তুলেছিল। আমরাও দাবী রেখেছিলাম। উপজাতীরা যাতে দিনের পর দিন সংখ্যালঘুতে পরিণতঃ না হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে বর্ডার এলাকায় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পরিচয় পত্র ব্যবস্থা চালু হবে এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্ধেক টাকা দেবেন। রাজ্য সরকারও ঘোষণা করেছেন যে এটা চালু হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা স্বীকার করবেন কি যে এ, ডি, সি পরিচালনায় বর্তমানে কংগ্রেস ও টি,ইউ,জে,এস, জোট আছে সেই জন্যই ইনার লাইন পার্মিট চালুর ব্যাপারটা বিলম্বিত হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে ইনার লাইন পার্মিট এ, ডি, সি, এরিয়ার কার্যকরী করার জন্য দাবী উঠেছিল। তখন মাননীয় সদস্য সমীর বর্মণের মন্ত্রীসভার সদিচ্ছা না থাকায় এটা বিলম্বিত হয়েছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— বিগত ১০টি বছর বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে প্রথমে উপজাতি যুব সমিতি ইনার লাইন সম্পর্কে এই বিধান সভায় দাবী তুলে-ছিল। তখন আমরা চার জন ছিলাম। আমাদেরকে আলোচনার সুযোগ তখন বামফ্রণ্ট সরকার দেয় নি। জোট সরকারের আমলে এটা ঘোষণা করা হয়েছিল যে এই প্রস্তাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমার বক্তব্য জোট সরকারের সেই ঘোষণা বর্তমান সরকার খতিয়ে দেখে এখন ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— (মন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সরকার নীতিগত ভাবে উপজাতীদের চারটি দাবী যেগুলি আমাদের ইলেকশন ম্যানোফেসটোতে বলেছি যে এ, ডি, সি এলাকায় উপজাতীদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাদের অর্থনীতি,

ভাষা, ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য এই চারটি দাবী পূরণ করা হবে। কাজেই এই দাবীগুলি পূরণ করার জন্য আমরা উদ্যোগ নেব। কারণ, এ, ডি, সি, এলাকাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য, তার ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার থেকে সবরকম উদ্যোগই নেওয়া হবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পরিষ্কার হতে চাই, কারণ, বিগত ১০ বছরে আমরা এখানে প্রস্তাব আনতে চাইলেও আনতে পারতাম না। তারপর গত পাঁচ বছর জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই প্রস্তাব এখানে রাখা হয়। কেননা, জোট সরকার এ, ডি, সি, এলাকার ভেতরে বাস করা জাতি-উপজাতি এবং পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষকে সাবলম্বী করে তুলার জন্য চেষ্টা করছিলেন, এবং এ জন্য প্রস্তাব আনা হয়েছিল। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, ঐ প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কিনা তা জানাবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, ইনার-লাইন পারমিট চালু করার ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ নেবেন কিনা ? উত্তরে বলা হয়েছে, উদ্যোগ নেওয়া হবে। ১০ বছরে কে কি করল এবং ৫ বছরে কে কি করল এসব অবান্তর কথার এখানে কোন প্রয়োজন নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতন লাল নাথ (মোহনপুর) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৪৪।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৪৪।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৪৪।

প্রশ্ন

১। সদর মহকুমার মধুচৌধুরী পাড়া হাইস্কুলের জন্য বিল্ডিং তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত বিল্ডিং তৈরীর কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মধুচৌধুরী পাড়া হাইস্কুলের জন্য পাকাবাড়ী নির্মাণ করার পরিকল্পনা

সরকারের আছে।

২। অর্থ সংস্থানের উপর নির্ভর করে কাজটি হাতে নেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, বর্তমানে বিল্‌ডিং শুধু করার ব্যাপারটা কোন পর্য্যায়ে আছে?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, সিলেকশান হয়েছে। বাজেট হয়ে গেলে টাকার ব্যাপারটি দেখা যাবে। বিল্‌ডিং তৈরীর ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তর পূর্ত দপ্তরকে অনুরোধ করেছে নকশা তৈরী করার জন্য। কিন্তু পূর্ত দপ্তর থেকে এখন পর্য্যন্ত প্ল্যান বা এ্যাস্টিমেট কিছুই পাওয়া যায় নি। তাড়াতাড়ি এগুলি দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, ঐ এলাকার উপজাতি অংশের মানুষের কথা চিন্তা করে জোট সরকার এই মধু চৌধুরী এস, বি, স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করেছিলেন। এলাকার কথা চিন্তা করে কবে নাগাদ স্কুলটিকে বিল্‌ডিং এ পরিণত করবেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এমনিতেই দোকান বাকী পড়ে আছে, সেগুলি পরিষ্কার করতে হবে। দেনা পরিষ্কার করতে হবে। জোট সরকার চিন্তা করেছেন খুব ভাল কথা। আমরাও অস্বীকার করছিনা, করব না। টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করতে পারলেই হবে। এব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা চাইছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি পরিষ্কার উত্তর পাই নি।

সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা যখন কোন কাজ করব বলে কমিট করি, তখন তার থেকে একচুলও নড়ি না। টাকা পয়সার ব্যাপার আছে। ফিন্যান্সের প্রব্‌লেম সবাই জানেন। তবে আমরা করব। ইট ইজ আওয়ার কমিটমেণ্ট।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৪৬।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৪৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে ও, বি, সি, সম্প্রদায় ভুক্ত কাহারা, সেই সম্প্রদায়ের নামগুলি কি কি,

২) ও, বি, সি সম্প্রদায়কে রাজ্য সরকার কি কি সুযোগ সুবিধা দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে,

৩) পরিকল্পনা নিয়ে থাকলে কখন কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় কোন সম্প্রদায়কে ও, বি, সি সম্প্রদায় হিসাবে এখনও চিহ্নিত করা হয় নাই।

২) ও, বি, সি, সম্প্রদায় চিহ্নিত করণের পর উক্ত সম্প্রদায় গুলিকে কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হবে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা জোট সরকারের আমলে লক্ষ্য করেছি যে শ্যামাচরণ কমিটি নামে একটা কমিটি ত্রিপুরাতে গঠন করা হয়েছিল এবং সেই কমিটি ৩৮টি সম্প্রদায়কে ও, বি, সি ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। তাহলে সেটা কি মিথ্যা ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— শ্যামাচরণ কমিটি তাঁদের অবজারভেশনের স্তরে নিশ্চয়ই চিহ্নিত করেছে। কিন্তু তাঁদের দায়িত্ব ছিল রিপোর্টটিকে প্রকাশ করা, কিন্তু তাঁরা সেটা প্রকাশ করেন নি। এই রিপোর্ট টা সম্পর্কে হয়তো তাঁদেরই কনট্রাডিকশান ছিল। সুতরাং আমরা কি করে এটা প্রকাশ করব ? তখন হাতে যথেষ্ট সময় ছিল, কিন্তু তাঁরা তখন এই রিপোর্ট টি প্রকাশ করেন নি। বেসরকারী ভাবে আমাদের হাতেও এই রিপোর্ট চলে এসেছে। মাননীয় সদস্য রসিক বাবুকে আমি বলেছিলাম একটা কপি দেবার জন্য তিনি বলেছেন না দেওয়া যাবে না। তাঁরা শ্যামাচরণ বাবুকে দিয়ে একটা কমিটি করেছেন আবার শ্যামাবাবুকেই ইগনোর করে বসে আছেন। এখন সর্বশেষ-যখন নাকি সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত নিলেন ৫২ পার্সেন্ট ওবিসির জন্য ২৭ পার্সেন্ট রিজারভেশান এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গৃহীত হয়েছে এবং প্রতিটি রাজ্যে একটা পারমানেন্ট নেচারের ও,বি,সি. কমিশন গঠন করতে হবে এবং তারা যে অবজারভেশান দেবেন সেটা ষ্টেট গভার্ণ-

মেন্টকে কার্যকরী করতে হবে। এই ধরনের একটা কমিটি জোট সরকার গঠন করেছিলেন গৌহাটি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে এবং সরকার বদল হওয়ার পরে উনি বলেছেন-আমি আর এই কমিশনের চেয়ারম্যান থাকব না। কারনটা অবশ্য বুঝতে পারছি-না। এখন আমরা অবিলম্বে নূতন করে পারমানেন্ট নেচারের ও, বি, সি, কমিশন গঠন করব। শচীন বাবুর আমলে একটা ও, বি, সি, তালিকা তৈরী করা হয়েছিল, তারপর শ্যামাচরণ কমিটি নাম সিলেকশান করেছেন ২৯ টা বা ৩২ টা, তারপর মণ্ডল কমিশনও প্রায় পৌনে দুইশত নাম সিলেকট করেছেন। ত্রিপুরার ও, বি, সির ক্ষেত্রে তিনটা রিপোর্ট একটা শচীন্দ্র বাবুর আমলে বেকওয়াড কমিউনিটি ফিকস আপ করে তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, মাঝখানে এটা ড্রপ হয়ে যায়। বর্ত্তমান সময়ে মণ্ডল কমিশন তার একটা তালিকা দিয়েছেন এর পর শ্যামা চরণ ত্রিপুরা এটাকে স্ক্রিনিং করেছেন। এই রিপোর্ট গুলি কমবেশী আমাদের হাতে আছে। কাজেই অনেকটা কাজ এগিয়ে আছে। কাজেই নূতন করে ও, বি, সি, কমিশন গঠন করে এটা করতে আমার মনে হয় দীর্ঘ সময় লাগবে না। মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সীতারাম কেশরী মহোদয় ও বলেছেন যে উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার ও, বি, সিদের নাম তালিকা ভুক্ত হয় নি বলে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যাচ্ছে না। আমি উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের কথা বলতে পারব না।

আমরা সরকারে এসেছি ৯০ দিন হয়েছে। তথাপি আমাদের পক্ষে খুব দেরী হয়েছে। এটা কমিটেড যে ত্রিপুরা রাজ্যে এস, টি, এস, সি, ও, বি, সি, মোর দ্যান ৮৫ পার্সেন্ট। ও. বি, সিরা দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের ডিমাণ্ড করে যাচ্ছেন এবং এটা নিয়ে সারা ভারত বর্ষে প্রবল আন্দোলন হয়েছে, অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। পলিটিক্যাল এজেণ্ডার মধ্যে ও, বি, সি,। তারা ৫২ পার্সেন্ট কিন্তু চাকুরী ক্ষেত্রে তারা পাচ্ছে মাত্র ৫/৬ ভাগ। এই ভাবে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিরই এটা নৈতিক দায়িত্ব কত আগে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া যায়। এ সম্পর্কে আমাদের দিক থেকে আমরা এটা করব উই আর কমিটেড।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত।

শ্রী অমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

শ্রীঅমিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২, এবং ১৯৯২-৯৩

আর্থিক সালে ত্রিপুরায় গ্রান্ট-ইন-এইড এর আওতাভুক্ত বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলির প্রাপ্য কন্টিনজেন্ট গ্র্যান্ট অংশে বা সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নি,

২। না দেওয়া হয়ে থাকলে কোন কোন বেসরকারী বিদ্যালয়ে উপরিউক্ত আর্থিক বছরে মোট কত টাকা কন্টিনজেন্টসি গ্রান্ট বাবদ পাওনা আছে,

উক্ত প্রাপ্য টাকা অবশিষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে মিটিয়ে দেওয়া হবে কিনা, এবং

৪। বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কন্টিনজেন্টসি গ্র্যান্ট-এর হার বাড়ানোর কোন চিন্তা সরকার করছেন কিনা ?

৪। হ্যাঁ, আংশিক দেওয়া হয়েছে।

১। প্রশ্ন উঠে না।

৩। অর্থ দপ্তর হইতে উপযুক্ত পরিমান বরাদ্দ পাওয়া গেলে বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে।

৪। না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস :— (রাজনগর) মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৯।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৯।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া কলেজ হোষ্টেল চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

উত্তর

১। বর্তমানে নেই।

প্রশ্ন

২। যদি থাকে কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। নুতন করে রাজ্যে আরও কোন কলেজ হোষ্টেল চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

২। এবং ৩। প্রশ্ন উঠে না, এবং বর্তমানে নুতন করে রাজ্যে কোন কলেজ হোষ্টেল

করার পরিকল্পনা নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক।

শ্রীঅরুন ভৌমিক (বড়জলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৪।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৪।

Question

1. It is fact that the Govt. is considering for Joint entrance examinitation now inforce in Tripura, for selection of students for admission to professional courses in Engineering Medical etc.

Answer

শ্রীঅরুন ভৌমিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী যে রিপ্লাই দিয়েছেন তাতে ত্রিপুরার ছাত্র ছাত্রীরা এবং গার্জিয়ানরা খুশী হবেন এবং আশ্বস্ত হবেন। কারণ মাননীয় গৌহাটি হাই কোর্টের একটা আদেশ বলে ১৯৮৯ সালে জয়েন্ট এনট্রান্স এগজামিনেশ্যান এখানে চালু হয়। এর আগে নরমালাইজেশ্যান সিষ্টেম ছিল এবং তার ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল সে জন্য এটা চালু করা হয় তখন কংগ্রেস.. টি, ইউ, জি, এস সরকার ক্ষমতায় আসেন এবং গত ৫ বছর জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা নিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে, কেলেংকারী হয়েছে সেটা অনারাবল হাই কোর্ট ১৯৯২ সনে যে রায় দিয়েছেন সেখানে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত মেরিটরিয়াস্ ছাত্র আছে তাদের বাদ দিয়ে এবং স্বজন পোষন নীতিতে বহিঃ রাজ্যের লোককেও উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। সেই গৌহাটি হাই কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে ত্রিপুরার জয়েন্ট এণ্ট্রান্স যে বোর্ড তাদের ঐ বোর্ড চালানোর কোন নৈতিক অধিকার নেই এবং ৭ দিনের মধ্যে একটা নতুন বোর্ড করার কথা বলা হয়েছিল, টি. পি. এস, সির চেয়ারম্যানকে চেয়ারম্যান করে, ভাইস চ্যান্সেলার ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি এবং আদার অ্যাকাডেমিশিয়ান এবং হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে। তার বিরুদ্ধে তৎকালীন রাজ্য সরকার সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেছে। সেই আপীল ওখানে থাকার কারণে, এই রায় যেটা ত্রিপুরার একটা যুগান্তকারী রায় এবং ছাত্র, ছাত্রী, অভিভাবক এবং ত্রিপুরার মানুষ চায় এই রায় কার্যকরী হোক। সেই রায়কে সুপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে তৎকালীন রাজ্য সরকার সেই

দুর্নীতিকে ঢাকবার জন্য। আমি জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে সেই সুপ্রীম কোর্টের কাছে যে আপীল এস, এল, বি যেটা পেনডিং আছে সেটাকে উঠিয়ে আনা হবে কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে বিস্তৃত তথ্য না থাকলেও আমি এইটুকু বলতে পারি জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের কাছে ওরা গেছে, সেখানে ঐ কমিটিটা আছে। আমাদের নতুন করে সরকার পরিবর্তন হয়েছে, সরকার নতুন করে ভাববে। তবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স থাকবে। তার বোর্ড' কি করে হবে নিশ্চয়ই এটা চিন্তা করা হবে। সুপ্রীম কোর্ট থেকে কি রায় দিয়েছে বা কি কার্যকরী করার প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি না। নিশ্চয়ই কিছু করার থাকলে খতিয়ে দেখা হবে। মোদ্দাকথা জয়েন্ট এন্ট্রান্স থাকবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যেসমস্ত তারকা চিহ্নিত (★) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—B & C)

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সরকারী কার্যে অদ্য ১৬ই জুলাই শুক্রবার, ১৯৯৩ইং রাজ্যের বাইরে যাচ্ছেন। উনার অনুপস্থিতে মাননীয় মন্ত্রী এবং গভর্ণমেন্ট চীপ হুইপ শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়বস্তু বিধানসভায় উৎথাপন করার জন্য তিনি অনুমতি দিয়েছেন।

REFERENCE PERIOD

এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি একটি রেফারেন্স পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক দিয়েছেন। রেফারেন্সটির গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বিষয়টি উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো গত ৯ই জুলাই, ১৯৯৩ইং

"দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় সরকারের বৈরীনীতির দোদুল্যমানতায় উগ্রপন্থীরা প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে" শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী যদি বিবৃতি দিতে পারেন দেন, অপারগ হলে সময় চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) — স্যার, এই সম্পর্কে আগামী ২১ তারিখে বিবৃতি দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২১ তারিখে বিবৃতি দেবেন। আমি আর একটি রেফারেন্সের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ চৌধুরী মহোদয়। রেফারেন্সটির গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বিষয়টি উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) **:—** স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :— বর্বরতার চুড়ান্ত নিদর্শন :— কেটে নেওয়া হলো নাক" বিলোনীয়ায় কংগ্রেস কর্মীকে গলা কেটে হত্যা এ শিরোনামে ১৪ই জুলাই স্যন্দন প্রত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :-- আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে সময় চাইতে পারেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** স্যার. এ বিষয়ে আগামী ২১ তারিখে এই সভায় বিবৃতি দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী, এ বিষয়ে আগামী ২১ তারিখে বিবৃতি দেবেন। আমি আজ আর একটি রেফারেন্সের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ। নোটিশটি আমি গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথকে অনুরোধ করছি উনার বিষয়টি উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সটি হলো :— "গত ৮ই জুলাই সিধাই থানাধীন চাঁদপুরে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় এ, টি, টি. এফ কর্তৃক টি, ইউ, জে, এস কর্মী ক্ষীরোদ দেববর্মা ও প্রভাত দেববর্মাকে খুন করার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আগামী ২২শে জুলাই ১৯৯৩ ইং আমি এর জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের (রেফারেন্স পি রিয়ড) উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১৪,৭,৯৩ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী এবং শ্রীসুধন দাস মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন এখন আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— " বন্যার পরবর্তী অবস্থায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক, কলেরা ও অন্যান্য ব্যাধির ব্যাপক বিস্তৃতি সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্যে গত জুন মাসে পর পর দুইবার বন্যার ফলে সারা রাজ্যের বন্যা কবলিত অঞ্চলগুলিতে সাময়িক এবং বিক্ষিপ্তভাবে জ্বর, ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক এবং অন্যান্য রোগের প্রকোপ পরিলক্ষিত হইলেও ব্যাপক বিস্তৃতি বা মহামারীর ঘটনা ঘটেনি। বন্যার অব্যবহিত পরেই মেডিকেল টীম এবং বহুমুখী স্বাস্থ্য কর্মীগণ সমস্ত ত্রান শিবিরগুলিতে এবং বন্যা কবলিত ও তদ্সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে ৬ ই জুন হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেন। পূর্ব হইতেই প্রতিটি স্তরের সংশ্লিষ্ট অফিসার এবং কর্মীদের সতর্কীকরনের ফলে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রতিটি ত্রান শিবিরে এবং বন্যাপীড়িত অঞ্চলে কর্মীগণ এবং মেডিকেল টীম ঘুরে ঘুরে জ্বর, ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক এবং অন্যান্য রোগের চিকিৎসা সহ ঔষধ বিতরন করেন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা

দেন। প্রতিটি জ্বরের রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং ম্যালেরিয়া নিরোধক বড়ি বিতরন করা হয়। অনুরূপভাবে পেট খারাপের রোগীদের ও অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত রোগীদের যথাযথ ঔষধ বিতরন করা হয়। উত্তর জেলায় শিবিরগুলি হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে ১০২৪টি রক্তের জেলার স্বাস্থ্য অধিকারিকের কাছে পৌছিয়াছে। ঐসব সাইড পরীক্ষার জন্য একজন অতিরিক্ত লেবরেটরী টেকনিসিয়ানকে বিশেষভাবে ঐখানে পাঠানো হয়েছে। এই প্রকারে উত্তর জেলাতে বন্যার পরবর্ত্তী সময়ে (৬ই জুন-হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত) ১০২৪ জন জ্বরের রোগী, ২২২৮ জন পেট খারাপের রোগী (আন্ত্রিক বলা যায়) এবং ৩২৪৩ জন অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত রোগী ত্রান শিবির-গুলিতে এবং বন্যাপীড়িত অঞ্চলগুলিতে চিকিৎসিত হয়েছে। কোন মৃত্যুর ঘটনা নেই এবং এইটা সুখের কথা যে এত লোক আক্রান্ত হওয়া সত্বেও বন্যার পরবর্ত্তী অবস্থা থেকে আজ পর্য্যন্ত সেখানে কারও কোন মৃত্যু ঘটেনি। আমার কাছে এই রকম কোন খবর নেই যে বিনা চিকিৎসায় কোন রোগী মারা গেছে। উত্তর জেলাতে কৈলাশহরে ৭৫টি, কুমারঘাটে ২টি, মনুতে—১টি, পেঁচারথলে—২টি, কাঞ্চন-পুরে—৩টি, ধর্মনগরে ১টি, কমলপুরে ২৬টি নিয়ে মোট ১১০টি ত্রাণ শিবিরে মোট ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৫০ জন লোক আশ্রয় নেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতে ও অনুরূপভাবে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্য কর্মীগণ ঘুরে ঘুরে জ্বর, পেট খারাপ ও অন্যান্য অসুখের জন্য ঔষধ বিতরণ করেন এবং রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে মেডিক্যাল টীম হেলথ ক্যাম্প করে-ছেন এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরন করেছেন। যেমন সাব্রুম মহকুমার কালাচেপা, তৈছামা, বিলোনীয়া মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ৯৮ জন রোগীর এই প্রকার ক্যাম্পে চিকিৎসা হয়েছে। তারমধ্যে ৩৫ জন জ্বরের রোগী অমরপুর মহকুমায় মেডিক্যাল টীম সনগাং, নগ্রাই, রামপুর, বাসকো সংবং ইত্যাদি আরও অনেক অঞ্চলে হেলথ ক্যাম্প-এর মাধ্যমে চিকিৎসা বিতরন করেন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা দেন। এই সব অঞ্চলে ১৩০২ জন রোগী চিকিৎসিত হয়েছে। তার মধ্যে ৪৪০ জন জ্বরের রোগী যাদের ব্লাড স্লাইড নেওয়া হয়েছে। এই জেলাতে আন্ত্রিকের প্রকোপ উল্লেখযোগ্য নয়।

পশ্চিম ত্রিপুরায় বন্যার প্রকোপ তেমন না থাকলেও খোয়াই মহকুমার কিছু কিছু অঞ্চলে সাময়িকভাবে ত্রাণ শিবিরে কিছু কিছু পরিবার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সমস্ত শিবিরেও সাথে সাথে মেডিক্যাল টীম কাজ করে যান এবং স্বাস্থ্য কর্মীগণ গ্রামে গ্রামে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে কাজ করার ফলে কোন রোগের বৃদ্ধি ঘটেনি। ইহাছাড়া মোহনপুর

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং চাচুবাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন কিছু কিছু অঞ্চলে জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতার সহিত মেডিক্যাল টীম ঐ সকল অঞ্চলে হেলথ ক্যাম্প করে এবং রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে সম্প্রতি ভাইরাস ঘটিত জ্বরের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা হচ্ছে। এই সকল জ্বর ম্যালেরিয়া নয় তবে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আন্ত্রিকের বিশেষ কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি।

সারা রাজ্যে বন্যার পরবর্তী সময়ে জ্বর এবং আন্ত্রিকে মৃত্যুর কোন সংবাদ দপ্তরের কাছে নেই। অন্যান্য রোগের প্রকোপও প্রশমিত হয়েছে। তবে চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব কোন কোন অঞ্চলে পরিলক্ষিত হইতেছে হচ্ছে সারা রাজ্যে বন্যাপীড়িত অঞ্চলগুলিতে বিশেষ করে পানীয় জল পরিশোধন করা এবং জ্বর সর্দ্দিকাশি এবং আন্ত্রিক প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে প্রশাসনের অন্যান্য দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করা হয়। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কল্পে সারা রাজ্যে বন্যা কবলিত অঞ্চল-গুলিতে অগ্রাধিকার দিয়ে ডি, ডি, টি, ছড়ানোর কাজ কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হচ্ছে (১৯শে জুলাই থেকে)। এই উপলক্ষে আনুমানিক ৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ঔষধ ইত্যাদি বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হইয়াছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম):— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে যে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিলেন তা ভালই হয়েছে মোটামুটি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে সেটা হচ্ছে এই ম্যালেরিয়া রোগের যে প্রধান প্রানদায়ী ঔষধ তা হচ্ছে কিউ বি, এস, ইন্জেকসন এই কিউ, বি, এস. এর যথেষ্ট অভাব দেখা যাচ্ছে এখানে। এইটা বিগত জোট সরকারের আমল থেকেই গত ছয় মাস যাবৎ প্রায় সাপ্লাই নেই। পরবর্তী সময়ে অনেক দরবার করে কিছুটা পাওয়া গেছে তবে চাহিদার তুলনায় খুবই কম। যেখানে দৈনিক প্রয়োজন ৫০—৬০টি সেখানে পাওয়া গেছে মাত্র ২০০টি। এইটা দ্বারা তিন চার দিন যেতে পারে। এরপর শেষ হয়ে যাবে। কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য শুনতে চাই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের ভারত সরকারের যে পরি-সংখ্যান এবং বিভিন্ন রাজ্যের যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তাতে ভিত্তি করে একটা প্রোগ্রাঃ ম্যালেরিয়া এডিকেসান প্রোগ্রাম করা হয়েছে। এই প্রোগ্রাম অনুযায়ী সারা ভারতবর্ষকে ম্যালেরিয়া ফ্রী কোন হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী

দেশেজো সেটা আছে এবং সেখান থেকে এই রোগের জীবাণু বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সীমান্ত পেরিয়ে আসছে এদের তো আর পাসপোর্ট লাগেনা। কাজেই আশে পাশের রাষ্ট্র থেকে আমাদের দেশে এই রোগের জাবীনু আসতে পারে। কাজেই যেহেতু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এখানে বেশী নেই সেহেতু মাননীয় সদস্য যে কিউ, বি, এস, ইন-জেকসনের কথা বলছেন সেটার প্রয়োজন খুব কম। আর এটা শুধু ত্রিপুরায় নয় অন্যান্য রাজ্যেও বেশী নেই। আমি যখন বিদ্যুতের ব্যাপারে পশ্চিম বাংলায় যাই সেখানেও দেখেছি এর অভাব রয়েছে। দিল্লী থেকে ম্যালেরিয়া অফিসের একজন অফিসার এসেছিলেন তিনিও বললেন যে দিল্লিতেও এর অভাব রয়েছে। কাজেই এটাতো শুধু ত্রিপুরার নয় সমস্ত ভারতবর্ষের ব্যাপার। আর ম্যালেরিয়া হলেই প্রথমে কিউ, বি, এস, ইনজেকসন লাগিয়ে দেওয়া হয় না, প্রাথমিকভাবে অন্যান্য ঔষধও রয়েছে সেগুলি দেওয়া হয়। পরীক্ষা করতে হয়। এটা হচ্ছে শেষের দিকে দেওয়ার কথা। কিন্তু এখনতো লোকজন আর অপেক্ষা করতে চান না। ম্যালেরিয়া হলেই ভাল হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যাবে- এই রকম একটা ধারনা আছে। তার জন্য এটা দরকার। কিন্তু চিকিৎসার জন্য এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে এই অসুবিধা হয়ে যায়। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের যে ম্যালেরিয়া দপ্তর আছে সেখানে থেকে সরবরাহ হচ্ছে না। বাজারে কিন্তু অনেক বেশী দামে বিক্রি হচ্ছে ঔষধ। কাল বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আমাদের স্টোরে কিছু মেটেরিয়াল ছিল, আমরা টি, এস, আই, সিকে বলেছি 'সেম্পল' তৈরী করে দেওয়ার জন্য। উনারা আমাদের কিছুটা সহায়তা করছেন। কিন্তু আমাদের স্টক কমে গিয়েছে। সারা ভারতবর্ষে এটা কম আছে। কাজেই মাননীয় সদস্যদের বুঝতে হবে, এই জ্বর হয়ে গেলে এটা ছাড়বে না - এটা না। অন্যান্য টেবলেট আছে, এটাতেও হয়। সেই ঔষধ আমাদের কাছে আপাতত: আছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার যারা আছেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে পাঁচ বছরের নীচে যেসব শিশু ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয় তাদের কিউ, বি, এইচ, ইন্‌জেকশান দিতে পারলে তাদের জীবন রক্ষা করা যায়। কাজেই মানুষ বাধ্য হয় কালো বাজারে কিনতে। কালো বাজারে কিন্তু পাওয়া যায় স্যার, । ২৫ টাকা ৩০ টাকায়। কাজেই আমি বলি কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ করেই হউক্ বা কোম্পানীর সংগে আলাপ করেই হউক্ কিউ, বি, এইচ, যাতে আনা যায় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন উদ্যোগ নিবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, উদ্যোগতো আমরা ইতিমধ্যেই নিয়ে ফেলেছি। উদ্যোগ না নিয়ে দিল্লীর ম্যালেরিয়া দপ্তরের অফিসারদের সংগে আলোচনা হতো না। আমি নিজেই আলোচনা করেছি। তার মারফতে জানা গিয়েছে যে দিল্লীতেও সেটা পাওয়া যায় না। তা সত্বেও আমি অনুরোধ করেছি আমাদের হেল্‌থ সেক্রেটারী এবং ডিরেকটার অব্‌ হেলথ্‌ সার্ভিস ওরা দুই জনই দিল্লীতে গিয়েছে। তাদেরও বলা হয়েছে যাতে অন্তত 'এমপল' না পাওয়া গেলেও ওখান থেকে মেটেরিয়াল্সগুলি আনলেও আমরা টি, এস, আই, সিকে দিয়ে যাতে তৈরী করাতে পারি, যাতে এটা এই চিকিৎসার সুযোগ আমরা দিতে পারি। কাজেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— ত্রিপুরা রাজ্যের হাসপাতালগুলির রেকর্ড যদি দেখা যায় তাহলে এটা পরিস্কার যে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ হচ্ছে দি পেসেন্ট এটাকটেড্‌ বাই দি ম্যালেরিয়া। কাজেই এটা হচ্ছে ম্যালেরিয়া জোন্‌। ত্রিপুরা রাজ্য সেই জোনের অন্তর্গত কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ম্যালেরিয়া ফ্রি এই হিসেবে তারা দিয়েছেন এবং ম্যালেরিয়া ইরাডিকেটেড ফ্রম ইন্ডিয়া। আমাদের ত্রিপুরা ইন্ডিয়ার বাইরে নয় ভারতবর্ষের মধ্যে। সুতরাং সেখানে কি করে এটা জোনের মধ্যে ফেলা যাবে, হ্যাঁ, তবে এটা ঠিক ম্যালেরিয়া এখানে হচ্ছে। এটা আবার নতুনভাবে ব্যাপক হারে শুরু হচ্ছে অন্যান্য জায়গায়ও কিছু কিছু শুরু হয়েছে। এটাকে যাতে প্রতিরোধ করা যায় তার ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। ডি, ডি, টি, স্প্রে এবং অন্যান্য বিষয়ে যাতে ম্যালেরিয়ার জার্ম পরিবাহী যেসব মশা, কীট পতঙ্গ যেগুলি আছে সেগুলি ধ্বংস করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্‌ ক্লেরিফিকেশান স্যার, জল পরিশুদ্ধ করার জন্য স্বাভাবিকভাবে বন্যার সময় হেলোজাইন টেবল্যাট দেওয়া হয়। কিন্তু এবার আমরা দেখলাম সাব্রুমে খুব একটি ছোট জায়গার মধ্যে হয়েছে কিন্তু হেলোজাইন টেবল্যাট পাওয়া যায়নি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি ওটা জানি। কারণ বন্যাটাতো হটাৎ করে আসে এবং এবার ব্যাপকভাবে হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরাতে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তারা বলেছেন স্মরণাতীতকালে এত বড় বন্যা হয়নি। এই রকম ব্যাপক

যে রকম ঘটেছে সেই অনুপাতে হেলোজাইন টেবল্যাট আমাদের স্টকে ছিল না তারজন্য ওখানে আমাদের বেশী-বেশী ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তাছাড়া ত্রিপুরার এমন একটি জায়গায় আমরা থাকি ইচ্ছা করলে যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ করা যায় না। সরকারী নিয়মকানুন ইত্যাদি মেনে, তা সত্বেও আমরা সরকারী নিয়মকানুন শিথিল করেও যেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকে কিনে সংগ্রহ করে আমরা পাঠিয়েছি এটা ঠিক। কিন্তু তার পরেও কিছু সর্ট ছিল। সংকুলান আমাদের ছিল না। এখন আমরা চেষ্টা করছি আবার সেগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে আসার।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন এসে গেছে। আমরা যতটুকু জানি ম্যালেরিয়া নির্মূল হয়ে গেছে এটা শুনি স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে। ম্যালেরিয়া, বসন্ত এগুলি নেই। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি ত্রিপুরাতেও সেই ম্যালেরিয়া এক সময় বন্ধ হয়েছিল। তার উদ্যোগ দেখেছিলাম এই যে স্বাস্থ্য দপ্তরের এই যে ম্যালেরিয়া ওয়ার্কার নিযুক্ত করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে রক্ত নিত এবং রক্ত পরীক্ষা করত। এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে টেবল্যাট দিত।

এটা বামফ্রন্ট আমলে আমরা দেখেছি। দারুনভাবে প্রতিটি এলাকায় ঘুরে ঘুরে তারা এইসব করতেন। এবং রক্ত পরীক্ষার জন্য প্রতি হাসপাতালে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা যেতেন। আমাদের কল্যানপুরেও ছিল। এই যে ব্যবস্থাগুলি গত ৫ বছরে কোথায় গেল, ম্যালেরিয়া ওয়ার্কাররা কোথায় গেল, এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরত এই যে ব্যবস্থা ছিল এইগুলি সব পঙ্গু করে দেওয়ার পরে আজকে আবার সেই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। এই সমস্ত ব্যাপারগুলি মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা? যে কেন এইসমস্ত সুযোগ থাকা সত্বেও রাজ্যের মানুষ কে আবার এই ম্যালেরিয়ার মুখে ফেল দিল জোট সরকার। সেটার তদন্ত করে, সেটার কারণ অনুসন্ধান করে যারা তার জন্য দায়ী তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য দায়ী হয় মশা। মশাকে শাস্তির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমাদের আছে এবং করব। এই জন্য ডি, ডি, টি, ছড়ানো হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ডি, ডি, টি, স্প্রে বন্ধ হয়ে গেল কেন? এখন সেটা এই যে বন্ধ হয়ে যাওয়া, সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে পূর্বতন সরকার কি কি ব্যবস্থা করেছেন সেগুলি সবটা খতিয়ে দেখে বলা যাবে।

এটা ঠিক যে, ম্যালেরিয়া আবার হচ্ছে, হচ্ছে বলেই আমরা সরকারে আসার পরে, আমি এর মধ্যে বলেছি রক্তের স্লাইড নেওয়া শুরু হয়েছে। আমরা ১৯শে জুলাই থেকে ডি, ডি, টি, স্প্রে ইত্যাদি করা হবে এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা গ্রামে যাবেন ডি, ডি, টি, স্প্রে করবেন এবং অন্যান্য যেসব আছে ঔষধ দেওয়া হবে। আমি প্রথমে বলেছি যে, ই এডিকেটেড হয়েছিল আবার এখন শুরু হয়েছে দেখেছি। শুরু যখন হয়েছে সেসব প্রোগ্রাম সেগুলি থাকবে। সেটা আগেও বলা হয়েছিল। হ্যাঁ, জলের মধ্যদিয়েও বিভিন্ন রোগ যায়। এটা শুধু হেলোজাইন টেবলেট দিয়ে শুধু জলকে পরিশুদ্ধ করা যায় এটা না। ব্লিচিং পাউডার দিয়ে করা যায় এবং জলকে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ব্যবহার করলেও এটা জার্ম মুক্ত করা যায়। সেগুলি আমাদের দেখতে হবে। এই সব স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যাপার। সেই শিক্ষার দিকেও আমরা নজর দিয়েছি সেগুলি গ্রামে গ্রামে প্রচার করা হচ্ছে।

CALLING ATTENTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ পেয়েছি, সদস্যের নাম শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী, নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : "সার এবং কীট নাশক ঔষধের অপ্রতুলতাহেতু কৃষকদের ফসলের সমূহ ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২১-৭-৯৩ ইং তারিখে বিবৃত দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যরা হল :

১) শ্রীসহিদ চৌধুরী,
২) শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ,
৩) শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৫ বৎসর যাবৎ রাজ্যের প্রায় সর্বত্র পাওয়ার টিলার গুলো অকেজো হওয়ার ফলে কৃষকদের চাষবাসের ক্ষেত্রে গভীর সমস্যা সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় মোঃ শহিদ চৌধুরী, শ্রীউমেশ নাথ, শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২০,৪,৯৩ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- - আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, সদস্যদের নাম, শ্রী পবিত্র কর, শ্রী সুবল রুদ্র,

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো আগরতলা শহরে জল নিষ্কাশন সমস্যা সম্পর্কে,,।

আমি মাননীয় শ্রী পবিত্র কর এবং শ্রী সুবল রুদ্র মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি,

মাননীয় শায়ত্ব শাসন মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২১,৭,৯৩ ইং তারিখে তার বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ফ্যারামেক অচল হওয়ার ফলে আনারস চাষীদের দ্বারা ফলানো আনারস এর দাম অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া সম্পর্কে ,,।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী)— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চলিত মরশুমে অর্থাৎ জুন

৯৩ থেকে নেরামেক সংস্থা উপর ত্রিপুরার আনারস চাষীদের নির্ভর হচ্ছে। আনারস না কেনার ফলে উত্তর ত্রিপুরার নেরামেক সংলগ্ন কুমারঘাট, দাবছড়া ও বেতছড়ার আনারস চাষীদের খুবই ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে বছরে গড়পড়তা দেড় কে, জি, থেকে এক কে, জি, আনারস এক টাকা থেকে দেড় টাকায় বিক্রি হচ্ছে, অর্থাৎ প্রতি কিলোগ্রাম আনারসের দাম পড়ছে ৭০ পয়সা থেকে এক টাকা। কিন্তু বিগত দুই বছরে নেরামেক সংস্থা প্রতি কিলোগ্রাম আনারসের জন্য দাম দিয়েছে এক টাকা ১০ পয়সা। এর ফলে প্রতিটি আনারস ৩০ পয়সা থেকে ৭০ পয়সা কমে বিক্রি হচ্ছে। যদি নেরামেক ফেক্টরী বন্ধ থাকে, তাহলে চলতি আনারস মরসুমের শেষ সপ্তাহ অর্থাৎ জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ এবং আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ এ আনারসের দাম আরও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর উক্ত উত্তর ত্রিপুরার প্রায় সাড়ে তিন হাজার আনারস চাষী পরিবারের প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার মতো ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। নালকাটায় নেরামেক ফ্যাক্টরী সংস্থার সংগে আমাদের রাজ্য সরকারের সরাসরি প্রশাসনিক কোন সম্পর্ক নেই। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সংরক্ষণ মন্ত্রকের অধীন একটি সংস্থা নালকাটায় অবস্থিত নেরামেক ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে থাকলেও আনারস চাষীদের ক্ষতির কথা চিন্তা করে রাজ্য সরকার বিগত মে মাসে এন, ই, সি ও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ এর অনুরোধ জানিয়ে আসছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সংরক্ষন শিল্পমন্ত্রী, এমনকি প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আনা হয়েছে। এই কারখানায় দৈনিক ৪৮ মেট্রিক টন আনারস নিষ্কাশনের ক্ষমতা আছে, যার ঘনীভূত আনারস রসের পরিমাণ হচ্ছে আড়াই মেট্রিক টন। বাস্তবিক হিসাবে তার আনারস নিষ্কাশনের ক্ষমতা ৫, ৭৬০ মেট্রিক টন এবং তার ঘণীভূত রসের পরিমাণ হচ্ছে ৩০৪ মেট্রিক টন। বিগত ৫ বছরে নেরামেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত আনারসের পরিমাণ এবং তার থেকে উৎপাদিত জিনিসের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

১৯৮৮-৮৯ সনে সংগৃহীত আনারসের পরিমাণ ৭০৯'৪৪ এম, টি, সংগৃহীত আনারস থেকে উৎপাদিত রসের পরিমাণ ৩৬'০০ এম, টি। ১৯৮৯-৯০ সনে সংগৃহীত আনারসের পরিমাণ ১২০৬'৭৫ এম, টি, এবং তা থেকে উৎপাদিত রসের পরিমাণ ১৪'৬২ এম, টি। ১৯৯০ ৯১ সনে সংগৃহীত আনারসের পরিমাণ ৬৫৯'৬০ এম, টি, এবং তার থেকে উৎপাদিত রসের পরিমাণ ৩৮ ৯৫ এম, টি। আর ১৯৯২-৯৩ অর্থাৎ গত বছরে সংগৃহীত আনারসের পরিমাণ হচ্ছে ৯৪৫'২৩ এম, টি এবং তার থেকে উৎপাদিত রসের পরিমাণ হচ্ছে ৬২'৩৪ এম, টি। তার মানে হল এই ফ্যাক্টরী চালু হওয়ার পর থেকে ঐ বছরই সব চাইতে আনারস থেকে বেশী রস উৎপাদিত হয়েছে। তাছাড়া এই রস থেকে ৬'৪ এম, টি, স্লাইসও উৎপাদিত করা গেছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ত্রিপুরাতে

যে পরিমাণ আনারস উৎপাদিত হয়, গড়ে মাত্র তার ২'৬ পার্সেন্ট আনারস নেরাম্যাক কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করে। রাজ্য সরকার থেকে চাপ সৃষ্টি করার ফলে নেরাম্যাক কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি জানিয়েছে যে তারা এই মাসেই আনারস সংগ্রহ করে ঐ ফ্যাক্টরী চালু করার ব্যবস্থা করবেন।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য (ফটিকরায়) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে ঐ অঞ্চলের আনারস চাষীদের ৬০ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন ঐ ৬০ লক্ষ টাকা আনারস চাষীদের পাইয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী পেশ করার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি চাষীদের ৬০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে একথা বলি নি। আমি বলেছি যে এই নেরাম্যাক ফ্যাক্টরী এখনও যদি চালু না হয়, তাহলে এই পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে, আর চালু হলে ক্ষতির পরিমাণ কিছু কমে যাবে। আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ২৪/৫/৯০ ইং তারিখে নেরাম্যাকের চেয়ারম্যানকে একটা চিঠি লিখেছেন এটা চালু করার জন্য। ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার উনিও ৫/৬ তারিখ চিঠি লিখেছেন। আমি নিজে মেসিজ পাঠিয়েছি ১৭/৫/৯৩ ইং তারিখে। গত ২৫/৫/৯৩ ইং তারিখে দিল্লীতে খাদ্য মন্ত্রীদের একটা মিটিং ছিল সেখানে আমি নিজে এটা চালু করার জন্য অনুরোধ করেছি। তাতেও কোন ফল হয়নি। তাতে অনুমান হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের আনারস চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করতে চান না। সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় দেখেছি ৬ লক্ষ টাকা পেয়েছে। নেরামেকের চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর যিনি রাজ্যে নেরামেক চালাচ্ছেন তার কাছে একটা চিঠি এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে ১৫/৭/৯৩ ইং তারিখের মধ্যে ফ্যাক্টরী চালু করতে হবে। প্রতি কেজির দাম আশি পয়সার উপর যেন না হয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশন স্যার, মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি যে বহু লেখালেখির পর এই বছর গোদরেজ কোং ৫০ এম.টি, কনসেনট্রেটেড জুস তৈরী করার জন্য নেরামেককে ৪ লক্ষ টাকা দিয়েছে আগাম হিসাবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে নেরামেক আনারসের দাম কমিয়ে দেওয়ার ফলে আনারস চাষীরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই জন্য সরকার তাদেরকে ভর্তুকী দেওয়ার জন্য বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— নেরামেকের সঙ্গে গোদরেজ কোম্পানীর কি কথা হয়েছে সেটা রাজ্য সরকারকে জানায় না। কাজেই টাকা পেয়ে থাকতে পারে। প্রতি কেজি ৮০ পয়সা করায় গত বছরের তুলনায় ৩০ পয়সা কম। তাতে সাবসিডি দিতে পারব কিনা এখন বলতে পারছি না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— সেই ব্যাপারে আমরা তাদেরকে কতটুকু সাবসিডি দিতে পারব তা আমি বলতে পারছি না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমরা দেখেছি রাজ্যে যখন এর আগে বামফ্রন্ট শাসন ছিল তখন আনারসের রস বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। রাশিয়া সহ বিভিন্ন দেশ বলেছিলেন আনারস রস আমরা নেব এবং সেজন্য অর্ডারও অনেক দিয়েছিলেন। সরকার সেই অর্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে সাপ্লাইও দিয়েছিলেন যথাসাধ্য। আর আজকে এখানে যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিলেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, এর মান আজকে কোথায় এসে পৌঁছেছে। এজন্য আমি এখানে প্রস্তাব রাখতে চাই, এই আনারস রসের মান বাড়ানোর জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের হাতে এই ন্যারমেক্ তুলে দেওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে যোগাযোগ করা হবে কিনা ? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ত্রিপুরার আনারসের রসের মান বাড়িয়ে গরীব মানুষদের বাঁচবার কোন সুযোগ করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে আনারস জুস এখানে তৈরী করা হয় তার মান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চো কিনা তা আমি বলতে পারব না। এখানে আনারস রস তৈরী করার জন্য ভারতবর্ষের বাইরের বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব কিনা তা মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন। আমি আগেই বলেছি, ন্যারমেকের সঙ্গে আমাদের প্রফেশনাল কোন যোগাযোগ নেই। ন্যারমেক সে ব্যাপারে সাহায্য চাইলে আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য দেব। রাজ্যের আনারস চাষীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে আনারস চাষীরা ন্যায্য দাম পায়, ফসল নষ্ট না হয়, তাদের উৎপাদিত ফসলের বাজার দর পায় সে দিকে আমাদের নজর আছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— স্যার, রাজ্যের আনারস চাষীদের কথা চিন্তা করে বর্তমানে যে অবস্থায় ন্যারমেক চলছে সেটা আনারস চাষীরা মেনে নিতে পারছেন না। কাজেই

সেদিকে চিন্তা করে ন্যারমেকের কাছ থেকে ঐ সংস্থাটি নিজের হাতে নিয়ে আসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন প্রস্তাব পাঠাবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবেন কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :—স্যার, এই ন্যারামেক প্ল্যান যদি রাজ্য সরকার নিতে চায় কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দিয়ে দিতে চায় রাজ্য সরকার এখনই তা নিতে পারবেন কিনা তা বলতে পারছি না। আমরা যদি এটা নিয়েও নিই, তাহলে উৎপাদন আমরা করতে পারব এটা ঠিক। কিন্তু সেটা বিশ্বের বাজার দখলের জন্য লড়াই সরকার করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে সংশয় আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্যের আনারস চাষীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে আডমিনিষ্ট্রেশানের অজুহাত দেখিয়ে তা মেনে নেওয়া যায় না। টি, এস, আই. সি, সরকার একটি সংস্থা। ওরা জাম, জেলি জুস করে গতবছর এয়ার ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সকে সাপ্লাই দেয়। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই তথ্য সরকারের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন টি, এস, আই, সি সম্পর্কে সেটা শিল্প দপ্তর বলতে পারবে। তবে আমি জানি যে সদর বিভাগ এবং তার আশপাশ এলাকায় যে ধরনের আনারস উৎপাদিত হয় সেটা ছোট ভ্যারাইটি এবং উত্তর ত্রিপুরায় যে আনারস উৎপাদন হয় সেটা বড় জাতের, এটা কিউ ভ্যারাইটির। সেটা এখানে কনজুম করতে পারে না। কারণ আমাদের ফ্যাক্টরি ছোট। আমি বিরোধী যেঞ্চের মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব এই ন্যারামেক সংস্থার সাথে আপনাদের বন্ধুত্ব কম থাকার কথা নয়, সেই বন্ধুত্বের খাতিরে তারা যাতে খরচ চালাতে সাহায্য করে তাহলে আমাদের রাজ্যের আনারস চাষীরা খুবই উপকৃত হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাসহর) :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, জোট সরকারের আমলে এই ন্যারামেক কারখানাটিকে আমেরিকার এক কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য আমার হাতে নেই। তবে আমি এখানে উৎপাদন এবং কনজাম্পশানের যে হিসাব দিয়েছি সেটা চালু হওয়ার পর থেকে

এটাই প্রমান করে যে গত পাঁচ বৎসরে জোট সরকারের আমলে সেটাকে যে ভাবে দেখা উচিৎ ছিল সেটাকে সেই ভাবে দেখা হয়নি।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ন্যারামেক কারখানাটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে। এবং ওখানে যে কর্মচারী আছেন তারা কাজ না করে বেতন গুনছেন। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ও, এন, জি, সির ড্রিলিং -এর ক্ষেত্রেও এটা দেখেছি যে এমন একটা চক্রান্ত আছে। ত্রিপুরা রাজ্য একটা অনুন্নত রাজ্য, এখানে শিল্প গড়ে উঠুক সেটা কেন্দ্রীয় সরকার চান না। ন্যারেমেকের মত কারখানাটি কেন্দ্রীয় সরকার তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

DISCUSSION THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1993-94

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো — '১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উৎথাপন, আলোচনা এবং উনাদের উপর ভোট গ্রহন।' আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১১টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহন হবে। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাব গুলো (কাট মোশান) পেয়েছি। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দর দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশানস) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে প্রথমে আমি ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্ব্বে আমি সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক এবং বিরোধী সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি তাদের নামের একটি তালিকা আমাদের দেওয়ার জন্য।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, কি রকম সময় পাওয়া যাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—তিনটি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশ্যানের জন্য ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট নির্ধারিত আছে। কিন্তু যেহেতু আজকে একটি মাত্র রিজলিউশ্যান আছে সে জন্য এই রেজলিউশ্যানের জন্য ৫০ মিঃ ধরা হয়েছে। আর বাকী ১০০ মিনিট ডিমাণ্ডের উপর ডিসকাশন হবে এবং ভোটিং হবে ৩০ মিঃ। রুলিং পার্টি পাবেন ৯০ মিনিট এবং অপজিশ্যান পাবেন ২৫ মিনিট।
মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— (আশারামবাড়ী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ত্রিপুরাবাসী কেন্দ্রের কাছে উপেক্ষিত রাজ্য হিসেবে আছি এবং কেন্দ্র বরাবরই আমাদের অধিকার হরণ করেছেন। মানুষ হিসেবেও বিভিন্ন যে সমস্ত অধিকার আছে সেদিক থেকেও আমাদের তাঁরা গণ্য করছেন না। স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরও ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য উন্নয়ন মূলক কোন কাজ তাদের কাছ থেকে পাইনি এবং আমাদের দেন নি। একজন সুস্থ সবল মানুষ হতে হলে তার দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাড়, মাংসপেশী-গুলিতে যদি ঠিক ঠিক ভাবে রক্ত চলাচল করে তাহলেই আমরা বলতে পারি সুস্থ সবল মানুষ। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা সুস্থ সবল বলতে পারি না। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশ অনুন্নত অবস্থায় আছে। আমরা যাতে উন্নত দেশের সাথে যোগাযোগ করতে পারি তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। প্লেন বা রেল লাইনের কোন ব্যবস্থা করে নি। আমরা স্বাধীনতার পর থেকে ত্রিপুরার জনগণ চিৎকার করে আসছি রেল লাইনের জন্য, প্লেন ঘাঁটি যেটা আছে সেটাও টেম্পোরারী। আমরা বাইরে কোথাও যেতে হলে যেতে পারব কি পারব না ঠিক নেই। তারপর গাড়ীর রাস্তার কথা যদি চিন্তা করেন তাও দেখবেন অস্থায়ী। ত্রিপুরাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালভাবে কিছুই নেই। আসাম আগরতলা যে রাস্তাটা আমরা দেখেছি মাল বোঝাই একটা ট্রাক আসতে গেলে রাস্তা আপনি থেকেই ফেটে যায়। এই হল রাস্তার অবস্থা। আমাদের ত্রিপুরার উন্নতি করতে গেলে রেল লাইনের দরকার। কিন্তু এবারের কেন্দ্রের বাজেটে তার নাম গন্ধও নেই। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের যত টাকা দেবার

কথা ছিল সেই টাকাও তারা দেননি। তাহলে পরে আমরা কি দেখছি? কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা কিছুই পাইনি। এর মধ্যে বিগত জোট সরকার যেভাবে দেনা করে গেছেন সেটা পরিশোধ করতে হবে আমাদের। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেটের মধ্যে রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য বাজেট ধরেছেন সেটা আমরা সবাই দেখেছি। আর এই রাজ্যে পর পর ৩ বার বন্যা হয়ে গেল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পর আপনার বক্তব্য রাখবেন। এই সভা আজ বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলতে চেয়েছিলাম যে পুর্ত দপ্তরের সড়ক ও সেতু নির্মাণ ও উন্নয়নের কথা, দেখা গেছে এতে মাত্র ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন এবং সেটা পাশও হয়েছে। জোট সরকারের আমলে জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসের মধ্যে একদিন বলেছিলেন ভূমিকম্পের জন্য শিলাছড়ি ও ঘোড়াকাপ্পার যে ৪০ কিলোমিটার রাস্তাটা ছিল সেটা শেষ হয়ে গেছে। রাস্তাটার কোন চিহ্নই দেখতে পারলেন না। ভূমিকম্পের জন্য রাস্তাগুলি এই রকম ভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। এবার এই প্রথম আমরা শুনলাম এই সমস্ত বক্তব্য, দেখা গেল তিন তিনবার বন্যা হয়ে গেল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যটার মধ্যে, এই বন্যার ফলে আসাম আগরতলা রোড বাদে যে সমস্ত লিংক রোড আছে ডিভিশন টু ডিভিশন, মেইন রোড টু সাবডিভিশন রোড সেগুলির কোনটা ক্ষত, কোনটা অক্ষত অবস্থায় আছে। তবে খুব বেশী অক্ষত অবস্থায় রাস্তাগুলি আছে, সেই রকম কোন পরিচয় এখানে নেই। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখলাম এখন পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসর পরে ঐ খেদাছড়ার মধ্যে এখনও রাস্তা গিয়ে পৌছায়নি। তারপর পূর্ব বাচাইবাড়ী, শিকারীবাড়ীতেও এখনও রাস্তা গিয়ে পৌছায়নি। এই ধরনের আরও অনেক জায়গাতে এখনও রাস্তা গিয়ে পৌছায়নি। তারপর রাজনগরে গিয়ে দেখুন সেখানে থেকে কলকাবাড়ীর, যে রাস্তাটা ছিল সেটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বন্যার ফলে ব্লকের পক্ষ থেকে যেটাকে করা হয়েছিল। তারপর দেখা গেছে বিলোনীয়াতে গিয়ে দেখলাম মেইন রোড ছাড়া যতগুলি লিংক রোড আছে সবগুলি নষ্ট হয়ে গেছে এই বন্যার ফলে। এই বন্যার ফলে মানুষের কি

অবস্থা হয়েছিল, চারটা দিন অনবরত বৃষ্টি হওয়ার ফলে তারা একদিকে পাহাড়বন্দী অন্য দিকে জলবন্দী হয়ে ছিল। ধরুন পূর্ব বাচাই বাড়ীর গোপাল নগরের যে শিকারী বাড়ী সেখানে তাদের যদি বাড়ী থেকে নামতে হয় তাহলে জলই তাদের প্রথম রাস্তা। অনবরত বৃষ্টির ফলে সেই জল যখন ফুলে উঠল তখন অন্য দিকে পাহাড় ধ্বসতে শুরু করল তখন তাদের বাড়ীটা টিকে থাকবে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল এবং দেখা গেছে কিছু কিছু বাড়ীর অর্ধেকটা ধ্বসে গিয়েছিল। কল্যানপুরেও সেইম ঘটনা ঘটেছিল। স্বাধীনতার ৪৬ বৎসর পরেও আমরা অনাহারে থাকি, মানুষ বলে তারা আমাদেরকে মনে করেন নি, আমাদের কে মানুষ বলে গণ্য করার হিসাব নেই। গ্রামাঞ্চলে রাস্তা ঘাট না থাকার ফলে আজ পর্য্যন্ত আমরা সাধারণ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারিনি। একফোঁটা পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি আমাদের আজ পর্য্যন্ত। রোগীর জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করতে পারিনি বা পারিনা আমরা। কেন এই অবস্থাটা হলো:— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তার জন্য কেন্দ্রকে আমি বলতে চাই তাদের যে প্রদেশ আছে সেখানে গিয়ে দেখুন তাদের বাজেটে কত কোটি টাকা করা হয়েছে। আমাদের যদি সারা বছরে লাগে ১২ কোটি টাকা, তাদের তবে এক মাসেই লাগে ১২ কোটি টাকা। এই হল অবস্থা। তাদের এই বৈষম্যমুলক আচরনের জন্য স্বাধীনতার ৪৬ বৎসর পরেও আমরা অনাহারে মরি স্বাধীন ভারতবর্ষের মধ্যে থেকে। তাহলে পরে কি আমি বলব না যে কেন্দ্রে যারা আছেন তাদের কোন মানবতা বোধ নেই। যেহেতু তাদের কোন মানবতা বোধ নেই সেহেতু আজকে তারা সেই ব্যাপারে সচেতন। তাই তারা মানব অধিকার কমিটি গঠন করার জন্য প্রতিটি জায়গায় উদ্যোগ নিচ্ছে, আজকে তাদের চোখে পড়েছে যে প্রতিটি মানবের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য কমিটি গঠন করা দরকার। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমি বলছি যে তারা সুস্থ সবল দেহ নিয়ে কোন দিন মানব হিসাবে থাকতে পারে না। যাই হোক আমরা বন্যার প্রসঙ্গে বলছিলাম, বন্যায় কারণে ত্রিপুরার রাস্তা ঘাটের যে অবনতি হয়েছে সেই জন্য বলছিলাম সেই জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের আবেদন রাখছি— কাজেই এই দিক থেকে এখান থেকে, এই হাউস থেকে অনুরোধ করব কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য, বন্যার জন্য রাজ্য সরকার থেকে যে টাকা চাওয়া হয়েছিল সেই টাকা পুরাপুরি না দিলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করতে পারব না। শুধু তাই নয় এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য শুধু রাস্তাঘাট বা ব্রিজ তৈরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পূর্ত্ত দপ্তরের মাধ্যমে যে সমস্ত শিক্ষার জন্য বা বিভিন্ন

স্কুল বা অন্যান্য গৃহ তৈরী হবে সে সমস্ত গৃহগুলি কি দিয়ে তৈরী হবে? কাজেই সেই দিক থেকে যাতে আমরা ঘর তৈরী করতে পারি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য আরো বেশী বরাদ্দ করার জন্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকের ডিমাণ্ড নাম্বার—১৪, মেজর হেড ৩০৫৪— এইখানে ৬ কোটি ১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। সেই জায়গায় আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কেননা, লাউগাঁও বাজারে মুহুরী নদীর উপরে একটা ব্রিজ দরকার সেখানে এই সম্পর্কে একটি কথাও এইখানে বলা হয়নি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যেখানে কাজগুলি অসম্পূর্ণ রয়েছে সেখানে সেগুলি সম্পন্ন করারও কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না এবং নেওয়ার কোন পরিকল্পনাও আছে কিনা তাও সুস্পষ্ট নয়। কারণ আমরা একটা জায়গাতে দেখেছি স্যার, বিলোনীয়ায় যে পাকা সেতু হচ্ছে এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে সে সেতু সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে "সেতুর কাজ সম্পন্ন হবে ১৯৭৫ সালের মধ্যে"। কিন্তু এই ব্রিজের কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও একটা সেতুর কাজ সম্পন্ন করা গেল না। সেটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তারজন্যে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছিল— মাননীয় মন্ত্রীর নজরে আনা হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে "এইটা ১৯৯৫ সালের মধ্যে হবে।" কাজেই যে বাজেট সংশোধনের কথা বলা হয়েছে তাতে পরিস্কারভাবে জনকল্যাণের জন্য যেসমস্ত কাজ করা দরকার সে সমস্ত কাজে কোন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

তারপর কাজ কিভাবে হবে স্যার, বিলোনীয়ায় আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্ত দপ্তরের কাজ হওয়ার মত কোন সুবিধা নেই। দুই দলের মধ্যে মারামারি এমন অবস্থা দক্ষিণ ত্রিপুরার এ. সি, অফিস এবং এগজিকিউটিভ অফিস সেখানে কাজ করার কোন উপায় নেই। দুই দল প্রকাশ্য দিনের বেলায় পিস্তল, বোমা ইত্যাদি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছেন। যারফলে এই অফিসের একজন মহিলা কর্মচারী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অসুস্থ হওয়ায় তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। এই অবস্থায় আজকে সেখানে এক অচলাবস্থা চলছে। এবং এই অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কাজ হচ্ছে না।

তারপর ফর্ম—১১ তে কাজ দেওয়া হবে বলে এইটাও ঝুলানো অবস্থায়

রয়েছে স্যার, তার কারণে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মনগরে, উত্তর ত্রিপুরায় দক্ষিণ ত্রিপুরায় এবং সদরের বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি পি, ডাব্লিউ ডি,র কাজ হওয়ার কোন সুবিধা নেই।

আরও দেখলাম, বন্যা হয়েছে এবং বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রীজ নষ্ট হয়েছে। আমরা দেখলাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেখানে গেলেন, ব্রীজ পরিদর্শন করবেন। কিভাবে তাড়াতাড়ি করে করা যায়, জনকল্যাণে আনা যায়। তখন দেখলাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদয়পুরের একজন কনট্রাক্টরকে গাড়ীতে করে নিয়ে গেলেন। নিয়ে গিয়ে কি কাজ করেছেন জানি না। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েই ঐ কনট্রাক্টরকে কাজটা দিয়ে আসা হলো স্যার। এইভাবে দপ্তরের টাকাগুলিকে পরিকল্পিত ভাবে খরচ না করে কিছু লোককে তুষ্ট করে দেওয়ার যে একটা চক্রান্ত সেই চক্রান্তের সঙ্গে স্যার, একমত হতে পারছি না। বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনীয় রাস্তার কাজ ৯০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। বিলোনীয়াতে ৯০ লক্ষ টাকা ফ্লাড ডেমিজ এ রাস্তা নষ্ট হয়েছে। এই জিনিষগুলির পরিসংখ্যান না দিয়ে বিভিন্ন জয়গা থেকে টাকা এনে সেই টাকা পেটুয়া কিছু কনট্রেক্টারকে দিয়ে দেওয়ার যে চক্রান্ত সেই চক্রান্তের জন্য ডিমাণ্ডকে সমর্থন করা যায় না স্যার। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮ মেজর হেড ২২১৫। সেখানে আরও দরকার ড্রিংকিং পারপাসে। মনুর মুখ এবং এস,বি,সি, নগর গ্যারেজ টিলায় ডীপ্ টিউব-ওয়েল দরকার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে ডীপ টিউব-ওয়েলের কথা কোথাও উল্লেখ রয়েছে বলে দেখতে পাইনা স্যার। যেখানে আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আন্ত্রিক হচ্ছে, কলেরা হচ্ছে পানীয় জলের কারণেই এই সমস্ত সমস্যাগুলি আসছে। সে জায়গাতে যদি বিশুদ্ধ জল পানের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে কেমনভাবে হবে স্যার? সেখানে বলা হয়েছে কি? মার্ক-টু-টিউব-ওয়েল, টিউব-ওয়েল ও রিং ওয়েল এগুলি স্যার, অনেক দিন আগেকার। আজকে স্যার, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা করছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যায় জর্জড়িত গ্রামগুলিতে পানীয় জলের সুযোগ জনগণের কাছে পৌছে দেওয়া যায় তার জন্য ডিপ্ টিউব-ওয়েল বসানোর জন্য যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাগুলি স্যার এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। এখানে এই সরকার এই বছর কত ডিপ্ টিউব-ওয়েল এখানে বসাতে চান এবং এবিষয়া কাভার করতে চান এই ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। কাজেই এই ব্যাপারে আরও বিচার বিবেচনা করার জন্য আমি কাট মোশান এনেছি স্যার। বিশুদ্ধ পানীয় জলের দরকার। কারণ অসুখ আসে কখন? রোগ হলে অসুখ আসে। রোগটা কেন হয়? তার জন্য

বিশ্লেষণ করে যাতে ব্যবস্থা না দেওয়া হয় তাহলে প্রয়োজনীয় টাকা অপ্রয়োজনে ব্যয় হয়ে মানুষের কাজে আসবে না। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮, মেজর হেড ২৭০—সেখানে ৫১ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ধরা আছে সেচ ব্যবস্থার জন্য। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ জমি সেচ এলাকা আছে। ত্রিপুরা কৃষি নির্ভর রাজ্য। সেই জায়গাতে মাত্র ২০ শতাংশ জমি সেচের অধীন। লোক সংখ্যা অনুপাতে সেই চাপকে আমরা উতরিয়ে উঠতে পারি বা খাদ্য সমস্যা আমরা দূর করতে পারি, এই অল্প সংখ্যক জমিতে বেশী সংখ্যক ফসল ফলাতে পারে তো ভাল সেচের ব্যবস্থা দরকার। সেটা দিয়ে যদি গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা করা না হয় তাহলে সেচ ব্যবস্থা কোথা থেকে আসবে স্যার? টাকা ধরা হলেও কৃষকের তাতে কোন লাভ হবে না। টাকাটা ঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা দেখতে হবে। এক একটা সেচের যে কমাণ্ড এরিয়া আসে সেখানে যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে হয়না স্যার। অনেক সময়ই স্যার, বিধানসভায় প্রশ্ন আসে এবং পাল্টা প্রশ্ন আসে যে সরকার কি করেছেন আর ঐ সরকারই কি করছেন। সেচ ব্যবস্থা একটা সরকারের ব্যাপার নয়। এটা রাজ্যে যে সরকার থাকুক। এটা গভীর ভাবে যদি আমরা চিন্তা না করি এবং সুচিন্তিত বক্তব্য না নেওয়া হয় একটা সরকারের সঙ্গে আর একটি সরকারের কর্ম পদ্ধতি না থাকে তাহলে এই সমস্যা দূর করা যাবে না। সেচের এলাকা বাড়ানো যাবে না। কাজেই কিছু স্কীম দরকার। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬ মেজর হেড ২৪০৩। সেখানে ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা আছে। আমি বলছি সেখানে আরও বেশী করে ফার্স্ট এইড সেণ্টার, ডিসপেন্সারী, হসপিটেল করা দরকার। কেননা স্যার, রাজ্যে কৃষি ব্যবস্থা ঠিক ঠিক করতে গেলে সেখানে হালের গরু দরকার। গরুর রক্ষনাবেক্ষণ দরকার। সেটা যদি ঠিকভাবে হয়, ভেকসিন যদি ঠিক সময়ে দিতে পারে তাহলে কৃষি কাজের অগ্রগতি আসবে। আজকে স্যার, বর্ডার এলাকার পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণে হাজার হাজার গরু নেমে যাচ্ছে। যার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে এক জোড়া হালের গরুর দাম ১০ হাজার, ১২ হাজার, ১৫ হাজার টাকা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যাপারে যদি ব্যবস্থা না নেন এবং সেই জায়গায় পাওয়ার টিলার কিনে ৪০-৫০ হাজার টাকা খরচ করে কৃষকদের চাষ করার কোন সুবিধা নেই। কাজেই সেই জায়গায় ফার্ষ্ট-এইড-সেণ্টার, সাব প্লেন আরও বেশী এরিয়া এবং ট্রাইবেল এলাকাতে দরকার। এগুলি করার সময় কোথায় স্যার? সারা রাজ্যের মধ্যে প্রথম জায়গা কোন্‌টা? সেক্রেটারীয়েট যেখানে আইন রচনা করা হয়, দেশের মানুষের উপকারের চিন্তা করা হয়, পরিকল্পনা করা হয়। সেই জায়গায় এখন পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে এখানে ডিম, ঘি পাওয়া যায়। এখানে ডিম, ঘি কার

কল্যাণে পাওয়া যায় ? স্যার, এখন যে বীজ ত্রিপুরা রাজ্যে যদি থাকে সেই যে, মুরগী তিন মাসের মধ্যে ডিম দিতে পারে। সেই ডিম বাজারে বিক্রি করতে পারে। এটা কিভাবে স্যার ? বিগত দিনের সরকার যদি এই কর্মকাণ্ড না করত তাহলে এই ডিম বিক্রি করতে পারত না। এই ডিম সেক্রেটারীয়েটে বিক্রি না করে অন্য জায়গায়ও বিক্রি করতে পারত স্যার। কনজিউমার্স এবং বিভিন্ন জায়গাতে ন্যায্যমূল্যের দোকানে ডিম বিক্রি করতে পারত। কিন্তু এই সমস্ত জায়গায় না দিয়ে ঐ সেক্রেটারীয়েটের মধ্যে দিয়েছে। কারা কিনে সেখানে ? যাদের কথা বলেন আপনারা, গরীব মানুষের কথা, কৃষকের কথা, শ্রমিকের কথা সেই শ্রমিক পায় আপনাদের এই কম দামের ডিম ? কাজেই স্যার, এই ডিমাণ্ডের টাকার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না।

কাজেই আমার আর একটি ডিমাণ্ড ৪৩, মেজর হেড ২২৩০ যেটা অ্যামপ্লয়মেন্ট পলিসি। এই অ্যামপ্লয়মেন্ট পলিসি মানতে পারছি না স্যার। যেখানে সারা রাজ্যের মধ্যে শিক্ষিত বেকার আমাদের সরকারের হিসাব মত একটা উত্তরে দেখতে পারছি ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩০৭ জন। সেখানে অর্দ্ধ শিক্ষিত বেকার আরও অনেক বেশী প্রায় সমপরিমাণ।

সেই জায়গাতে এখন সরকারের কাজ হচ্ছে ছাঁটাই করে দেওয়া আর এখন ত্রিপুরাবাসীকে শিখাচ্ছে ফিনান্স, ফিনান্স শিখতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ? আমি বেকার আমার কি অপরাধ ? আমি দরিদ্র ঘরের ছেলে আমার কাজ চাই। একটা সরকার ডি, আর, ডাব্লিউ, কনটেজেন্সী এটা সব সরকার দেয় স্যার। আজকে এই সরকার বার বার বলছে ফিনান্সের অর্ডার নেই। যখন ঐ কমলপুর নোটিফায়েড এরিয়া অফিস থেকে কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে জোট আমলেরও আছে দ্বিতীয় বাম আমলেরও আছে। এই বিধানসভায় ছাঁটাই হয়েছে। এই বিধানসভায় জোট আমলেরও আছে ২য় বাম আমলেরও আছে। আজকে যারা ফিনান্স বুঝাচ্ছেন তারা দ্বিতীয় সরকারের আমলে কোথায় ছিলেন। দ্বিতীয় বাম সরকার কেন ফিনান্স সম্পর্কে রাজ্যবাসীকে বোঝান নি ? আজকে বিভিন্ন জায়গাতে শত শত কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে সরকার নিশ্চুপ হয়ে বসে আছেন। ছাঁটাই হচ্ছে বিধানসভায়, ছাঁটাই হচ্ছে পৌরসভায়, ছাঁটাই হচ্ছে জুট মিলে এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় চক্রান্ত করে বিভিন্ন বাগানগুলিতে যে সমস্ত ডি, আর, ডাব্লিউ কর্মী এগ্রিকালচার ফার্মে আছে হর্টিকালচার ফার্মে আছে সেখানে আজকে তাঁরা যেতে পারছে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে

শ্রীঅমল মল্লিক :— কাজেই এই সমস্ত কারণে আমি এই ডিমাণ্ডের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। বিরোধীদের আনা সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ মহোদয়। সময় ৮ মিঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে ৩৬নং ব্যয় বরাদ্দ ভেটেনারি দপ্তরের এটা কে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে এটা রাজ্যে ভেটানারি দপ্তরের আওতায় বহু ডিসপেনসারি, হাসপাতাল, স্টোর এই ধরণের ফার্ম অনেক কিছু আছে সারা রাজ্যের মধ্যে। রাজ্য যদিও ছোট তার মধ্যে বহু সাব-ডিভিশন যেমন আগরতলা, সোনামুড়া, বিলোনীয়া, সাব্রুম, উদয়পুর, অমরপুর, খোয়াই, কৈলাশহর, ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর, গণ্ডাছড়া, লংতরাই-ভ্যালি। এই ১৩টি সাব-ডিভিশনের মধ্যে অসংখ্য ফার্ম বলুন, হাসপাতাল বলুন অনেক কিছু আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি গত জোট সরকারের আমলে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালগুলি অকেজো করে রাখা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য যেসমস্ত ফার্ম বেশ কিছু ফার্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধ্বংসের একটা লীলাভূমি আগরতলার আর, কে, নগর। আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারি। আমরা দেখেছি জোট আমলে এই রাজ্যে যে ভেটেনারি দপ্তর যিনি মিনিষ্টার ছিলেন বিল্লাল মিঞা তিনি টাকাতে বিবাহ করেছেন। জানি না কোন সম্রাট পরিবারের এবং কোন সম্রাটের মেয়ে বিবাহ করে ত্রিপুরায় এনেছেন। সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু বিবাহের সময় যে সমস্ত কাণ্ড কারখানা পত্রপত্রিকায় আমরা দেখেছি আশা করি সকলেই অবগত আছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ অবগত আছেন। আমি সেই দিন পত্রিকায় দেখেছি আর, কে, নগর থেকে যদিও শুকরের ফার্ম নেই কিন্তু শুকর ছাড়া অন্যান্য যত রকম পশু আছে, পাখী আছে মুরগীকে অনেক সময় পাখী বলা যায়। এই ধরনের বহু পাখী নিয়ে বিবাহের সময় কেটে বিবাহ উৎসবে লাগিয়েছেন। তার পরিমাণ হল আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে ৮০ কুইন্টাল মাংসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ৮০ কুইন্টাল মাংস সহজ কথা নয়। তা ছাড়া সোনামুড়া সাবডিভিশানের বিভিন্ন জলাশয় থেকে ৪০ কুইন্টাল মাছ ও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। ৪০ কুইন্টাল মাছ, ৮০ কুইন্টাল মাংস মোট ৬ লক্ষ লোকের নিমন্ত্রণ। সম্ভবত বাংলাদেশের থেকে বিশেষ করে

ঢাকা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম এই সমস্ত অঞ্চল থেকে ৫ লক্ষ লোক ত্রিপুরায় আসেন উনার বিয়েতে। তাদের আসার সময় জানিনা কোনো পাশপোর্ট-এর ব্যবস্থা ছিল কিনা। ত্রিপুরা থেকে সম্ভবত সেখানে ১ লক্ষ লোক যোগ দান করেন। পত্রিকায় দেখেছিলাম সেইদিন বিবাহে ৬ লক্ষ লোক হয়েছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিবাহ ত্রিপুরা রাজ্যের কিরিটবিক্রম মানিক্য বাহাদুর যে বিবাহ করেছিলেন আমরা পত্রিকায় সেই দিন দেখেছিলাম ৩১ বৎসর পূর্বে সে কিরিট বিক্রম মানিক্য বাহাদুরের বিবাহ পর্যন্ত ম্লান হয়ে গিয়েছে এই বিল্লাল মিঞার বিবাহের কাছে। এই বিবাহে সরকারী ফার্মের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আগরতলা আর কে নগর ফার্ম থেকে ৪০ বস্তা গুঁড়া দুধ নিয়েছিলেন বিবাহের জন্য এই বিল্লাল মিঞা সাহেব সেখান থেকে নিয়েছিলেন আরো ৫০ কেজি ঘি। এই ৫০ কেজি ঘি নেওয়ার পর ও তাহার ভাই সেলিম মিঞাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নগদ টাকার জন্য। সেখানে যে অফিসার ছিলেন তিনি নগদ টাকা না দিতে পেরে তাহার ভাই সেলিম মিঞাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে বল্লেন আমি আসি আপনি বসুন। তারপর তিনি চলে গেলেন ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে। আমরা পত্রিকায় দেখলাম এই সমস্ত কাণ্ড। তাই আর. কে, নগর ফার্মের মধ্যে যদি এই ধরনের ক্রিয়া কাণ্ড হয় তা হলে সারা রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য ভেটেনারী ফার্ম বা অন্যান্য ভেটেনারী স্টোর বলেন বা হাসপাতাল বলেন ডিস্‌পেনসারী বলেন সবই অকেজো হয়ে গিয়েছিল সেইদিন বিল্লাল মিঞা যখন মন্ত্রী ছিলেন। তাই আজকে আমি সমর্থন করি বাজেটকে। এই রাজ্যের সমস্ত ফার্ম বা ভেটেরিন্যারী ডিপার্টমেন্টকে উন্নত করার জন্য এই বাজেটের প্রয়োজন। স্যার, আমি আপনাদের সামনে আরো একটা ঘটনার কথা বলতে পারি যে ধর্মনগর কদমতলার মধ্যে হঠাৎ করে একদিন দেখলাম ভাঙ্গা একটা ঘরের মধ্যে একটা হাসপাতাল শুরু হয়ে গেল। সেখানে আগেই ছিল একটা ভেটেনারী। কদমতলায় একদিন হঠাৎ করে মাইকিং শুরু হয়ে গেল যে মন্ত্রী বিল্লাল মিঞা আসবেন এই কদমতলাতে। আমি পরের দিন সকাল বেলায় দেখলাম এখানে এসেছে মন্ত্রী শ্রীমতি বিভারানী নাথ, স্পীকার জ্যোতির্ময় নাথ, সঙ্গে মন্ত্রী কালিদাস দত্ত, এ ছাড়াও আরো অনেকে। হঠাৎ করে দেখলাম ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে হাসপাতাল উদ্বোধন করা হলো মন্ত্রী বিলাল মিঞা ঘোষনা দিলেন আজ থেকে কদমতলাতে ভেটেনারী হাসপাতাল মুঞ্জুর হল। সঙ্গে সঙ্গে তারা একজন ভেটেনারী ডাক্তার নিয়োগ করলেন। মাস খানেকের মধ্যে ঘরখানা বড় ঝাপটায় পরে গেল। তারা আবার কদমতলা গরুর বাজারের মধ্যে নিয়ে বসালেন সেই হাসপাতাল। সেই

হাসপাতাল এখন গরুর বাজারের মধ্যেই আছে। সেখানে কোন লোকজন যায় না। সেখানে খবর নেই কিছুই নেই। তাই আমি এই ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্য আমি বলছি কদমতলায় গিয়ে এই দুরাবস্থা দেখে আসবেন। এবং জোট আমলে যে সমস্ত কাণ্ড ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরন এই হাউসের সামনে তুলে ধরলাম। আমি আশা করব এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের এই ভেটেনারি ডিপার্টমেন্টকে সাহায্য করবে যাতে করে ডিপার্টমেন্ট এর উন্নতি হয়, হাসপাতালগুলির যাতে উন্নতি হয়। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই বাজেট ধরা হয়েছে। আমি এই বাজটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকের আলোচ্য ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির মধ্যে বিরোধী পক্ষ থেকে বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কাট মোশানগুলি দিয়েছেন এবং আমার দেওয়া কাট মোশানগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার—৩০ মেজর হেড— ২৪০৫ আমার কাট মোশান হল— Need to extend pisciculture in the hilly streams revutes through constructing dams in the suitable sides. কারণ, এই পাহাড়ী রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতে দুই টিলার মাঝখান দিয়ে যে ছড়াগুলি বয়ে চলেছে, সেগুলিতে বাঁধ দিলে পর মিনি ব্যারেজ তৈরী করা যায় এবং সেগুলিতে মৎস্য পালন থেকে মাছের পোনার চাষ পর্যান্ত করা যায়। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে সে রকম কিছু করার জন্য দপ্তর থেকে কোন ব্যয় বরাদ্দ না রাখায়, দপ্তর কর্তৃক যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। অথচ, আমাদের জোট সরকারের আমলে এই ধরনের প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য, অনেকগুলি প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল, বাম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে জোট সরকার কর্তৃক স্থিরিকৃত প্রকল্পগুলিকে ভেস্তে দেওয়া হয়েছে। পাহাড় অঞ্চলে এই সমস্ত স্ট্রীমগুলিকে কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে জাতি উপজাতি অংশের গরীব কৃষকদের আর্থিক উন্নয়ন করা যায়, তার কোন ব্যবস্থাই এই বাজেটের মধ্যে নেই, তার সেজন্যই আমি ডিমাণ্ডের বিরোধিতা করে এই কাট মোশানটা এনেছি। আর, এই ডিমাণ্ডের উপরই আমার আর একটা কাট মোশান পলিসি মেটারের উপর। সেটা হল Disapproval of the policy of establishing Fisheries College in Tripura.

কিন্তু বাম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে দেখছি, জোট সরকার কর্তৃক গৃহীত সেই উদ্যোগকে

ভেঙ্গে দিয়েছে। সেখানে ফিসারী কলেজ স্থাপিত হলে শুধু যে মৎসজীবীরাই উন্নত প্রথায় মৎস্য চাষ করার ট্রেনিং পাবে তা নয়, অন্যান্য যারা মৎস্য চাষে উৎসাহী তারাও এই সুযোগটা পাবে। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে আমরা এই সরকারের সে রকম কোন উদ্যোগই দেখতে পাচ্ছি না। সেই কারনেই এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। তবে, আমার সন্দেহ হচ্ছে যে পরিমান ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তা শুধু ক্যাডারদের পাইয়ে দেওয়ার জন্যই রাখা হয়েছে। আমার আর একটা কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ২৬—মেজর হেড—১৪৩০ এর উপর। সেটা হল—Need to conduct training on Animal Husbandary in the Trible areas specially in regerd to keeping high bried cows pigs etc. জোট সরকারের আমলেই ত্রিপুরাতে একটা ফিসারী কলেজ স্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেটা হওয়ার কথা ছিল মহারানীতে। উন্নত মানের গাভী, শূকর ইত্যাদি রাখার জন্য। এটার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত কৃষকরা আছে তাদের হাতে উন্নত মানের শূকর ও গাভী পৌছে দেওয়ার জন্য দরকার আছে। কিন্তু তার জন্য সুষ্ঠ পরিকল্পনা চাই। সেটা এই সরকারের নেই। যদি থাকতো তাহলে বুঝতাম এই বামফ্রন্ট সরকারের জনগণের জন্য কিছু করার ইচ্ছা আছে। নুতন করে কোন জায়গায় উন্নত মানের শূকর ও গাভী কৃষকদের হাতে পৌছে দেওয়ার জন্য অর্থ সংস্থান থাকতো তাহলে এই ডিমাণ্ড কে সমথন করতে পারতাম। এমনিতে বলা হচ্ছে টাকা নাই কিন্তু অ্যানিমেল হাসবেনড্রীতে কর্মচারীদেরকে ট্রেন্সফার করতে টাকার কোন অভাব হচ্ছে না। এই ট্রেন্সফার করতে গিয়ে কর্মচারীদের ডি, এ, টি, এ, ইত্যাদি বাবদ প্রচুর টাকা সরকারের খরচ হচ্ছে। সেই জন্য আমি এই ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান এনেছি। আরেকটা ডিমাণ্ড আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হলো ফ্লাড কনট্রোল যে ডিমাণ্ডের উপর অমল বাবু বিরোধী দলের সদস্য একটি কাট মোশান এনেছেন। সেখানে পলিসিগত ত্রুটি রয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বলা হয়েছে বাজেটে যে এক কিলোমিটার জায়গায় বাধ দেওয়া হবে আর বাদ বাকী করা যাবে না। এত লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে রেখে বলা হচ্ছে এর বেশী করা যাবে না। কাজেই এটা সমর্থন যোগ্য নয়। এখানে বন্যার জন্য টাকা হয়েছে। অন্যদিকে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। এক এক জন কর্মচারীকে ৫০/১০ টাকা করে দিতে হচ্ছে।

কারোর কারোর কাছ থেকে ২০০,৩০০ টাকা জোর করে নেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র কর্মচারীরাই নয়, গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও ১০০ টাকা করে চাঁদা দেওয়ার

জন্য বলা হচ্ছে। ৫০ টাকা দিলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এভাবে হাজার হাজার টাকা কালেকশান করা হচ্ছে। এই যে টাকা কালেকশন হচ্ছে, তার হিসাব কি এখানে দেওয়া হবে? স্যার, মাননীয় সদস্য অমল বাবু এখানে যে কাট মোশান এনেছেন সেই কাট মোশান সহ আমার এবং অন্যান্যদের যে সমস্ত কাট মোশান এখানে রাখা হয়েছে তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি সরকারের কাছে আবেদন করব, এখানে আমাদের কাট মোশান সহ যেন উনারা উনাদের ডিমাণ্ড গুলি পাশ করিয়ে নেন। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য ৮ (আট) মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীসুধন দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, এইখানে আমি প্রথমে ব্যয় বরাদ্দের উপর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যর যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধিতা করছি এবং ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করে অমি আমার বক্তবা রাখছি। আমি প্রথমে মৎস্য দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের উপর কথা বলতে চাই। আমরা লক্ষ্য করেছি, গত ৫ বছরে এই রাজ্যের মৎস উৎপাদন কোথায় গিয়ে নেমেছিল। বিগত বামফ্রন্ট সরকার সুপরিকল্পিত-ভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। সেটাকে ধ্বংস করার পথে নামিয়ে আনা হয়েছিল জোট সরকারের আমলে। শুধু তাই নয় রাজ্যের অসংখ্য মৎসজীবিদের জীবিকার মধ্যে আঘাত নেমে এসেছিল বিগত ৫ বছরে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, মৎস উৎপাদনের যে সমস্ত জায়গাগুলি ছিল অর্থাৎ, সমস্ত জলাশয়গুলি ব্যক্তি মালিকানায়, যাদের পেশী শক্তি আছে, যাদেরকে নির্বাচনের কাজে এবং অসামাজিক কাজে অবৈধ ভাবে ব্যবহার করা যায় সেই সমস্ত লোকদের হাতে অবৈধ ভাবে জলাশয়গুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। বামফ্রণ্টের আমলে যাদের জাল আছে তাদের জলাশয়, এই নীতি এই অধিকার ছিল। সেটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। সমবায়গুলিকে ধ্বংস করার জন্য অত্যন্ত সুপারিকল্পিত ভাবে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন জোট সরকার। সেই কারনেই সমস্ত জায়গায় সমবায়গুলি মৃতপ্রায় অবস্থায় আছে। একটি জলাশয়ও নির্বাচন করে দেওয়া হয়নি। স্যার, উদয়পুরে 'ত্রিপুরা সুন্দরী মৎস সমবায় সমিতি' একটি জলাশয় পেয়েছিল। অর্থাৎ নির্ধাচন করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে সেই জলাশয় দেওয়া হয়নি। তারা হাইকোর্টে কেস্ করে কেস্ পেয়েছিল। হাইকোটের রায় সত্বেও তাদেরকে জলাশয় দেওয়া হয় নি। শুধু

তাই নয়, এই ৫ বছরে কি করা হয়েছে? স্যার, গতকাল মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিসংখ্যানে আমরা জানতে পেরেছি, মৎস্য দপ্তরের অনেক উন্নতি হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। মাত্র দু' মাসে (এপ্রিল-মে মাস) মৎস দপ্তরের ইনকাম হয়েছে ১৮ লক্ষ টাকা। গত ৫ বছরে এই দু' মাসের আয়ের ধারে কাছেও আসতে পারে নি জোট সরকার। সরকার সুচিন্তিতভাবে মৎস্য দপ্তরের উন্নয়নের জন্য চিন্তা করছেন। কাজেই এখানে ছাঁটাই প্রস্তাব এনে সেই মৎস্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতাকে স্তব্ধ করে মৎস্য জীবিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এই ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি এখানে মৎস্য দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রতি হেকটরে ২ হাজার কে,জি, থেকে তিন হাজার কে জি। পোনা এবং মাছের বীজ উৎপাদনে ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই এগিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলি মাছের চাহিদা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে মৎস্য দপ্তর আজকে অগ্রসর হচ্ছে। এবং সেইভাবে পরিকল্পনা গ্রহন করা হচ্ছে। এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বাজেটে ব্যায় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক ওঁরা বাজেটের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। উনারা যে দৃষ্টিভংগী গত পাঁচ বৎসর চলেছিলেন, সেই দৃষ্টিভংগী নিয়ে আজকে বাজেটের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। আমরা দেখেছি এই জোট সরকারের আমলে এ্যাপেকস্ ফিসারীর লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করে দিয়ে সেটাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে আসা হয়েছে। উনারা যে লুটপাট করতেন সে জিনিষটাই উনাদের বক্তব্যের মধ্যে বার বার ফুটে উঠেছে। উনারা বার বারই বলছেন যে ক্যাডার বাহিনী বাজেটের টাকা আত্মসাৎ করবে। উনারা গত ৫ বৎসর ধরে যে ভাবে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা এখনও তাঁদের মাথার মধ্যে ঘুরছে। কাজেই উনাদের চরিত্রটাই উনাদের বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। আমি আশা করব মৎস্য উৎপাদনে ত্রিপুরা রাজ্যটাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে, মৎস্য জীবিদের প্রতি গত পাঁচ বৎসর যে বিশ্বাসঘাতকতা আপনারা করেছেন, এখন সেই বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তাদের উন্নতির লক্ষ্যে এই ব্যয় বরাদ্দকে আপনারা সমর্থন করবেন। এই বিশ্বাস রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, একটা প্রসঙ্গ আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে কিছুক্ষন আগে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় উনার বক্তব্যে বিধানসভাকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু বিধানসভার নিয়মানুযায়ী মাননীয় স্পীকারের অফিস সম্পর্কে হাউসে কোন বক্তব্য রাখা যায় না। সুতরাং মাননীয় সদস্য মহোদয় উনার বক্তব্যে বিধানসভা সম্পর্কে যেটুকু বক্তব্য রেখেছেন সেটাকে প্রসিডিংস থেকে এ্যাকসপাঞ্জড করার জন্য আপনার নিকট আবেদন রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সেটা আমি দেখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার (খয়েরপুর) **:—** মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর।

শ্রীপবিত্র কর :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে ব্যায় বরাদ্দের দাবীগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধী সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করছি। স্যার, এই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে ছোটবেলার একটা গল্প আমার মনে পড়ছে। মাষ্টার মশাই চুপি চুপি বলে দিয়েছেন যে এবার গরু সম্পর্কে রচনা আসবে। ছাত্রটি গরু সম্পর্কে রচনা শিখে এসেছে। কিন্তু পরীক্ষার সময় গিয়ে দেখল যে এরোপ্লেন সম্পর্কে রচনা এসেছে। তখন সে ছাত্রটি কি আর করবে সে এরোপ্লেন সম্পর্কে রচনা লিখতে আরম্ভ করেছে যে আমি এরোপ্লেনে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু কোথায় যাব সে সম্পর্কে কোন কিছু নেই। সে লিখতে আরম্ভ করেছে এরোপ্লেনটি যখন উড়তে আরম্ভ করেছে তখন আমি নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কিছু গরু মাঠে চড়ছে। গরুর একটি লেজ, একটি মাথা, দুটি কান ইত্যাদি। অর্থাৎ গরু সম্পর্কেই রচনা লিখতে আরম্ভ করেছে। তেমনি মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়দের অবস্থাও সেই রকম। যে কথাটি উনাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই কথাগুলিই এখানে বলছেন সেটা আর, ডি, ডিপার্টমেন্টই হোক, ফিসারী ডিপর্টমেন্টই হোক, পি, ডাবলিউ, ডি, ডিপার্টমেন্টই হোক, সেখানে উন্নয়ন মূলক কাজ নেই। ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে যে সেখানে খরচ করলে জনগণের উপকার হবে না ইত্যাদি। আপনাদেরকে আমি একটা কথা বলতে চাই যে, আপনারা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থের চিন্তা করে আপনারা কাজ করে যান। এখানে বাজেটে যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটা জনগণের কল্যাণের জন্য। প্রতিটি ইস্যুতে বলে আসছেন আপনারা (বিরোধীরা) এ' টি, টি, একের কথা, প্রতিটি ইস্যুতে বলে আসছেন আইন শৃংখলার কথা। ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে শান্তির বাতাবরণ

সৃষ্টি হয়েছে সেই শান্তির বাতাবরণ আগে ছিল না। গত ৫ বছরের আমি আর, ডি. ডিপার্টমেন্টের কথা বলতে চাই সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামঞ্চলের যে চেহারা করা হয়েছিল শশ্মানে পরিণত করা হয়েছিল। সেই জায়গায় আজকে যে বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার মধ্য দিয়েই নুতন ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের ১০ বছরের শাসনকালে যে সমস্ত সম্পদ তৈরী হয়েছিল তার মধ্য থেকে একটা রাস্তাও কি আপনারা পরিষ্কার করেছিলেন বুকে হাত দিয়ে বলুন তো? যে ব্রিজগুলি করা হয়েছিল, তারপর কি আপনারা একখানা ব্রিজ করেছেন, ব্রিজগুলির কাঠ পর্যন্ত আপনারা খেয়ে রেখেছেন। টিউব-ওয়েলগুলির মাথা নেই। আমি একটা ব্লকের কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে, জিরানীয় ব্লক কারণ এই ব্লকের আমি মেম্বার তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমার এলাকার সমস্ত খবর নিতে হয় এবং তখনই জনসাধারণের কাছ থেকে জানতে পারি যে এই টিউব-ওয়েলগুলির মাথা নেই এবং অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এই ব্যাপারে জনসাধারণও আমার কাছে আসছেন কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারছি না। মার্ক-টু-টিউব ওয়েলেরও একই অবস্থা মার্ক নেই কাজেই টিউব ওয়েলও নেই? প্রত্যেক জায়গায় এই অবস্থা আপনারা (বিরোধীরা) করে গেছেন এবং তারপর আপনারা আবার ছাঁটাই প্রস্তাব আনছেন, এটার বেসিস কি? পাইপ কেলেংকারী, এই পাইপ কেলেংকারী সম্পর্কে আপনারা পত্রপত্রিকায় দেখেছেন, সবাই দেখেছেন তাই আমি বলতে চাই সরকারের যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে এবং জনকল্যাণ মূলক কাজ না হয়ে থাকে তাহলে বিরোধিতা করা যায় কিন্তু বিরোধী সদস্য হিসাবে বিরোধিতা করতে হবে এটা ঠিক নয়, এটাই নিয়ম। বিগত ৫ বছরে জোট সরকার যে সম্পদগুলি ধ্বংস করে গেছেন সেখানে আমরা প্রাণের সঞ্চার করতে চাই। এই প্রাণের সঞ্চারের বিরুদ্ধে সেটার জবাব কি আপনারা দিতে পারবেন? অবশ্য তাতে আপনাদের ভালই হয়েছিল। সে জন্যই এখন আপনাদের খুপরির ভিতর থাকতে হচ্ছে কারণ এই সম্পর্কে আমরা তো কিছু খোঁজ খবর রাখি। কারণ বিগত ৫ বছরে যে অপকর্ম করেছেন, যে চুরি করছেন, যে অন্যায় করেছেন তার ফলশ্রুতি হিসেবেই এখন শুধু বামফ্রন্ট কর্মীরাই নয় এমন কি কংগ্রেসের কর্মীরাও বিভিন্ন জায়গায় ঐ সমস্ত অপকর্মের কথাগুলি বলেছেন এবং তার জবাব চাইছেন কিন্তু উনারা জবাব দিতে পারছেন না। খোঁজ নিতে গেলে প্রাক্তন মন্ত্রীদের বাড়ীতে সেখান থেকে বলা হয় শিলচর গেছেন, এখানে গেছেন, সেখানে গেছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সঠিকভাবে যে বরাদ্দ আনা হয়েছে আর, ডি, ডি ডিপার্টমেন্টের জন্য তার জন্য সমর্থন জানাই। আরও বেশী জানতে পারলে আমি খুশী হতাম, আরও

বেশী টাকা বাজেটে ধরলে ত্রিপুরার জনগণ খুশী হতেন। সেই পরিমাণে আনতে পারেননি। সেই জায়গায় বাধা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং নবম অর্থ কমিশন আমাদের কমিয়ে দিয়েছে। বিরাট বিরাট বরাদ্দ আনা হয়েছে পার্লামেন্টের মধ্যে। কিন্তু ত্রিপুরার জন্য তেমন কিছু শোনা গেল না। সেই জায়গায় আমি বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখব শুধু বিরোধীতা করার জন্য বিরোধীতা নয়, আপনারা যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলি তুলে নিয়ে ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে, নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য আপনারা সাহায্য করবেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত, সময় ৮ মিনিট।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেটে ক্রীড়ার জন্য যে বাজেট ধরা হয়েছে তাকে সমর্থন করছি এবং পাশাপাশি বিরোধী বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে ছাঁটাই প্রস্তাব আনার মত যে ধৃষ্টতা দেখাননি তারজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। স্যার আমাদের ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর মধ্যে জনগণনার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ এবং স্বাধীনতার ৪৬ বৎসর পরও জাতীয় কোন ক্রীড়ানীতি না থাকায় বা কোন পরিকল্পনা না থাকায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে পেছনের সারিতে এখনও রয়ে গেছে। আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ছাত্রছাত্রীদের সমাজ গঠনের হাতিয়ার তৈরী করার জন্য উনারা একটা বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন। খেলাধূলাকে রাজ্যের ব্লক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তর পর্যান্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমরা দেখেছি শরৎকালীন এবং শীতকালীন যে সমস্ত খেলাধূলা হতো বামফ্রন্ট সরকারের সময়েতে সেগুলি উৎসবের রূপ নিত। এই ৫ বৎসরে এই শরৎকালীন এবং শীতকালীন খেলাধূলা শ্মশানের নিস্তব্ধতায় ফিরিয়ে নিয়েছে। বামফ্রন্ট এর সময় প্রতিটি স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হত। কিন্তু গত ৫ বৎসরে একটি ক্ষেত্রেও তারা কোন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে নি। আমরা দেখলাম এই ৫ বৎসরে গ্রামে শহরে কোন রকম ক্রীড়াসম্পদ তৈরী হয়নি, উপরন্তু সমস্ত রকম ক্রীড়া সামগ্রীকে ধ্বংস করা হয়েছে। আমরা দেখলাম ক্রীড়া দপ্তর থেকে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে ক্রীড়া সামগ্রী কেনার জন্য। সেই অর্থ দিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রীর বাড়ীর আসবাব পত্র ক্রয় করা হয়েছে। আপনারা বনমালীপুরের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী রতন চক্রবর্তীর বাড়ীতে গেলে দেখতে পাবেন ক্রীড়া দপ্তরের টাকা দিয়ে কেনা আসবাব পত্রগুলি। আপনারা শুনে আশ্চার্য্য হবেন তখন কেন্দ্রে জনতা সরকার এবং রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ছিল। বাধারঘাটে রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য একটা স্টেডিয়াম নির্মাণের একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ

সেখানে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দুঃখের বিষয় যে কেন্দ্রে ইন্দিরার জমানা ফিরে আসে এবং তারপরে রাজীব জমানা ফিরে আসে। রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। সেই ষ্টেডিয়াম গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখলাম মাননীয় ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী উনার এক আত্মীয়কে দিয়ে কাজ করান। সেখানে সাড়ে ২৫ কোটি টাকার বাজেট তৈরী হয় সেই বাধারঘাট স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য। আমরা দেখলাম রতন চক্রবর্তীর আত্মীয়কে দিয়ে সাড়ে ২৫ কোটি টাকার একটা বাজেট তৈরী হয় সেই বাধারঘাটে স্টেডিয়াম নির্মাণ করার জন্য। আমরা দেখলাম পশ্চিমবঙ্গবাসীর যন্ত্রনায় শ্রীমতি মমতা এসে সেখানে প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে আবার পুনরায় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন। কি অবস্থায় আছে বর্তমানে সেই স্টেডিয়াম, কেন্দ্র বলছে না সেখানে কোন স্টেডিয়াম হবে না, আমাদের কোন অর্থ নেই, আমরা দুই কোটি টাকার বেশী সেখানে দিতে পারব না। আমরা বলেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মান উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রীড়ার ক্ষেত্রে মান উন্নয়নের জন্য সেই স্টেডিয়াম আমরা নির্মাণ করব। কেন্দ্রের কাছে আমরা দাবী করেছি আপনারা আমাদেরকে ৫ কোটি টাকা অন্তত দিন, বাকী যা টাকা লাগবে সেটা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কাছ থেকে আদায় করে আমরা সেই ষ্টেডিয়ামকে গঠন করে রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমরা জোয়ার আনতে চাই। ক্রীড়ায় যারা নিযুক্ত হয়েছেন গত পাঁচ বছর যাদের ক্রীড়া অঙ্গনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না, স্যার, আমরা দেখেছি অনুপ্রবেশ শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই ঘটেনি, গত পাঁচ বছরে অনুপ্রবেশ ঘটেছে ক্রীড়াঙ্গনেও। সেখানে বাহির দেশের খেলোয়াড়দের নিয়ে আসা হত, আর রাজ্যের খেলোয়াড়রা সেখানে বঞ্চিত হত। স্যার, গত পাচ বছরে মন্ত্রীদের বাসভবনে অনেক ব্যয় হয়েছে এবং সেই হিসাব বিধানসভাতেও এসেছে। কিন্তু যে মিনি ষ্টেডিয়াম উত্তর ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরায়, উদয়পুর ও কৈলাশহরে বামফ্রন্ট সরকার শুরু করে গিয়েছিলেন, সেই বামফ্রন্ট সরকারের সময়ের শুরুটা সেই শুরু থেকে আর এক পাও এগোয়নি গত পাঁচ বছরে। কাজেই আমি বলতে চাই ক্রীড়াক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন সেগুলিকে কার্যকরী করে আমরা রাজ্যের ক্রীড়া জগতে একটা সংহতি আনতে চাই এবং সুস্থ সংস্কৃতি ও সুস্থ সভ্যতার ক্ষেত্রে ক্রীড়াঙ্গনকে আমরা সচল করতে চাই। কাজেই এই লক্ষ্যে এখানে বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় জীতেন্দ্র চৌধুরী, সময় দশ মিনিট।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার দপ্তরের ডিমাণ্ড নং ৫১ এর যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার উপরে এখানে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ ছাঁটাই প্রস্তাব আনার জন্য ধৃষ্টতা দেখাতে পারেন নি। তারা হয়তো এটা বুঝতে পেরেছেন যে, তারা গত পাঁচ বছরে ত্রিপুরার যুব সমাজকে যেভাবে অবক্ষয়ে ঠেলে দিয়েছেন এবং দিয়ে যেভাবে রাজ্যটাকে ধ্বংস করার জন্য ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরকে সেখানে তার বরাদ্দকে প্রতি বছর বছর কমিয়েই দিয়েছেন এবং যেটুকু বরাদ্দ ছিল সেই বরাদ্দের টাকাগুলিও ঠিক ঠিকভাবে খরচ করেননি। আমরা এবার এটাকে গতবারের তুলনায় অনেক বাড়িয়ে এনেছি। যেমন গতবারের আর্থিক বছরে বরাদ্দ করা হযেছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, শেষ পর্যান্ত সেই টাকা থেকে তারা খরচ করতে পেরেছে মাত্র ১ কোটি টাকা, ৪০ লক্ষ টাকাই নেই। অন্য খাতে ক্রীড়া দপ্তরের টাকা তারা ব্যয় করেছে। আমরা এবার সেই জায়গাতে স্পোর্ট এবং ইয়ূত সার্ভিসের ২২০৪ মেজর হেডে ১ কোটি ৯১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করার জন্য বরাদ্দ চেয়েছি। তারপর ২৫৫১ মেজর হেডে ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং ৪২০২ মেজর হেডের কেপিটেল আউটলে অন্য এডুকেশান স্পোর্টস অ্যাণ্ড কালচার সেখানে দেড় কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ আমরা চেয়েছি। এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যেদিন বাজেট বক্তৃতা করেন সেদিনই আমাদের এই ক্রীড়া দপ্তরকে অধিক অর্থ এখানে ব্যয় করার জন্য আমাদের পরিকল্পনাকে আরও ব্যাপক স্তরে পৌছানোর জন্য ওনার বক্তব্য-এর মধ্যে এখানে তিনি বলেছেন যে জনশক্তি বিকাশে অন্যতম শর্ত হচ্ছে সুষ্ঠু দেহ সুস্থ মন।

কিন্তু আমাদের বিরোধীরা তারা যদিও এইটার উপরে কোন ছাঁটাই প্রস্তাব আনেননি। কিন্তু তারা গত পাঁচ বছরে এই দপ্তরের কাজকর্মকে ব্যাহত করেছেন। ত্রিপুরার যুব শক্তিকে নষ্ট করার জন্য, ক্রীড়া জগৎকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য, সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস শাসকরা যা করছেন, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে শাসকরা যা যা করতে তারা এখানেও তাই করেছেন। সেই দিক থেকে আমরা একটা জোয়ার সৃষ্টি করছে চাই, কেননা যুব সমাজকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার না করা যায় তাহলে আগামীদিনে দেশ গঠন করা সম্ভব হবে না। এই দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রগতির চিন্তা করতে পারি না। সেই জায়গাতে এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন বাধারঘাট সম্পর্কে। এখানে বাধারঘাট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হয়-সেই ১৯৮০ সালে জনতা সরকার তখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিলেন। সেই জনতা সরকারের

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র চন্দ এখানে একটি স্টেডিয়ামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। সেই সরকারের কমিট্‌মেন্ট ছিল এই রাজ্যেকে সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। কিন্তু তারপর ইন্দিরা গান্ধীর সরকার গেল, রাজীব গান্ধীর সরকার তারপর নরসীমা রাও সরকার-এরা কিছুই করেননি, শুধুমাত্র ভিত্তি প্রস্তর এবং অন্যান্য রাজনীতির নর্তন কীর্ত্তনের পালা এখানে করে গেছেন।

আরো মজার ব্যাপার—সেই পশ্চিমবাংলার অগ্নিকন্যা মমতা ব্যানার্জী উনি অনেক অগ্নিবানী বর্ষন করলেন আমাদের এখানে এসে- বললেন রতন চক্রবর্তীকে মাননীয় সদস্য এখানে আছেন—যিনি তখনকার প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী—"যা টাকা লাগবে দেওয়া হবে ত্রিপুরা রাজ্যের স্পোর্টস্ কমপ্লেকস্ স্টেডিয়াম গড়ে তোলার জন্য।" দেখা গেল সেখানে ২৫'৫ কোটি টাকার পরিকল্পনা নেওয়া হলো সেখানে সাড়ে পঁচিশটি পয়সাও আনতে পারলেন না।

এরপর শিলং-এ মিটিং হলো। সেখানে বলে দিলেন ত্রিপুরার প্রতিনিধিদের যে দেড় কোটি টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু পাঁচটি পয়সাও দেওয়া হয়নি। আজকে সেই সরকারের সেই ভদ্রমহিলা মন্ত্রীতে নেই। কেন্দ্রে নতুন মন্ত্রী এসেছেন। কিন্তু তিনি সাফ বলে দিলেন যে- "মমতা ব্যানার্জী কি বলেছিলেন না বলেছিলেন তার দায়ভার আমরা গ্রহন করবো কেন?" এই হলো ওদের নীতি। এভাবে একটা দশক ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার কারণে আমাদের এখানে স্টেডিয়াম গড়ে তুলতে পারিনি। কিন্তু এখন আমরা নূতন করে উদ্যোগ নিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। এবং আমাদের রাজ্যের জনগণের, ক্রীড়ামোদীদের, ক্রীড়ামোদী মহলের এবং এই রাজ্যের যারা বিভিন্ন আধা সরকারী বা সরকারী সংস্থায় রয়েছে তাদের সকলের সহযোগিতায় আমরা এই বৎসরই কাজটা হাতে নেব এবং যেভাবেই হোক এই স্টেডিয়ামের কাজটা আমরা সম্পন্ন করবই।

এরপর আমি গত পাঁচ বছরের ক্রীড়া দপ্তরের ইতিহাস সম্পর্কে। স্পোর্টস্ অথোরিটি অব্ ইন্ডিয়া যারা বিভিন্ন রাজ্যকে ক্রীড়া বা খেলাধূলার জন্য উৎসাহ যোগানোর জন্য টাকা দিয়ে থাকে। আমাদের এইখানকার একটা স্কুলকে তারা নির্বাচন করেছিল—উমাকান্ত একাডেমীকে, গত পাঁচ বছর আগে। ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হলো এইখানকার মাঠ ডেভেলাপমেন্ট করার জন্য এবং এখানে যাতে একটি মিনি স্টেডিয়াম গড়ে তোলা যায় সেই জন্যে। এই পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করা হলে পরে

আরো টাকা দেওয়া হবে স্তরে স্তরে। কিন্তু সেই পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে পয়সাও তারা খরচ করতে পারলেন না। এবং শুধু তাই নয় আগে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মহিলা ক্রীড়া, গ্রামীণ লেভেলে পঞ্চায়েত লেভেলে ক্রীড়ার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করা হতো তখন গ্রামে গ্রামে উৎসব লেগে যেত। আমরা কি ক্রমশঃ ক্রমশঃ করে ব্লকের মাধ্যমে খেলাধুলার জন্য যেসব সরঞ্জাম বিলি করার ব্যবস্থা ছিল সেটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখানে কাগজ পত্রে দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে কয়েকটা ব্লকে কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ব্লকে গিয়ে দেখা গেল এবং বি, ডি, ওরা বলছেন স্যার, টাকাটাতো নেই। এই হেডে টাকা এসেছে। কিন্তু খেলার জন্য কোন একটা পঞ্চায়েতে বল দিয়েছেন,, খেলাধুলার আয়োজন করেছেন-এমন কোন নজীর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন না। ক্রীড়া চর্চার জন্য যৎসামান্য টাকা ওরা বরাদ্দ করেছেন তাতে তারা নয় ছয় করে এই রাজ্যের যুবসমাজকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন রাজনীতি করে নিজেদেরকে বাঁচাতে গিয়ে এভাবে পরিকল্পিতভাবে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। আপনারা জানেন এখানে শুধু নয় ভারতবর্ষে শুধু নয়, সমগ্র পৃথিবীতে এখন কতকগুলি স্বয়ংশাসিত সংস্থার দ্বারা ক্রীড়া ক্ষেত্রগুলি পরিচালনা করা হয়। আমাদের রাজ্যেও এমন ২১টা সংস্থা রয়েছে। ফুটবল, ক্রিকেট এমন ধরনের। সেগুলি সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রনে থাকে না। সরকার থেকে ওরা গ্রান্ট পায়। স্পোর্টস্ কাউন্সিল থেকে ওরা গ্রান্ট পায়। তাছাড়া নিজেরাও অর্থ সংগ্রহ করে। খেলাধুলার মান বৃদ্ধি করার লক্ষে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, বিগত জোট রাজত্বে মন্ত্রীরা গায়ের জোরে বিভিন্ন এসোসিয়েশানে গিয়ে নাম লিখিয়েছিলেন। কর্তা হয়ে বসেছেন। আজকে পত্র পত্রিকায় উঠছে ঐ সমস্ত এসোসিয়েশান কোন কাজ করে নাই। সরকার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রান্ট নিয়েছে। টাকাগুলি নয়ছয় করে আজকে সেখানে তারা হিসাব দিতে পারছেন না আজকে তাদের খুঁজে রাজ্যের ক্রীড়ামোদী মহল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এই রকমভাবে এসোসিয়েসানগুলিকে দিয়ে দুর্নীতি করিয়েছে। তারা খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য কোন চেষ্টা করেন নি। আমাদের সরকার এখানে তিনটি হেডে ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ধরেছেন। যুব সমাজকে অবক্ষয়ের জন্য ঠেলে দিয়েছিল এদেরকে আবার সুষ্ঠ মন, সুষ্ঠ দেহগঠনের জন্য, রাজ্য নির্মানের জন্য যাতে তাদেরকে ব্যবহার করা যায় আমরা তাদের জন্যই এই টাকাটা ব্যয় করব। আমাদের নীতি হচ্ছে গ্রামে গ্রামে আবার খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হবে। পৌর এলাকায় প্রতিটি খেলার মাঠে ওয়ার্ড ভিত্তিক খেলাধুলা হবে। আমরা জানি গত

পাঁচ বছর ক্লাবগুলিকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তর থেকে টাকা দিয়েছে কোন হিসাব পত্র নেই সেখানে। ব্লু-ফ্লিম্‌ দেখানোর জন্য টেলিভিশন সেট দেওয়া হয়েছে। এদের হাতে মদের বোতল তুলে দেওয়া হয়েছে। এরা যাতে সমাজ গঠনের কাজে লাগতে পারে তার জন্য তাদের শক্তিকে সমাজের কাজে ব্যবহার করা হবে। যদিও আমার দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের উপর কোন কাট মোশান আনা হয় নি তবুও অতীতের কথাগুলি বললাম। ত্রিপুরা রাজ্যের যুব মনের বিকাশ ঘটানোর জন্য খেলাধূলার মানকে বিকাশিত করার জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের সেই হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনারা এটাকে সমর্থন করেছেন বা করবেন এই টুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল দাস। সময় ১০ মিনিট।

শ্রী গোপাল দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে আলোচনা করছি যে পশু পালন দপ্তরের উপর বিরোধী দলের সদস্যরা বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক এবং শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়, তারা এখানে কাট মোশান এনেছেন। আমার কাছে অবাক লাগছে এই কারণে যে গত পাঁচ বছর তারা কোথায় ছিলেন ? এই যে এনিম্যাল হাজবেণ্ডারী দপ্তর, সেখানে অমলবাবু অনেক কথা বলেছেন। আমি সেই প্রসঙ্গে পড়ে আসছি। ছাটাই প্রস্তাবে উনারা বলেছেন গ্রামে গঞ্জে আরও ফাষ্ট এইড্‌ সেন্টার, ডিস্‌পেন্সারী, হাসপাতাল দরকার। এই জন্য আমি বলছি গত পাঁচটি বছর উনারা কি কি করেছিলেন ? যে সময় তারা পেয়েছিলেন। তারা এই কাজগুলি করেন নাই কেন ? আসলে এগুলি নিয়ে তাদের ভাবনা চিন্তা করার সুযোগ ছিল না। তারা নিজে-দের ভোগ বিলাস করবেন, উদের ফূর্তি করবেন, না কি জনগণের জন্য তারা ভাববেন ? উনারা এখানে অনেক সুন্দর কথা বলেছেন। ভাল ভাল কথা বলেছেন যে, বর্তমান সরকার এসে মানুষকে ঘি খাওয়াচ্ছে, ডিম খাওয়াচ্ছে। এগুলিতো আগে তাদের পেটেই যেত। আজকে যারা বিরোধী দলের বেঞ্চে বসে আছেন মানুষতো সেখানে পেতেন না। এগুলি তাদের কাছে যেত। তারা সেগুলি ভোগ করতেন।

আজকে যারা বিরোধী বেঞ্চে বসে আছেন জনগণ তাদের বর্জন করেছে। এই জন্য মনের জ্বালা ধরেছে এগুলি চর্ব, চষ্য, লেজ্য পেয়ে যেগুলি আছে, এগুলি তারা বুঝে না, জিহ্বার স্বাদ মিটাতে পারছেন না। এই জন্য অমলবাবু গায়ের জ্বালা এখানে মিটিয়েছেন। উনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে গ্রামেগঞ্জেও যাতে

ঘি সরবাহ করা হয়। আমরা চেষ্টা করব ওনার এই ডিমাণ্ড ফুলফিল করার জন্য। আমরা শুধু আগরতলা শহরে নয়, আমরা যে উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়েছি তাতে আগামী দিনে আমরা এগুলি সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলছি, যে, ওনারা আগে মন্ত্রী এবং এম, এল, এ. থাকাকালীন যেতেন ফার্মে, ফার্মে গিয়ে অফিসারদের বলতেন যে, আমার গাড়ীতে এক খাঁচা মুরগীর বাচ্চা তুলে দিন, ডিমের খাঁচা তুলে দিন। এইভাবে তাঁরা তুলে নিয়ে আসতো। পয়সা দিয়ে আনত না। এখন কিন্তু পয়সা দিয়ে আনতে হবে অমলবাবু বলে দিচ্ছি, আমরা বিনা পয়সায় দিতে পারব না। কাজেই আমরা পরিষ্কার ভাবে বলে দিচ্ছি যে, সেখানে গুণগত পরিবর্তন হয়েছে আপনারা লক্ষ্য করবেন। ১৯৯২-৯৩ সালে সেখানে ডিমের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং তাঁরা উৎপাদন করেছেন ৪০ হাজার। আর আমরা লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছি ৪ লক্ষ ৫০ হাজার। ইতিপূর্বে ৮৯ হাজার ৪১টা ডিম উৎপাদন করেছি। যদিও প্রথম কোয়ার্টারে ৭৬ হাজার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। আমাদের ইতিপূর্বে লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে গেছে। আমরা এবার ৩ লক্ষ ৬০ হাজার হেচিং করব এবং তার মধ্যে ইতিপূর্বে আমাদের টার্গেট ছিল প্রথম তিন মাসে ৭৭ হাজার। আমরা ৮৭ হাজার ইতিমধ্যে হেচিং করেছি। আমাদের মোট এবার উৎপাদন হবে ২ লক্ষ ৬০ হাজার। আমাদের প্রথম তিন মাসে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫২ হাজার। আমরা ইতিমধ্যে ৫৮ হাজার ৪১০টা আমরা উৎপাদম করেছি। আমরা বার্ডস ডিষ্ট্রিবুট করব এবার ১ লক্ষ ৫০ হাজার। আমরা ইতিমধ্যে ১২ হাজার ২৪৮টি সেখানে দিয়েছি। কাজেই পার্থক্যটা বুঝতে হবে। এখানে তাঁরা যে কথাগুলি বলেছেন এব্যবস্থার সঙ্গে এইগুলির কোন মিল নেই। তাঁরা যে কথা বলেছেন যে, গ্রামে গঞ্জে ভেটেনারি ডিসপেনাসারী ইত্যাদি করার জন্য। আমাদের এখানে ৯টি ভেটেনারি হাসপাতাল আছে, ৪৪টি ভেটেনারি ডিসপেনসারি আছে, ২১৭টি ভি, এফ, এস, সি, আছে, ২৩টি স্টকম্যান সেন্টার আছে, আই, এ, সেন্টার আছে ১৫টি, সাব সেন্টার আছে ১১৮টি। আমরা আগামী ১৯৯৩-৯৪ সালে একটি ভেটেনারি হাসপাতাল করব, একটি নতুন হাসপাতাল করব, তিনটি ভি, এফ, এস, সি. কে আপ গ্রেড করব, এস, টি, এরিয়া সেখানে নাকি করা আছে। আমরা ১০টি ভি, এফ. এস, সি, নতুন করে খুলব তারমধ্যে এস, টি, এরিয়ায় থাকবে দুটি। এই অর্থে আমরা এখানে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি।

অমলবাবু যে কাজগুলি করেননি আমরা সেগুলি করব, এটা জনগনের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা দেখেছি সেই দিন তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার

তখন সেখানের অ্যানিমেল হাজবেণ্ডারীতে কিছু নয় ছয় হয়েছে। সেটা আপনারা দেখেছেন। সেখানে তিনি এক পারমিট ইস্যু করে বসলেন, তিনি চিঠি লিখেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে ২৫ হাজার গরুর পারমিট জনৈক গনি মিঞাকে দেওয়ার জন্য। কাজেই এনিমেল হাজবেণ্ডারী দপ্তরকে সেই দিন জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রী বিল্লাল মিঞা পর্যন্ত সেখানে কি নয় ছয় করেছেন, এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে। আমরা ঐ গরু চোরদের পারমিট দেব না। আমরা বাংলাদেশে পাচার করার জন্য, আন্তর্জাতিক চোরকারবারীর জন্য আমরা পারমিট দেব না। আজকে তাঁরা গরুর জন্য চিৎকার করছেন যে, বর্ডার এলাকায় গরু থাকে না সেই পথতো ওনারাই তৈরী করে গেছেন। ওনারাই পাচার বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত, এখনও মদত দিচ্ছেন। কাজেই দয়া করে আর মদত দেবেন না। আপনারা সাহায্য করুন যাতে আমরা কাজগুলি করতে পারি।

স্যার, গ্রামে গঞ্জে গত ৫ বৎসর কৃত্রিম গো প্রজনন এইগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা এসে আবার সেই গুলি পুনরায় চালু করেছি। ইতিমধ্যেই আমাদের যে টার্গেট আছে যে ১৯৯৩-৯৪ সালের মধ্যে আমরা ১২৫টি সেন্টার এই প্রজেনসিমেন ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা কাভার করব। এবং ইতিমধ্যেই অলরেডি আমরা ১২টা কাভার করতে পারছি, বাকিগুলি আমরা ধীরে ধীরে শুরু করব। স্যার, আরেকটা প্রোগ্রাম ছিল এ্যানিমেল হ্যাসবেণ্ডারী অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ প্রোগ্রাম সেটা হল কাব-গ্রো-মিল্ক, সেটা জানেন কিনা তারা জানিনা। সেখানে উন্নত মানের বাছুর হয় তাদের সেই খাবার সংগ্রহ করা হতো যাতে চাষীরা শঙ্কর জাতীয় গাভী পালন করে আরো অর্থনৈতিক স্বনির্ভর হতে পারেন, উৎসাহিত হন, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারেন, নিজের উপার্জন নিজে করতে পারেন এবং বাঁচতে পারেন। আমরা দেখলাম জোট সরকার আসার পর এই সকল কর্মসূচী পর্যন্ত তারা বন্ধ করে দিয়েছে, সেই কাপ-গ্রো-মিল্ক এর জন্য যে টাকা আসত সেটা অর্থাৎ সেই টাকাটা তারা তাদের ভোগবিলাসের জন্য ব্যবহার করত। জানিনা মন্ত্রী বিল্লাল মিঞার বিয়েতেও সেই টাকা গিয়েছে কিনা। যেতেও পারে কারণ মাননীয় সদস্য এখানে যে সমস্ত তথ্য উল্লেখ করেছেন সেই মুরগী ছানা থেকে আরম্ভ করে ডিম পর্যন্ত গিয়েছে। সেই জায়গায় সেই টাকাও যেতে পারে তা অস্বাভাবিক কিছু না। আমরা সেই গুলি আবার পুনরায় চালু করেছি মানুষ যাতে আবার উৎসাহিত হন। শঙ্কর জাতীয় গরু তারা যাতে উৎপাদন করতে পারেন সেখানে যাতে আরো বেশী পরিমানে দুধ

উৎপাদন হয় সেইগুলির দিকে আমরা লক্ষ্য করছি। স্যার আমি লক্ষ্য করছি মাননীয় সদস্য রতিবাবু এখানে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেই ছাঁটাই প্রস্তাবে উনি বলেছেন ট্রাইবেল এরিয়াতে হাইব্রিড গরু ইত্যাদির জন্য ট্রেনিং এর দরকার। এইগুলি ওরা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেখানে আমরা বিভিন্ন স্কীমগুলি রূপায়নের ক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যেই সেখানে বেনিফিসারিজ থেকে আরম্ভ করে সেখানে যাতে তাদেরকে আরো অন্যান্য বিষয়ে উৎসাহিত করা যায়, যারা উন্নত মানের গাভী পালন করতে চান, যারা সেখানে শুকর পালন করতে চান তাদের কে আমরা ট্রেনিং দেব। সেই প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি। উনারা সজাগ হয়েছে কিনা জানিনা, কোন বন্ধু এই ট্রেনস্ফারের মধ্যে আছে কিনা, কারণ এই বিষয়টার উপর খুব রাগ। এতদিন যাদেরকে উনারা এখানে রাখত এদের বন্ধুদেরকে বৎসরের পর বৎসর। আর যারা গ্রামে থাকত বৎসরের পর বৎসর তারা শহরে আসার সুযোগ পেত না তারা শহরের মুখ দেখত না। আমরা এসে ঠিক করেছি প্রত্যেকেই সব জায়গায় যেতে হবে। বৎসরের পর বৎসর শহরে থাকবে শহরে এবং তারা বিভিন্ন বেনিফিট নেবে তা হবে না। কিছু কিছু পত্র পত্রিকায় যাদের সঙ্গে উঠাবসা সেই জোট সরকারের নেতাদের ছিল সেখানে চর্বচুস্যলেহ্য প্রিয় তারা হয়ত পেতেন এখন পাচ্ছেন না, এই সমস্ত কারণে ওরা গায়ের জ্বালা সেখানে মেটাচ্ছেন। গোডাকশানের ক্ষেত্রে যেগুলি ডেভলাপমেন্ট হচ্ছে সেখানে তারা একটা লাইনও ব্যবহার করছেন না। এমন কি স্যার দুধের মূল্য নিয়ে তারা যে নোংরা রাজনীতি করেছে তা তারা একটা লাইন ও ব্যবহারও করেছে না। এমন কি দুধ উৎপাদন যারা করেন তারা আগে যেখানে দুধের দাম ৫.৮০ টাকা পেত এখন তার ৭.৫০ পয়সা পাবেন তাদের জন্য তারা একটা ফোটা কলমের কালি ব্যবহার করলেন না। তারা যদি তা করত তা হলে বুঝতাম যে তাদের জন্য দরদ আছে। তাদের দরদ যারা এখানে তাদের নিজেদের স্বার্থে এই সমস্ত কথাবার্তা লিখছেন মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। কাজেই মানুষ বিভ্রান্ত হবেন না। মানুষ এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এই জনাই এই জমানার পরিবর্তন হয়েছে। কাজেই পুরাতন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য তারা যতই চেষ্টা করুন না কেন মানুষ তাদেরকে সায় দেবে না। জনগণ আমাদের সঙ্গে আছেন। ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষ তাদের পরামর্শ আমরা বলব ঐ কিছু ভোটজুয়া পত্রপত্রিকা যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে জনগণ তাদেরকে বর্জন করেছেন। নিশ্চই আমরা তাদের পরামর্শে চলব-না। আমি আশা করব এখানে যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে এইগুলি জনস্বার্থে নয়। এই গুলি তারা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং আমাদের এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) —: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন দপ্তরের আনা ডিমাণ্ডগুলির পক্ষে এবং বিরোধী দলের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। স্যার, আমার দপ্তরের ডিমাণ্ড নং ৩১ মেজর হেড—২৫১৫, এখানে বিভিন্ন খাতে যে ভাবে খরচ ধরা হয়েছে, আমার মনে হয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বুঝতে পেরেছেন যে তাদের এর বিরোধিতা করা উচিত হবে না, সেজন্য তারা কোন ছাঁটাই প্রস্তাবই আনেন নি, সেজন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ১৯৯৩—৯৪ সালের নন প্লেনে ধরা হয়েছে ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, তার মধ্যে কর্মচারীদের বেতন বাবদ খরচ হবে ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, অনিয়মিত শ্রমিকদের মজুরী বাবদ ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং অন্যান্য খাতে ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। তারপরে আমরা যদি পঞ্চায়েত নির্বাচন করি, তার জন্য লাগবে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, এটাও এই বাজেটের মধ্যে ধরা হয়েছে। তারপর প্লেনে ধরা হয়েছে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে বেতন বাবদে খরচ হবে ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। এছাড়া ভ্রমণ ভাতার জন্য ধরা হয়েছে ১ লক্ষ টাকা, তারপরে পুজার সময়ে গরীব মানুষদের ধুতি, শাড়ী এবং পাছড়া দেওয়ার জন্য ধরা হয়েছে ৯৪ লক্ষ টাকা। আর অন্যান্য খাতে ধরা হয়েছে ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। তারপর নির্বাচনের পর যখন জেলা পঞ্চায়েত হবে, তখন, তার ঘর তৈরী করার জন্য ধরা হয়েছে ২ লক্ষ টাকা। আর, এটা হচ্ছে আমার পঞ্চায়েত দপ্তরের সম্পূর্ণ খরচ। যদিও বিরোধী পক্ষ থেকে এর কোন বিরোধিতা করা হয় নি। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, বিরোধী পক্ষ আমাদের পূর্ত দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের উপর অনেকগুলি ছাঁটাই প্রস্তাব রেখেছেন। আমি, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তারা কি চান না, দামছড়া থেকে খেদাছড়া পর্যন্ত রাস্তা হউক আনন্দবাজার থেকে ভাণ্ডারীমা পর্যান্ত রাস্তা হউক। উনারা কি চান, আমরা নতুন বাজার থেকে রানিবাড়ী বাজার পর্যান্ত রাস্তা না করে বসে থাকি। যেখানে আমাদের রাস্তা করার জন্য আরও বেশী টাকার প্রয়োজন, আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য যেটা করতে পারি নি, তার পরিমান খুব একটা বেশী নয় তবু তারা এর বিরুদ্ধে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন, এটা বড়ই দুঃখের। শিক্ষা খাতে খেদা ও নবীণ ছড়াতে হাই স্কুলের বিল্ডিং, খেলার মাঠ, ইত্যাদি করতে গেলে, চেয়ার টেবিল ছাত্রাবাস করতে গেলে নিশ্চয়ই টাকার প্রয়োজন আছে। খেদা ও নবীণ ছড়াতে হাই স্কুল গড়ে উঠুক, সাতনালা, অক্ষয় ট্রাইবেল এলাকায়, জলেবাসা, যোয়া একটা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায়, হাফলং এর নিউ হাই স্কুল গড়ে উঠুক এটা কি তারা চান না? স্কুলে শিক্ষকদের বসবার জায়গা নেই। গঙ্গা নগর ও ব্রজেন্দ্র নগর সেখানে স্কুল করতে হবে। কাজেই শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ

দেখানো হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এর উপর বিরোধী দলের সদস্যরা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন এই ভয়ে যে বামফ্রন্ট সরকার যদি এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ জনগণের স্বার্থে করেন তাহলে তাদের আর বলার কিছু থাকবে না। বিগত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যা কাজ হয়েছিল সেই কাজ এই চলতি পাঁচ বছরেই করা হবে। তাই আমি বলছি আপনারা গঠনমূলক সমালোচনা করুন। বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধিতা করবেন না। জনগণের স্বার্থের বিরোধিতা এটাতো বিরোধিতা নয়। আপনারা কি রাস্তাঘাট চান না বিদ্যুত চান না? পশু চিকিৎসা চান না? ছাত্রাবাস হউক এটা চান না? কাজেই আমি অনুরোধ করব যে আপনাদের ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি তুলে নেন এবং বিভিন্ন দপ্তরের উপর যে সমস্ত ডিমাণ্ডে টাকা চাওয়া হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমার এখানে ৬টি ডিমাণ্ড, মোট ১,২৬,৭৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। আমি এর বিরোধিতা করছি। বিগত দশ বছর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে টাকা পরিকল্পনা খাতে পেয়েছিলাম প্রতিটা টাকা জনগণের কল্যাণে খরচ হয়েছিল। আমাদের যারা ঘোর শত্রু, রাজনৈতিক দিক থেকে কিংবা অন্য দিক থেকে তারাও কখনো বলতে পারবেন না, আমরা টাকা নয় ছয় করেছি। স্যার, বিগত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পূর্ত দপ্তর। আমি স্যার, মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪ বাদ দিয়ে তার সবগুলি মেনটেনেন্সের উপর। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪ এ উনার কাট মোশান হচ্ছে, মুহুরী নদীর উপর কাউ গাঙ্গে ব্রীজ করার জন্য। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫ এ ডীপ-টিউব-ওয়েলের মেন্টেনেন্সের উপর কাট মোশান এনেছেন। স্যার, মেন্টেনেন্সের টাকা দিয়ে কাজ হয়না। স্যার, পূর্ত দপ্তরের অবস্থা কি ছিল? আমরা ১৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি ধরে বাজেট শুরু করছি। এপ্রিল-মে এই দুই মাসে পূর্ত দপ্তর একটি পয়সাও পায়নি ওয়ার্কের জন্য। জুন-জুলাই মাসে সামান্য টাকা পাওয়া গেছে। ওরা কি করে গেছেন? গত ৫ বছরে সারা ত্রিপুরার কথা বাদ দিয়ে শুধু মাত্র আগরতলা শহর ঘুরলেই দেখা যাবে, প্রতিটি রাস্তা কি অবস্থায় আছে।

গ্রামের কোন রাস্তায় এক টুকরি মাটিও পায়নি। শুধুমাত্র যে সরকারী খাতে ঘাটতি বাজেট তা নয়। এখানে আলোচনা হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা দেনা রেখে যাওয়া হয়েছে। একমাত্র পূর্ত দপ্তরেই যেখানে বিল্ডিং, ইত্যাদি করা হয়, সেখানে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা কন্ট্রাকটাররা পাবেন। রোডস্ ধরলে টোটাল হবে, ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে এ ডি, সি কে দিতে হবে ২কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। স্যার, এই টাকা কোথায় গেছে? আমি বহু উদাহরণ দিতে পারব। এগুলি এনকোয়ারীতে বেড়িয়েছে,। আগে কি ছিল, আর কি করে গেছেন। শুধু মন্ত্রী-এম্, এল. এ, রাই করেছেন তা বলছি না। সবই লুট করে গেছেন এই সমস্ত টাকা। স্যার, ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন? স্যার, কন্ট্রাকটররা পাবেন, ৬ কোটি ২৬.৮২৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ দু'টি মিলিয়ে প্রায় ১৮ কোটি টাকা। ওরা ত কাজ কিছু করেন নি। আমাদের উত্তর, আমরা এখানে যে বাজেট উপস্থিত করেছি, তাতে বলছি না, আমরা সোনার ত্রিপুরা গড়ে ফেলতে পারব। কিন্তু কি হয়েছিল? স্যার, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ সালে ২কোটি ৮০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার পাইপ লাইন ছিল। টোটাল রিপ্লেসমেন্ট ছিল ২কোটি ৯৪ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। মাত্র ১৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার মেটেরিয়েলস্ কেনা হয়েছিল।

স্যার, পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে কি হয়েছিল? ওই ডিপার্টমেন্টে যা রিকোয়ারমেন্ট ছিল গত কয়েক বছরে আমরা দেখছি কোন রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কোন জিনিষপত্র কেনা হয় নি। আমাদের আমলে যে ৯টা রিগ ছিল, সেই ৯টা রিগই আছে। একটা রিগও নূতন কেনা হয় নি গত পাঁচ বছরে। ৬৫টা স্কীম কমিশান করা যায়নি পাম্প, মোটর এবং পাইপের অভাবের জন্য। কন্টিনিউয়িং স্কীম যেগুলি আণ্ডার কনট্রাকশান ছিল এমন ৪০টা স্কীম যেগুলি ম্যাণ্টেনান্সের জন্য আমরা হাতে নেব, বাজেটে বরাদ্দ রেখেছি, সেটার উপর ও উনারা কাটমোশান এনেছেন। স্যার, গত বছরে ম্যাটেরিয়েলস কেনার জন্য প্রয়োজন ছিল ৪.১৩.৫৬ কোটি টাকা। কত কিনেছেন? সমস্ত জায়গায় ওরা টাকা ডাইভারট করে লুটপাট করেছেন। এই ভাবে প্রত্যেকটি দপ্তরকে নিঃস্ব করে দিয়েছেন। তারপর আবার এখানে কাটমোশান আনছেন। বাজেটের প্রতিটি পয়সাকে আমরা কাজে লাগাব। স্যার, মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া তিনি মাথা বিক্রি করে দিয়েছেন। আমি হিসাব দিচ্ছি এই ৫ বছরে শুধু স্টেট প্ল্যানে ওরা যে টাকা পেয়েছিলেন ৮৮ কোটি ৮১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা রোডস এ্যাণ্ড ব্রিজের জন্য, এন. ই. সি প্ল্যান বাদে। ওরা কত দিয়েছিলেন এ, ডি, সিকে। প্রথম চার বৎসর ১ লক্ষ টাকা

করে। ২৬৪ টাকা রাস্তা নর্থ ডিষ্ট্রিক্ট-এ হ্যাণ্ড ওভার করা হয়েছে ৭/৮ বছর আগে। এগুলির ম্যাণ্টেনান্সের জন্য প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকা করে দিয়েছেন প্রতিবছর এবং লাষ্ট ইয়ারে যেহেতু সেটা ইলেকশন ইয়ার তার জন্য ১ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় তো জোট সরকারের আমলে মন্ত্রী ছিলেন, তিনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন? প্রতি বছরে ১ লক্ষ টাকা করে ২৬৪টা রাস্তা ম্যাণ্টেনান্সের জন্য। Expunged as ordered by the Chair. এটা বেরোয় না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে আনপার্লামেন্টারী কথা বলেছেন—'বিকৃত মাথা'। এটা সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধী। এই ভাবে শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। এটা কোন প্রসিডিংস-এ নেই। এটা আন পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি এই আনপার্লামেন্টারী ওয়ার্ডস প্রসিডিংস থেকে এ্যাকসপাঞ্জড করা হোক।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এখানে কোন আন পার্লামেন্টারী কথা বলা হয় নি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, উনি 'বিকৃত মাথা' শব্দটি এখানে উল্লেখ করেছেন। এটা আন পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড। এটা কোন প্রসিডিউ-এর মধ্যে লেখা নেই। এটাকে প্রসিডিংস থেকে এ্যাকসপাণ্ড করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— আপনার কোন শব্দটা নিয়ে আপত্তি? আমি বলছি আপনি যদি শুনে থাকেন আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি বলে থাকেন, এটা বলা উচিৎ নয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, এই শব্দটা প্রসিডিংস থেকে এ্যাকসপাঞ্জড করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— আমি তো রুলিং দিয়েছি, তারপর আবার কি কথা?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আপনারা শান্ত হয়ে বসুন, আমাকে হাউস চালাতে সাহায্য করুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি কয়েক দিন আগে বিধান সভায় হিসাব দিয়েছিলাম যে সমস্ত কমিশন স্কীম আছে সেই সব কমিশন স্কীমের ১২৬টির টিউব ওয়েলের মধ্যে ২০টি বিকল এবং ৪১৯টি লিফট্ ইরিগেশনের মধ্যে ৬১টি বিকল। স্যার, এই সমস্ত অচল কমিশনের স্কীমগুলিকে সচল করার জন্য বাজেটের মধ্যে যে টাকার প্রভিশান রাখা হয়েছে সেই প্রভিশনের মধ্যে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কাট মোশান এনেছেন। স্যার, এখানে ওরা এই সময়ের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন তার বিলোপ আমরা ঘটাতে চাই যার জন্য এখানে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যেও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থিত করেছেন আমরা তার প্রতিটি পয়সা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যয় করব। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আজকে এখানে যে সমস্ত কথা বলছেন আমরা কাজগুলি শুরু করতে পারলাম না এখন পর্যন্ত কিন্তু সেই জায়গায় উনারা কাট মোশান এনেছেন। মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক তিনি তো ট্রেজারী বেঞ্চে ছিলেন, ওনার অবস্থা কি, কি কাজ হয়েছে গত ৫ বছরে, এত টাকা কোথায় গেল তার কৈফিয়ৎ দিতে পারবেন কি ? পারবেন না। কোন জায়গায় কোন কাজের সংস্থান তো দেখতে পাই নি। যার জন্য আজকে এখানে এমপ্লয়মেণ্টের কথা বলছেন। এমপ্লয়মেণ্ট সম্পর্কে আমি এই হাউসে তথ্য উপস্থিত করব। সে দিন মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ৭ হাজার চাকুরী দিয়েছেন। চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের একটা পলিসি ছিল, আপনাদের কি কোন পলিসি আছে ? তৃতীয় লেফট্ ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট চাকুরীর ক্ষেত্রে এখনও কোন পলিসি ডিক্লেয়ার করেন নি। আমরা বিগত ১০ বছরে ইন্টারভিউ ছাড়া একটা চাকুরীও দেই নি। জোট আমলে মন্ত্রী, মেম্বার, নোটিফায়েড এরিয়ার চেয়ারম্যান, উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান তারা অফার নিয়ে গিয়ে চাকুরী দিয়েছেন। এই সমস্ত চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়টি ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল, কি ভাবে লোক নিয়োগ করা হয়েছিল এই সমস্ত তথ্য উপস্থিত করব। আগামী দিনে আমরা কত চাকুরী দিতে পারব কি পারব না সেটা প্রশ্ন নয়। বিগত দিনে যে সমস্ত চাকুরী দেওয়া হয়েছে সেগুলির স্ক্রুটিনি করা হবে, স্ক্রুটিনি করার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেগুলার চাকুরী দেওয়া হয়েছিল আজকে মন্ত্রী পর্যন্ত কিভাবে লিস্ট দিয়েছে অফিসারদের, বাধ্য করেছে তার ডকুমেণ্ট আমার কাছে আছে। নামের লিস্ট করে উইদাউট ইন্টারভিউ জবরদস্তি করে, প্রেসার দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে। আজকে আবার তারা এখানে অ্যামপ্লয়মেণ্ট সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। কাজেই আমি বলব, আমি অনুরোধ করব বিরোধী সদস্যদের তারা যেসমস্ত

কাটমোশান এনেছেন সেগুলি তারা তুলে নেবেন এবং আমরা যে কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি তার সংগে সহযোগিতা করবেন, তারা নিজেরা আত্মসমীক্ষা করবেন এই কয়টি কথা বলে, যে সমস্ত ডিমাণ্ড আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্য্যসুচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৩ ৯৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথম সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব। তারপর মুল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার সুবিধার জন্য স্মরন করিয়ে দিতে চাই এখানে একটি ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় মন্ত্রীর বিবৃতি দেওয়ার কথা ছিল, উনার পক্ষে এই নিয়ে উত্তর দেননি, এব্যাপারে কাট মোশানও আনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি মাননীয় মন্ত্রী সুকুমার বর্মনের কথা বলছেন। উনার ডিমাণ্ড সম্পর্কে কোন একজন মন্ত্রী নিশ্চয়ই বলেছেন, যদি না বলে থাকেন তবে এইটা ঠিক নয়। যিনি মুখ্যমন্ত্রীর ইনচার্জে আছেন তিনিও এই সম্পর্কে বলতে পারেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি ত বলেছি, আমি সব ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় পূর্তমন্ত্রীই শুধু সব ডিমাণ্ড সম্বন্ধে বলেননি, সব মিনিষ্টারাই বলেছেন। তার উপরে যদি কোন স্পেশিফিক সুকুমার বাবুর ডিমাণ্ডের উপর

কারো বলার থাকে, এটার উপর যদি কাটমোশান আনা হয়ে থাকে এই কাটমোশানের বিরুদ্ধে মিনিষ্টারদের মধ্যে কেউ বলতে পারেন, স্পেশিয়েলি মুখ্যমন্ত্রীর ইনচার্জ যিনি আছেন তিনি বলতে পারেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সাধারনতঃ যেটা পদ্ধতি কাট মোশান একই সংগে মুভ্ড হয় এবং ডিস্কাস হয়। মাননীয় মন্ত্রী সুকুমার বাবুর কাকা গতকালকে মারা গেছেন যার জন্য তিনি আজকে হাউসে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এই বিধানসভায় বহু নজীর আছে সমস্ত কাটমোশানের উপর সমস্ত মিনিষ্টাররা আলোচনায় অংশগ্রহন করেননি। মাননীয় সদস্য যখন এটা জানতে চেয়েছেন আমি এইকথা বলব সেটা এই বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে, এই হাউসে মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেছেন, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী আলোচনার সময় সমস্ত দপ্তরগুলি সম্পর্কে, ডিমাণ্ডগুলি সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহন করেছেন, সেটা মেম্বারদের বলার অবকাশ রাখেনা। তা সত্বেও হাউসকে শুধু একথা বলব মাননীয় মন্ত্রী কিসাবী দপ্তরের যেসব ডিমাণ্ড প্লেইস করেছেন এবং তার উপর যে কাটমোশান এসেছে এই কাটমোশানগুলিকে আমি বিরোধিতা করছি এবং মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষে যে সব ডিমাণ্ড উপস্থিত করা হয়েছে তাকে সমর্থন করছি এবং আমি হাউস এর কাছে আবেদন করবো এই কাটমোশানগুলি বাতিল করে ডিমাণ্ডগুলি যাতে গ্রহন করা হয়।

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1993-94.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No — 14 moved by Shri Amal Mallik.— 14—3054.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to set-up Bridge at Lowgong over River Muhuri."

(The Motion was put to voice vote and last)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No.—14— to vote. The question before the House is the Demand No.—14—moved by the Hon'ble Chief Minister-in-charge of the public Works Department 'that a sum not exceeding Rs 36,89,48,000/- (Excluding charge amount of Rs 10,00,000/-) be granted to defray the charges which come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No.—14 under the following Major Heads :—

2059—	Public Works	Rs.	29,58.70,000/-
2202—	General Education	Rs	13,00,000/-
2203—	Technical Education	Rs.	5,00,000/-
2205—	Art and Cultural	Rs.	1,00,000/-
2210—	Medical and Public Health	Rs	10,00,000/-
2216—	Housing	Rs.	95,75,000/-
2235—	Social Security and Welfare	Rs.	2,00,000/-
2403—	Animal Husbedry	Rs.	2,00,000/-
2851—	Village & Small Industries	Rs.	1,00,000/-
3054—	Roads and Bridges	Rs.	6,01,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No....15...to vote. The question before the House is the Demand No....15... moved by the Hon'ble Chief Minister-in-charge of the Public Works Department. "that a sum not exceeding Rs 6,96,22,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No.

15 under the following Major Heads :—

4059—Capital outlay on Public Works—	Rs. 2,13,47,000/-
4202—Capital outlay on Education Sports Art and Cultural—	Rs. 1,82,50,000/-
4210—Capital outlay on Medical & Public Health—	Rs. 2,35,50,000/-
4211—Capital outlay on Family Welfare—	Rs. 5,25,000/-
4235—Capital outlay on Social Security and Welfare—	Rs. 18,00,000/-
4403—Capital outlay on Animal Husbendry—	Rs. 18,00,000/-
4404—Capital outlay on Dairy Development—	Rs. 6,50,000/-
4552—Capital outlay on North Eastern Areas—	Rs. 3,00,000/-
4851—Capital outlay on Village and Small Industries—	Rs. 14,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 16—to vote. The question before the house is the Demand No. 16. moved by the Hon'ble Chief Minister-in-charge of the Public Works Department.

"that a sum not exceeding Rs. 30,09,00,000/- be granted to defary the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads :—

4215—Capital outlay on Housing. Rs, 4,34,00,000/-

4552—Capital outlay on North Easttern Areas. Rs. 5,50,00,000/-

5054—Capital outlay on Roads & Bridges. Rs 20,25,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now the quesiion before the House is the Cut Motion on the Demand No. 18 moved by Shri Amal Mallik on Major Head 2215.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the apecific grievance that :—

"Need to set up more D.T W. for water supply (drinking at (1) Manurmukh, (2) S B.C Nagar ganurrage Tilla."

And Further the Cut motion raised by Hon'ble Shri Amal Mallik on Demand No 18, Major Head—2702.

That the amount of the Demand be reduced to Rs 1/ to represe t disapproval of the Policy underlying the demand viz :—

"Disapprooval of Govt. policy on lift irrigation." And Further the Cut Motion raised by Shri Amal Mallik on Demand, No. 18, Major Head—2702.

That the amount of Demend be reduced to Rs 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. Policy on Minor Irrigation."

And Further the Cut Motion raised by hon'ble Shri Amal Mallik on Demand No. 18, Major Head—2711.

That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. Policy on Flood Control."

Now I am putting all the Cut Motions to vote.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 18 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 18 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the M.I. & F.C. Department, that a sum not exceeding Rs 24,16,62,000/- be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 18, under the following Major Head :—

2215—Water Supply and Sanitation.	Rs.	2,36,70,000/-
2702—Minor Irrigation.	Rs.	21,28,46,000/-
2711—Flood Control.	Rs.	81,46,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 19 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 19 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the M.I. & F.C. Department that a sum not exceeding Rs. 26,59,98,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31sr March, 1994 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

4215—Capital outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs.	14,24,98,000/-

4701—Capital outlay on Major and Medium Irrigation. Rs. 9,55,00,000/-

4705—Capital outlay on Command Area Dev. Rs. 10,00,000/-

4711—Capital outlay on Flood Control Project. Rs. 2,70,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the Demand No. 43. There is one Cut Motion on this Demand.

Now, The question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 43 moved by the Hon'ble Member Shri Amal Mallik, that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/—to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :

"Disapproval of Govt. Policy on employment."

(The Cut Motion was put to voice Vote and lost).

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Demand No. 43 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department that a sum not exceeding Rs. 1,73,79,000/- be granted to defray the charges which will come in course of paymant during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 43 under the following Major Heads :

2230—Labour and Empolyment. Rs. 1,67,79,000/—
4059—Capital outlay on Public works. Rs. 6,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now, the Demand No. 36. There are two Cut

Motions on this Demand.

Now, the question before the House is the Cut Motions on the Demand No. 36 moved by the Hon'ble Member Shri Ratimohan Jamatia, that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :

"Need to conduct training on Animal Husbandry in the Tribal Areas Specially in regard to keeping High breed Cows & Pigs etc".

(The Motion was put to Voice Vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 36 moved by the Hon'ble Member Shri Amal Mallik that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grivence that :

"Need to set up more Animal Hunbandry First Aid Centre, Dispenceries and Hospitals in Sub-plan and Tribal Areas".

(The Motion was put to Voice Vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 36 to vote. The question before the House is the Demand No. 36 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department that a sum not exceeding Rs. 9,85,39,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No 36 under following Major Heads :—

2403—Animal Husbandary	Rs. 8,75,19,000/—
2404—Dairy Development	Rs. 1,08,80,000/—

2552—North Eastern Area Rs. 1,40,000/—

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 42 to vote. The question before the House is the Demand No. 42 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department that a sum not exceeding Rs. 1,01,70,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 42 under the following Major Head :

2056—Jails Rs. 1,61,70,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No 31 to vote. The question before the House is the Demand No. 31 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department that a sum not exceeding Rs. 10,59,69,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 31 under the following Major Heads ;

2515—Other Rural Development Programme Rs. 10,59,69,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the Demand No. 30. There are three Cut Motions on this Demand.

Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 30 moved by the Hon'ble Member Shri Ratimohan Jamatia that amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that :

"Need to extend Pisciculture in the hilly streams revutes through constructing dams in the suitble sided".

(The Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 30 moved by the Hon'ble Member Shri Amal Mallik that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/—to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :

"Disapproval of Govt. Policy on Inlard Fisheries".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 30 moved by the Hon'ble Member Shri Ratimohan Jamatia that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/—to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :

"Disapproval of the Policy of establishing fisheries collage in Tripura".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 30 to vote. The question before the House is the Demand No. 30 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department that a sum not exceeding Rs 7,83,45,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heads :

2405—Fisheries	Rs.	7,81,67,000/—
2552—North Eastern Areas	Rs.	75,000/—
4405—Capital outlay on Fisheries	Rs.	1,03,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker ;— Now I am putting the Demand No. 51 to vote. The question before the House is the Demand No. 51 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Sports & Youth Programme Department that a sum not exceeding Rs. 3'54,20,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 51 under the following Major Heads :

2294—Sports and Youth Services	Rs.	1,91,40,000/—
2552—North Eastern Areas	Rs.	12,80,000/—
4202—Capital Outlay on Education Sports and Culture.	Rs.	1,50,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিশান। আজকের কার্যাসূচীতে একটি (১টি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশান আছে। উক্ত রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজি-উলিশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমার প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশানটি উত্থাপন করার আগে আমি বলছি স্যার, হাউসের মধ্যে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশানের সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় যখন আমরা রিজিউলিশান এনেছি

সেটাকে ওঁরা মেরিটকে নষ্ট করে দিয়ে বিকৃত করে দিয়ে আর একটি সংশোধনী এনেছেন। যে সংশোধনী আমাদের অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের বিরোধীদের প্রতি আনা এবং আমরা যে বিষয়ের উপর আলোচনা চাইছি, সেটার অনেক রাস্তা ছিল, এটাকে সরাসরি বাতিল করে দেওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু আমার আলোচনাকে পুরো বিপরীতমুখী করে আজকে যে নতুন সংশোধনী এনেছেন মাননীয় সদস্য রমেন্দ্র দেবনাথ, উনি অন্য রিজিউলিউশান আনতে পারতেন স্যার। কিন্তু আমাদের রিজিউলিশানকে বিকৃত আকারে তার চরিত্র নষ্ট করে আনার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার রিজিউলিশান উৎথাপন করুন। আপনি যদি কনভিন্স করাতে পারেন তাহলে এই হাউসের অন্যান্য সদস্য সেটা উইড্র করতেও পারে। আপনি এডভান্স কি করে জানলেন ?

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, হাউসে কনভিন্স করার ব্যাপার না—

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে আপনার বক্তব্য আমি বুঝতে পারছি। আপনার বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছি। আপনি যা চাইছেন, তা হচ্ছে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে একটা রিজিউলিউশানকে বাদ দিয়ে অন্য একটা রিজিউলিউশান আনতে পারে না। সেটা কাউন্সিলের পার্লামেন্টিরিয়াল এণ্ড প্রসিডিউরের মধ্যে পরিষ্কার লেখা আছে। মূল যে প্রস্তাব সেটাকে বিকৃত করে, সেটাকে বাদ দিয়ে অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা যায় না। এটা স্পষ্টভাবে লেখা আছে। তারপরে এটা কিভাবে হবে ? কারণ এখানে যেটা চাওয়া হয়েছে সেটা পুরাপুরিভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। কাজেই এটা এখন আমরা কিভাবে আনব ? এটা সম্ভব নয় স্যার, আপনি বলুন। এটা কি ভাবে হবে ? কারণ এখানে যেটা চাওয়া হয়েছে সেটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এটা সম্ভব নয় স্যার। আপনি নিজেই বলুন আপনি একজন আইনের লোক, আপনার কাছে এর পুরাপুরি বিচার পাব, কাজেই বে-সরকারী প্রস্তাব বিরোধী পক্ষ থেকে যা আনা হবে তার পুরাপুরি আমরা বিচার চাইছি। কেন মূল বক্তব্যটাকে বাদ দেওয়া হলো তা আমি আপনার কাছে জানতে চাই। কারণ এখানে স্পষ্ট ভাবে বলা আছে An amendment to be admissible must not be vague or indefinite nor should it be negative in character. It should not be unduly long nor should it raise

multiple issue. An amendment should not seek to widen the scope of the resolution. কাজেই এখানে স্পষ্ট ভাবে বলা আছে। কাজেই আমি আপনার কাছে এর বিচার চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আমি বলছি আপনাদের রিজিলিউশানটি যেটা উত্থাপিত হওয়ার কথা তার মূল বিষয়টা কি ? ও বি সি সম্পর্কে, ও বি সি এর ব্যাপার সম্পর্কে শ্যামাবাবুকে দিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল, জিস্ হচ্ছে এটাই। সেটা কমিটি একটা রিপোর্ট দিয়েছে তখনকার সরকারকে। সেই সরকার সেই কমিটির রিপোর্টটা কার্য্যকরী করা বা সেই রিপোর্টটা কি হল এই সব সম্পর্কে জানা বিষয়টা ও বি সি সম্পর্কে অর্থাৎ মূল বিষয়টা হচ্ছে ও বি সি সম্পর্কে। উনাদের বক্তব্য হচ্ছে মায়নাস্ শ্যামাচরন যে ও বি সি চিহ্নিতকরণ, কিন্তু বিষয়টা ও বি সি সম্পর্কে। কাজেই মেইন বিষয় একটা তার পুটিং দুইটা,। আপনারা বলেছেন যে শ্যামাচরন বাবুরটাকে গ্রহন করা হউক, আর উনারা বলছেন যে না শ্যামাচরন বাবুরটাকে বাদ দিয়ে মূলত গ্রহন করা হউক নুতন একটা কমিটি গঠন করে, মূল যা হচ্ছে এটাই বুঝা যাচ্ছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে সাবমিশান হচ্ছে শ্যামাচরন কমিটি নামক কোন কমিটির রিপোর্ট, ইট ইজ নট এট অল পাবলিস্ এনি অয়ার ইন দিস্ স্টেট ইভেন নট্ ইন দি এ্যাসম্বলি। এই একটা কমিটির এক্জিস্টেন্টস্ বা এইটার কোন রিপোর্ট সে সম্পর্কে কেউ কিছু জানলনা, কিছুই করল না, এটা গ্রহন করা হল কি হল না তারও কোন হদিশ নেই, এই কমিটির কোন রিপোর্ট কোন পত্রিকাতেও পাবলিস্ হয়নি কিন্তু বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ও বি সি সংক্রান্ত সেই জন্যই আমি মনে করি মাননীয় সদস্য যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন এটাই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত, এটাকে ঝুলিয়ে রাখার প্রশ্ন হচ্ছে এই সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আলোচনা করে হাউস যাতে একটা জায়গায় যেতে পারে সেই জন্যই এই এমেণ্ডমেন্ট এসেছে।

মিঃ স্পীকার :— এই সম্পর্কে যেহেতু উনারা বলেছেন যে একটা কমিটি আছে তার রিপোর্ট আছে, আর আপনারা বলছেন কমিটি হয়েছে কিনা, বা তার রিপোর্ট গ্রহন হয়েছে কিনা জানেন না। লেট ইট বি প্রোক্ত, যে কমিটি নেই তার রিপোর্ট গ্রহন করা হয়নি। এটা হল আমার স্পষ্ট বক্তব্য।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, এমেণ্ডমেণ্ট তারা যেটা এনেছে সেটা যদি তারা তোলে নেয় তা হলে আলোচনা করা যেতে পারে সেটা ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যেমন কোন মেম্বার প্রাইভেট মেম্বার রিজিলিয়েশন আনার অধিকার আছে তেমনি তার অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনারও অধিকার আছে কোন মেম্বারের। মাননীয় সদস্য এটা বলতে পারেন না যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট তুলে দেওয়া হউক ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :-- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসের আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখব আপনি যেটা বলেছেন ও বি সি সংক্রান্ত ব্যাপার, যারা ট্রেজারী উদ্বিগ্ন বেঞ্চে উরা কম উদ্বিগ্ন আমরা বেশী অথবা আমরা কম উনারা বেশী আমি সেই তর্কে যাচ্ছি না। মূল পয়েণ্ট হল আপমি যেটা বলছেন ও বি সি উন্নয়নের জন্য এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি আমরা একটা সর্ব্বসম্মতভাবে যদি একটা রিজিলিউশান নিতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় যদি আমকে একটু অনুমতি দেন তা হলে আমি তা পড়ে শুনাচ্ছি। সেটা আমার বন্ধু অনিল বাবু সকাল বেলা কোয়েশ্চান আওয়ারে বলেছিলেন। এখান থেকে আমি একটু বলছি।

স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসের কাছে একটা অনুরোধ রাখছি ও, বি, সি, সংক্রান্ত ব্যাপারে, যেটার কথা আপনিও বলেছেন। এর জন্য যারা ট্রেজারী বেঞ্চে আছেন, তারা কম উদ্‌বিগ্‌ন আর যারা বিরোধী দলে আছেন, তারা বেশী উদ্বিগ্ন, আমি সেই সব তর্কে যাব না। মূল পয়েণ্ট যেটার কথা আপনিও বলেছেন ও, বি, সির উন্নয়নের জন্য, আমি মনে করি আমরা একটা সর্বসম্মত রিজলিউশান এই হাউসে নিতে পারি। স্যার, আপনি যদি পার্মিশান দেন তো আমি সেটা এখানে পড়ে শুনাতে পারি, মাননীয় মন্ত্রী অনিল বাবুও প্রশ্ন উত্তর পর্বেও এই কথা বলেছিলেন, সেটাই আমি অ্যামেণ্ডমেণ্ট আকারে বলছি—"এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে অন্যনা পশ্চাদ পদ শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিকাশের স্বার্থে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে একটি কমিশন গঠন করুক" যেটা এখানে আছে, তারপর আমি বলতে চাই ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী (এখানে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ীই কমিশন করতে হবে) একটা কমিশন গঠন করে রাজ্যে ও, বি, সি চিহ্নিতকরণ যেটা ও, বি, সি ভুক্ত জনগণের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ,

করুন এবং যেটা মাননীয় মন্ত্রী অনিল বাবুও বলেছিলেন যে এই কমিশনের সামনে শচীন বাবু, শ্যামাচরন বাবু কিম্বা অন্য কারো কোন রিকমেণ্ডেশান যদি থেকে থাকে, তার সমস্ত কিছুই কমিশনের সামনে দাখিল করা হউক। আর তা হলেই এটা সর্ব সম্মত একটা রিজলিউশান হয়ে যায়, নিজেদের মধ্যে কোন মতদ্বৈতা থাকে না এবং এতে সর্ব ভাবে পাবলিসিটিও ভালই হবে যে ত্রিপুরা বিধানসভায় সর্ব সম্মত একটা রিজলিউশান নেওয়া হয়েছে, এই সম্পর্কে আমি আপনার মাধ্যমে সবাইকে এই অনুরোধ করছি। কারণ, মাননীয় মন্ত্রী অনিল বাবুও আমাকে বলেছিলেন যে শচীন বাবুর আমলের যে সমস্ত কাগজ পত্র আছে, কিম্বা শ্যামাচরন বাবু কিম্বা অন্য কারো যদি কিছু থেকে থাকে, সেগুলি ও কমিশনে যাবে। কমিশন গঠনের কথা বলেছেন সুপ্রিম কোর্ট, এটা কংগ্রেস, টি ইউ, জি, এস সরকার, কিম্বা সি, পি, এম,সরকার কিম্বা জনতা সরকার এর প্রশ্ন নয়। দীস ইজ এ ডাইরেকশন ফ্রম দি সুপ্রিম কোর্ট, তাদেরই জাজমেণ্টে বলা হয়েছে যে তিন মাসের মধ্যেই কমিশনকে রিপোর্ট দিতে হবে, যাতে এর কাজ শুরু করা যায়। এখন, প্রশ্ন হল, আমরা যদি তর্ক বিতর্ক করে বিলম্ব করি, তাহলে ও, বি, সির যারা উপকার পাওয়ার কথা তা পেতে অযথা দেরী হবে। তাই, সেটা না করে একটা সর্বসম্মত রিজলিউশান যাতে এই হাউসে নেওয়া হয় সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে হাউসের সবাইকে অনুরোধ করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার একটা অবজার্ভেশান আছে, সেটা হচ্ছে যে রিজলিউশানটা এসেছে, সেটা আপনি এলাউ করেছেন এবং তার উপর যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে সেটাও আপনি এলাউ করেছেন। এখন, তার উপর আলোচনা শুরু হচ্ছে, কাজেই এই স্টেজে কোন মাননীয় সদস্য কোন নোটিশ না দিয়ে, মুখে মুখে এই ধরনের কোন এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনতে পারেন কিনা? প্রত্যেক সদস্যেরই রিজলিউশান দেওয়া বা কোন রিজলিউশানের উপর এ্যামেণ্ডমেণ্ট দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন মহোদয় প্রয়োজনীয় নোটিশ ছাড়াই এখানে যে কাজটা করতে চাইছেন, তা এই হাউসের বিবেচনা করার কোন সুযোগ আছে কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি অনুরোধ করবো, এই আকারে রিজলিউশানটা আমার তরফ থেকে নয়, মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের তরফ থেকেই আনা হউক, যাতে এটা সর্বসম্মত ভাবে পাশ করা হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য সমীরবাবু রিজলিউশানটা এ্যামেণ্ড করতে গিয়ে যে বাক্যগুলি যুক্ত করতে চাইছেন, তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এটা করারও তো একটা নিয়ম কানুন আছে,। মাননীয় সদস্য যদি সেভাবে করতেন, তাহলে আমাদের তরফ থেকে কোন আপত্তি ছিল না, উনি শুধু মাত্র 'সুপ্রিম কোর্টের রায়' একথাগুলি যুক্ত করতে চাইছেন, এখানে এ্যামেণ্ডমেড আকারে যে রিজলিউশানটা এসেছে, আর সমীরবাবু যেটা যুক্ত করতে চাইছেন, তার মধ্যে এমন কোন পর্থক্য দেখতে পাচ্ছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আসলে আইন তো মানুষের জন্য আইনের জন্য মানুষ নয়। আমাদের রুলস অব্ প্রসিডিউরে যা কিছু বলা আছে, সেগুলি সবই মানুষের জন্য। আর, আইন আছে বলেই মানুষ তার পিছনে দৌড়াতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

In our Rules of Procedure it is stated that- A resolutiion has been moved by any member mav subject to the rules relating to the resolution moves amendment to the resolution. If the notice of such amendment has not been given one day previous to the date on which the resolution is moved and any member may object to movirg of the amendnent.
অর্থাৎ আপত্তি থাকলে চলে না, কিন্তু আপত্তি না থাকলে চলে।

প্রশ্নটা হচ্ছে কেউ যদি আপত্তি করে থাকে, মিনিমাম একজন সদস্যও যদি আপত্তি করেন যে এটা চলতে পারে না, তাহলে হতো। আপত্তি না করলে এটা চলে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, কমিশন হলে তার একটা টার্মস অব রেফারেন্স থাকবে এবং সেই টার্মস অব রেফারেন্স অনুসারে কমিশন কাজ করবে। সেই জায়গায় আরেকটা কল্জ এনে দিয়ে ঐ সমস্ত কাগজ পত্র দেওয়া ঠিক হবে না।

মিঃ স্পীকার :— যে কোন কমিশন হউক শ্যামাচরন বাবুর কমিশন হউক, শচীন বাবুর কমিশন হউক এবং ঐ ভি, পি, সিংহের আমলে মণ্ডল মিজেও যদি রিপোর্ট পেশ করেন সেটা গভার্ণমেন্ট একসেপট করতে পারে নাও করতে পারে। কোন আপত্তি নেই।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো দেখছি সমীর বাবু অ্যামেণ্ডমেণ্টটাকে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। অমল বাবু যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজি- লিউশান এনেছেন শ্যামাচরণ বাবুর কমিশনকে নিয়ে যে সেটাকে কার্যাকরী করতে হবে। এটা প্রকাশ্যে এসেছে, ওরা তখন ক্ষমতায় ছিলেন হয়তো দেখবেন, শ্যামাচরণ বাবু রিপোর্ট আমার কাছেও আছে। এটা এমনি প্রাইভেটলি গেছে। এটাকে কার্যাকরী করতে বলেছেন। এরপরে বিরোধী দল থেকে সমীর বাবু বলছেন যে একটা কমিশন করা হউক সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী। আসলে সমীর বাবু অ্যামেণ্ডমেণ্টকে সমর্থন করে বসে আছেন। এটা যখন ডিসকাশনের ব্যাপার, একটা রিজিলিউশান এসেছে, তার উপর একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে এবং সমীর বাবু এটাকে সমর্থন করেছেন তাহলে আলোচনা হউক।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, এটাকে এইভাবে দেখলে হবে না। আমি তো বলছি না যে অ্যামেণ্ডমেণ্টটা সমর্থন করছি। জিনিসটাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য আমি বলছি। এর অর্থ এই নয় যে ওদের অ্যামেণ্ডমেণ্টকে সমর্থন করছি, বামেরটা করছি না, শ্যামেরটা করছি। আমি বলেছি যে সুপ্রীম কোর্টের জাজমেণ্টের পরে ঐ জাজমেণ্ট মোতাবেক যে কমিশন হবে তার কাছে সমস্ত পেপার প্লাস করতে হবে। এখন শ্যামাচরণ রিপোর্ট যেটা বলেছি সেটা হলো এই যে — এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিকাশের স্বার্থে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে একটি কমিশন গঠন করিয়া ওবিসি, ও,বি,সি, চিহ্নিতকরণ ও ও,বি,সি, ভুক্ত জনগণের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন এবং ঐ কমিশনের সামনে ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিটির সুপারিশ যাহা ১৫/৩/৯১ তারিখ দাখিল করা হয় তাহা পেশ করা হউক।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এখানে আপত্তি আছে যে এখানে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিটির রিপোর্ট যদি একসেপট হতো তাহলে কোন আপত্তি ছিল না। যে রিপোর্ট একসেপট হয়নি সেই রিপোর্টের উপর প্রস্তাব কি করে রেফারেনসের মধ্যে আনা হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, ইট হেজ বিন অ্যাকসেপটেড বাই দি প্রিভিয়াস কাউনসিল অব মিনিসটারস। এই ফাইল গভর্ণমেনটের কাছে আছে। গভর্ণমেণ্ট থেকে অর্ডার হয়েছে। হয়তো গেজেট নোটিফিকেশন হয়নি। সেটাতে অ্যাডমিনেসট্রেটিভ লোকানো থাকতে পারে। ইট ইজ এ পাবলিক ডকুমেণ্ট।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, It has been accepted by the previous Council of Ministers. এই ফাইল গভর্ণমেণ্টের কাছে আছে। গভর্ণমেণ্টের অর্ডারও হয়েছে। হয়ত গেজেট নোটিফিকেশান হয়নি। তবে It is a peace of avidence and it is Public document. স্যার, আপনি ল'য়ার, আপনি বুঝতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ব্যাপারটা এই জায়গায়? তাহলে তো, পাবলিক ডকোমেন্ট, ডকোমেন্ট নয়, এভিডেন্স, কাউন্টার এভিডেন্স এগুলি দিয়ে হবে না। মূল বিষয় হচ্ছে, ও,বি,সি, বিষয় এবং সুপ্রীম কোর্টের রায়। এটা কারেক্ট। সুপ্রীম কোর্টের রায় নিয়েই হবে। শ্যামাচরন বাবুর রিপোর্ট কিংবা অন্য কারোর রিপোর্ট, মণ্ডল কমিশনের উপর, তা চাইলেও আসবে, না চাইলেও আসবে, এটার উল্লেখে কোন বাধা নেই। এটা থাকলে কোন আপত্তি নেই। কাজেই এটা এভাবে হওয়া উচিত, কিংবা এভাবে হওয়া উচিত নয় বলে এখানে এভাবে হৈ হৈ এ সব বাদ দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায় কথাটা যোগ করলে কোন অসুবিধে আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরবাবু যে প্রস্তাব পড়েছেন, সংশোধনী আকারে, উনার প্রস্তাব আমরা আপত্তি করেছিলাম। আমার আপত্তি এই কারণে, এই স্টেজে তিনি তুলতে পারেন কিনা? যদি তুলতে পারেন, তবে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাব্জেক্টলি। এখানে রুলস্ অব প্রসিডিউর বইয়ের ৮২ (২)তে আছে পরিষ্কার, একথা যোগ করলে কোন আপত্তি নেই, যদি কেহ আপত্তি না করেন। আইনে পরিষ্কার লেখা আছে, If notice of such amendment has not been given one day previous to the day on which the resolution is moved, any member may object to the moving of the amendment ; যে কোন মেম্বার আপত্তি করতে পারেন। and such objection shall prevail, unless the speaker allow the amendment to be moved. যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহলেও থাকবে। কাজেই এখানে প্রথমে যে ভাবে এসেছিল, ঐগুলি বাদে তার সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট-এর রায় এই কথাটা যুক্ত করে দিলে হোল হাউস এটা মেনে নেবেন এই আশা আমি করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরবাবু আগে যেগুলি ছিল সুপ্রিম কোর্ট-এর রায় অনুযায়ী এইটুকু যোগ করে এবং পরে যেগুলি যোগ করেছেন তা বাদ দেওয়া হলে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার :— এটাত আমিই বললাম। এখন আপনারা উপস্থিত করুন। এটাই গ্রহন করে অমলবাবু আলোচনা আরম্ভ করুন। আপনারা নাম দিন, আলোচনা আরম্ভ করুন। এখন আর আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমার কাছে রিজলিউশানটি কি হবে আগে তা পরিষ্কার হউক।

মিঃ স্পীকার :— রিজিলিউশান যা দাঁড়াবে তা হচ্ছে, এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে. অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিকাশের স্বার্থে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে একটি কমিশন গঠন করিয়া রাজ্যে ও.বি.সি. চিহ্নিতকরণ ও ও.বি.সি. ভুক্ত জনগণের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, শ্যামাচরন ত্রিপুরায রিপোর্টের কোন উল্লেখ থাকবে না?

মিঃ স্পীকার :— আপনারা কি পলিটিক্স করার জন্য পলিটিক্স করেন, তাহলে আমি হেল্পলেস্। আর সত্যি যদি ও. বি. সিদের জন্য কিছু করতে চান, তাহলে এটা অ্যাক্সেপ্ট করুন। এ রকম করলেত মহাভারত হয়ে যাবে। শ্যামাচরণ বাবুকে আনা হয়নি, তাতে অশুদ্ধ কিছু হয় নি। শ্যামাচরণ বাবু, শচীন বাবু প্রয়োজনে সব আসতে পারে। এই কথা আপনারা ১০০ বার যোগ করুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— একটি গভর্ণমেন্ট কমিশন গঠন করেন জনগণের অর্থ ব্যয় করে। তাঁরা বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে তারপর রিপোর্ট তৈরী করেন। সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান আনা হয়েছে ও বি. সি. ভুক্ত জনগণের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যেই। এটা বাদ দেওয়া, কিংবা গ্রহণ করা ভিন্ন জিনিস।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, এই শ্যামাচরণ বাবুর রিপোর্ট প্লেস্ করা কি পলিটিক্যালি গেইনের জন্য ? না কি সত্যি ও, বি, সি, ভুক্ত জনগণের জন্য কিছু করার জন্য ?

শ্রীঅমল মল্লিক :— ও, বি, সি, ভুক্ত জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্যই আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এখানে আমি প্রস্তাব এনেছি। আজকে এখানে নতুন করে কমিশন গঠন করার অর্থই হচ্ছে, পুরান সরকারকে হেয় করা। যে রিপোর্ট করতে পূর্বতন সরকারের ৫ বছর লেগেছিল, সেটা বর্তমানে আপনাদের কাছেই আছে। আপনারা এটাই ২ মাসে তৈরী করবেন, এবং জনগণের কাছ থেকে বাহবা নেবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি বুঝতে পারছেন না, কিংবা বিষয়টি আমি আপনাকে বুঝাতে পারছি না, দু'টির একটি হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মূল রিজিলিউশান সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। একটি গভর্ণমেন্টের সদিচ্ছা ছিল কিছু করার জন্য। এরজন্য এই রিপোর্ট তৈরী করতে ২২/২৩ জন যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সে কথা কোথায় উল্লেখ থাকবে ?

মিঃ স্পীকার :— নতুন কমিশন, পুরান কমিশনের কোন রিপোর্ট গ্রহণ করতে পারবেন না এটি আপনি কোথায় পেলেন ? সেই হনুমন্তিয়া কমিশনই বলুন, ধেবর কমিশনই বলুন, এর আগে ট্রাইবেল, এস, সি, ব্যাক-ওয়ার্ড কমিউনিটি নিয়ে এই সম্পর্কে বহু রিপোর্ট দিয়েছেন। সেগুলিও যদি অ্যাক্সেপ্ট করার মত ভ্যালু থাকে, তবে সেগুলিও আপনারা প্লেস করতে পারবেন নতুন কমিশনের সামনে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— শ্যামাচরন কমিটিতো একটা গভর্ণমেন্ট বানিয়েছিল স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার আমার তো মনে হয় অমল বাবু সমীর বাবুর ব্যাপারটাই বোঝেন নি। অমল বাবু শ্যামাচরণ বাবুকে নিয়ে বক্তব্য রাখছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, এখানে বামফ্রন্ট না জোট সরকার এটা বড় প্রশ্ন নয় স্যার। এই ব্যাপারটি নিয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অনেক দিন থেকেই আন্দোলন হচ্ছে। সে জায়গার উপর নির্ভর করে একটা গভর্ণমেন্ট একটা কমিটি বানিয়েছিলেন। গভর্ণমেন্ট যখন

কমিটি বানিয়েছিলেন তখন সুপ্রীম কোর্টের কোন রুলিং ছিল না। সুপ্রীম কোর্টের রুলিং ছাড়াই কমিটি বানানো হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে সুপ্রীম কোর্টের রুলিং ছিল কমিশন করতে হবে। তখন জোট সরকার সি, এন, শর্মাকে নিয়ে কমিশন গঠন করেছিলেন। কিন্তু উনি আসতে পারেন নি। এখন সরকারে আছেন ওয় ফ্রন্ট। উনারা কমিশন গঠন করবেন এতে বিচিত্রের কিছু নেই স্যার। কিন্তু যেখানে রাজ্যের জনগণের টাকা নিয়ে পরিশ্রমকরে একটা রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে, সেই রিপোর্টটি কমিশনের সামনে পেশ করা হোক। এটা প্রস্তাবের মধ্যে থাকুক স্যার। এই কথা থাকতে অসুবিধা কোথায়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আসলে ও. বি, সি জনগণের জন্য কিছু করা হোক এটা মাননীয় সদস্য মহোদয় চাইছেন না। সুতরাং এর উপরই আলোচনা হোক, কি আর করা যাবে। ও, বি, সি জনগণের জন্য আমরা কিছু করি এটাতো উনি চাইছেন না। স্যার, আপনি যা বললেন আমরা তো মানলাম, কিন্তু উনারাতো মানছেন না।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, উনারা এখানে টোটালী পলিটিক্স করেছেন। সমীর বাবু প্রস্তাব দেবার পর উনি ভাবছেন জিতে গেলাম না হেরে গেলাম। সমীর বাবু বিভ্রান্ত আমি কি ভুল করলাম ? এর মধ্যে কবেই কমিশন হয়ে যেতো। শ্যামাচরণ বাবুর প্রশ্নই এখানে আসে না। যেহেতু কমিশন গঠিত হয় নি। ওরা সবাই কনফিউসড এখন। সমীর বাবু ভাবছেন আমি অনিল বাবুর ফাঁদে পড়ে গেলাম।

মিঃ স্পীকার :— এটা খুবই কারেক্ট, মাননীয় সদস্য সমীর বাবু যে ভাবে প্র্যামিটেবেলী এই প্রস্তাব দিয়েছেন এটা অনস্বীকার্য্য। এটা নিয়ে আননেসেসারী ডিসপ্যুট করার কোন মানে হয় না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, সমীর বাবুর প্রস্তাবে শ্যামাচরন বাবুর রিপোর্টটি ছিল। এটা আমাদের মধ্যে আলাপ করেই করা হয়েছিল।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) এটা হতেই পারে না, সমীর বাবু এই ধরনের প্রস্তাবই দিতে পারেন না। কারণ উনি ল্য নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। আর অমল বাবু ল্য পড়াশুনা

করেন নি। উনি ভোটে জিতে এসেছেন। কাজেই এখানে কি মানডেইট পেয়েছেন আমি যা বলব তাই আইন হবে।

মিঃ স্পীকার :— হাউসের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে আপনারা যাঁরা যাঁরা বক্তব্য রাখবেন তাঁরা আমার কাছে নাম দিন। এই সংশোধনী প্রস্তাবের উপর শুধু মাঝখানে সুপ্রীমকোর্টের রায় অনুযায়ী থাকবে। প্র্যাগমেটিকেলী আপনারা এগোন। আমার মনে হয় এটা ভাল হবে। এখানে কারও হারা জেতার প্রশ্ন নয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আলোচনা চলুক এটা আমরা চাই স্যার। কিন্তু শ্যামাচরন ত্রিপুরার রিপোর্টটি এই প্রস্তাবের মধ্যে থাকতে হবে। আজকে একটা গভর্ণমেন্ট আছে, আগামী দিনে আরেকটা গভার্ণমেন্ট আসবে। একটা গভার্ণমেন্টের সদিচ্ছাকে নষ্ট করা ঠিক নয় স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমল বাবু আমি আপনাদের একটা কথা বলছি এই নুতন সংশ্লিষ্ট আকারে রিজিলিউশ্যানটি গ্রহণ করার অর্থ আপনাদের শ্যামাচরণ ত্রিপুরার সময়ে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার রিপোর্টকে ইনডাইট্ করার অর্থ দাঁড়ায় না। শচীন বাবুর রিপোর্ট যদি থাকে তাও গ্রহন করা হবে এটা নিয়ম। কোন কমিশনের সামনে যে কোন জন যদি সংশ্লিষ্ট হয় বলতে পারে, এটা হানড্রেড্ টাইমস্, এটা ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর মধ্যেও একটা সিষ্টেম।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, যেখানে একটা গভর্ণমেন্ট করেছে সে জিনিষটা থাকলে অসুবিধা কি?

মিঃ স্পীকার :— সেই গভর্ণমেন্টের কোন রিপোর্ট ঐ সময়ে সৃষ্টি জোট সরকারের আমলে তৈরী করে কোন কমিশনের রিপোর্ট যদি থাকে, আপনারা সেই নুতন কমিশন হলে তার সামনে প্লেইস করুন। কেউ আপনাদের আপত্তি করবে না, করার আইনগত কোন বিধান নেই। হানড্রেড টাইমস্ দে আর বাউণ্ড টু এ্যাকসেপট্ ইট। কোনটা গ্রহন করবে না করবে এটা দেখতে তো কোন আপত্তি নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— না স্যার, এটা থাকুক না। আমার মূল রিজিলিউশ্যানটি ছিল

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এই নিয়ে বিতর্ক করে হাউসের সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— সময় নষ্ট না করে মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক যা দিয়েছেন তাই হোক আমাদের কোন আপত্তি নেই, আমাদেরও ডিমাণ্ড আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সমীর বাবু যে সর্ব্ব-সম্মত প্রস্তাব রেখেছিলেন এটা ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে পার্টলি পড়ে শুনানো হচ্ছে। পার্টলি পড়ে শুনানো হলো এবং সেখানে বলা হচ্ছে সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে ও, বি, সি গণনার্থে একটা কমিশন গঠন করা হোক এবং এই "এবং" এর মধ্যেই তাঁরা যাচ্ছেন না। শ্যামাচরণ বাবুর যে রিপোর্ট সেটাই প্লেইস করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— অনেক ডালপাল বাজিয়েছেন আর বাজাতে হবে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— শ্যামচরন বাবুর রিপোর্ট সহ অন্যান্য রিপোর্ট এই কমিটির সামনে দেওয়া হোক।

শ্রীকেশব মজুমদার (অনাধ্যাবল ভারপ্রাপ্ত চীফ মিনিষ্টার) :— স্যার, এটা তো বলেন নি, এটা তো ছিল না আপনাদের প্রস্তাবে। কেন ব্ল্যাক করেছেন এখানে ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমল বাবুকে অনুরোধ করছি এটাতে আলোচনা আরম্ভ করলে ভাল হয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, সেই কমিশনের রিপোর্ট কমিশনের কাছে শ্যামাচরন ত্রিপুরার রিপোর্ট প্লেইস করুন, যেটা গভর্ণমেন্টের আছে, যে গভর্ণমেন্টের শেয়ার নম্বার আছে, যে গভর্ণমেন্ট বানিয়েছে। এখানে ত্রিপুরা সরকার কমিটি গঠন করেছেন এখানে

শ্যামাচরন ত্রিপুরা না হয়ে অন্য কেউ হতে পারতেন, এটা বড় প্রশ্ন নয়। একটা সরকার কমিটি বানিয়ে সেই কমিটির রিপোর্ট প্লেইস করেছেন গভর্ণমেন্টের কাছে, সেটা গভর্ণমেন্টের অর্ডারে হয়েছে। সেই নাম্বার দেওয়া হয়েছে, সেটা গভর্ণমেন্টের কাছে আছে। কোন গভর্ণমেন্ট সেটা জোট সরকারই হোক কিংবা বামফ্রন্ট সরকারই হোক সেটা বড প্রশ্ন নয়। ত্রিপুরা সরকার যে কমিশন গঠন করেছেন সেই কমিশনের সামনে শ্যামাচরণ ত্রিপুরার রিপোর্ট প্লেইস করুন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এখন আপনি যা যা বললেন বা এই ধরনের আরও যদি পয়েন্ট থাকে এটার উপর আলোচনা করার সময় সেই পয়েন্টগুলি বললেন

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার আমার তো মূলটা থাকছে না।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিটি রিপোর্ট কাউন্সিল অব্ মিনিষ্টার কখন এপ্রুভ করেনও নি। এটা আমাদের রেকর্ড-এ এই কথা ছিল না কাজেই এখানে এটা আসতেই পারে না। শুধু তদন্ত কমিশন গঠিত হতে পারে সেখানে আমরা কানসিসট্ করেছি।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— শ্যামাচরণ কমিটির রিপোর্ট কাউন্সিল অফ মিনিষ্টারস্ কখনও অ্যাপ্রুভ করেনি, এইটা আমাদের জানা আছে, রেকর্ড-এ এই কথা বলে। কাজেই এটা এখানে এভাবে আসতেই পারে না। শুধু তদন্ত কমিশন গঠিত হওয়ার ব্যাপারে আমরা এখানে কনসীড করেছি। কিন্তু আমাদের এই কনসীড করা বা ঐকামত্ত হওয়ার সুযোগটা তারা এখন নতুন ভাবে নিতে চাইছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আপনি বলছেন রিপোর্ট দেয়নি, গ্রহন করেনি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টার রাইট। এইটাও যদি আপনার মত হয়ে থাকে বলার সময় আপনি বলবেন, প্রসিডিংস্ও তাই হবে। এইটাতে আপনারা আপত্তি করবেন না। আমার মনে হয় এইটা অ্যাক্সেপ্ট করে আলোচনা চালানো যায়। আপনারা প্লিজ, যা যা বলার আছে ঐটাই বলুন। আপনি ঐটার উপরে সংশোধিত আকারে মাননীয় সদস্য সমীর বর্মন যেটা দিয়েছেন প্রায় সবাই সেটা স্বীকার করেছেন। ঐটাই গ্রহণ

করা হোক, ঐটার উপরে আলোচনা আরম্ভ করা হোক এবং ঐটার মধ্যে আপনারা আলোচনায় অংশগ্রহন করুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— আমার জিনিসটাত সম্পূর্ণ পড়া হচ্ছেনা স্যার, ।

মিঃ স্পীকার :— সবটাই যে আপনারটা নিতে হবে এইটা ত কোন কথা না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন :— তাহলে কি নেওয়া হলো সেটাইত পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— এই যে বললাম, সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী এইটা হাইলি অ্যাক্সেপটেব্‌ল। আপনারা যে ·········

(গণ্ডগোল)

মি : স্পীকার :— আপনারা আমাকে হাউস চালাতে সাহায্য করুন, প্লীজ।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, তাদেরকে ওয়াক আউট করার একটা সুযোগ দিন।

মিঃ স্পীকার :— না, না, ওয়াক আউট করবেন কি করবেন না সেটা তাদের ব্যাপার।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, একটু কনট্রোল করুন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি একটু হাউসকে চালাতে সাহাযা করুন। যদি হাউ পেনডামোনিয়াম করতে চান করবার রাইট আছে করেন, কিন্তু এতে পাবলিকের কোন বেনিফিট হবেনা। কাজেই আমি অনুরোধ করছি যে কোন একজন সদস্য এটা মুভ করুন সংশোধিত আকারে। আমি মাননীয় সরকারী চিফ হুইপকে অনুরোধ করছি যে কোন একজন মুভ করতে পারেন যে সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী কথাটা লাগিয়ে কথাটা মুভ করেন। সেটাই আজকে রিজিলিউশান আকারে মুভ হোক এবং তার উপর ডিসকাশান করেন আর এটাতে অ্যাণ্ডলেস্‌ বিতর্ক করা চলবেনা।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, এখানে শ্যামাচরণ ত্রিপুরার রিপোর্ট এই কথাটা থাকতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— সে আপনি বলার সময় বলবেন। এইটা আপনাকে কেউ বাধা দিবেনা।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন :— আমি চেয়েছিলাম এইটা জয়েন্ট রিজলিউশান আসুক কিংবা রিজলিউশানটা আপনার তরফ থেকে আসুক, কিন্তু শ্যামাচরন ত্রিপুরার নামটা ···

মিঃ স্পীকার :— আমি ত বললাম আপনারা যদি অংশ গ্রহন করেন, নাম দিন পরিষ্কার কথা।

শ্রীঅমল মল্লিক :— আমাদের বক্তব্য স্যার, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমরা আলোচনার বিরোধী নই, এই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করতে চাই বলেই আমরা প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান এনেছি। এইটার গুরুত্ব বুঝেই আনা হয়েছে স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনার যা যা মেটেরিয়েল্‌স আছে আপনি বলুন না আপনাকে কেউ আপত্তি করবেনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— অনারেবল্ স্যার, আসলে ঘটনা হচ্ছে অনাহুত, এইসব বিতর্ক করে সময়টা নষ্ট করা।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাণ্ডলেস্ আলোচনা করে লাভ নেই। কিছুক্ষন পরেই ত বলবেন ছুটি, তখন সবাই যাবেন। কিন্তু এই ও, বি, সির জায়গায় ও, সি, সি থাকবে। মূল বিষয়টা হচ্ছে ও, বি, সির।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, যা তা আলোচনা আরম্ভ করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন :— যা আছে তা দিয়েই যদি আলোচনা হয় স্যার, তার প্রতিবাদে আমরা ওয়াক আউট করলাম।

(সমস্ত বিরোধী সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি এখন অনুরোধ করছি যেহেতু উনারা বয়কট করলেন সেখানে আমার সামনে যে সমস্ত অ্যামেণ্ডমেন্ট এবং মূল রিজিলিউশান ছিল সেই

সেই অ্যামেণ্ডমেন্টটাই মূল রিজলিউশান হিসাবে একজন মুভ করুন ।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেনীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক বিকাশের স্বার্থে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে একটি কমিশন গঠন করে রাজ্যে ও, বি, সি, চিহ্নিতকরণ এবং ও, বি, সি, ভুক্ত জনগণের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করুন" ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি মুভ করেছেন, আপনি আলোচনা আরম্ভ করতে পারেন । এই প্রস্তাবে যারা অংশগ্রহণ করছেন, আপনি মোভ করেছেন, আপনিই আলোচনায় অংশ গ্রহন করুন ।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, এখানে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান বিরোধী বেঞ্চের পক্ষ থেকে অনারেবল মেম্বার অমল মল্লিক যে রিজিউলিউশানটি এনেছিলেন আমি সেটার অ্যামেণ্ডমেন্ট চেয়েছি এবং মাননীয় স্পীকার মহোদয় সেটাকে একসেপ্ট করেছেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমরা যখন বুঝতে পারলাম যে বিরোধী বেঞ্চের পক্ষে ও, বি, সিদের উন্নতি হোক এইটা চান না । যদি চাইতেন তাহলে আজকে ওনারা আলোচনায় অংশ গ্রহন করতেন এবং অ্যামেণ্ডমেন্টের ব্যাপারে তর্ক তুলতেন না, ওয়াক আউট করতেন না । যাই হোক আমি আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে গিয়ে প্রথমেই বলছি যে, পয়সাকড়ি, শিক্ষা দীক্ষায় এবং সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চাইতে এখনও একটা সম্প্রদায় পিছনে আছে এবং সেটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং সর্বকালে এটা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সেটা আছে । বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই সামাজিক ব্যবধানের অস্তিত্ব এখনও আছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং আমাদের সমাজের তপশীলিভুক্ত জাতি গোষ্ঠির বাহিরেও বহু সম্প্রদায় আছে যারা শিক্ষায় দীক্ষায়, আচার আচরনে এবং স্বভাবের দিক দিয়েও পিছিয়ে আছেন তাদেরকে ও, বি, সি, ভুক্ত সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে । স্যার, উন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুন্নত মানুষ আছে, আবার অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেও উন্নত মানুষ আছে বা উন্নত পরিবার আছে । কিন্তু সম্প্রদায়গতভাবে যে অনেক সম্প্রদায় পিছিয়ে আছে সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই । আমাদের ভারতবর্ষের যারা সংবিধান রচনা করেছিলেন ওনারাও সেই সময়ে সেই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে ওনারা সংবিধান রচনা করেছিলেন । যার জন্য সংবিধানের আরটিকেল ৩৪০ এবং

আরটিক্যাল ১৬৪ এ যে পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠির ব্যাপারে কিছুটা উল্লেখ আছে। অন্যান্য তপশীলি ভুক্ত জাতির ব্যাপারে যেমন উল্লেখ আছে তেমনি আরটিক্যাল ৩৪০ এ সংবিধানে এই পশ্চাৎপদ জাতি গোষ্ঠির ব্যাপার উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে তাদের ব্যাপারে যে, তারা কেন পিছিয়ে আছে শিক্ষায় দীক্ষায় এই কারণটা খোঁজার জন্য একটা কমিশন গঠন করার দিক আমাদের সংবিধানে আছে। ঠিক সেই অনুযায়ী সংবিধান প্রথম ১৯৫১ ইং সনে সংশোধিত হয়েছিল পশ্চাৎপদ জাতি গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে এবং সেই সংবিধানকে অনুসরন করেই ১৯৫৩ ইং সনে কাকা কালেরকার কমিশন গঠন হয়েছিল ১১ সদস্য বিশিষ্ট। সেই কমিশন দুই বছর পর রিপোর্ট পেশ করেছি এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতী গোষ্ঠির কাছে কাকা কালেরকার কমিশনের সদস্যগণ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাদের পশ্চাৎপদতার কারণ, শিক্ষায় দীক্ষায় অনগ্রসরতার কারণ জেনে পুনরায় রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, তখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ছিল এবং এই রিপোর্ট পেশ করার ছয় বছর পরেও সেই রিপোর্টের কোন কিছুই আমরা জানতে পারিনি, কার্য্যকরী হয়নি। ছয় বছর পর কেন্দ্রীয় সরকার একটা চিঠির আকারে রিপোর্ট দিয়ে শুধু জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার সেই রিপোর্ট একসেপ্টও করেন নি, আবার রিজেক্টও করেন নি এবং তাতে এই টুকু শুধু বলা হয়েছিল যে যদি কোন রাজ্য সরকার সেই রিপোর্ট অনুসারে পশ্চাৎপদ ও, বি, সির জাতী গোষ্ঠির জন্য কিছু করতে চান তাহলে করতে পারেন এর বাহিরে আর কিছু হয়নি এবং বহু বছর পর কেন্দ্রে যখন মোরারজী দেশাই ক্ষমতায় এসেছিলেন যখন জনতা সরকার গঠন হয়েছিল তখন পশ্চাৎপদ জাতি গোষ্ঠির কথা চিন্তা করে আর একটা কমিশন গঠন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন সংসদ বিঃ বিন্দেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলকে সেই কমিশনের হেড করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটা কমিশন গঠন করা হয়েছিল এবং সেই কমিশন দুই বছরের মধ্যে রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছিল। তখন ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ক্ষমতায় ছিলেন, ১৯৮০ সালে সেই রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং ক্ষমতা থেকে চলে গেলেন। তারপর রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় এসেছিলেন, তিনিও ক্ষমতা থেকে চলে গেলেন। কিন্তু মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের ব্যাপারে টু শব্দটি করলেন না।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি কার্য্যকরী করার জন্য চিৎকার করছেন, অথচ আমাদের এমেণ্ডমেন্টের বিরোধিতা করছেন। উনারা ওয়াক আউট করেছেন।

এই অবস্থার মধ্যে যখন মণ্ডল কমিশনের ব্যাপারে ভি, পি, সিং সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯০ সালে ২৭ পারসেন্ট সংরক্ষণ করলেন অসামরিক চাকুরীর ক্ষেত্রে. তখন দেখা গেল দিল্লীসহ সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে একটা চরম অবস্থা এবং সেই চরম অবস্থার পেছনে মদত দিয়েছিলেন কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার তথা বি, জে, পি, দল। আমরা এরপরে লক্ষ্য করেছি সারা ভারতবর্ষে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পর ৫৬টি মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই ৫৬টি মামলাকে একত্রিত করে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছিলেন মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে যেসমস্ত কর্মসূচী যেটা নেওয়া হয়েছিল সেটাকে রূপায়ণ করার জন্য।

কাজেই মণ্ডল কমিশনের যে সুপারিশ আছে সে সুপারিশগুলিকে কার্যকরী করার জন্য আমাদের বাম-গণতান্ত্রিক সরকার তৃতীয় বার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাজেট ভাষণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করেছেন যে. ও, বি, সি. দের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হবে। এবং ও, বি. সি, দের শিক্ষাগত দিক দিয়ে অন্যান্য সুযোগসুবিধা আওতা-ভুক্ত মেইন ষ্ট্রীমে আনার জন্য পদক্ষেপ নেবেন। এটাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করব বিরোধী পক্ষ যদিও ওয়াক আউট করেছেন উনারাও আমাদের এই এমেণ্ডমেন্ট প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন কান্তি ভৌমিক।

শ্রীঅরুনকান্তি ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে অ্যামেণ্ডমেন্ট প্রস্তাব আমাদের সামনে আনা হয়েছে আমি সেটিকে সমর্থন করি। আমি বুঝতে পারলাম না এরা এই কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, এর মাননীয় সদস্যরা এই "শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিটির রিপোর্ট" এই কথাগুলি উল্লেখ করার জন্য এই বিধায়করা কেন ওয়াক আউট করলেন। ১৯৮৮ সালে যখন এরা ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন এরা বলেছিলেন যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যাকরী করবেন। মানুষের কাছে তারা এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তারপর ক্ষমতায় আসার পর তারা একটি কমিটি গঠন করেছিলেন শ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে দিয়ে। এইটা কমিশন নয়, দ্যাট ইজ এ কমিটি, সিম্পল কমিটি। সেই কমিটি সময় লাগিয়েছে দুই বছরের বেশী একটা রিপোর্ট দিতে। আমি শুনেছি এইটা প্রকাশ হয়নি, এইটা এক্সেপ্টও হয়নি দুই বছরের বেশী সময় নিয়েছে। এই কমিটি গঠিত হয়েছিল ২৩.১১.১৯৮৮ সনে। তারপর ১৫.৩.৯১. তারিখে নাকি রিপোর্ট দিয়েছে। এরপর দুই বছর তো উনারা ক্ষমতায় ছিলেন। এই দুই বছরে ক্ষমতায় থাকাকালীন এরা এই শ্যামাচরণ ত্রিপুরা

কমিটির রিপোর্টকে কেন গ্রহণ করতে পারেন নি ? সেই কমিটির রিপোর্টে ৩৮টি সম্প্রদায়ের কথা বলা আছে। তাদেরকেও তো কোন সুযোগ সুবিধা ওরা দিতে পারেননি। কিছুই দিতে পারেননি।

ভি, পি সিং সরকার যখন কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিলেন তখন ১৯৯০ সনে ও, বি, সি, দের জন্য ২৭ পারসেন্ট রিজারভেশন ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন সারা দেশে আগুন লেগেছিল। আর এর পেছনে মদত দিয়েছিল কংগ্রেসীরা, বি, জে, পি, দলগুলি। আজকে বিহারের নির্বাচনে কংগ্রেসের কি হয়েছে ? সেখানে ওদের প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে শারদ পাওয়ার বলেছেন ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে দেখলাম, টেলিগ্রাফ পত্রিকায় দেখলাম, যে সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ জনতা দলকে সমর্থন কর, তার সহযোগী দলকে সমর্থন কর, বলছেন। কংগ্রেসের সেখানে কোন প্রার্থী দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ সেখানে পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষ তাদের পেছন থেকে সরে গিয়েছেন। আজকে বিহারে, উত্তরপ্রদেশে পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষ জনতাদলকে তাদের নীতিকে সমর্থন করছেন কারণ জনতা দল সামাজিক ন্যায় বিচারের পক্ষে রয়েছে। সেখানে তারা উচ্ছন্নে গিয়েছে। আজকে দীর্ঘদিন কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশ সরকারে ছিল। আজকে এই প্রস্তাব আনতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র নাথ বলেছেন যে ১৯৫৫-১৯৫৬ সালে কালেলকার কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছিল। ২০ বছর কংগ্রেস কিছুই করেনি। ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার এসে মণ্ডল কমিশন গঠন করেছেন। যার ফলে একটা রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। সেই মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট যারা পড়েছেন তারা জানেন যে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মানুষের উপরে কত অবহেলা কত বঞ্চনা করা হয়েছে।

পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষের উপর কত অবহেলা, বঞ্চনা হয়েছে। আজকে সারা ভারতবর্ষের চারিদিকে আগুন জ্বলছে। আজকে উগ্রপন্থী তৎপরতা চলছে। কোন তফসিলী সমাজকেই আজকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। তফসিলী জাতি হোক, তফসিলী উপজাতি হোক, ও,বি,সি, হোক বা সংখ্যালঘুই হোক। ৫২ শতাংশ লোকের জন্য যদি ৭ শতাংশ চাকুরীর সুযোগ থেকে থাকে তা হলে সেটা অন্যায়-অবিচার হবে। আমাদের সমাজকে ন্যায় বিচার করতে হবে। এই গণতান্ত্রিক দেশে, এই ওয়েলফেয়ার স্টেটে এটা আমাদের ডিউটি টু ডু জাস্টিস্ টু ইচ্ এণ্ড এভরি কমিউনিটি। এই যে ২৭ শতাংশ রিজার্ভেশান কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন এটা কি কারোর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে ? ত্রিপুরা রাজ্যে অবহেলিত লোকের সংখ্যা ৮৫ শতাংশ। আজকে ও.বি,সির উন্নয়নের কথা চিন্তা না করে, তার চিহ্নিতকরণ না করে তার জন্য ও,বি,সি, কর্পোরেশন না করে, তার জন্য

রিজার্ভেশান না করে ত্রিপুরার উন্নয়নের কথা ভাবা যায় না। এই আমরা তৃতীয় বাম ও গণতান্ত্রিক জোট গত নির্বাচনে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কংগ্রেসের মত ধাপ্পাবাজী করিনা, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ? ও,বি,সির জন্য মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করতে হবে। কেন কমিশন করতে হবে ? মণ্ডল কমিশন বলছে ১৩৭টা জাতি ও,বি,সি. সম্প্রদায় ভুক্ত। আর সেখানে উনি ৩৮টা জাতি করেছেন। সেই শ্যামাচরন ত্রিপুরা সাহেব ৩৮টা জাতি করেছেন। তার মধ্যে এমনও আছে এস,সি, যারা আছে তাদের মধ্য থেকে অন্যান্য নাম দেখিয়ে ও,বি,সি, দেখানো হয়েছে। সেগুলি যথা সময়ে দেখা যাবে। আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না। কমিশন উইল ডিসাইড ইট। সো ইট ইজ্ এবসোলিউটলি নেসেসারী একর্ডিং টু দ্যাট ডাইরেক্টিভ অব্ দি সুপ্রীম কোর্ট টু কনষ্টিটিউট এ কমিশন, টু এপয়েন্ট এ কমিশন উইথ্ এ স্পেসিফিক্ টার্ম অব্ রেফারেন্স যে সেখানে কোন্ কোন্ জাতি পশ্চাদপদ শ্রেণীর। এটা যদি আইডেনটিফাই না হয় তাহলে আমরা কিছু বলতে পারব না ও,বি,সির জন্য। সুতরাং আই জাস্ট রিক্যুয়েষ্ট দি গভর্ণমেন্ট ইন টু দি টার্ম অব্ রেফারেন্স, দি টাইম লিমিট সুড বি থ্রি মানথ্স। নট মোর দেন দ্যাট। ইট ইজ মাই রিক্যুয়েস্ট। আই সাপোর্ট দ্যা এমেণ্ডমেন্ট। বাট আদারওয়াইজ্ এ রিক্যুয়েস্ট দ্যা থ্রি মানথ্স টাইম সুড বি গিভেন টু দি কমিশন। আমরা এটাকে ঝুলিয়ে রাখতে পারি না এই সমস্যাকে। এই সমস্যাকে আমাদের সমাধান করতে হবে। সেই জন্য তিন মাসের মধ্যে যাতে এই কমিশন সমস্ত রিপোর্ট, যা যা রিপোর্ট ও,বি,সি, সংক্রান্ত সবকিছুই নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন সেখানে। অল্ এভিডেন্স কেন বি প্রডিউস্। ইট ইজ এভরি বডিজ্ রাইট। কিন্তু শ্যামাচরন ত্রিপুরার রিপোর্ট-এর উপর আমরা কোন গুরুত্ব দিতে চাই না। যে রিপোর্ট কংগ্রেস (ই)-টি,ইউ,জে,এস. গুরুত্ব দিতে চায় নি। দুই বছর যাবৎ কোন কার্য্যকরী গ্রহন করে নি। সুতরাং এই যে প্রস্তাব এটাকে আমি সমর্থন করছি এবং আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ যেহেতু এখানে অনেক বিতর্কের পর, যে রিজিলিউশনটা উনাদের আনার কথা ছিল সেটা তো উনারা আনলেন না। কাজেই সংশোধিত আকারে কোন প্রশ্ন উঠে না। যেটা এমেণ্ডমেন্ট সেটাই মূল প্রস্তাব। সেই মূল প্রস্তাবটাই আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। এটা কোন সংশোধিত আকারে না। এটাই মূল প্রস্তাব।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটার উপর আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু বলবেন।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে হাউস একস্টেশান করার জন্য কতক্ষণ সময় লাগবে বলুন ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি মূল প্রস্তাবটি গ্রহণ করা পর্য্যন্ত যতক্ষণ সময় লাগবে সে সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক ।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে । কিন্তু নাম দেন নাইতো কে বলবেন ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি ।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কংগ্রেস-যুব সমিতি পাঁচ বছর ও,বি,সিকে নিয়ে কি করেছে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন । গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ জানেন । ও,বি,সি, শ্রেণীভুক্ত মানুষও জানেন । তারা প্রতারনা করেছেন । আমরা ওদের টার্মের শেষের দিকে বলেছিলাম যে শ্যামাচরণ ত্রিপুরার রিপোর্ট পেশ করা হোক্ । আমরা ওদের টার্মের শেষ দিকে বলেছিলাম শ্যামাচরণ ত্রিপুরার রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য । তখন তাঁরা এই হাউসে বলেছিলেন যে, মণ্ডল কমিশনের বিষয়টা ২৭ শতাংশ রিজারভেশান নিয়ে মামলা হচ্ছে সুপ্রীম কোর্টে । কাজেই সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে পরে আমরা সিদ্ধান্ত নেব । অর্থাৎ তখন তাঁরা শ্যামাচরণ ত্রিপুরার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করেন নি । যেহেতু সুপ্রীম কোর্টের অপেক্ষায় রইলেন আর সুপ্রীম কোর্ট যখন বলে দিলেন যে ২৭ শতাংশ রিজারভেশান করা হলো । ও, বি, সিকে সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রতি স্টেটে পারমানেন্ট নেচারের কমিশন গঠন করা হবে । সেই কমিশনের কাজ হবে যে, কারা কারা ও. বি. সি, হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবেন । এই নিয়ে তাদের হিয়ারিং হবে । তারপরে তাঁরা ফাইন্যাল সিদ্ধান্ত নেবেন । এবং সেই সম্পর্কে রাজ্য সরকার যত রকম ডকোমেন্টস্ আছে সেইগুলি এখানে হাজির করতে পারবে । এবং আগের কি, আগে কমিশন আছে, কি কমিটি আছে সেইগুলি সম্পর্কে সমস্ত কিছু খারিজ করে দিয়ে যখন বলা হচ্ছে এটা স্টেটিউটারি । প্রত্যেক রাজ্যের পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের, শেষ রায় যে, প্রতি রাজ্যের একটি কমিশন গঠন করবে, সেই কমিশন সেই কারা কারা ও, বি, সি, হবে না হবে ঠিক করে তার পরে তাদের জন্য বিভিন্ন রকম কর্মসূচী, সেই চাকুরী বাকুরী ইত্যাদি ঠিক করবে । তখন তারা এসে বলছে না শ্যামাচরণ কমিটি বাদ কিভাবে হয় ? এত টাকা খরচ করে কংগ্রেস শ্যামাচরণ

কমিটি গঠন করেছে। আমি বলেছিলাম যে তাঁরা ওয়াক আউট চায়। গত পাঁচটি বছর এই ইস্যুটার মধ্যে টোটালি হলিডের মধ্যে ছিল। শুধু নির্বাচন। একবার বলেছে যে, আমরা জিতলে পরে মণ্ডল কমিশন রিপোর্ট কার্যাকরী করব। আর জিতে বলল শ্যামাচরণ কমিটি যখন নাকি কার্যাকরী করার কথা বলা হলো, বের করার কথা বলা হলো, তখন বলল যে না সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছে। এবং মন্ত্রী সমীরবাবুকে ভেবেছিলাম প্রস্তাবটি সততার মধ্যে এনেছেন কিন্তু এঁদের যে স্বভাব তা মরলেও যায় না। ঠিক এখানে প্রতারণা করে গেল যে এটা কাউন্সিল অব্ মিনিষ্ট্রি এটাকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু রিপোর্টের মধ্যে এটা পাওয়া যায় নি। কাজেই আমরা কমিশন করব এটা কমিটেড অবিলম্বে করব কোন সময় লাগবে না। এবং এখানে শ্যামা-চরণ কমিটির রিপোর্টে কি আছে না আছে সেটা নিশ্চয় ডকুমেন্ট হিসাবে আছে।

আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, ত্রিপুরার ১৯৮১ সনের যে মাসটা যদি আমরা ধরি এবং সেখানে যেসমস্ত কাজকর্ম শ্যামাচরণ কমিটি করেছে সেটা সরকারী ভাবে গৃহীত হয়েছে। সেখানে কিছু ডকুমেন্ট পাওয়া যায়। তা থেকে কিছুটা লাইট হয়ত আমাদের সামনে আসবে চিন্তাভাবনা করার জন্য। কিন্তু কমিশন হলে পরে সেটা ফাইন্যাল হবে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে। সেই ১৯৮১ সেন্সাস অনুসারে দেখা যায় ত্রিপুরায় ট্রাইবেল আছে ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯২০ জন, এস, সি, আছে ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৩৮৪ জন। কাস্ট হিসাবে কোন গননা হয় নি। তবে গ্রোথ রেইট হিসাবে ১৯৩১ যে সেন্সাস হয়েছিল কাস্টগুলিকে নিয়ে তারা গ্রোথ রেট বিভিন্ন সময় এই সমস্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বা ত্রিপুরা বিভিন্ন হিসাব করে দেখা যায় যে, ত্রিপুরায় যে, ফরওয়ার্ড কাষ্ট তাদের সংখ্যা হল ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ২৪৪ জন। রিলিজিয়াস গ্রুপ যারা নাকি খ্রীস্টান, মুসলমান, জৈন তাদের সংখ্যা হল ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ১২১ জন। ও, বি, সি. ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৮৪ জন অর্থাৎ ৪১.৬৬ শতাংশ। তাহলে ত্রিপুরায় মোটামুটি এই দাঁড়াল এস, টি, ২৯ শতাংশ, এস, সি, ১৫ শতাংশ, যদিও ১৯৯১ সেন্সাসে এস. টি. ৩০ শতাংশ. এস. সি. ১৬ শতাংশ। তা হলে ত্রিপুরায় মোটামুটি এই দাঁড়াল এস, টি ২৯ পার্সেন্ট, এস সি ১৫ পার্সেন্ট, যদিও ৯১ এর সেন্সাসে এস, টি ৩১ পার্সেন্ট, এস, সি, ১৬ পার্সেন্ট। হয়েছে এটা একটু এদিক সেদিক হতে পারে। এ ছাড়া আরো যে তালিকায় বলেছেন ব্রাহ্মণ বৈশ্য, বেনিয়াস, কায়স্থ এই রাজ্যে ৯ পার্সেন্টস্ আর মুসলিম ৬,৭৫ পার্সেন্ট, শিখ ০.৩১ পার্সেন্ট, জৈন ০.০২ পার্সেন্ট, এবং আদারস্ এটা খুবই ন্যাগলেজেবোল, মোট দেখা

যাচ্ছে এখানে প্রায় এরাউণ্ড দি ফিগার ৪ ০—৪১ এর মধ্যে আছে, এই হল এই ও,বি,সি, এর একটা সংখ্যা দেখা যাচ্ছে। তা হলে এখানে ৪৪ আর ৪০ এবং এটার সঙ্গে যদি মুসলমান ধরা হয় মাইনোরেটিস্ রাউণ্ড এবাউট ৭ পার্সেন্ট অর্থৎ প্রায় ৯১ পার্সেন্ট এই ধরনের ব্যাকোয়ার্ড কমিউনিটিস অধিবাসী, তফসিলী জাতি, আদার বেকোয়ার্ড ক্লাশেস্ তাদের মণ্ডল কমিশনের যে বক্তব্য তাতে তাদের সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মণ্ডল কমিশনের যে চিত্র তাতেও তা দেখা যাচ্ছে যে আপার কাষ্ট যেটা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, তাদের পারসেন্টি হলো ১৫ পার্সেন্ট, এ ছাড়া ও, বি, সি, ৫২ পার্সেন্ট, উপজাতি ৭·৫০ পার্সেন্ট, তফসিলী জাতি ১৫ পার্সেন্ট, সংখ্যালঘু প্রধানতঃ যারা মুসলিম তারা ১০·৫০ পার্সেন্ট, এই যে ও, বি, সি, আদার সংখ্যালঘু যাদের কে বলা হয়েছে এরা আদি জনগোষ্ঠী যারা রাদার কান্‌কার্ড হয়েছিল এরিয়ান গ্রুপ, যেটা নিয়ে বি,জে, পি রাজনীতি করছে, এই ৮৫ ভাগ মানুষের ভাগ্য লিপিটা কি? এই যে ৮৫ ভাগ এরা দলিত মানুষ, তারা পারলামেন্টারী, এ্যাসেম্বলি, অথবা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক যে জায়গাটা আছে সেখানে তারা পেয়েছে ৩৪ ভাগ আসন, তারা চাকুরী পেয়েছে ১৩ ভাগ, তাদের হাতে ব্যবসা আছে মাত্র ৬ ভাগ, কৃষি তাদের হাতে আছে ৮ ভাগ, আর ১৫ ভাগ যারা নাকি উন্নত যাদেরকে বলা হয়েছে, তাদের একটা হিষ্টিরি আছে, হিষ্টিরিটা হল যারা ২,৫০০ বৎসর থেকে ৫,০০০ হাজার বৎসর আগে তারা এশিয়া মাইনর, মধ্যএশিয়া এই অঞ্চল থেকে মাইগ্রেটেড করেছে ইণ্ডিয়াতে তারাই বিভিন্ন ভাবে পরবর্তী সময়ে আমার কস্ট এবং তারা ১৫ পার্সেন্ট, তাদের সেই জনপ্রতিনিধিত্বমূলক জায়গাগুলিতে তারা দখল করেছে ৬৬ পার্সেন্ট চাকুরী ৮৭ পার্সেন্ট ব্যবসা ৯৪ পার্সেন্ট কৃষি ৯২ পার্সেন্ট মূল কনষ্টিটিউশানটা ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাশ, সেটা মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে সেই জায়গাটা উল্লেখ করেছেন। যে এরা হল ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাশ, গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ বলেছেন বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায়, অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ প্রধানত ক্ষুদ্র যোদ্ধা মার্জিনাল কৃষক বলা চলে। গরীব প্রজা কৃষি মজুর, গ্রামীণ বাড়ীঘর, তারা প্রধানতঃ ধনী কৃষকদের উপর নির্ভরশীল।

এই প্রেক্ষাপটে পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষ প্রভাবশালী জাতি ও শ্রেণীগুলির কাছে মানসিক ও প্রকৃত দাসত্বে বন্দী, যতক্ষণ না উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন করা হয়, ততক্ষণ সর্ব অর্থে ও, বি, সি ভুক্ত জনসাধারণের মুক্তি হবে না, এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি রাজ্যকে আমূল ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর সর্বাত্মক গুরুত্ব দিতে হবে। এই মানুষগুলির এই যে দারিদ্র্য,

জমি থেকে বঞ্চিত, ব্যবসা থেকে বঞ্চিত, এবং একটা হিস্টরি আছে, যেটাকে বলা যায় আমাদের এরিয়ান্স কালচার, যেটা নাকি শাস্ত্রীযুগ। সেখানে মনুতে আদিবাসী, তফসিলী জাতি এবং ও, বি সি,দের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ওরা চতুর্থ বর্ণ, ওদের কাজ একটাই, সেটা হল 'কাজ কর'— কর্মণ্যে বাধিক্ত—অর্থাৎ কর্মেই তাদের অধিকার। ওরা কি করে চলবে, এর সম্পর্কে মনুর ১০ খণ্ডে ১১০ শ্লোকে বলা হয়েছে, যেটা নাকি ২ বা অড়াই হাজার বছর আগের রচিত শাস্ত্র, যেটা নাকি তখনকার গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতো— উচ্ছিষ্টং দাতব্যং জীর্ণানী চ।

পুলকাশ্চ এব ধান্যাং জীর্ণ শৈচব পরিচ্ছদা ॥

অর্থাৎ, তারা উচ্ছিষ্ট খাবে, তাদের জীর্ণ ছেড়া কাপড় দেবে, অথবা শ্মশান থেকে কাপড় সংগ্রহ করে তারা পরবে। তৃণ শয্যায় তারা শয়ন করবে, অথবা ছিড়া কাঁথায় ॥ অর্থাৎ, তাদের ঘর নেই, বাড়ী নেই, জায়গা নেই, জমি নেই, তাদের ব্যবসা নেই, তাদের কোন অধিকারই নেই। তাদের ইকোনমিটা কি করে নিঃশেষ হয়ে গেল?— সেখানে বলা হয়েছে ১০ খণ্ডের ১২৯ নং শ্লোকে— ইণ্ডিয়ান এরিয়ান্সরা প্রথমে তাদের সাহিত্য ও শাস্ত্র রচনা করে যে কালে, তাদের অনুশাসনরূপে সমাজের মধ্যে পরুহিততন্ত্র বা ব্রাহ্মণ্যবাদ বা শাস্ত্র চালু করলেন— শক্তেন অপি শূদ্রেন কার্টঃ নিসঞ্চয়। শূদ্রে হি ধনং আসাদ্য ব্রাহ্মণাং এব বাধতে।। যদি বা কোন ক্রমে ধন সঞ্চয় হয়ও, তাহলে শূদ্রের ধন সঞ্চয় করার কোন অধিকার নেই, অর্থাৎ তাদের ধনের অধিকার থেকে ২ বা আড়াই হাজার বছর আগে থেকেই বঞ্চিত করে আসা হচ্ছে— এই হিন্দুধর্ম বা শাসদ প্রচার করে। এরপরেও যদি তারা কোন রকম চুরি করে, ডাকাতি করে ধন সঞ্চয় করে, তাহলে ব্রাহ্মণের মনে কষ্ট হবে, আর তাদের পাপ হবে এবং তারা সেজন্য নরকে যাবে। কাজেই এই রকম একটা শাস্ত্র, অনুশাসন চাপিয়ে দিল ধর্মের মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর ভীতি, শাস্ত্রের ভীতি এবং পরকালের ভীতি। তোমার হাতে টাকাটা যদি জমি থেকেই আসে, অথবা ডাকাতি থেকেই আসে বা চাকুরী থেকেই আসে, তোমার হাতে যে কোন রকমে পয়সা জমলেই, তোমার পাপ হবে, তাতে ব্রাহ্মণের মনে কষ্ট হবে। বিগত আড়াই হাজার বৎসর যাবৎ আমাদের ধন সম্পদ সম্পর্কে এই রিলিজিয়াস ম্যানডেট চালু করা হয়েছে। তাই, তাদের একমাত্র কাজ হল, ধন সঞ্চয় করা উচ্ছিষ্ট খাবে, আর পূর্ণ সঞ্চয় করবে— মনে হয় পূর্বকালে তারা কোন পাপ টাপ করে এসেছে, ব্রাহ্মণের পদ-সেবা করা ছাড়া, তাদের আর কোন কাজই নেই।

অবশ্য ইদানিং আমাদের হাতে কিছু জমি এসেছে, জমির পরিমাণটাও আপনারা দেখেছেন ১০০ পার্সেন্টে মাত্র ৬ পার্সেন্ট। এটাও জোর করে আনা হয়েছে। তারপর, তখনকার প্রচার ব্যবস্থাটা কি তা একবার দেখুন— সেটার নাম হল শতপাদ ব্রাহ্মণের বিচার ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আর অ-ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন বিচার হলে, বিচারককে ব্রাহ্মণের পক্ষে রায় দিতে হবে। শতপাদ ব্রাহ্মণ নিহত হলে, বলতে হবে প্রকৃতই নরহত্যা হল। শতপথ ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ব্রাহ্মণ হত্যাই অধিকতর অপরাধের। এরপর মনুতে বলছে—ব্রাহ্মন কর্তৃক শূদ্র নিহত হলে, তার অপরাধ বিড়াল, মেউল, ব্যাঙ টিকটিকি পেচা অথবা কাক মারার অপরাধের সমান। তারপর, ইকোনমি সেখানে শূদ্রের সুদের হার, আর ব্রাহ্মণের সুদের হারের মধ্যে অনেক পার্থক্য, যার ফলে শূদ্ররা নিঃস্ব হয়ে গেছে এই লড়াইটা শুরু হয়েছিল মণ্ডল কমিশনের ভিতর দিয়েই যাকে বলা যায় রিয়েল ক্লাশ ওয়ার ভারতের ওয়ার্কিং ক্লাশ লড়াই করেছে, যারা পরিশ্রমজীবি, তারাই প্রথম আড়াই হাজার বা ৫ হাজার আগে ভারতে এসে, তার তীর ধনুক, অস্ত্র বলে যারা ব্লেক ইণ্ডিয়ান, যাদের গায়ের রঙ কালো, নাসিকা খর্ব, তাদেরকে পরাজিত করে দেশটা দখল করে, জমিগুলি দখল করে, তাদেরও একটা সভ্যতা ছিল, সেটার নাম দ্রাবির সভ্যতা হরাপ্পা, এটাই ইতিহাস, আর এটাকে ধ্বংস করে দিয়ে আজকে বি, জে, পি, উত্তর প্রদেশে পাঠ্যপুস্তক চালু করার যে চেষ্টা করছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারও উদ্বিগ্ন।

আজকে বি, জে, পি, উত্তরপ্রদেশে পাঠ্যসূচীতে সেটা চালু করার জন্য চেষ্টা করেছে ইতিহাসের মধ্যে যার জন্য কেন্দ্রীয় উদ্বিগ্ন সেটা হচ্ছে ক্লাশ সিক্স, সেভেন, এইট এবং নাইনের ইতিহাস বইয়ে লুকিয়ে দিচ্ছে যে আর্য্যগণ ভারতের আদিবাসী। একটা ষ্টিয়ারিং কমিটি করে সেই কমিটির অবজারভেশন-এর মধ্যে বলা হয়েছে ভারতবর্ষের আদিবাসী আর্য গণ। তারা মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল। তারাই পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞান সৃষ্টির অধিকারী এবং তারাই করেছে ব্রাহ্মণদের পুস্তক। এর উপরে আর কোন সায়েন্স হয় না। এটা বুঝাতে চাইছে। আমাদের গৌরব বলে একটা চাপটার খোলেছে যে আমাদের পূর্বে যারা এসেছিল তাদের ইতিহাস অনেক গৌরবের। মেয়েরা স্বামীর চিতায় আত্ম বলি দিয়েছে। সতীদাহ প্রথা। এই ভাবে সমস্ত কিছু বিকৃত করা হচ্ছে। মণ্ডল কমিশন যখন ভি, পি, সিং গ্রহণ করলেন তখন কংগ্রেস ও বি, জে, পি, এক হয়ে গেল। বললো যে হাজার হাজার কোটি টাকা সর্বনাশ হয়ে গেল। কারণ ইণ্ডিয়ার ওরিজিন্যাল স্যাণ্ড যারা যাদেরকে এস, সি এবং এস, টি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এস, সি-র জন্য ১৫ এবং এস, টির জন্য ৭.৫ পার্সেন্ট রিজার্ভেশন জল

ইণ্ডিয়া লেভেলে করা হলো তখনই এই গেল গেল শুরু হয়েছে। কাজেই পুরোনো এরিয়ান কালচার বলতে আমি মনে করি যারা ভারতবর্ষটাকে দখল করেছিল। ভারতের ওয়ার্কিং ক্লাশটাকে যারা পদানত করেছিল এবং কেপিটেলিজম আমদানি করেছিল। আজকে সেখানে কেপিটেলিজম ফেইলিউর তখন ধর্মীয় সন্ত্রাসকে সামনে আনা হচ্ছে। এই জন্য কংগ্রেস রিপ্রেজেন্ট করছে কাকে ? ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীকে। তারা সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। কাজেই নগ্ন পথে ধর্মকে ব্যবহার করছে। এই ব্যাকগ্রাউণ্ডে আজ লড়াই হচ্ছে। মণ্ডল কমিশনে বলা হয়েছে যে ধর্মটাকে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে মনের দিক থেকে ভারতের ওয়ার্কিং ক্লাশটা সল্লান্ত হয়ে আছে। অথচ এরাই সবচেয়ে বেশী কর দেয়।

এখানে বলা হয়েছে, মনুষ্যকে নেশাগ্রস্ত করার জন্য যদি কোথাও ধর্মের আফিং ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা হয়েছে এই ভারতবর্ষে। এখানে অতি ক্ষুদ্র একটি ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী সূক্ষ্ম কৌশলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মানুষের চিন্তাকে এমনভাবে বশীকরণ করেছে যে তারা যুগ যুগ ধরে দাসত্ব ও অসম্মানের অনুশাসনকে মেনে নিয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, কারিগর হিসাবে সমাজের উদ্বৃত্ত সম্পর্কের উৎপাদক শূদ্রসমাজ। তাদের শ্রমেই সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় সভ্যতার প্রাণশক্তি। তথাপি তারা অসপৃশ্য বলে ঘৃণিত। ব্যক্তিগত সম্পদে তাদের কোন অধিকার নেই। তারা প্রধান কর দাতা এবং তাদেরকেই সামান্য ঘটনায় সামাজিক রীতির নামে চরম দণ্ড দেওয়া হয়েছে। জন্মাবধি যেহেতু তারা নিম্নবর্ণ, তারা কেবল খেটে যাচ্ছে, গভীর হতাশার মধ্যে কেবল দুঃখই তাদের ভাগ্যলিপি। এই জন্য দেখা যায় ভারতবর্ষে ৩৩০০ জন আই, এ, এসের মধ্যে ৭২ জন উচ্চতম বর্ণ থেকে এসেছে। এই জন্য বলছি যতক্ষণ তাদের ইকোনমি উন্নত না করা যাবে, এডুকেশনের সুযোগ না দেওয়া হবে চাকুরীর রিজার্ভেশন না দেওয়া হবে ততক্ষণ তাদের মুক্তি হবে না। এই জন্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে একজন ও,বি,সির দারগার চাকুরী পেলে ও,বি,সিও সমাজের কোন উপকার হবে না। রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থায় দারগাবাবু একটা ভূমিকা নিচ্ছে এবং ও,বি,সির সমাজ এইটুকু অনুভব করবেন যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা আছে। এই যে বোধ এই বোধকে জাগ্রত করার জন্য দরকার। আসলে রিজার্ভেশনে চাকুরী দিয়ে গোটা ও,বি,সি সমাজের উপকার হবে এই কথা মণ্ডল কমিশনে বলা হয়নি। এই বোধ জাগ্রত করার জন্য রিজার্ভেশন চাকুরী দিয়ে টোট্যাল

সোসাইটির উপকার হবে এ কথা মণ্ডল কমিশনও বলেন নি। এর দ্বারা হবে না। প্রথম থেকে এই বোধে নিয়ে যেতে হবে। আমরা দেশের শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করব। টপ টু বটম প্রশাসনে থাকতে হবে। আজকে দেশে ১৫ ভাগ লোক ভিক্ষা দিচ্ছে, দয়া করছে। ৮৫ ভাগ লোক তাদের দয়ার উপর বেঁচে আছে। কিন্তু এমন দিন আসবে যেদিন ৮৫ ভাগ লোক দেবে আর ১৫ ভাগ লোক এত ভাল ভাবে বাঁচবে সেটা বলার নয়। এটাই অধিকার। জনগণের অধিকার, দেশের অধিকার রাষ্ট্রের অধিকার। মণ্ডল কমিশন, ও, বি, সি, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লড়াই শুরু হয়েছে। আমরা এটা করতে কমিটেড। কাজেই, সংবিধানগত যে সব অধিকার আছে তা মিটিয়ে দেওয়ার আমরা চেষ্টা করছি। কাজে কাজেই এখানে যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে তার পুরো সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মূল প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। এটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট নয়। অ্যামেণ্ডমেণ্ট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয় নি। কাজেই এটা মূল প্রস্তাব। আমি এটাই ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো,—"এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেনীর সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিকাশের স্বার্থে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার অবিলম্বে একটি কমিশন গঠণ করিয়া রাজ্যের ও, বি, সি, চিহ্নিতকরণ ও ও, বি, সি, ভূক্ত জন গণের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন।"

(প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা আগামী ১৯-৭-৯৩ ইং সোমবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Written reply to item No.—2 of the Admitted Starred Question No. 125.

ক্রমিক	স্টাইপেণ্ডের নাম ও দেওয়ার পদ্ধতি	পাঠের বিষয়	স্টাইপেণ্ডের হার	
			হোষ্টেলার	ডে. স্কলার
১।	গভঃ অফ ইণ্ডিয়া পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ টু এস, সি ও এস, টি ষ্টুডেণ্টস্। নম্বরের কোন বাধা নেই। মাসিক আয় ১৫০০ টাকা পর্যন্ত—পূর্ণ ষ্টাইপেণ্ড এবং ১৫০১টাঃ থেকে ২০০০টাঃ পর্যন্ত অর্দ্ধ ষ্টাইপেণ্ড।	গ্রুপ—এ		
		মেডিকেল, ইঞ্জিনীয়ারিং, বি, ভি, এস, সি, বি, এস, সি (এগ্রি)	২৮০	১২৫
		গ্রুপ বি		
		ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারিং, মেডিকেল, টেকনোলজি ও পি, জি, কোর্সেস ইন সায়েন্স।	১৯০	১২৫
		গ্রুপ—সি		
		সার্টিফিকেট কোর্সেস ইন ইঞ্জিনীয়ারিং, টেকনোলজি মেডিসিন ও পি, জি, কোর্সেস ইন আর্টস এবং কমার্স [illegible]	১৯০	১২৫
		গ্রুপ—ডি		
		জেনারেল কোর্সেস স্নাতক স্তর পর্যন্ত (২য় বর্ষ বঃএ তারপর)	১৭৫	৯০
		গ্রুপ—ই		
		জেনারেল কোর্সেস স্নাতক স্তর পর্যন্ত (১ম বর্ষ)	১১৫	৬৫

ক্রমিক নং	ষ্টাইপেণ্ডের নাম ও দেওয়ার পদ্ধতি	পাঠের বিষয়	ষ্টাইপেণ্ডের হার হোষ্টেলার	ডে, স্কলার
২।	পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ টু লোয়ার ইনকাম গ্রুপ ষ্টুডেন্টস্। নম্বরের কোন বাধা নেই। বার্ষিক আয় ৬০০০ টাঃ পর্যন্ত। এস. সি ও এস, টি ছাত্রদের ক্ষেত্রে আয়ের উর্দ্ধ সীমার কোন বাধা নেই।	ক) পি, ইউ, বি, এ, বি, এস, সি, বি, কম, ফাইন আর্ট'স, ডিপ, সার্টিফিকেট কোর্সেস ইন ইঞ্জিঃ মেডিকেল, এগ্রি, বি, এস, সি,	৭০	৩৭
		খ) এম, এ, এম, এস, সি, এম, কম, এল এল, বি এবং অন্যান্য পি, জি কোর্সেস	৮০	৪৫
		গ) ডি, এস সি, ডি, লিট, পি, এইচ, ডি।	৯০	৫৫
		ঘ) বি, নারসিং, বি ফারমা ডিপ/সার্টিফিকেট কোর্সেস ইন ইঞ্জিঃ/টেকঃ মেডিসিন।	৯৫	৬০
		ঙ) ডিগ্রি ইন ইঞ্জিনীয়ারিং, টেকনো-লজি, মেডিসিন, আর্কিটেকচার।	১০৫	৭০
৩।	ত্রিপুরা গভঃ মেরিটকাম মিন্স স্কলারশিপস। ন্যূনতম নম্বর প্রয়োজন ৫০ শতাংশ (ফর পাস) এবং ৪৫ শতাংশ ফর অনার্স। মাসিক আয়ের উর্দ্ধ সীমা	ক) পি, ইউ, বি, এ, বি, এস, সি, বি, কম—১ম বর্ষ	৭৫	৬০
		খ) —ঐ— ২য় বর্ষ ও তারপর	১১০	৭৫

ক্রমিক নং	ষ্টাইপেণ্ডের নাম ও দেওয়ার পদ্ধতি	পাঠের বিষয়	ষ্টাইপেণ্ডের হার	
			হোষ্টেলার	ডে. স্কলার
	৭৫০টাঃ পর্যন্ত। এস, সি ও এস, টি ছাত্রদের ক্ষেত্রে আয়ের উর্দ্ধ সীমার কোন বাধা নেই।	গ) এম, এ, এস, এস, সি, এম, কম, বি, এড, এল, এল, বি, এম, এস সি (এগ্রি) ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনীয়ারিং।	২২৫	১০০
৪।	গার্লস ষ্টাইপেণ্ড ২য় বিভাগ উত্তীর্ণ হতে হবে। আয়ের সীমার কোন বাধা নেই।	এইচ, এস, পি, ইউ, বি, এ, বি, এস, সি, বি, কম।	৩০	
৫।	ত্রিপুরা পোষ্ট মাধ্যমিক ষ্টাইপেণ্ড (ফর প্রোফেশন্যাল কোর্সেস, আউটসাইড দি ষ্টেট অব ত্রিপুরা)	এম, বি, বি, এস/বি,ই/বি, টেক/বি, ভি, এস, সি/বি, এস, সি, (এগ্রি) ডিপ, ইন প্রিন্টিং টেকনোলজি এবং হোটেল মেনেজমেণ্ট।	৩০০	
৬।	ত্রিপুরা পোষ্ট গ্রেজুয়েট রিসার্চ ফেলোশিপ স্নাতক ডিগ্রী সহ ৫০ শতাংশ নম্বর এম এ/এস, এস, সিতে প্রয়োজন।	এম, ফিল, পি, এইচ, ডি,	২০০	
৭।	ন্যাশনাল স্কলারশিপ ন্যূনতম নম্বর ৬০ শতাংশ প্রয়োজন। বাৎস-	ক) এইচ, এস, পি ইউ, বি এ, বি এস সি, বি কম—১মঃ বর্ষ	১০০	৬০

ক্রমিক নং	ষ্টাইপেণ্ডের নাম ও দেওয়ার পদ্ধতি	পাঠের বিষয়	ষ্টাইপেণ্ডের হার হোষ্টেলার	ডে, স্কলার
	রিক আয় ২৫০০০টাঃ পর্যন্ত। পি জি কোর্সের ক্ষেত্রে আয়ের সীমার কোন বাধা নেই।	খ) বি,এ, বি,এস,সি, বি,কম—২য় বর্ষ ও তারপর	১৪০	৯০
		গ) এম,এ, এম,এস,সি, বি,ই, বি,টেক, এম,বি,বি,এস,	৩০০	১২০
৮।	স্কলারশিপ টু ষ্টুডেন্টস্ ফ্রম নন হিন্দী স্পিকিং ষ্টেট্স্ ফর পোষ্ট মেট্রিক ষ্টাডিজ ইন হিন্দী। নম্বর ও আয়ের সীমার বাধা নেই।	ক) পিউ, এইচ এস, বি,এ—১ম বর্ষ	৫০	
		খ) বি,এ. বি,এস,সি, বি,কম—২য় ও ৩য় বর্ষ	৭৫	
		গ) এম,এ, পি,এইচ,ডি	১০০	
৯।	বুক গ্রান্ট-কাম-আউট ফিট এলাউন্স টু এস, টি, ষ্টুডেন্টস ষ্টাডিং ইন পোষ্ট এইচ, এস, কোর্সেস আউট সাইড দি ষ্টেট।	সমস্ত ডিগ্রী ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী কোর্সেস—১ম বর্ষ	১৫০০	
		২য় বর্ষ ও তারপর	৫০০	

ANNEXURE—"B"

Admitted Starred Question No. 11

Name of M.L A.—Sri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বছরে ২৭৫৫ লক্ষ টাকা, ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে ০·৭৪ লক্ষ টাকা Science Education Scheme এর জন্য রাজ্য সরকারকে মঞ্জুর করেছিলেন ?

২। সত্য হইলে মঞ্জুরীকৃত টাকার কি পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকার কর্তৃক উক্ত স্কীমের জন্য খরচ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। এ পর্যন্ত মোট ১১·১৭ লক্ষ টাকা উক্ত স্কীমের জন্য খরচ করা হয়েছে।

Admitted starred Question No.—37

Name of M.L.A.:—Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩-১৯৯৪ ইং শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে কয়টা স্কুলকে জে, বি থেকে এস, বি তে, এস, বি থেকে হাইতে এবং হাই থেকে এইচ, এস, এ উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন এবং

২। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে কোন নতুন কে, জি, স্কুল খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। প্রাথমিক স্তর থেকে সিনিয়র বেসিক স্তরে, সিনিয়র বেসিক থেকে হাইস্কুল স্তরে এবং হাইস্কুল থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় সমূহের উন্নীতকরণের বিষয়টি এখনও বিবেচনা স্তরে রয়েছে।

২। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে নতুন কে, বি বিদ্যালয় (প্রাথমিক বিদ্যালয়) শুরু করার বিষয়টিও এখন পর্যন্ত সরকারের বিবেচনা স্তরে আছে।

Admitted Starred Question No. 80

Name of Member :—**Sri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Caste Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৯১-৯২ ইং সনের S. C. Settlement scheme এর 2nd এবং 3rd instalment— এর টাকা এখনো benefisiary দের দেওয়া হয় নি,

২। ইহা ও কি সত্য যে ১৯৯১—৯৩ ইং আর্থিক বছরের S. C. Setllemenl Scheme-এর টাকা সম্পূর্ণ অব্যয়িত রয়ে গেছে,

৩। উপরোক্ত বিষয়গুলি সত্য হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। ইহা ও সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 115

Name of Member :— **Sri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

Question

১। খোয়াই মহকুমার গনকী হাইস্কুলটির বাউণ্ডারী ওয়াল দেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

২। যদি থাকে তবে কবে পর্যন্ত বাউণ্ডারী ওয়াল দেয়া হবে বলে আশা করা যায়?

Answer

১। হ্যাঁ, খোয়াই মহকুমার গনকী হাইস্কুলের বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মান করার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২। অর্থ সংস্থানের উপর নির্ভর করে উপযুক্ত সময়ে কাজটি হাতে নেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে।

Admitted Starred Question No. 119

Name of Member :—**Sri Makhan Lal Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

Question

১। বর্তমানে রাজ্যে গার্ল'স হাইস্কুলের সংখ্যা কত, এবং

২। এগুলির মধ্যে কয়টিতে পাঁকাবাড়ী সহ বাউণ্ডারী ওয়াল আছে, এবং

৩। কল্যাণপুর বাজার কলোনী গার্লস হাইস্কুলটির পাঁকাবাড়ী সহ বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কি না ?

Answer

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে ১৮টি গার্লস হাইস্কুল আছে।

২। এগুলির মধ্যে কোনটিতেই পাকাবাড়ী সহ বাউণ্ডারী ওয়াল বর্ত্তমানে নাই।

৩। কল্যানপুর বাজার কলোনী গার্লস হাইস্কুলের জন্য পাকাবাড়ী সহ বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মানের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে।

Admitted Starred Question No. 128

Name of M.L A. :—Shr Lenprasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর সাবডিভিশানে একটি ডিগ্রী কলেজ এবং একটি দ্বাদশমান বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

২। যদি থাকে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যাবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। যদি পরিকল্পনা না থাকে তবে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। এইরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরু করার পরিকাঠামো গড়ে উঠে নি।

Admitted Starred Question No. 130

Name of M.L.A. :—**Shri Lenprasad Malsai**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

Question

১। গন্ধিরাম পাড়া S.B. School এবং কাঞ্চনপুর উত্তিছড়া রাজারায় পাড়া J.B. Schoolকে High School-এ উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। যদি কোন পরিকল্পনা না থাকে তাহার কারণ ?

Answer

১। নাই ।

২। প্রশ্ন উঠে না ।

৩। সামগ্রিক ভাবে বর্তমান বৎসরে S.B. School থেকে High School-এ উন্নীত করণের বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে ।

Admitted Starred Question No. 152

Name of Member :—**Shri Ratimohan Jamatia**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Trible Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জেলা পরিষদকে তার পাওনা অর্থ দেওয়া হচ্ছে না ?

২। সত্য হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না

Admitted Starred Question No. 155.

Name of Member :—**Shri Umesh Ch. Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

Quesiion

১। ইহা কি সত্য, ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত শনিছড়া এবং জয়নগর হাইস্কুলের Building নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয় তার কারণ, এবং

৩। বর্তমানে ধর্মনগর মহকুমায় কোন্ কোন্ হাইস্কুল মেরামতের কাজ চলছে ?

Answer

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ধর্মনগর মহকুমায় হাইস্কুলের মেরামতের কাজ শীঘ্রই শুরু করার চেষ্টা চলছে।

Admitted Starred Question No. 191

Name of Member :—**Shri Subal Rudra**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। এস, টি এবং এস, সি ওয়েলফেয়ার থেকে গত পাঁচ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের রোগীদের চিকিৎসার জন্য মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 192

Name of Member :—**Shri Subal Rudra**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Caste Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে S/C ওয়েলফেয়ার থেকে আস্তাবল লেইক চৌমহনীতে মার্কেট করার জন্য একটি জমি ক্রয় করা হয়েছে,

২। যদি জমি ক্রয় করা হয়ে থাকে তাহলে তা কোন পর্যায়ে আছে এবং সরকার এই সম্পর্কে কি চিন্তা ভাবনা করছেন ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 200

Name of Member :—**Shri Sudhir Chandra Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Caste Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। NSFDC সংস্থার মাধ্যমে গত আর্থিক বৎসর সরকার কি কি ঋণ দান করেছেন,

উত্তর

১। ত্রিপুরা তফসিলী জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশন, দিল্লীস্থিত জাতিয় উন্নয়ন নিগম (NSFDC) থেকে নিম্নলিখিত স্কীমের জন্য মঞ্জুরীকৃত ঋণ গ্রহণ করার পর ব্যাংক এবং কর্পোরেশন থেকে ঐ স্কীমগুলিতে তাহাদের প্রদেয় ঋণের অংশ গত বৎসর যে পরিমাণ একযোগে বিলি করেছিলেন তা নিম্নরূপ :—

ক্রমিক নং	স্কীম	সংখ্যা	N.S F.D.C ও কর্পোরেশনের ঋণের অংশ	ব্যাংকের ঋণের অংশ	ঋণ-গ্রহীতার অংশ
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	মিনিবাস	২	১৩.৭৫.৩২৪ টাঃ	১,৮৩,৩৮০ টাঃ	৪৫,৮৫০ টাঃ
২।	মিনিট্রাক	৪	১০,৩২·০০৮ টাঃ	২,৭২.০০০ টাঃ	৬৮,৮০০ টাঃ
৩।	জীপ গাড়ী	৪	৭,৩৮,৭৪০,১৬	১,৯৭,০০০ টাঃ	৪৯,২৬০ টাঃ
৪।	এম্বাসেডর	১	১,৭০,৪৭৮ টাঃ	৩৭,৪৬০ টাঃ	৯,৩৬০ টাঃ
৫।	অ.টোরিক্সা	১২	৩,৬৯,৬০০ টাঃ	১,৩২.০০০ টাঃ	২৬ ৪৫০ টাঃ

প্রশ্ন

২। এই ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল তার বিবরন ?

উত্তর

২। ক) NSFDC এর সহায়তায় যে সমস্ত স্কীমে কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং NSFDC এর যৌথ উদ্যোগে ঋণ দান করা হবে তা রাজ্যের প্রমুখ দৈনিক পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইচ্ছুক ঋণ গ্রহীতাগণের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়।

খ) দরখাস্ত জমা হবার পর একটি সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে যোগ্যতার বিচারে ঋণ গ্রহীতাগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

গ) উপরিউক্ত তালিকা অনুসারে নির্ধারিত ঋণ গ্রহীতাগণকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে মঞ্জুরীকৃত ঋণ প্রদান করা হয়।

Admitted Starred Question No. 201

Name of M.L.A. :—**Shri Sudhir Chandra Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

Question

১। কমলপুর মহকুমার ডিগ্রি কলেজের নিজস্ব বিল্ডিং তৈরী করার সরকারী পরিকল্পনা আছে কি না ; এবং

২। যদি থাকে তবে কবে উক্ত বিল্ডিং নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়।

Answer

১। হ্যাঁ আছে।

২। যত শীঘ্র সম্ভব।

ANNEXURE—"C"

Admitted Un-starred Question No. 21

Name of M.L A. :—Shri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্তমানে অধ্যাপকের সংখ্যা কত ?

২। অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য আবশ্যিক শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ?

৩। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের প্রত্যেকে এখন পর্যান্ত কতজন ছাত্রকে পি, এইচ, ডি করিয়েছেন (প্রত্যেক অধ্যাপকের পৃথক হিসাব)

৪। যদি কোন অধ্যাপক এখনও পর্য্যন্ত পি, এইচ, ডি কাউকে না করিয়ে থাকেন তবে তার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, এবং

৫। প্রতি শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরের পরীক্ষাগুলির ফল প্রকাশে অত্যাধিক বিলম্বের দরুন ছাত্রছাত্রীদের যে ক্ষতি হচ্ছে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কি কি পদক্ষেপ নেবেন।

Answer

১। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধ্যাপকের সংখ্যা বর্তমানে বারো।

২। এমন কোন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ যাহার খুব উচ্চমানের প্রকাশ গ্রন্থাদি আছে এবং যিনি সক্রিয়ভাবে ১০ বৎসর যাবত বিশ্ববিদ্যালয়/জাতীয়স্তরে শিক্ষায়তনে শিক্ষকতা বা গবেষণার নিযুক্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিস্তরের (Doctored level) গবেষনা পরিচালনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। অথবা এমন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিক্ষাগতে যাহার অবদান অবিস্মরনীয়।

অধ্যাপক ভিত্তিক হিসাব :—

আধ্যাপকের নাম	বিভাগ	P.H.D. acorded	P.H.D. guidance at present
১। প্রফেসার ওয়াই ডি. পাণ্ডে	জীবনবিজ্ঞান	৬	×
২। প্রফেসার সি, কে, দত্ত	অংক	৩	×
৩। প্রফেসার, এ, সাহা	এ এবং এ ইকনমিক্স	—	২
৪। প্রফেসা (মিস)এম দাশগুপ্ত	এ এবং এ ইকনমিক্স	—	১
৫। প্রফেসার এ আহেমাদ	বাংলা	১	৬
৬। প্রফেসার কে, বি, সিন্‌হা	সংস্কৃত	৩	৩
৭। প্রফেসার এস, সি, সাহা	ইংরাজী	১	১
৮। প্রফেসার এম, চক্রবর্তী	ইতিহাস	২	১
৯। প্রফেসার এ, কে, চক্রবর্তী	কেমিষ্ট্রি	৫	×
১০। প্রফেসার এল, এম,	কেমিষ্ট্রি	—	১
১১। প্রফেসার বি, ডিণ্ডা	কেমিষ্ট্রি	৩	১

৪। অধ্যাপকগণ যাহারা এখনও পি, এইচ, ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য গবেষণা মুলক প্রবন্ধ রচনায় নির্দ্দেশকের দায়িত্ব গ্রহণে নিয়োজিত হন নাই তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ কাজ গ্রহণে অনুরোধ করবেন।

৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশের কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্যে Centralised Evaluation পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছে।

Admitted Un-starred Question No. 32

Name of Member :—**Shri Pannalal Ghosh**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে participatory Scheme নামে একটি Scheme চালু আছে।

২। যদি সত্য হয় তবে ৯২-৯৩ সালে এই Scheme এ কতজন ব্যক্তি উপকৃত হয়েছে? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। হ্যাঁ। বনবিভাগ অবক্ষয়িত বনাঞ্চলগুলিতে বনকে পুন: প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদনশীল করার উদ্দেশ্যে সুফল ভোগী গনকে (বেনীফিসিয়ারীদিগকে) আংশিক ভোগাধিকার দিয়ে বনায়ন ও বনসংরক্ষন সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

২। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নাই। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফরেষ্ট ডিভিশন ভিত্তিক উপকৃতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো। (১৯৯২ সনের আগষ্ট মাস পর্যান্ত হিসাব)।

ফরেষ্ট ডিভিসনের নাম				উপকৃতের সংখ্যা :
কৈলাশহর	—	—	—	৪২০
মনু	—	—	—	১০৪
আমবাসা	—	—	—	৪৪৭
গোমতী (যতন বাড়ী)	—	—	—	৯৩

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the ASSEMBLY HOUSE, at Agartala on Monday, the 19th July, 1993 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Bimal Sinha Hon'ble Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, Nine Ministers, four Ministers of State and 39 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়-ক্রমে সদস্য দিগের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) : এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৯ স্যার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : – এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) বিগত জোট সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ (দুটি মন্ত্রিসভারই) এবং বিধায়কদের বেআইনী ভাবে অর্জিত সম্পত্তির হিসাব দাখিলের জন্য রাজ্য সরকার কার্য্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কি?

উত্তর

১) এই বিষয়ে এখনও চুড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের জনগণের স্বার্থ এবং রাজ্যের জনগণের জিজ্ঞাসা নিয়ে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই জোট মন্ত্রিসভা সদস্যদের পাঁচ বৎসর আগে তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ কি ছিল এবং গত পাঁচ বৎসরে তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ কি হয়েছে এটা রাজ্যবাসী জানেন। যেমন, তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজওহর সাহা, পাঁচ বৎসর আগে উনার সম্পত্তি কি ছিল এটা দেশের মানুষ জানেন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) : — পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে জওহর সাহার নাম উল্লেখ করে বক্তব্য রাখছেন। তিনি কি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন? এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। তারপরও উনি এখানে এই সমস্ত প্রশ্ন রাখছেন?

মিঃ স্পীকার : — এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : — গত পাঁচ বৎসরে জনগণের লক্ষ লক্ষ টাকা কারচুপি করে তাঁরা তাঁদের বাড়ীঘর পাকা করেছেন। মন্ত্রী হবার আগে তাঁদের কি ছিল, একটা তরজার ঘর ছিল আজকে সেখানে পাকা বাড়ী তৈরী করেছেন। আজকে জোট আমলের অনেক মন্ত্রীদেরই ৫/১০ টা গাড়ী আছে, বাড়ী আছে। বাড়ীতে সিকিউরিটির নাম করে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বাড়ীতে পাকা ঘর তুলেছেন। স্যার, জোট সরকারের আমলেও আমরা এই হাউসে তথ্য দিয়েছি। এগুলি সম্পূর্ণ তদন্ত করা হোক। পাঁচ বৎসর আগে তাদের কি ছিল এবং পাঁচ বৎসর পরে তাদের সম্পত্তির পরিমাণ কি হয়েছে এবং রাজ্যের জনগণের সামনে এ গুলি তুলে ধরে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার বিগত ৫ বৎসরে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস মন্ত্রী এবং বিধায়কদের বেআইনী অর্জিত সম্পত্তি হিসাব যেটা মাননীয় সদস্য

এখানে বলেছেন এই হিসাব এখন আমার কাছে নেই। তবে এটা বলা যেতে পারে যে মন্ত্রী এবং বিধায়কদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উৎথাপন হয় সেসব অভিযোগগুলি তদন্তের জন্য একটা ভিজিলেন্স কমিশন বিল এই নামে নেওয়া হয়েছে এবং এটা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়েছে। এই বিলটা সম্মতি পেয়ে আসে তাহলে এই বিলের ধারা অনুযায়ী এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নেবার একটা রাস্তা হবে, চিন্তা করা হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়).:-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মন্ত্রী, বিধায়ক বা অফিসারদের বেআইনী সম্পত্তির জন্য যে ভিজিলেন্স কমিশন বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়েছে সেটা কোন সালে পাঠানো হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উনার কাছে তথ্য নেই কিন্তু উনি আবার বলছেন রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। এটা হাউসের প্রসিডিউরের প্রশ্ন। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে এটা কি এই মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসার পরে পাঠানো হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি এই বিলটা পাঠানো হয়েছে। মাননীয় সদস্য যদি খুটিনাটি জানতে চান তাহলে আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি অস্বীকার করতে চান এই বিলটা জোট মন্ত্রী সভার আমলে প্রণীত হয় এবং মন্ত্রীসভায় পাশ হওয়ার পর পাঠানো হয়েছিল।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিলটা কোন সময় কে পাশ করল না করল সেটা প্রশ্ন নয়, বিলটা গিয়েছে কিনা সেটাই বড় কথা। এটা মাননীয় সদস্য কি বলেছেন আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা আমাদের কাছে তথ্য আছে মাননীয় প্রাক্তণ মন্ত্রী শ্রীবরুন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে তথ্য ও সংস্কৃত দপ্তরের ৫০ হাজার টাকার কাঠের ফার্নিচার আছে আমরা প্রমান দিতে পারি। এইগুলি তদন্ত করা হবে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সমস্ত কাঠের ফার্নিচার পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয় এবং পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টকে এই সমস্ত ফার্নিচারের তদন্তের জন্য বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (কৈলাশহর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫।

প্রশ্ন

১। মার্চ, ১৯৮৮ থেকে মার্চ, ১৯৯৩ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারী শিক্ষকরা মোট কত শতাংশ মহার্ঘভাতা পাওনা হয়েছেন এবং

২। তার মধ্যে উপরোক্ত সময়ে তাদের কত শতাংশ মহার্ঘভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে ?

উত্তর

১। মার্চ ১৯৮৮ থেকে ১.১.৯৩ইং পর্যন্ত মোট ৭৪ পারসেন্ট ডি, এ. পাওনা হয়েছেন।

২। তার মধ্যে উপরোক্ত সময়ে ৩৩ শতাংশ ডি, এ, মঞ্জুর করা হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৩৩ শতাংশ ডি, এ মঞ্জুর করা হয়েছে তা রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা নগদে পেয়েছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৫।

— প্রশ্ন —

১। মার্চ, ১৯৮৮ থেকে মার্চ, ১৯৯৩ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারী শিক্ষকরা মোট কত শতাংশ মহার্ঘভাতা পাওনা হয়েছেন, এবং

২। তার মধ্যে উপরোক্ত সময়ে তাদের কত শতাংশ মহার্ঘভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে ?

— উত্তর —

১। মার্চ ১৯৮৮ থেকে ১.১.৯৩ ইং পর্য্যন্ত মোট ৭৪ পারসেন্ট ডি. এ. পাওনা হয়েছেন।

২। তার মধ্যে উপরোক্ত সময়ে ৩৩ শতাংশ পারসেন্ট ডি. এ. করা হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৩৩ শতাংশ ডি, এ, মঞ্জুর করা হয়েছে তা রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা নগদে পেয়েছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ৩৩ শতাংশ যে ডি, এ, মঞ্জুর করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে যেমন ১৯৮৮ ইংরাজীতে ১৮ শতাংশ মঞ্জুর করা হয়েছে, তারপর ১.৭ ১৩ শতাংশ মঞ্জুর করা হয়েছে, ১.১.৮৯ ইংরাজীতে ২৯ শতাংশ মঞ্জুর করা হয়েছিল।

১.১.৮৯ তে ২৯ শতাংশ মঞ্জুর করা হয়েছে, ১.১.৯৩ তে ৩৮ শতাংশ। এইভাবে বিভিন্ন সময়েতে মঞ্জুর করা হয়েছে এবং কিছু কিছু প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে অ্যাকাউন্টে অ্যাডাজাস্টমেন্ট করা হয়েছে। তার মধ্যে পুরো যেগুলি ছিল তা আবার নগদে রিলিজ করা হয়েছে। অ্যাকুমুলেটিভ কত শতাংশ এর মধ্যে আছে এবং কত শতাংশ প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড অ্যাকাউন্টে আছে সেটা এক্ষুণি বলা যাচ্ছে না

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে শিক্ষক কর্মচারীরা একটা সময়ে প্রচণ্ড বিভ্রান্তিতে ছিলেন যে তাদের প্রকৃতপক্ষে কত শতাংশ ডি, এ সরকারের পাওনা রয়ে গেছে তা নিয়ে এবং এক্ষুণি যে তথ্য পাওয়া গেল তা থেকেও বিষয়টা সম্পূর্ণ পরিষ্কার না যে ১৯ তারিখে দাঁড়িয়ে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা সরকারের কাছে কত পাওনা রয়েছে। সেই পাওনা ডি, এ দেবার ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এখন পর্য্যন্ত এটা নির্দিষ্ট তারিখে বলে দেওয়া সমস্যা। প্রতিনিয়ত ইনডেক্স বা সূচী বাড়ছে। উপরের দিকে উঠছে এবং প্রতিনিয়তই ডি, এ,র পরিবর্তন ঘটেছে। সেই ক্ষেত্রে যেই সময়েতে দেওয়া হচ্ছে তার পরবর্ত্তী সময়েতে দেখা যায় আরও বেড়ে যাচ্ছে। তবে এখন পর্য্যন্ত যা পাওনা হয়েছে রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন। কিভাবে দেওয়া যাবে এই সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এইটা জানা যাবে। তবে এটা অ্যাকুটিভ কমসিডারেশানের মধ্যে সরকারের র.য়ছে। কত পরিমাণ দেওয়া যায় তা আর্থিক সংগতির সংগের সংকুলান রেখে সেই সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি রাজ্যে শিক্ষক কর্মচারীরা যেমন আন্দোলন করছেন তেমনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখেছেন আজকের কেবিনেটের মিটিং এ কর্মচারীদের ডি. এ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা হবে সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কোন তথ্য আছে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা কেবিনেট মিটিং এর পরে বলা যাবে। কেবিনেট মিটিং-এ কি আলোচনা, কি সিদ্ধান্ত হ.ব আগে থেকে তা বলে দেওয়া যায় না, যদি কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নিশ্চয়ই আমরা পরে জানাব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা কর্মচারীদের তেত্রিশ শতাংশ ডি এ, এখন পর্য্যন্ত সরকারের কাছে পাওনা রয়েছে এটা জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, এখন পর্য্যন্ত অ্যাকজাক্ট হিসাবটা আমার কাছে নেই। তবে যতটা দেওয়া হয়েছে ৪১ পারসেন্ট এখন পর্যন্ত ডি,এ, কর্মচারীদের পাওনা রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮২।

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮২।

প্রশ্ন

১) বিভিন্ন এন, এ গুলিতে পানীয় জলের লাইন বাড়ী বাড়ী দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২) থাকলে কবে নাগাদ উহার কাজ আরম্ভ করার উদ্যোগ দেওয়া হবে?

উত্তর

১) হ্যাঁ। সোনামুড়া, উদয়পুর, ধর্মনগর ও কৈলাশহরে নদীর জল পরিশোধন করে বাড়ী বাড়ী জল সরবরাহের পরিকল্পনা আছে।

অবশিষ্ট এন, এ গুলিতে ইহার প্রয়োজন থাকিলেও আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য আপাততঃ এরকম পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

২) সোনামুড়া ও উদয়পুরে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ করা হয়েছে। কাজ শেষ হইলেই উক্ত দুই জায়গায় বাড়ী বাড়ী পানীয় জলের লাইন দেওয়ার কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হবে। ধর্মনগর ও কৈলাশহরেও ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করার পরেই বাড়ী বাড়ী লাইন দেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক : – সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান হওয়ার আগে এটা যেহেতু বড় প্রজেক্ট সেহেতু এই প্রজেক্ট আরম্ভ করা ছাড়াও আমাদের যে ক্ষুদ্র গভীর নলকূপগুলি আছে যেগুলি দিয়ে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। অনেক নোটিফায়েড এরিয়াতে এইগুলি অনেক বেশী পরিমাণে আছে যেগুলি দিয়ে ইচ্ছা করলেই যেমন, বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়ার কথা আমি জানি ওখানে একটা ডিপ টিউব ওয়েল আছে যেটার জল ব্যবহার করা হচ্ছে না। এই সমস্ত জিনিষগুলিকে যদি ডিপ টিউব ওয়েল করে সেই নোটিফায়েড এরিয়া যা চাহিদা আছে সেই চাহিদা হয়তো পূরন হবে না। কিন্তু কিছু দিয়ে এটাকে যদি নোটিফায়েড এরিয়ার হাতে হস্তান্তর করা হয় তাহলে নোটিফায়েড এরিয়ার একটা আয়ের পথ খুলবে। এই জন্য মাননীয় মন্ত্রী প্রজেক্টটা নোটিফায়েড এরিয়ায় এটা খতিয়ে দেখবেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :– মিঃ স্পীকার স্যার, নোটিফায়েড এরিয়া গুলিতে নূতন করে ডিপ টিউব ওয়েল করার দিক থেকে কতগুলি ডিফিকাল্টি এরাইজ করছে। আরবান ওয়াটার সাপ্লাই

সম্পর্কে এর আগে যে টাকাটা আমরা প্ল্যানে পেতাম ইদানীংকালে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্ল্যানিং কমিশন বলেছে যে, ফিনান্শিয়াল ইনষ্টিটিউশান থেকে লোন বেইস করে আরবান ওয়াটার সাপ্লাইয়ের টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই ডিপ টিউব ওয়েল নূতন করে নোটিফায়েড এরিয়াতে করতে গেলে এই টাকাটা মেনেজ করা খুব মুশকিল হবে। দ্বিতীয়তঃ, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন যে, ডিপ টিউব যেটা এগজিসটিং আছে তাতে দিনে যে জল পাওয়া যায় তার চেয়ে আরও বেশী জল দেওয়া যেতে পারে কি না। সে ক্ষেত্রে প্রথম প্রায়রিটি দেওয়া উচিৎ হবে এবং সেই ভাবে আমরা এটাকে দেখব যে, এরিয়াগুলিকে কাভার করা যায় কি না। আগে আমরা এরিয়াগুলিকে কাভার করব তারপর বাড়ী বাড়ী জল দেওয়ার যে প্রশ্নটা ছিল সেটা আমরা করব যদি জল উপযুক্ত হয় তাহলে।

শ্রী অমল মল্লিক : — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বিলোনীয়া এলাকার পানীয় জলের সমস্যা দূর করার উদ্যোগে ডিপার্টমেন্ট থেকে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করার লক্ষ্যে ওখানে একটা সার্ভে করা হয়েছিল, এখন এই সার্ভের কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে এবং সেটা কি অবস্থায় আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বিলোনীয়ার এই প্ল্যানের আওতায় আনার জন্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) **:** - স্যার, আমাদেরতো ইচ্ছা আছে। কিন্তু ফিনানশিয়াল ব্যাপারটা হচ্ছে মেইন। আমরা ধর্মনগর থেকে কৈলাশহরে ওরা কিছু এল, আই. সি, থেকে লোন নিয়েছিল সেকেণ্ড ট্রিটমেন্ট প্ল্যানের জন্য। সেই টাকাটা বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময় ব্যাংকে জমা ছিল। এবার আমরা এসে শুনলাম সব টাকা তুলে অন্য দিকে খরচ করে দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগরের টাকাটা এখনও জমা আছে। কৈলাশহরে যে টাকাটা জমা ছিল ব্যাংকে জমা ছিল ব্যাংকে, লোন করে জমা রেখেছিল তার বেশীর ভাগ টাকাটা খরচ করে ফেলেছেন। কাজেই এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান হাতে নিলে যে ফিনানশিয়াল লাইবেলিটি, রেসপনসিবিলিটি আসছে সেটার কোন ব্যবস্থা না করে কাজটা হাতে নেওয়া যাবে না। তারপর কোন সার্ভে হয়েছিল কিনা সেটা এখনই আমার হাতে নাই, আমি খবর নেব।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতার বাড়ী) **:** — স্যার, বিভিন্ন নোটিফায়েড এলাকার মধ্যে গত জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বাড়ীতে বে-আইনীভাবে

ওয়াটার সাপ্লাইয়ের লাইন দেওয়া হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না এবং এই বে-আইনী লাইন দেওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ যে সমস্ত টেপগুলি থেকে জল ব্যবহার করেন তাতে জলের সাপ্লাইটা কমে যাচ্ছে, এটাও পরিষ্কার করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, বে-আইনীভাবে জল ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে জল ব্যবহারের যে অসুবিধা সৃষ্টি করেছেন মেইনগুলি কাটার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি খতিয়ে দেখব এই রকম ঘটনা ঘটেছে কি না, এখনই আমার হাতে কোন তথ্য নেই এবং খবর সংগ্রহ করার পর সরকার যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে

শ্রীঅমিতাভ দত্ত : (ধর্মনগর) : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ধর্মনগর শহরে নোটিফায়েড্ এরিয়া মধ্যে প্রায় ২০০টি বাড়ীতে পাব্লিক হেলথ দপ্তরএর কিছু সংখ্যক কর্মচারীদের যোগ সাজসে এবং বিগত জোট জমানার মন্ত্রী ও কতিপয় সরকারী কর্মচারী ও অফিসারের প্রত্যক্ষ মদতে অবৈধভাবে যে সমস্ত পানীয় জলের লাইন দেওয়া হয়েছে সেগুলি। যেহেতু সেই গুলি সম্পর্কে সরকারের কোন সিদ্ধান্ত নাই। কাটার ক্ষেত্রে সরকার কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ?

এছাড়া গত ২২শে জুন, ধর্মনগরে বিগত নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেস (আই,) এর বিক্ষুব্ধ প্রার্থী শ্রীমাখনলাল দাস চৌধুরীর বাড়ীতেও অবৈধভাবে পানীয় জলের লাইন দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সরকার কি দৃষ্টি ভঙ্গি নেবেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগে বলেছি যে এই ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তথ্য সংগ্রহ করলে পরে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোর পুর) : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়াতে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে জোট সরকারের আমলে মন্ত্রীদের সুপারিশ ক্রমে যে সকল অবৈধ লাইন দেওয়া হয়েছে সেই অবৈধ

লাইনগুলি দেওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে যে সময় ধরে জল সরবরাহ করার কথা তত সময় দেওয়া হয়না। ফলে জনসাধারণের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কাজেই সেই অবৈধ লাইনগুলি কেটে দিয়ে জল সরবরাহের সময় বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

শ্রীবুদ্ধনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, তিনটি সাপ্লিমেন্টারী একই ধরনের। কাজেই আমি আগেই বলেছি যে—এটাতে এনকোয়ারী করে পরে গভর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না—বিগত দিনে আমরা দেখেছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্টের কাছে টাকা দিয়ে এবং নোটিফায়েড অথোরিটিতে কিছু টাকা দিয়ে (৫০০-৭০০-ঠিক কত হবে তা আমি জানি না.) কানেকসন দিয়েছে। কিছু কিছু আমার জানা আছে। আগামী দিনে এইভাবে ডিপার্টমেন্ট এবং নোটিফায়েড এরিয়া অথোরিটির চার্জ দিয়ে কিছু কিছু জায়গায় যেখানে প্রয়োজন রয়েছে—সে সমস্ত জায়গায় কানেকসন দেবার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অতীতে কি হয়েছে—কোন নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে টাকা দিয়ে কানেকশন দেওয়া হয়েছে—এই সব তথ্য আমার কাছে নেই। তাছাড়া আমি বলছি এইটা একটা পলিসি ডিসিশনের ব্যাপার—এখানে রেভিনিউ কালেকশন থেকে আরম্ভ করে একটা সিস্টেম রয়েছে—অ্যাভইলেবিলিটি অব্ ওয়াটার এই সমস্ত প্রশ্ন জড়িত কাজেই এই ব্যাপারে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—যে ১৯৮৬-৮৭ সালে খোয়াই শহরের নোটিফায়েড এরিয়ার পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য লিফট্ ইরিগেশন স্কীমে পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাবলিক হেলথ দপ্তর এর কর্মচারীরা এবং হাডকোর তরফ থেকে তাদের প্রতিনিধিরা এসে সেখানে একটা প্ল্যানিং করার জন্য সার্ভে করতে গিয়েছিলেন—এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না? এবং এরপরেও গত পাঁচ বছরে এই কাজটা

হয়নি কেন এবং এটা নতুন করে করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার; আমি বলেছি যে আরবান ওয়াটার সাপ্লাইএর জন্য কোন টাকা প্ল্যানিং কমিশন দিচ্ছে না। আগে কিছু কিছু টাকা পাওয়া যেত। এই নোটিফায়েড এরিয়া অথোরিটি তারা যদি কোন ফিনান্সিয়াল ইনষ্টিটিউশন থেকে এবং পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেন্টকে এনট্রাস্ট করেন তাহলে পাবলিক হেলথ এইটা হাতে নিতে পারে। আর সার্ভে এইখানে হয়ে থাকতে পারে—তবে সে সম্পর্কে কোন তথ্য আমার হাতে নেই কিন্তু মূল প্রশ্ন হচ্ছে টাকা। এবং সে টাকা কোথা থেকে আসবে? সেই টাকা নোটিফায়েড এরিয়া অথোরিটি গুলিকে ব্যবস্থা করতে হবে। আর প্রশাসনিক পজিশন যেটা আমরা দেখব, ভবিষ্যতে টাকা সংগ্রহ করে, প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে দরবার করে কোন টাকা পাওয়া যায় কি না? কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যে পজিশন যে সিদ্ধান্ত, সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নোটিফায়েড অথোরিটি-গুলিকে নিজেদের টাকা সংগ্রহ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়!

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার এড মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৭।

মিঃ স্পীকার :— এড্ মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্ মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৭।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সাম্প্রতিক বন্যার খোয়াই নদীর ভাঙনে পশ্চিম গাঁওসভার গোদার ঘাট এবং কাঞ্চনঘাট গ্রাম দুটি বিলীন হবার আশংকা দেখা দিয়েছে, এবং

২) ইহাও কি সত্য যে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে কোটি কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মীয়মান পাকা সেতুটি থেকে নদীটি অনেক সরে আসার আশংকা দেখা দিয়েছে.

৩) ঘটনা গুলি সত্য হলে এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সরকার বিবেচনা করেছেন ?

উত্তর

১) সাম্প্রতিক বন্যার গ্রাম দুটিতে নদীর ভাঙ্গন লক্ষ্য করা গিয়েছে।

২) নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয় নাই, তবে নির্মীয়মান পাকা সেতুটির নিকটবর্তী অঞ্চল ব্যাপকভাবে নদীর ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৩) ক) কাঞ্চনঘাট গ্রামটির জন্য নদীর পাড় বাঁধানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ?

খ) নির্মীয়মান পাকা সেতুটির উজানে নদীর ডান তীরে ভাঙ্গন লক্ষ্য করা গিয়েছে এবং সেতুটির স্থায়িত্বের জন্য সেতু নির্মান কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

গ) গোদারাঘাট এলাকাটির ভাঙ্গন রোধের কোন পরিকল্পনা বন্যা নিয়ন্ত্রন দপ্তরের এখনো নেই।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বিগত বন্যায় খোয়াই নদীর তেলিয়ামুড়া থানাধীন খোয়াই নদীর দুধারে বিশেষ করে নেতাজী নগর নামে একটা গ্রামে তার একটা পর্শান নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে এবং করইলং গ্রামের পূর্ব পার্শ্বে নদীর পারে ইতিমধ্যে ৫০টা বাড়ী নদী গর্ভে চলে গিয়েছে। কমল নগর এলাকার এই গ্রামগুলি চলে যাচ্ছে বিস্তির্ণ এলাকা সহ। এই ব্যাপারে ভাংগন থেকে গ্রামগুলিকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) : - স্যার, এটাতো আলাদা প্রশ্ন করতে হবে। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় ত্রিপুরার সবগুলি নদী এবং ছড়া যেগুলি আছে তার মধ্যে যে ভাংগন হচ্ছে ডি ফরেস্টেটশানের জন্য। ফলে তার থেকে জমি বাড়ী এগুলি

রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। কাজেই এই সমস্তগুলি সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত বন্যায় পেঁচারথল থানা এবং বেশ কয়েকটা বাড়ী নদীর নীচে গিয়েছে। এবং পেচারথল থানাটা ভাংগনের মুখে। এটা রক্ষা করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, বিষয়টা সম্পর্কে আমি অবগত আছি। এর মধ্যেই ইঞ্জিনীয়ারদের দুই তিন বার পাঠানো হয়েছে। এখন বর্ষার সময়। এটা ঠিক যে পেচারথল থানা এবং তার সংলগ্ন কোয়াটার্স্ গুলি প্রায় হুমকির মুখে আছে। কিছু ভেংগেও চলে গিয়েছে। এখন প্রটেকশানের জন্য কিছু কিছু টাকা বিভিন্ন সময়ে খরচ করা হয়েছে। নদীগর্ভে বেটস্ ও অন্যান্য কিছু ফেলা হয়েছে। কিন্তু বর্ষার মধ্যে পার্মানেন্ট মেজার-এর কোন ষ্ট্রাকচার তৈরী করে এটাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। যার জন্য শীতের সময়েই করতে হবে। জানিনা এই বর্ষায় আরোও ভাংগবে কিনা ? আমি ইঞ্জিনীয়ারদের নির্দেশ দিয়েছি আরোও ভাল করে দেখার জন্য। এবং আর ইরশন বা স্কাওয়ারিং যাতে না হয় তার জন্য ব্যবস্থা করা যায় কিনা তার চেষ্টা নেওয়ার জন্য আমি বলেছি।

শ্রীঅমল মল্লিক : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এবার যে বন্যা হয়েছে এই বন্যার সময় কৈলাশহর-এর গোবিন্দপুরের কাছে যে বাঁধ, সেখানে কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে এবং জনগণের যোগসাজসে সেটা কেটে দেওয়া হয়েছে। এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা রিলেটেড প্রশ্ন না। তাহলেও আমি বলছি এই প্রচার যদি কেউ করে থাকে তাহলে এটা দুরভিসন্ধি মূলক, উদ্দেশ্য মূলক।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, সিমনা নির্বাচনী এলাকার ঈশানপুর যে স্লুইস গেইট, সেটা

ত্রিপুরায় তৃতীয় স্লুইস গেইট। বিগত বন্যাতে এই স্লুইট গেটের পার ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম এবং আগের বন্যাতেও সেখানে ভেঙ্গে যাওয়ার পর অনেক বাড়ীঘর ক্ষতি হয়েছে। এখন যে অংশটি ভেঙ্গে যাচ্ছে সেটা যদি কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে পরে আগামী দিনে বন্যা আসলে পরে বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই ধরনের প্রশ্ন আসছে একটার পর একটা। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একই অবস্থা। এটা কোন কেটাগরিকেলি প্রশ্ন না, হাজার প্রশ্ন উঠছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর উত্তর দেওয়া কতটুকু সম্ভব আমি জানি না। সমস্ত ব্যাপারটা আইসলেটেড। কাজেই এই সম্পর্কে হাউসকে সাহায্য করার জন্য এই ধরনের প্রশ্ন না করা উচিত বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :- মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার ৯৭।

মিঃ স্পীকার : - এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার. ৯৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৭

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে জিরানীয়া ব্লক চৌমুহনী থেকে জিরানীয়া হাসপাতাল, ব্লক অফিস, পশু চিকিৎসালয়, থানা পর্য্যন্ত রাস্তাটি চলাফেরার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে, এবং

২। সত্য হলে, এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। উক্ত রাস্তাটি চলাফেরার জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত নহে। তবে রাস্তায় জল জমার ফলে রাস্তাটির উপরিভাগ অনেক জায়গায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

২। প্রয়োজন ভিত্তিক মেরামতির কাজ ত্বরান্বিত করা হইতেছে।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই রাস্তাটির দুই পাশে বেআইনীভাবে কতগুলি ঘর নির্মাণ করে ব্লকের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে, সেই জন্য চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। এইগুলি পরিষ্কার করে সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, রাস্তা সংস্কার করা হবে। তবে আর অথরাইজড দখল সম্পর্কে কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আমি খবর নেব এবং যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ চৌধুরী মহোদয়।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১০৮।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার —১০৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার -১০৮।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার অধীন রতনপুর হইতে লাউগাং তারা উচাই পাড়া হয়ে কোন রাস্তা আছে কিনা, এবং

২। থাকিলে উক্ত রাস্তাটি ইটের সোলিং করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। পূর্ত বিভাগের আওতাধীন এই নামে কোন রাস্তা নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাস্তাটি পি, ডাব্লিউ, ডির আওতারে নিয়ে এই রাস্তাটি করার জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। কারণ এই রাস্তাটি লাউগাং, সিদপুর, রত্নপুর, মুহুরীপুর বাজারে হাজার হাজার মানুষ এই দিক দিয়ে যাতায়াত করে এবং এটা পাহাড়ী অধ্যুষিত এলাকা। এখানে রাস্তা না থাকার ফলে এখানে ক্রাইমের একটা আকড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু পাহাড়ী এলাকা সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করে পি, ডাব্লিউ, ডির আওতাধীন নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) : -- মাননীয় স্পীকার স্যার, নর্মেলি ব্লক এর রাস্তাগুলি টেইক্অভার করার জন্য পি, ডাবলিউ, ডি-কে লেখা হয়। এবারে আমাদের যে সমস্যা আমি এর আগে বলেছি যে ওরা পাহাড় প্রমাণ ঋণ রেখে গেছেন। আমি হিসাবও দাখিল করেছি। ১৮ কোটি টাকা ঋন রেখে গেছেন। এবং সারা ত্রিপুরা এমনকি আগরতলা শহরের রাস্তা ঘাটের যে অবস্থা তাতে এবারে নূতন করে কাজে হাত দেওয়া খুবই কঠিন। কাজেই পুরাতন যেগুলি আছে সেইগুলি করা হবে। গত ৫ বৎসর তারা কিছুই করে নি। অনলি মোটিং সিক্সনেস্ অন দেয়ার নাথিং। সেই জায়গাতে আমরা ১২টি দেব। যেই গুলি আছে সেই গুলিকে রক্ষা করা তারপর নূতন কাজ।

শ্রীঅমল মল্লিক:— মাননীয় স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গ্রামের নিয়মেই রাজ্যের নিয়মেই এটা প্রথম অবস্থায় ব্লক থেকে ফোড্ ফর ওয়ার্ক কাজ টাজ দিয়ে রাস্তার একটা সেইভ করা হয়। তারপর এটা ব্লক থেকে সরকারের কাছে প্রপোজাল যায়। এটা এলাকার লোকের দীর্ঘদিনের দাবি ফোড্ ফর ওয়ার্ক থেকে বার বার এই কাজটা করা হয়, ব্লক থেকেও দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে কাজটা নেওয়ার জন্য। রাস্তাটা পি, ডাবলিউ, ডি, ধরা তার তর্থ্যই নয় যে একসাথে কার্পেটিং মেটেলিং করা। ব্লক থেকে যে প্রপোজাল আসবে সেটাকে জরুরী ভিত্তিতে আর্থ ওয়ার্ক এর কাজ করে কম টাকার মধ্যে কালভার্ড করে দেওয়া সেটার ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ নেবেন কিনা।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি এইটুকু বলতে পারি ইনকোয়ারী

করার জন্য। কিন্তু এটা এক্ষুনি টেইক করবে কিনা সেই প্রতিশ্রুতি আমি এখানে দিচ্ছি না।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য দেব প্রসাদ মালসাই, উনি অনুপস্থিত, পরবর্তী শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ও শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :- এডমিটেড ষ্টাৰ্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৩ স্যার,

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৩ স্যার,।

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহকুমার বদরমোকাম ঘাটের গোমতী নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণ করার জন্য বর্তমান ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

২) পরিকল্পনা থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত সেতু নির্মানের কাজ শুরু করা হবে, এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

...উত্তর —

১) না, এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

৩) আর্থিক অপ্রতুলতার দরুন বিষয়টি বিবেচনা করা সম্ভব হয়নি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই অবগত আছেন বিগত ৭ই জুন সেই বদরমোকাম ঘাটে নৌকা ডুবি হয়, এতে ৩/৪ জন মারা গেছে এবং অনেক লোক আহত হয়েছে। এই ভাবে গত ৭ই জুন নয় অতীতে আরো অনেক ঘটনা হয়েছে এবং অনেক মারা গেছে এবং অনেক লোকের ক্ষতি হয়েছে। বর্ষার সময় গোমতী নদীর জল যখন বিপদ সীমার উপর দিয়ে যায় তখন নৌকাগুলি নদী পারের সময় এই নৌকা ডুবি হয়ে থাকে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে কিছুদিন আগে যে বন্যা হয়ে গেল এবং গোমতী নদীর জল যখন প্রায় বিপদ সীমা অতিক্রম করার পথে, তখনই এই বদরমোকাম ঘাটে নৌকা ডুবিতে ৩/৪ জন লোক মারা গিয়েছে এবং সেখানে এর আগেও অনেক নৌকা ডুবি হয়ে অনেক লোক মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটে গিয়েছে। যেহেতু উদয়পুর শহর এবং তার উল্টো দিকে রাজনগর গাঁওসভা এবং আর ৪/৫ গাঁও সভার লোকজনের চলাচলের সুবিধার জন্য এই বদরমোকাম ঘাটে একটা পাকা সেতু নির্মাণের জন্য অনেক দিন ধরেই দাবী জানিয়ে আসছে, কিছু দিন আগে এখানে নৌকা ডুবির মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটলে এই দাবী এসব লোকজনের তরফ থেকে আরও জোরদার হয়ে উঠে, উদয়পুর নোটিফাইড এরিয়া অর্থরিটির তরফ থেকেও সরকারের কাছে এই সেতু নির্মাণের দাবী জানানো হয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরার প্রাচীন ঐতিহ্য ভুবনেশ্বরীর একটা মন্দিরও ঐ রাজনগর গাঁওসভায় রয়েছে, ভক্তকুল যাতে ঐ মন্দির দর্শন করতে পারে, তারজন্যও এই সেতুটা হওয়ার দরকার আছে কাজেই এই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে, যাতে বদরমোকাম ঘাটে চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই একটা পাকা সেতুর নির্মিত হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবেন কিনা, দয়া করে জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, কয়েকদিন আগেই হাউসে এই বিষয়ে একটা কলিং এটেনশান নোটিশ এসেছিল, এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়ে গেছে এবং সরকার এই বিষয়ে কি করবেন না করবেন তাও এই হাউসকে জানিয়েছেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার আমাকে এই বিষয়ে একটু বলতে দিন। স্যার, এই বদরমোকাম ঘাটে একটা এস, পি. টি ব্রিজ করার জন্য এক সময়ে ২৬ লক্ষ ১ হাজার টাকার একটা এষ্টিমেট করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে, বিশেষ করে টেকনিক্যাল কারণে দেখা গেছে যে এই পরিমাণ এষ্টিমেট দিয়ে এই ব্রিজটা করা সম্ভব নয়। কেন, না সেখানে প্রতি বছরেই নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে, কাজেই সেখানে যেটা করার প্রয়োজন, সেটা ছিল ছ্যাঙ্গিং ব্রিজ, কিন্তু সেটা করার মতো টাকা আমাদের হাতে নেই। তবে এখানে একটা ব্রিজ করার যে প্রয়োজন

আছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না এবং আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় টাকা আসলেই, সেটা করার জন্য বিচার বিবেচনা করবো।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা করার জন্য ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ সালের বাজেট বরাদ্দের সিডিউলড অব ওয়ার্কসে উল্লেখ করা ছিল যে, সেখানে এস, পি, টি, ব্রিজ করা হবে। কিন্তু আজ অবধি কেন সেটা করা হচ্ছে না, তা বুঝতে পারছি না, কাজেই এর পিছনে কারণটা কি জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি যদি পাল্টা প্রশ্ন করি যে উনারা তো ৫ বছর ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তারা করলেন না কেন ?

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— স্যার, আমিও তো বলতে পারি যে উনারা তো ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন, তখনই বা তারা করলেন না কেন ? স্যার, এভাবে মামের কাছে মাসীর গল্প করে তো আদর পাওয়া যাবে না। আমি জানতে চাইছি সিডিউলড অব ওয়ার্কসে থাকা সত্বেও কেন এটা করা হল না যেখানে ৫০ লক্ষ টাকা এর জন্য ধরা ছিল ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি ওনাকে সিডিউলড অব ওয়ার্কসটা পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি, তাতে উনি দেখতে পাবেন অনেকগুলি ওয়ার্কস করার জন্য নাম ঢুকানো হয়েছে। কাজেই সিডিউলড অব ওয়ার্কসে নাম থাকলেই সংগে সংগে সেগুলি করা হবে, এই ধরনের কোন কমিটমেন্ট করা যাবে না। স্যার, ওরা ৫ বছরে যা করে গেছেন পুরো পূর্ত দপ্তরটাকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছেন, তাই উহাকে একটু সেলফ সেক্রিফাইস করার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৭৮। পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং, ১৭৮

প্রশ্ন

১) কাঁকড়ী নদী থেকে জল উত্তোলন করে ধর্মনগর শহরে পানীয় জল সরবরাহ করার কোন রূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, হয়েছিল।

প্রশ্ন

২) এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়ে থাকলে তার রূপায়ণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?

উত্তর

২) উক্ত কাজটি করার জন্য একজন ঠিকাদারকে দরপত্র দেওয়া হয়েছিল। তার আকস্মিক মৃত্যুতে কাজটি বাতিল করে পুনরায় এর দরপত্র আহ্বান করা হয়; কিন্তু দরপত্র গৃহীত হয় নি।

প্রশ্ন

৩) কোন সালে এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছিল ?

উত্তর

৩) ১৯৮৪ সালে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন

৪) বর্তমানে পরিকল্পনাটি কোন পর্য্যায়ে আছে ?

উত্তর

৪) বর্তমানে আর্থিক সংস্থান পর্য্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে যাতে পরিকল্পনাটি শীঘ্র সত্বর হাতে নেওয়া যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬৬, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১৬৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বর্তমান বৎসরের বন্যায় রাজ্যে কতটি রাস্তাঘাট ভেংগে গেছে ?	১) বর্তমান বৎসরে বন্যায় ৩১১টি রাস্তা নষ্ট হয়ে গেছে।
২) ছোট বড় কতটি পুলের ক্ষতি হয়েছে ?	২) ছোট বড় ৪৪৬টি পুল ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছে।
৩ সেইগুলি মেরামতের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ? এবং	৩) আর্থিক সংস্থান অনুসারে প্রধান প্রধান রাস্তা ও পুলের মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
৪) উত্তর ত্রিপুরার মনু নদীর ব্রিজ নতুন করে তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	৪) উত্তর ত্রিপুরার মনু নদীর উপর রাজ্য সরকারের আয়ত্তাধীন দুইটি সেতু সম্পূর্ণ ভেংগে গেছে। একটি কাঞ্চনবাড়ীতে এবং আর একটি কৈলাসহরের শ্রীরামপুর মুবিভক্তা রোডের উপর। এই দুইটি সেতু পুনর্নির্মাণ-এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। জাতীয় সড়ক-এর উপর মনুঘাটে যে সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই স্থলে একটি নতুন সেতু নির্মাণের কাজ কেন্দ্রীয় সীমান্ত সড়ক সংস্থা ইতিপূর্বেই হাতে নিয়েছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— স্যার, আসাম-আগরতলা রোডে মনু নদীর ব্রিজের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে বন্যায়। এই ব্রিজটি মেরামত করা কিংবা নতুন করে করার জন্য রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, মনু নদীর ব্রিজটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর সেটা কিছুটা অ্যাকদটেণ্ড করে যাতায়াত ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী:— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম, বন্যায় ৩৯১টি পুল নষ্ট হয়েছে। আরো বলেছেন, আর্থিক সংকুলান হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সব জায়গায় পুনরায় চালু করা সম্ভব। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, রাজ্য সরকার থেকে অধিক অর্থ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কি প্রস্তাব রাখা হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী): - স্যার, প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিমন্ত্রী বন্যার প্রকোপ দেখার জন্য কৈলাশহর এসেছিলেন তখন আমি নিজে উনার সঙ্গে দেখা করেছি, এবং আলাপ আলোচনা করেছি। উনি বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নেচারেল ক্যালামেটিস ফাণ্ড থেকে অ্যাডভান্স কিছু পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। উনি আরো বলেছিলেন, প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গেও আলাপ করবেন। তাছাড়া ওয়াটার রিসোর্স এবং অন্যান্য কিছু ডিপার্টমেণ্ট থেকে টাকা পয়সা সংগ্রহণ করা যায় কিনা দেখবেন। আমরা যে অ্যাসেসমেন্ট করেছি ল্যাণ্ড স্লাইটের ক্ষেত্রে, সেখানে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা এখনও আমাদের পক্ষে নিরূপণ করা সম্ভব হয় নি। আমরা ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ ৩৬ কোটি ধরে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোন সাহায্য আসে নি। এছাড়া কেন্দ্র থেকে যে টীম এসেছিল তাঁরাও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্বীকার করেছেন, প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তাঁরা বলেছিলেন, তাঁদের রিপোর্টে এব্যাপারে কমেন্ট থাকবে। তবে এখন পর্যন্ত কোন খবর নেই। কোন টাকাও আসেনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আমরা আশা করছি, সাহায্য পাব।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার:— স্যার, এখানে যারা বিরোধী বেঞ্চে বসে আছেন তাঁদের দলই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন। কাজেই, ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে ভয়াবহ বন্যা ঘটে গেল, এবং এই বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে সব দলের মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সাহায্য করার জন্য এই রাজ্যের বিরোধী দলের ভূমিকা কি, কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁরা আর্থিক সাহায্য দেবার কোন দাবী জানিয়েছেন কিনা তার কোন তথ্য সরকারের আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, এই সম্পর্কে সরকারের কাছে কোন

তথ্য নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস, মাননীয় সদস্য উমেশ চন্দ্র নাথ। ক্লাবকেটেড কোয়েশ্চান।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং — ১৫৮।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৫৮।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৫৮।

— প্রশ্ন —

১। ধর্মনগর-এর কদমতলা থেকে সরসপুর হয়ে সরলা বাগান পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। এছাড়া আর কোন্ কোন্ গ্রামে অল্প বিস্তর বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা হবে তার বিবরণ।

— উত্তর —

১। ধর্মনগর কদমতলা থেকে সরসপুর হয়ে সরলা বাগান পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে আপাতত নেই। তবে সরসপুর ও সরলাবাগান দু'টি গ্রামেই বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে।

২। ত্রিপুরার যে সকল গ্রামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রাহক বিদ্যুতের জন্য আবেদন বিদ্যুৎ দপ্তর ঐ সকল গ্রামেই অল্প বিস্তর লাইন সম্প্রসারণ করার জন্য আর্থিক ও কারিগরী দিক বিবেচনায় তৈরী আর, ই, সি-এ পেশ করবে। নিম্নে আর, ই, সি থেকে অনুমোদিত গ্রামের নাম দেয়া হলো—যেখানে লাইন এক্সটেনশন হবে।

(List of the villages laid on the Table of the House.)

(ANNEXURE—"A")

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার. একটা গ্রামে কত পরিবার বৈদ্যুতিক লাইনের জন্য দরখাস্ত করলে প্রয়োজনীয় সংখ্যা হিসাব করা হয় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু পরিস্কার করবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার সেটা গ্রামের উপর নির্ভর করে, একটা গ্রামে কতজন লোক থাকবে। ১০ জনও প্রয়োজনীয় হতে পারে। ৫০ জনও প্রয়োজনীয় হতে পারে যেমন দরখাস্ত আসবে তেমন বিবেচনা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অরুণ ভৌমিক।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা) : — এ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৮৬ স্যার।

Shri Keshab Majumder (Minister) :- Admitted starred question No. 186 Sir.

Question

1. Whether the Govt. has any contemplation to set up any Commission to detect cases of corruption of the members of the Council of Ministers of Cong (I)-TUJS Coalition Ministry ?

Answer

1. The state Government has not yet contemplated to set up any Commission specifically to detect of cor.uption of the memders of the Council of Ministers of Cong-I-TUJS Coalition Ministry. A decision has been taken to set up a Commission of enpuiry to probe the affairs of Tripura lottery of 1992-93

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্ন ও উত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ

করছি।

(ANNEXURES -- "B & C")

REFERENCE PERIOD

মি: স্পীকার : - এখন রেফারেন্স পিরিয়ড আমি মাননীয় সদস্য মাধব সাহা এবং প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়দের নিকট থেকে একটি রেফারেন্সের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যদের মধ্য থেকে যে কোন একজন উনাদের নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ অনুপস্থিত সেই-হেতু এই নোটিশটি ফলস্ থো হয়ে গেল

আর একটি নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস, শ্রীঅনিল চাকমা এবং শ্রীজীতেন্দ্র সরকার মহোদয়দের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং মাননীয় সদস্য মহোদয়দের মধ্য থেকে যে কোন একজন এই নোটিশটি উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার :— মি: স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :- "সারা রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সংকট সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার : আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি, যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২১-৭-৯৩ ইং তারিখে এর জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার : -- অদ্য আর একটি রেফারেন্সের নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব

অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য মহোদয়কে উনার নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি

শ্রীদিলীপ চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :- "যুব কংগ্রেস কর্মীকে গলায় বিষ ঢেলে হত্যা, থানাদাররা ডাকাতির ঘটনা বলে চালান, এই শিরোনামে ১২ই জুলাই সাম্প্রম পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে "

মিঃ স্পীকার : আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি, যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২১-৭-৯৩ ইং তারিখ জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে একটি (১) উল্লেখ্য বিষয়ের (রেফারেন্স পিরিয়ড) উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১৪-৭-৯৩ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন্দ্র সরকার মহোদয় এবং শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহোদয় যুগ্মভাবে উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বায়ত্ত শাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য

বিষয়বস্তুটি হলো : -' নোটিফায়েড এরিয়া ও আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াভুক্ত গরীব অংশের কৃষক সমেত মানুষের কর্ম সংস্থানের অভাব সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো : — "নোটিফায়েড এরিয়া ও আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া-ভুক্ত গরীব অংশের কৃষক সমেত মানুষের কর্ম সংস্থানের অভাব সম্পর্কে।"

১২টি নোটিফায়েড এরিয়া এবং আগরতলা পৌর এলাকা স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এই সমস্ত এলাকার গরীব অংশের বেকারদের কর্মসংস্থানের

জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত "নেহেরু রোজগার যোজনা" ১৯৮৯ইং সন হইতে চালু হইয়াছে। ১৯৯৩ইং সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৯২,৭২,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। রাজ্য সরকার এই প্রকল্প রূপায়নে মোট ৩৫,৩১,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি এবং পৌর প্রশাসকের মাধ্যমে এই প্রকল্পে সর্ব্বমোট ১১৫,৪৩,০০০ টাকা ১৯৯৩ইং সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত খরচ হয়েছে।

ভারত সরকারের নির্দ্দেশাবলী অনুযায়ী ১৯৯৩ ইং সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত সমস্ত নোটিফায়েড এরিয়া এবং আগরতলা পৌর এলাকার মোট ৩১৯ জন বেকার যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষুদ্র কর্ম প্রচেষ্টায় সর্বমোট ৪৬৭ জন ঋণ ও ভর্তুকীদানে উপকৃত হয়েছে। তাছা ছাড়া ১৯৮৯ হইতে ৪ (চার বৎসরে এই প্রকল্পে মোট ১,০৬,১৬৩ দিন মঞ্জুর (ম্যানডেইজ) নিযুক্ত করা হয়েছে।

বর্ত্তমান আর্থিক বছরে (১৯৯২-৯৩ইং) এই প্রকল্প রূপায়নের জন্য ভারত সরকারের নিকট হতে মোট ২০,৭০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে। রাজ্য সরকারও ১৬,০০,০০০ টাকা আনুপাতিক হারে বরাদ্দ করেছে।

এই প্রকল্প সঠিক ভাবে রূপায়নের জন্য (যাহাতে গরীব অংশের মানুষের কর্ম-সংস্থান হয়) সমস্ত নোটিফায়েড এরিয়া এবং আগরতলা পৌর এলাকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মাবলী ও পাঠানো হইয়াছে। নোটিফায়েড এরিয়া ও আগরতলা পৌর এলাকাভুক্ত গরীব অংশের কৃষকদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে তা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কিছু করা যায় না. কৃষি দপ্তর থেকে যেসব প্রকল্প কৃষকদের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলিকেও তাদের মধ্যে অ্যাক্সটেনডেড করা হয়েছে। যেগুলিতে সার ও দেওয়া হয়, বীজ কীট নাশক ঔষধ এইসব তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ফসলের 'প্রদর্শনী চাষ" সরঞ্জাম সরবরাহ, মিনিকিট বিতরন ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে ও পরোক্ষভাবে কৃষিজীবিদের কর্মসংস্থান করা হয়ে থাকে।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার : —পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, স্যার, নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে এই রাজ্যে গরীব অংশের মানুষ সংখ্যা বেশী। মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যেও গরীব অংশের মানুষ আছেন। সারা রাজ্যে তাদের জন্য নোটিফায়েড এরিয়ার বহির্ভূত এলাকার মধ্যে যে ধরনের কাজ

এস,আর,ই,পি, এন,আর,ই,পি, এবং জহর রোজগার যোজনা এই যে কাজ এইগুলি নোটিফায়েড এলাকার মধ্যে সেইরকম ভাবে পাওয়া যায়না এবং আমার অভিজ্ঞতা হল যে, ব্লকে বি,ডি,ও মহোদয়কে বললে পরে উনিও সে কথাই বলেছেন যে নোটিফায়েড এলাকায় এই জাতীয় কাজে কোন স্কোপ না থাকলেও খুব সীমিত। অথচ এই রাজ্যের নোটিফায়েড এলাকার করপোরেশন যেটা তার মধ্যে যারা বাস করেন তার মধ্যে ৮০ শতাংশ মানুষ গরীব অংশের মানুষ যেমন দিন মজুর, ক্ষেত মজুর ইত্যাদি কিন্তু কাজের জন্য আউটসাইড নোটিফায়েড যে ধরনের কাজ দেওয়া হয় সেই ধরনের কাজগুলি নোটিফায়েড এলাকার মানুষদের গরীব অংশের মানুষদের ক্ষেত মজুর দিনমজুর তাদের কাজ দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা সরকার নেবেন কিনা আর একটা সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে কৃষকদের যারা এই নোটিফায়েড এলাকাগুলির মধ্যে গরীব কৃষক, মাঝারী কৃষকদের তারাও শতকরা ৭০ ভাগ এবং এই যে প্রায় ১/২ জায়গা বাদ দিলে বিভিন্ন জায়গায় আমার তেলিয়ামুড়ার মধ্যে প্রপার এরিয়ার মধ্যে ২৫ পারসেন্ট কৃষক এবং করপোরেশান ৪টা গাঁওসভা নিয়ে তার মধ্যে ৩টা গাঁওসভায় প্রায় ৭৫-৮০ ভাগ গরীব এবং মাঝারী অংশের কৃষক। তাদের প্রশ্নে আউট সাইড নোটিফায়েড এলাকায় বিভিন্ন মিনিকীট্‌স বা বিভিন্ন ফলের চারা এবং বিভিন্নভাবে যে সাহায্য সহায়তা দেওয়া হয় সাবসিডাইজ রয়েছে সেগুলি থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এই জাতীয় কৃষকদের প্রশ্নে নোটিফায়েড এরিয়ার বাইরে যেগুলি দেওয়া হয় নোটিফায়েড এলাকার ভিতরে যারা জনগণ তারাও যাতে এই সব সাহায্য পান তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন কিনা জানতে চাই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, এই দু'টা স্কীম আলাদা। একটা হচ্ছে রুর‍্যাল অ্যামপ্লয়মেন্ট। রুর‍্যাল অ্যামপ্লয়মেন্টে যেসব টাকা সেংশান হয় সেগুলি সাধারণতঃ ব্লকে যায় এবং তাকেও আরবান এরিয়াতে ব্যবহার করা যায় না তাতে আইনগত কিছু অসুবিধা আছে। এইটা ঠিক ব্লক এলাকাতে, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা মিলে গরীব মানুষেরা যেসব পান তার সবটাকে নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে অ্যাক্‌সটেণ্ড করা যায় না।

তা সত্ত্বেও বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও এটা ধরা হয়েছিল গরীব মানুষের সুযোগ সুবিধা মিলে যে সব স্কীম ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল নুতন করে সেই

সব স্কীম নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যেও যেমন পেনশন ইত্যাদি যে সব গরীব মানুষকে যেগুলি দেওয়ার, মৎস্য জীবি এবং অন্যান্য অংশের জন্যই সেই সব স্কীম এখনও চালু আছে এবং চালু থাকবে। দ্বিতীয়তঃ যেটা বলা হচ্ছে যে, রুর‍্যাল ডেভলাপমেন্টের কোন টাকাতে আরবান এরিয়াতে যাবে না। সেই জন্য জহর রোজগার যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরবান এলাকাতে যতটুকু খরচ করার জন্য পাওয়া যায় আমি সেটা স্টেট ফেয়ার সহ খরচ করছি এবং সেগুলি সব সময় হবে। তার জন্য নুতন যে সব নোটিফায়েড এরিয়া গঠিত হয়েছে সেই সব এরিয়াতে কিছু অসুবিধাতো নিশ্চয়ই হবে। পঞ্চায়েতকে নিয়ে এইগুলি করা হয়েছে এবং অন্যান্য যে সব নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি আছে সেই সব জায়গাতে কিছু কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতের লোক বা গ্রামীণ কৃষকরা কিছু কিছু উপকৃত হবে। কাজেই কৃষকদের জন্য আলাদা কোন কর্মসূচী এখনই নেওয়া সম্ভব না। কিন্তু তা সত্ত্বেও গরীব মানুষের জন্য সুযোগ সুবিধা আরও কিভাবে এক্সটেণ্ড করা যায় আরবান এরিয়াতে সেটা সরকার নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখবে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া): — পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নোটিফায়েড এরিয়া-গুলির জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের একটা স্কীম আছে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ফর আরবান পুয়র. নামে যেটা চালু আছে এটার মাধ্যমে এক একটা নোটিফায়েড এরিয়াতে কোথাও ৪০ জনকে, কোথায়ও ৫০ জনকে সুযোগ দেওয়া হয়। এই ধরনের স্কীম রাজ্য সরকার করে আরবান পুয়রদের এই স্কীমের আওতায় আনার ব্যবস্থা করবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী): — স্যার, আমাদের রাজ্যের নিজস্ব কোন ইনকাম নেই। আমরা যে সব টাকা পয়সা ইত্যাদি চেয়েছি সবইতো জন সাধারণের কল্যাণে, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিলে আমরা অনেক বেশী স্কীম করে গরীব মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। শহর অঞ্চলেও পৌঁছে দেব এই বিষয়ে আমি মাননীয় সদস্যকে আশ্বস্ত করতে পারি। তবে মাননীয় সদস্যের কাছে অনুরোধ থাকবে তাদের দলেরই কেন্দ্রীয় সরকার আছেন। কাজেই ত্রিপুরাকে একটা স্পেশাল কেটাগরী ষ্টেট হিসাবে ডিক্লায়ার করে তাকে যদি আরও আর্থিক সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বাড়ানো যায় সেই জন্য আমরা যেমন দাবী করছি মাননীয় সদস্যরাও সেই দাবী করুন তাহলে এই গুলি করা যাবে।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ : — পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান, স্যার, বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়া-গুলিতে বিশেষ করে নোটিফায়েড এরিয়া-গুলি যেভাবে গঠিত হয়েছে তাতে অনেক গরীব মানুষ সেই নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে আছে অনেক কৃষক পরিবার আছে, অন্যান্যরাও আছে। তারপর এর বাইরে যারা আছেন তারাতো বিশেষ করে মিড ডে মিল স্কুলগুলিতে পাচ্ছে এবং নোটিফায়েড এরিয়ার ভিতরে যে সব কৃষক পরিবার আছে তারা সেই সুযোগগুলি পাচ্ছে না। সেই সুবিধাটা শহরের মধ্যে যেসব গরীব পরিবার আছেন তাদের জন্য এটা একসটেন্ডেড করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, এটা এডুকেশান দপ্তরের একটা স্কীম এবং তাতে এটা আছে। যে, গরীব অঞ্চলের ছেলেমেয়ে যারা স্কুলে টিফিন নিয়ে আসতে পারে না এবং এই ধরনের ছাত্রছাত্রী গ্রামের ভিতরেতই বেশী বসবাস করে, সুতরাং এটাকে গ্রামের দিকেই এক্সটেনডেড করা হয়েছে। শহরে একসটেনডেড করার জন্য যদি শিক্ষা দপ্তরের থেকে সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে নিশ্চয়ই নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে সেটাকে চালু করা হবে, এটাকে উদ্যোগ নিয়ে করব, এই বিষয়েতো আমাদের কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার : — নাউ কলিং এটেনশান। মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়ের নিকট থেকে আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়-বস্তু হলো : — "গত ২৫শে জুলাই, স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রকাশ্য রাস্তা থেকে স্কুল ছাত্রী অপহরণ ট্যাক্সি সহ ধৃত: ৩ এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।" মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয় উপস্থিত আছেন। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় হোম ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২২ তারিখ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :— আমি অন্য আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয়ের নিকট হইতে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১৭ই জুলাই, 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকায় প্রকাশিত তুজম এন,এল,এফ টি, সন্ত্রাসবাদী গ্রেপ্তার: অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, প্রচুর গোলাগুলি উদ্ধার এই শিরোনামে সংবাদ সম্পর্কে " মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয় উপস্থিত আছেন। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি হোম ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী): -মি: স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২২ তারিখ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :— আমি অন্য আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয়ের নিকট হইতে। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মি: স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :-- '২৩শে জুন "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় মহারানীতে এন, ই, সি, প্রকল্পে পুকুর আছে, কচ্ছপ জলের নীচে। পঁচিশ লক্ষ টাকা হাপিশ : বিভাগীয় তদন্ত হবে।' প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে "

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো : - "২৩শে জুন "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় মহারানীতে এন, ই, সি,

প্রকল্পে পুকুর আছে, কচ্ছপ জলের নীচে। পঁচিশ লক্ষ টাকা হাপিজ: বিভাগীয় তদন্ত হবে' প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

স্যার, গত জুলাই, ১৯৯০ ইং সনে মৎস্য চাষ প্ল্যানিং বোর্ডের মাধ্যমে এন, ই; সি, অষ্টম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮২'১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটা বাজেট কচ্ছপ চাষ প্রদর্শনী খামার অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব পাশ করে। এন, ই, সি, তার প্রস্তাবিত ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় টরটয়েজ কালচার ইন ত্রিপুরা এই নামে একটা স্কীম প্রস্তাব করে। এই স্কীমে মোট খরচ ধার্য্য করা হয় ৮২'১৫ লক্ষ টাকা। পরবর্তী সময়ে ১৯৯১-৯২ ইং সনে, এন, ই, সি, প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে এই বৎসরের জন্য উক্ত পরিকল্পনা খাতে দশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে ধার্য্য করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন টাকা অনুমোদন করেন নি। ১৯৯২-৯৩ সনেও এই প্রকল্পে এন, ই, সি, অনুমোদনের তালিকা থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কচ্ছপ চাষ প্রকল্পে শেষ পর্য্যন্ত এন, ই, সি, অনুমোদন পায়নি। এই প্রসঙ্গে জানান যাচ্ছে যে-এন, ই, সি, অনুমোদন পাওয়া যাবে সে আশায় উদয়পুরে মহারানীতে জায়গা সার্ভে করা হয়েছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া:— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিস্কার বলেছেন যে ১৯৯২-৯৩ সালে যেটা এন, ই, সি, প্রকল্প ছিল সেটার কোন অনুমোদন পাওয়া যায় নি। তাহলে পরে আমাদের প্রশ্ন হলো উক্ত ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায়" ২৩শে জুন ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় মহারানীতে এন, ই, সি প্রকল্পে পুকুর আছে, কচ্ছপ জলের নীচে। পঁচিশ লক্ষ টাকা হাপিজ: বিভাগীয় তদন্ত হবে। সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও কেন পত্রিকায় এ ধরণের বিবৃতি দেওয়া হলো এবং এটাকে কি সত্য যে জোট সরকারের তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার জনপ্রিয়তাকে খর্ব করার জন্য এই বিবৃতি না অন্য কিছু সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী): - মিঃ স্পীকার স্যার, এন, ই, সি, প্রকল্প সম্পর্কে সাংবাদিকরা যখন আমাকে প্রশ্ন করেন তখন আমি এটা বলেছিলাম যে এন; ই; সি;র কচ্ছপ চাষ প্রকল্প এখন কি অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে খোঁজ খবর করে দেখতে হবে। কাজেই এখন কিছুই বলা যাবে না। মাছ চাষের ব্যাপার হচ্ছে জলের নীচের ব্যাপার।

এই দপ্তরের মাছ চাষ সম্পর্কে জোট সরকারের আমলে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ আমার কাছে এসেছে। এইগুলি তদন্ত করে দেখা হবে।

এপেক্স্ ফিসারিজ কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। বাকীগুলি সম্পর্কে যা এসেছে সেগুলি নিয়েও তদন্ত করা হবে। আমি এভাবে বলেছিলাম। ২৩শে জুন যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেই সম্পর্কে বিষয়টা আমার দৃষ্টিতে এসেছে। আমি এটা পত্রিকাতে সংশোধনের জন্য প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :-- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, ডেইলি দেশের কথা পত্রিকাটি একটি দলীয় মুখপত্র। সেখানে বলা আছে --"আজ মহাকরণে সাংবাদিকদের একথা জানান-- মৎস্য রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মন। উল্লেখ্য, ১৯৯২-৯৩ ইং অর্থ বছরে উদয়পুরের মহারাণীতে কচ্ছপ প্রকল্প বাস্তবায়নে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ (এন, ই, সি) তৎকালীন জোট সরকারকে ২৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিল।" তাহলে স্যার আজকে একটা দপ্তরের মন্ত্রী যে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলছেন এক কথা এবং হাউসের মধ্যে বলছেন আর এক কথা। এই যে দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। না, নেওয়ার ইচ্ছা নেই, না কি নেওয়ার মানসিকতা নেই তা তো বলছেন না। আজকে এখানে তিনি বলছেন যে এপেক্স ফিসারিজ-এর জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এপেক্স্ ফিসারিস্ এবং কচ্ছপ প্রকল্প দুইটা আলাদা জিনিষ। পরিস্কার উনি বলেছেন যে ১৯৯২-৯৩ ইং সালে একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট গিয়েছিল এন, ই, সির কাছে। এন. ই. সি. সেটা পাঠিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে কচ্ছপ প্রকল্প উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ ছাড়া আর কোথাও হবে না। এখানে এই প্রজেক্ট হবে না। এই প্রকল্পটা টোটালি বাতিল করে দিয়েছেন। সেই জায়গাতে মাননীয় মন্ত্রী সাংবাদিকদের ডেকে মহাকরণে বলে দিলেন জোট সরকার ২৫ লক্ষ টাকা খেয়ে ফেলেছে। ফাকিজ করেছে। এন, ই, সি, তদন্ত করছে। আজকে আমরা জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সাংবাদিকদের যেটা বলেছেন সেটা ঠিক না কি এই হাউসে যেটা বলছেন সেটা ঠিক?

শ্রীশুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগেই বলেছি যে সংবাদটি আমার দৃষ্টিতে এসেছে। আমি প্রতিবাদ করেছি। পত্রেও ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় দিয়েছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যরা বসুন। এখানে কোনটা রাইট? সাংবাদিকদের এটা যদি রাইট হয়ে থাকে তাহলে এটা ঠিক না। এটা ঠিক হলে ওটা ঠিক না। এইতো কথাটা। সেখানে মিনিষ্টার ক্যাটাগরিকেলি বলে যাচ্ছেন যেটা উনি বলেছিলেন সেটা সাংবাদিকদের শুনতেও ভুল হতে পারে বা কমিউনিকেশান গ্যাপ হতে পারে। তিনি বলেছেন যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— উনি বলেছেনতো।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে সাংবাদিকদেরযেটা বলেছেন সেটা ঠিক ছিল না। উনি ভুলবশতঃ বলেছেন হাউসের কাছে বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :— না সেটা ঠিক না। উনি বলেছেন যে ক্যাটাগরিকেলি প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সেটা ছাপানো হয়েছে কিনা স্যার? এটা আবিষ্কার করুক। এইভাবে স্যার, দোষারোপ করতে থাকলে রাজ্যের মানুষ কি পাবে?

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক :— হাউসে বলেছে স্যার আমি ভুল বলেছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— চিৎকার করে লাভ হবে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—এই এপেকস্ ফিসারিস্-এর চোরগুলির বিরুদ্ধে কেস হয়েছে, এরেষ্ট করা হয়েছে। সাসপেণ্ড করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা হাকিম করা হয়েছে। চোরের মায়ের মুখে বড় গলা হয়।

(গণ্ডগোল)

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি হাউস চালাতে সাহায্য করুন। মাননীয় সদস্যরা প্লিস বসুন। মাননীয় সদস্য রতিবাবুকে অনুরোধ করছি আপনি বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আজকে এখানে পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশানে মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী বলেছেন যে, সেই দিন সাংবাদিক সম্মেলনে এন, ই, সি, পার্টিকুলারলি ঐ কচ্ছপের সংবাদ সম্পর্কে বলেছেন যে, প্রকাশিত সংবাদ এটা সম্পর্কে উনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারপরে আপনারা আবার কাউন্টার প্রশ্ন করেছেন, এটা ঠিক না। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে হাউসের ইনফরমেশানের জন্য জানাচ্ছি উনি বলেছেন যে, এপেকস্ ফিসারীস্ ঐটার তদন্তের কথা বলেছেন এবং ঐটার মধ্যে এন, ই, সির কোন টাকা আছে কিনা? এটা আমি জানতে চাই। এন, ই, সির কোন টাকা ঐ এপেকস্-ফিসারীর মধ্যে আছে কিনা?

শ্রীসুকুমার বর্মন (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এন, ই, সি, প্রকল্পটা হচ্ছে একটা, আর এপেকস্ ফিসারীস্ কো-অপারেটিভ হচ্ছে একটা আটোনমাস সংস্থা। সেখানে কোন টাকা নেই।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমার একটা ক্লেরিফিকেশান স্যার!

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কেন জল ঘোলা করছেন, প্লিস বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এগু হোয়াই নট স্টেটমেন্ট ইজ মেইড ইন দি এ্যাসেমবলী, ইন দি ফ্লোর। দেট উইল বি দা প্রপারটি অব্ দি এ্যাসেমবলী, দেট উইল বি দ্যা প্রপারটি অব্ দি পাবলিক। নো, ওয়ান কেন চেলেঞ্জ ইট। কেউ চেলেঞ্জ করতে পারে না। কাজেই এর পরে কথা উঠানো শুধু শুধু জল ঘোলা করা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য রতিবাবু প্লিস হাউস চালাতে সাহায্য করুন। এখন, দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর, শ্রীঅমিতাভ দত্ত ও শ্রীপ্রনব দেববর্মা মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "মুজিপ্পা কলেজে বেআইনী ছাত্র ভর্তি করা সম্পর্কে।"

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মুজিপ্পা ট্রাষ্ট পরিচালিত তথাকথিত মেডিক্যাল কলেজ আইনত প্রতিষ্ঠিত নয়। বাবা মুজিপ্পা এ্যাডুকেশন ট্রাষ্ট ১৯৯০-৯১ সালে ত্রিপুরা সরকারের নিকট নিজ খরচে একটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখে। এই কলেজের নিজস্ব গৃহ ও হোষ্টেল তৈরীর জন্য উক্ত ট্রাষ্ট ত্রিশ একর জমি লীজে পাওয়ার আবেদন করে। কিন্তু সরকার কর্তৃক এই জমি লিজে দেবার ব্যাপারে কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি এবং কোন প্রকার জমি এখনও পর্যন্ত লীজে দেওয়া হয়নি।

জানা যায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৯৯২-৯৩ শিক্ষা বর্ষে কিছু ছাত্র ভর্তি করে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে কলেজটাতে ক্লাশ চালু করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এর এই কাজ আইনতঃ সিদ্ধ নহে। কারণ এই প্রকার ক্লাশ শুরু করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন প্রকার অনুমোদন এমনকি প্রভিশনাল অনুমোদন দেওয়া হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকেও কোন প্রকার অনুমোদন বা সম্মতি পায়নি এই প্রকার অনুমোদন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল (এ্যামেণ্ড-মেন্ট) অর্ডিন্যান্স ১৯৯২ এর ১০ (১) ধারা বলে আবশ্যকীয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ইণ্ডিয়ান

মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকেও কোন প্রকার অনুমোদন অথবা সম্মতি পায়নি! কাজেই দেখা যায় যে, কোন মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সমস্ত অনুমোদিত সংস্থার সম্মতি বা অনুমোদন দরকার তাহারা কোনটির অনুমোদন এই কলেজ কর্তৃপক্ষ পায়নি। প্রচলিত ও অনুমোদিত নিয়ম কানুনের প্রতি ন্যূনতম মর্য্যাদাও কলেজটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেখানো হয়নি।

২৯-১-৯২ সালে রাজ্য সরকারের সাথে বাবা মুক্তিপ্পা ট্রাষ্টের এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে চুক্তি হয়েছিল, তাতে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শর্ত্ত পূরনের উল্লেখ ছিল। ট্রাষ্ট এই শর্তগুলি পূরণ করেনি। ফলে আগরতলাতে ঐ ট্রাষ্টের স্থাপিত বে-সরকারী মেডিক্যাল কলেজকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়নি।

তাছাড়াও ট্রাষ্ট ১৯৯২ সালের ২৭শে আগষ্ট রাষ্ট্রপতির জারী করা অর্ডিন্যান্সও লঙ্ঘন করেছে। এই অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে, সরকারের পূর্ব অনুমোদিত ব্যতীত বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন নিষিদ্ধ। ট্রাষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত কলেজের পঠন পাঠন শুরু করা হয়েছে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে।

প্রচলিত আইন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারী করা অর্ডিন্যান্সের পরিপ্রেক্ষিতে, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এর এবং ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর অনুমোদনহীন কলেজটি আইনত প্রতিষ্ঠিত নয় বলেই সরকার মনে করে।

কয়েকটি স্থানীয় সংবাদপত্রে বাবা মুক্তাপ্পা ট্রাষ্ট কর্তৃক আগরতলায় স্থাপিত বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র ভর্ত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে ইঙ্গিত রয়েছে। রাজ্য সরকার মনে করে বে-সরকারী কলেজটির ভবিষ্যৎ এবং নূতন করে ছাত্র ভর্ত্তি করলে তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে নানা প্রকার সংশয় রয়েছে। তাই রাজ্য সরকার এই কলেজে ভর্তির জন্য কোন ছাত্রকে মনোনীত করেনি।

সমস্ত বিষয়টি বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, উপযুক্ত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ বে-সরকারী কলেজ কর্তৃপক্ষ যাতে কোন ছাত্র ভর্তি না করে এবং ক্লাশের ব্যবস্থা না করে তার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হবে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে রাজ্য সরকার ঐ ট্রাষ্টকে প্রদত্ত সমস্ত সরকারী

বিল্ডিং কেরতদেবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। নির্মিয়মান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের যে বাড়ীটি মুক্তাপ্রা ট্রাষ্ট ব্যবহার করেছেন তাহা সরকারীভাবে ট্রাষ্ট কে দেওয়া হয়নি। পূর্তসচিব বা স্বাস্থ্য অধিকর্তা ঐ বিল্ডিং হস্তান্তরের নির্দেশ দেননি।

রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের অনিশ্চিত এই অবস্থা থেকে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সরকার এই পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

শ্রীপবিত্র কর :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই বিষয়টি সবচেয়ে সেন্সিটিভ বিষয়। ত্রিপুরাবাসী সকলেই চায় যে ত্রিপুরাতে একটা মেডিক্যাল কলেজ হউক। ত্রিপুরার ছাত্র আন্দোলনের এটা দীর্ঘ দিনের দাবি। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের নামে মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে উত্তর দিলেন, তাতে অনেক বিষয় পরিস্কার হয়েছে ঠিকই, একটি সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে এবং একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাকে এনে এখানে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা হয়েছে।

কিন্তু এই মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিলেন, তাতে অনেক কিছু পরিস্কার হয়েছে যে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে একটা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে ডেকে এনে ছাত্রদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তবু মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাইছি যে ইহা কি সত্য যে গোপন লেন দেনের মাধ্যমে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর মজুমদার ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের বিনা অনুমোদনে ১৯/১১/৯১ সনে এটার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন? এবং এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার পর তদকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সচেলারকে বাড়ীতে ডেকে এনে থ্রেট করেছেন। এই থ্রেট করার পরেও ভাইস চেন্সচেলার কিছুটা রিলেক্‌জেশন দিলেও কিন্তু অনুমোদন দেন নি, ১৯/১১/৯২ থেকে এই মেডিক্যাল কলেজের কাজকর্ম শুরু করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তৃতীয় হচ্ছে, আমি এখানে এই কলেজের একটা প্রসপেক্টাস এই হাউসের মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য তুলে ধরছি এবং এই প্রসপেক্টাসে প্রথম পাতায় যে ছবিটা রয়েছে, সেটা আমাদের সরকারী পয়সায় তৈরী করা হাসপাতালের একটা ছবি করা হয়েছে, আবার এই প্রস্পেক্টাসটা আমাদের ত্রিপুরাতে বিক্রি হয় নি, হয়েছে দিল্লী, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ এবং গৌহাটিতে, সুধীর বাবু নিজে উদ্যোগী হয়ে এটা বের করেছেন। আর, এই প্রসপেক্টাসকে আইনতঃ সিদ্ধ করার জন্য তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী মাননীয় শ্রীকাশীরাম রিয়াং একটা মেসেজ

দিয়েছেন, সেটা আমি পড়ছি —3rd April, 1992 : I am extremely glad to see that after prolong expectation of the Mungappa Education Trust it has got the affiliation for starting a privat college in Tripura কেন লেখা আছে, না, একজন মন্ত্রীর কাছ থেকে যদি এই ধরণের একটা সার্টিফিকেট না আসে, তাহলে তারা গোপনে ব্যবসা করতে পারবেন না। এখানে মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে আমি এর জবাব টা চাইব, কারণ বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে এই ম্যাসেজটা উঠেছে এবং ম্যাসেজটা দেওয়ার জন্য মুকাম্বা মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী কাশীরাম রিয়াং এর গোপন লেনদেন আছে, যার বিনিময়ে নয়া দিল্লীর আকবর রোডে দুই খানা ফ্লেট তাকে দেওয়া হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ, মাননীয় মন্ত্রী অবশ্যই অবহত করে এটা আমাকে জানাবেন। স্যার, আমার কাছে আরও ডকুমেন্ট আছে, পুরো ফাইল আছে, আমি প্রয়োজনে সেটা মাননীয় স্পীকারকে দিতে পারব, কিন্তু এখন এই হাউসের মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করছি এটা। মেডিক্যাল কলেজ খোলার জন্য শর্ত দেওয়া হয়েছে, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল তাতে রাজী না হওয়াতে রাষ্ট্রপতি অভিমান্স করে সেটা বাতিল করে দিয়েছেন যে ত্রিপুরাতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা যাবে না। গত ৫ বছরে এই ব্যাপারে ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে যা উঠেছে, তার ডকুমেন্টও আমি নিয়ে এসেছি এবং এর মধ্যে জনস্বার্থের ব্যাপার আছে। আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, সেটা মাননীয় মন্ত্রী ও স্বীকার করেছে, এবং ত্রিপুরা সরকার অবশ্যই তৎকালীন ত্রিপুরা সরকার এর অনুমোদন না দিলেও কিন্তু কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। সেখানে বে-সরকারী কোন মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র ভর্তি করার যে স্পেসিফিক সিদ্ধান্ত সুপ্রীম কোর্টের রায়ে আছে, সেটা হলো এই রকম যদি ১০০ জন ছাত্র ভর্তি করানো হয়, তাহলে ৫০ জন ছাত্র ঐ রাজ্য সরকারের রিকমেণ্ডশান অনুযায়ী আসবে, আর বাকী ৫০ জন আসবে ঐ কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কিন্তু যে ক্যাপিটেশান ফি নেওয়া হবে, সেটা রাজ্য সরকার ক্যাপিটেশান ফির বেশী নিতে পারবে না।

এই বছর সবাইকে ব্ল্যাকমেইল করে গোটা রাজ্যকে ব্ল্যাক মেইল করে এখানে ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। ৮৪ ছাত্র আছে। প্রত্যেকের কাছ থেকে দুই লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ টাকা কেপিটেশন ফি নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশনটা কি, এটা ক্লীয়ার করুন। আপনার বক্তব্য শেষ হলো বসুন।

শ্রী অমিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন গোপন লেনদেনের কথা এটা রাজ্যবাসী সন্দেহ করছে কিন্তু এটা খোঁজে বের করা কঠিন। যারা কাজটা করেছে তারা হাইলি কোয়ালিফাইড। কাজেই এই সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই। ফাউনডেশন ষ্টোন কোথায় কবে হয়েছিল, আসলে করা হয়েছে কিনা রাজ্য সরকারের কাছে কোন তথ্য নেই। অ্যাবসোলিউটলি গোটা জোট সরকারের মিনিসট্রি বিশেষ করে সুধীর বাবুর, সমীর বাবু এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী সম্পর্কে জনসাধারণ সন্দেহ করছে। আমি তাদেরকে সন্দেহ করছি না। মানুষ পত্রিকায় উঠেছে দিল্লীতে নাকি আকবর রোডে ৪০ লক্ষ টাকার ফ্ল্যাট আছে কোন মহিলার নামে। সেটা দিল্লীর মত জায়গায় ব্যাপার খোঁজে বের করা কঠিন। তারপরে আসছে সুববা না কে। মোট ১২০ কোটি টাকা স্ক্যানডেল। যাহাই হউক এগুলি বের করা কঠিন। এটা তদন্ত করা যেতে পারে। অ্যাডমিসনের ব্যাপারটা। গত ২৭/৮/৯২ তারিখে যে অর্ডিন্যান্স হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে ভারতের বিভিন্ন প্রাইভেট কলেজে দেখা যাচ্ছে মেডিকেল কলেজে ৫ থেকে ১৫ লাখ টাকা দিয়ে ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। সেই জন্য এই মেডিকেল কলেজগুলিতে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কলেজের পারমিশন ছাড়া প্রাইভেট কলেজগুলিতে কেপিটেশন ফিস নিয়ে ভর্তি করা যাবে না। সেটা সেকেণ্ড জুন থেকে কার্য্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে দেখা যায় ২৩/৬/৯২ এর পরে ছাত্র ভর্তি করেছে। এটা দৈনিক সংবাদ লিখেছে।

তখনকার জোট সরকার কি ধরণের ছাত্র ভর্ত্তি করেছে তাতে ২৩-৬-৯২ এর একটা তারিখ পাওয়া গেছে। তারপরে দেখা যাচ্ছে হোস্টেলে নেওয়ার জন্য ১৪-১২-৯২ একটা তারিখ আছে। আর নার্স এর জন্য যে তারিখ সেটা হলো ১-১২-৯২।

যদি ২৩ জুন কলেজ ষ্টার্ট হয়ে থাকে, তাহলে ১৪,১২,৯২ ইং কি করে হোস্টেল হয়? কিংবা নার্সেস' হোস্টেল, ১,১২,৯২ ? কলেজ ষ্টার্ট করার জন্য বিল্ডিং নিল। বলছেন, অর্ডিন্যান্স আগে করেছেন এ জন্য কিছু রেফারেন্স দিয়েছেন। ১৯৯০ সন থেকে নাকি করসপণ্ডেস হচ্ছে। একটি গভর্ণমেন্ট করসপণ্ডেন্স করতে পারেন। সরকার করতে পারে, ওরা করতে চাইলে। আমাদের আপত্তি টোটাল রেস্পন্সিবিলিটির

ব্যাপারে। তাঁদের ফিন্যান্সিয়াল এবং ভর্তির ব্যাপারে হায়ার এডুকেশানকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে টপ অফিসারদেরকে। মিনিষ্টার লেভেলে আলাপ হয়েছে। সর্বশেষে সরকার দাবী করেছিলেন, যদি কোন সময় কলেজ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে যে নব ছাত্র ভর্তি হবে তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ১ কোটি টাকার সিকিউরিটি মানি চেয়েছিলেন। কিন্তু মাঝখানে সমীর বাবু ঢুকে সেটাকে ৫০ লাখ টাকা দেওয়ার কথা বললেন, এবং এফিলেশান ফী বাবদ ২ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা হয়েছে। এটা হবে, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি এবং মুনিপ্পার নামে। কিন্তু দেখা গেছে, মুনিপ্পা নিজের নামে অ্যাকাউন্ট ফিলা-আপ করেছে। আগরতলা ইউনিভার্সিটিকে এ ব্যাপারে কিছু জানায় নি। কনট প্লেসের ওরিয়েন্ট ব্যাঙ্ক অব কমার্সে অ্যাকাউন্ট নাম্বারে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আমাদের কাছে প্রচণ্ড ভাবে সন্দেহের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা বিচার করবে ত্রিপুরার মানুষ, এটা বিচার করবে, যারা বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত আছে তারা। আমাদের কোটি কোটি টাকা তুলে নিয়েছিল। ভাল কথা, রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ নেই। একটা করা দরকার। রাজ্যের এত আয়ও নেই নিজে করতে পারবে। কাজেই যারা এগিয়ে আসবে তাদের সাহায্য নিয়েই সরকারকে চলতে হয়। কিন্তু এই মুনিপ্পার কাজ-কর্মে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ২/১ জন নাকি ভর্তি হয়েছে। কাগজে দেখেছি, বেলথের কোন এক কর্মীর একটি ছেলে ভর্তি হয়েছে। কাগজে আরো লিখেছে, এতে নাকি বিল্ডিং পেতে সুবিধা হয়েছে। অনেকে আমাদের ডিসিশনে খুশী হয়েছেন। আবার অনেকে ক্ষুব্দ হয়েছেন। যারা ভর্তি হয়েছিলেন তারা ক্ষুব্দ হয়েছেন। কোর্টে গেছেন অনেক। নিশ্চয়ই আরো অনেকদূর পর্যন্ত যাবে বলে আমার মনে হচ্ছে। কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে এভাবে দায়িত্বহীন ভাবে অগ্রসর হওয়াটা ঠিক হয় নি। এটা লোভে করেছেন তা অ্যাকসিডেন্টে হয়েছে বুঝতে পারছি না। এটা কোর্ট ঠিক করবে। ত্রিপুরাবাসীর কাছে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, যে সব ছাত্ররা টাকা দিয়ে কিংবা টাকা ছাড়া ভর্তি হয়েছেন তারা যাতে ভবিষ্যতে গজবের সম্মুখীন না হন, সেটা আমরা দেখব।

শ্রীপবিত্র কর :— স্যার, সরকারের কাছে এ তথ্য আছে কি, ক্যাপিটেশান ফী নিয়েছেন এক একজনের কাছ থেকে ২ থেকে ৬ লক্ষ টাকা। এই ভাবে অন্ন

দিনের মধ্যেই ৩ কোটি টাকা কামিয়ে নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার ৩ জন ছাত্র গেছিল। তার মধ্যে একজন ট্রাইবেলও ছিল। তাদের কাছে ৩ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশান ফী চেয়েছেন। তারা এত টাকা দিতে না পারায় অন্যত্র ভর্তি হয়েছে। এ ধরনের কোন অভিযোগ সরকারের কাছে আছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :- স্যার, এই তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে অ্যাবস্লুলেটলি এটা প্রফেশন্যাল। প্রফেশন্যাল হলেই দু'টি দিক থাকবে। একটি সাদা, আর একটি কালো।

আসলে রাজীব গান্ধীই এডুকেশানকে প্রাইভেটাইজেশান করেছিলেন। তারই একটা ভয়ংকর পরিণতি সারা দেশে হচ্ছে। সারা দেশে আজকে একদল মানুষ উনমত্ততার মতো টাকা খরচ করে চলেছে ছেলেকে ডাক্তার তৈরী করার জন্য, ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করার জন্য। কিন্তু যাদের কোয়ালিটি আছে তারা সুযোগ পাচ্ছে না। এই যে একটা উনমত্ততা এডুকেশানেও নিয়ে এসেছে এটা ত্রিপুরার ইতিহাসে নেই। আমরা রাজ্যের ছেলেদের যাদের মেরিট আছে সে রাজার ছেলেই হোক আর প্রজার ছেলেই হোক, ট্রাইবেলই লোক, আর নন ট্রাইবেলই হোক, যেটা এ বছর আমরা করেছি, তাদের পাঠাতাম। এটাকে তুলে দিচ্ছে প্রাইভেটাইজেশান এনলিষ্টদের জন্য। আজকে যারা রিসোর্সের মালিক, যাদের টাকার কোন হিসেব নেই, তাদের জন্যই আজকে মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ সমস্ত এডুকেশানটাই একটা বিজনেস কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে ভাল কলেজ আছে। টাটারা করেছেন, বিড়লারা করেছেন। কিন্তু সেখানে এত কস্টলী, ভারতবর্ষে এডুকেশান নিয়ে পিউপ্যালদের গর্ব করার মতো কোন পয়েন্ট নেই। পিলানীর মতো ইনষ্টিটিউশান খুবই কস্টলী। তার ভূমিকা অনেক গৌরবের। কিন্তু আমাদের গর্ব করার মতো কিছু নেই। এই প্রাইভেটাইজেশানের উপর কালো রাস্তা যে ভাবে আসছে আমার মনে হয় মুক্তিপ্পা কলেজ তারই একটি নগ্ন রূপ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ক্যাপিটেশান ফি এক কোটি টাকা চেয়েছিলেন; সমীরবাবু সেটাকে ৫০ লক্ষ টাকা করে দিয়েছে, এটা ফাইলের কোন জায়গায় লেখা আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কোথা থেকে পেলেন?

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে হাইয়ার এডুকেশনের কোন ফাইলই আমার কাছে যায় নি, আমি হাইয়ার এডুকেশান মিনিষ্টার ছিলাম। এটাকি উনি ফাইল দেখে বলছেন, নাকি উনি এটা নিজের মস্তিস্ক প্রসূত যে বলে সেই সমীরবাবুর নামে লাগিয়ে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে একশত কোটি টাকার লটারী কেলেংকারীর মতো এটা নিয়েও একটা ইনকোয়ারী কমিশন গঠন করে এক মাসের মধ্যে একটা রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন কিনা যাতে রাজ্যবাসী সবটা ঘটনা জানতে পারে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি ১ কোটি টাকা চেয়েছিল ইউনিভার্সিটি, সমীরবাবু সেটা কমিয়ে দিয়েছেন। এটা পত্রিকা প্রসূত। যদি মাননীয় বলেন এটা বাদ দিতে, আমি বাদ দিতে পারি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—স্যার, এটা বাদ দেওয়ার প্রশ্ন না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি পত্রিকার কথা বলে থাকেন তো আমি মেনে নিচ্ছি। তবে একশ কোটি টাকার লটারী কেলেংকারীর মতো এই মুক্তিপ্রা কলেজ নিয়ে একটা ইনকোয়ারী রিপোর্ট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগামী এসেমব্লী সেশানের আগে প্রকাশ করা যায়, যাতে রাজ্যবাসী প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইনচার্জ আছেন, এডুকেশান মিনিষ্টার আছেন, সিনিয়ার মিনিষ্টার বৈদ্যনাথবাবু আছেন। আমি উনাদেরকে অনুরোধ করব যে ইনকোয়ারী কমিশনকে ঝুলিয়ে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুই মাসের মধ্যে সেই রিপোর্ট এই হাউসে পেশ করা হোক যাতে রাজ্যবাসী প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন।

শ্রীপবিত্র কর :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ত্রিপুরার শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তি পদ্মশ্রী প্রাপ্ত ডাক্তার রথীন দত্ত, সেখানে যে একটা ম্যানেজমেন্ট কমিটি হয়েছে, প্রসপেকটাসে দেখলাম উনার নাম আছে একজন ডাইরেক্টর হিসাবে। আমি যতটুকু খবর নিয়েছি উনি রিটায়ার করেছেন ৩১শে .মে, ১৯৯২। তার আগেই ডাইরেকটর হিসাবে উনার নাম প্রসপেকটাসে আছে। রিসেন্টলী আবার দেখলাম হাইকোর্টে যখন কেস উঠল, তখন উনি সেখানে বলেছেন—আমি নেই। এই বিষয়টা তদন্ত করে দেখা দরকার উনি সরকারী কর্মচারী হিসাবে এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন কিনা। কারণ

উনার নাম ছবি, ইত্যাদি সেখানে আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছে যে ফাউণ্ডেশান ষ্টোন কিছুই পাওয়া যায় নি এবং প্রসপেকটাসেও এটা আছে। ওখানে সুধীর রঞ্জন মজুমদার, এবং কাশীরাম রিয়াং মহোদয় ফাউণ্ডেশান ষ্টোন লে করেছেন। এই বিষয়টির তদন্ত করে দেখা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী): — স্যার রথীন বাবুর ব্যাপারটা আমাদের কিছু তথ্য নেই। নিশ্চয়ই এটা খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে। রথীনবাবু পরবর্তী সময় বলেছিলেন তিনি এটাতে ছিলেন না। পত্র-পত্রিকায় এটা খবর আছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই):— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য পবিত্র কর যে তথ্য এই হাউসে দিয়েছেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাশীরাম রিয়াং এর বিরুদ্ধে কেবিনেট সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেটা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এটার সঙ্গে দুর্নীতির যথেষ্ট দুর্গন্ধ রয়েছে। কাজেই আমি এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই তদন্তক্রমে মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী): - প্রসপেক্টাস প্রচার করার জন্য, বাণী দেওয়ার জন্য কেবিনেট ডিসিশনে নিতে হয় না কিন্তু এটার গোড়া এত গভীরে, এটার তদন্ত করে আর কি হবে। এই সম্পর্কে তদন্ত করলে মুজিয়াপ্পা সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, রাজ্য সরকারের সাথে ২১শে জানুয়ারী ১৯৯২ ইং সালে মুজিয়াপ্পা ট্রাষ্টের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল ত্রিপুরা সরকারের সেই চুক্তি প্রত্যাহার করেছেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে জানতে চাই।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী): - স্যার, তখন চুক্তি হয়েছিল, এখন দেখা যাক কিভাবে অগ্রসর হয় ঘটনা।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ : - পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার মেডিক্যাল কলেজ চালু করার জন্য মেনেজমেন্ট কমিটি গঠন করতে হয় আমরা জানি। ত্রিপুরার যে

মুজিরাপ্পা মেডিক্যাল কলেজ চালু করা হয়েছিল তাতে এই ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছিল কিনা এবং তাতে রাজ্য সরকারের কোন প্রতিনিধি ছিল কিনা বা ছাত্র বা অভিভাবক ইত্যাদি ছিলেন কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅখিল সরকার (মন্ত্রী) : –স্যার, এই ধরনের কমিটি হয়েছিল বলে আমার জানা নেই।

উমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত এবং কোন রাজ্য থেকে কত জন ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজে ভর্তি হয়েছেন এই ধরণের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅখিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন ৮৪। আমার কাছে কোন তথ্য নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই যে বাবা মুজিপ্পা মেডিক্যাল কলেজ, এই বাবা মুজিরাপ্পা কে, তাঁর পরিচয় কি ? আমরা জানি সেই মুজিরাপ্পা এই রকম করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার জাল, জুয়াচ্চুরি করে এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও এই রকম একটা করতে চেয়েছিলেন। এটা তদন্ত করে এই সম্পর্কে বাবা মুজিরাপ্পা কে এবং তার সম্পর্ক কি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅখিল সরকার (মন্ত্রী) : — স্যার, বাবা মুজিরাপ্পার এত বিশ্লেষিত ভাবে জানি না। তাঁর এডুকেশন্যাল বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশ্যান আছে। এটা সম্পর্কে আমার বন্ধু সমীর বাবু জীবনী প্রকাশ করলে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :— এই হাউস বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTFR RECESS AT 2-00 PM.

মিঃ স্পীকার :— আজকে রিসেসের আগে মুক্তিপ্রা কলেজের বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল তাতে আর কারো পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান নেই। এখন আমি পরবর্তী কার্যসূচীতে যাচ্ছি।

GOVERNMENT BILL

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— The Tripura Commission for Women Bill, 1993 (Tripura Bill No. 7 of 1993)." উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Commission for Women Bill, 1993 (Tripura Bill No. 7 of 1993)"

মিঃ স্পীকার :— এই বিল নিয়ে কারো কোন বক্তব্য নেই। এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—"The Tripura Commission for Women Bill, 1993 (Tripura Bill No, 7 of 1993)." এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক। এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, আজকের সভায় পেশ করা বিলের প্রতিলিপি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1993-94

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— ১৯৯৩-৯৪ ইং সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্যসূচীতে মোট ২০টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশান) উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। আমি এখন আলোচনার জন্য আহ্বান রাখছি। আমি প্রথমে বিরোধী দল থেকেই আহ্বান করছি। বিরোধী দলের ৩ জনের নাম পেয়েছি শ্রীঅমল মল্লিক, শ্রীজহরলাল নাথ এবং শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া। আপনাদের সময় হচ্ছে ২৫ মিনিট। আমি প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে আহ্বান রাখছি বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের ব্যয় বরাদ্দের আলোচনার ৫ নং ডিমাণ্ড মেজর হেড-২২৪৫ ছাটাই প্রস্তাবটি হচ্ছে "Disapproval of Govt. Policy on dealing with the affected families of recent floods and cyclones in the State." মাননীয় স্পীকার স্যার, যে বন্যা হয়ে গেছে, ঝড় হয়ে গেছে এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বুঝতে পারছিনা স্যার। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা ভয়াবহ বন্যা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক পরিবার, গবাদি পশু অনেক মারা গেছে, রাস্তাঘাট নষ্ট হয়েছে, অনেক কিছু নষ্ট হয়েছে স্যার। এর জন্য সরকারী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। আমরা সত্যুবে জানি বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতি হয়েছে গত বৎসরে প্রায় সোয়া তিন কোটি টাকা ধরা ছিল, সেই সোয়া তিন কোটি টাকা ন্যাচারেল ক্যালামিটির জন্য যেটা গত সরকারের আমলে খরচ হয়নি।

যে টাকাটা খরচ হয়নি সেটা কি বাবদে কোথায় কোথায় খরচ হল, আমরা দেখতে

পাই রিলিফ ক্যাম্পে কৈলাশহরে প্রথম তিন দিন কোন রিলিফ দেওয়া হয়নি। শেষ পর্য্যন্ত রিলিফ ক্যাম্প গুলিকে আমরা দেখেছি চাউল দিয়েছে আড়াইশ গ্রাম, ডাল দিয়েছে চাল এবং ডাল ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয়নি এবং দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি কিছু কিছু জায়গাতে যেমন ভলুগাঁও একটা ক্যাম্প আছে সেই ক্যাম্প থেকে কিছু লোককে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যাদের বাড়ী ঘর নেই তাদেরকে জোর করে ক্যাম্প থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি কোথায়ও চিরা মুড়ি দেওয়া হয়েছে, কোথায়ও বা ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে, কোথাও বা চাল ডাল দিয়েই খালাস, কোথাও কিছু পলিথিন দেওয়া হয়েছে। আবার বিভিন্ন জায়গায় সেটা ক্যাডার মারফত বিলি করা হয়েছে, গ্রামের মাতব্বর হল ক্যাডার সে পলিথিনের পুরো বাণ্ডেল নিয়ে গেছে, সে বলেছে আমাকে দিন আমি ডিষ্ট্রিবিউট করব। এখন তিনি কি ডিষ্ট্রিবিউট করেছেন না করেছেন তার জন্য সরকারের কাছে কি তথ্য আছে, সরকার কি গাইড লাইন করেছেন আমরা দেখতে পাইনি। স্যার, আমরাও ছিলাম, আমরাও বিভিন্ন গ্রামে পরিদর্শন করেছি, বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি, আমাদের বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে তাদেরকে কিভাবে কত টাকা দেওয়া হবে, জি, আর ৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে, জি, আর, সব সময় দেওয়া হয় এবং সেই টাকাকে ধরা হয়েছে জি, আর, হিসাবে। এই যে অবস্থা, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারও এই সাইক্লোনের নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলেছে কত টাকা চাঁদা তোলা হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় প্রতিটি লোক দশ বিশ টাকা করে চাঁদা দিয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় লক্ষাধিক কর্ম-চারী আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের সেই লক্ষাধিক কর্মচারীর কাছ থেকে কারও কাছ থেকে দশ টাকা, কারও কাছ থেকে বিশ টাকা এইভাবে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকেও টাকা তোলা হয়েছে। রাজ্যবাসী কত টাকা দিয়েছে এই বন্যা ত্রাণে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলেও দেওয়া হয়েছে তার কোন সঠিক হিসাব আমরা রাজ্যবাসী জানলাম না, সেই হিসাব এই হাউসে জানানো হলনা। এজন্যই স্যার, মানুষ বলে বামফ্রন্ট সরকার সম্বন্ধে যে, ওরা নাকি খরা ও বন্যার পূজারী। বড় আসল তাতে রাজ্যবাসী কি দিল, কতটাকা ক্যাডারের পকেটে গেল তার কোন হিসাব নাই। তারপর যাদের ঘর পরেছে তাদের ঘর তোলার জন্য কত টাকা দেওয়া হবেছে সরকারের নিয়ম আছে ২০০ টাকা, ৩০০টাকা, কোথায়ও আবার এক হাজার টাকা দেওয়ারও নিয়ম আছে। অথচ আমরা দেখেছি অনেক

জায়গায় এক হাজার টাকা নিয়ে তিনজনকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। একিমপুরে স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস এখানে আছেন, ওনার নির্বাচনী কেন্দ্রে সাইক্লোন হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; তাতে কাউকে এক হাজার টাকা, কাউকে দুই হাজার টাকা, কাউকে ৩০০ টাকা, কাউকে ২০০ টাকা এইভাবে ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়েছে। তাতে সরকারের কোন নিয়মনীতি আমরা দেখতে পাইনি। গরু নষ্ট হয়েছে যে কৃষকের তাকে কি দেওয়া হবে, ধান নষ্ট হয়েছে যার তাকে বলা হয়েছে এগ্রিক্যালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে; সোয়া দুই কানি বা এক কানি যাদের জায়গা আছে তাকে মিনিকিট দেওয়া হবে। কি মিনিকিট ? সেখানে এক কানি জায়গা কেউ চাষ করে না যদি কেউ বর্গা চাষও করে তবুও সে কম করে হলেও চাষ পাঁচ কানি চাষ করে এমন অবস্থায় সেখানে কিছু দেওয়া হয়নি। শস্যের বীজ দেওয়া হবে, ফ্লাড চলে যাবে যখন তখন যার মর্কার চাষ করার জায়গা নেই তাকে মর্কার বীজ দেওয়া হবে। কখন সরকার বীজ দেওয়ার, কখন সরকার চাল দেওয়ার, কখন সরকার রেশন দেওয়ার তার কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সরকার এই হাউসে করেনি, স্যার। আমি হাউসে দাবী করব এই বন্যাকে কেন্দ্র করে যত টাকা উঠেছে তার হিসাব এই হাউসের যিনি নেতা তিনি বলবেন। স্যার, কাকে বলব নেতা। রাজ্যবাসী জানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী একজন। স্যার, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছি ত্রিপুরার বিধানসভায় শুক্রবার যখন আমরা আসলাম তখন এসে শুনলাম মাননীয় স্পীকার বললেন এখানে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবেন মাননীয় মন্ত্রী কেশব মজুমদার, আর সন্ধ্যার রেডিওতে শুনলাম ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হলেন শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার, স্যার, একটা রাজ্যে কয়জন মুখ্যমন্ত্রী থাকেন ? কার কাছে যাব আমরা। কাজেই এই যে অবস্থাটা রাজ্যের এই অবস্থায় দুর্গতরা কি করে সাহায্য পাবেন এক মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন দুই জন, একজন বিধানসভার ভিতরে অন্য জন বিধানসভার বাহিরে এই যে অবস্থাটা এই অবস্থায় আমরা কার কাছে যাব। কাজেই এই অবস্থা যখন রাজ্যের, তখন রাজ্যের বন্যার দুর্গতরা কি সাহায্য পাচ্ছে। তারপর আবার বলা হচ্ছে যে টাকা নাই, পয়সা নেই তাই আমরা দাবী করব স্যার, এই সরকার আসার পর একটা শ্বেতপত্র বের করুন, বের করে বলুন যে কত টাকা ঋণ রেখে গেছে, প্রতিদিন কতটি টাকা পয়সা তো কি করছে এই সরকার, বিগত সরকার কত টাকা পয়সা নষ্ট করেছেন সেই ব্যাপারে একটা শ্বেতপত্র বের করুন, বের করে বলুন সরকার কত টাকা নষ্ট করে গেছে। কি করেছে না করেছে বলুন।

স্যার, আমার আরেকটা ছাঁটাই প্রস্তাব আছে। এর মধ্যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় শুনতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে রিলিফের চাল চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে ক্যাডারদের মাধ্যমে। কৈলাশহরের জনতা দলের নেতা কামাল খান সরাসরি নিজের প্যাডে চিঠি দিয়েছেন সংবাদপত্রে; সেই কামাল খাম বলেছেন যে ফয়জুল মিঞা রিলিফের চাল বিক্রি করে দিচ্ছে এবং সেই চাল চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে। সরকার নীরব স্যার, সেখানে কৈলাশহরে পার্টির অফিসের দোতলা বিল্ডিং সেই বিল্ডিংএর মধ্যে শ'য়ে শ'য়ে চালের বস্তা জমে আছে স্যার। সেখান থেকে চাল নিয়ে যাচ্ছে গাড়ী ভর্তি করে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কার কাছে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় বিক্রি করা হচ্ছে তা কেউ জানেনা স্যার। এইগুলি আমাদের বলা দরকার, জানা দরকার।

স্যার, অনেক জায়গায় কৃষকদের জমি ধ্বস নামার ফলে নষ্ট হয়ে গেছে যেমন দেওড়া, মুরই, এইসমস্ত এলাকায় কানিকে কানি খেজ-ট্রাইবেলদের জমি নষ্ট হয়ে গেছে চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই কার কতটুকু জায়গা আছে। সেই জায়গায় কৃষি দপ্তর কি ব্যবস্থা নিয়েছে জানিনা। আমরা কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা আমাদের বলেছেন যে মিনিকিটস দেওয়া হবে। যে সোয়া কানি জমির মালিক তাকে সাহায্য দেওয়া হবে। আর যারা কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, তাদের ক্ষতির জন্য কোন দাবীও ঠিক মত জানাতে পারছেনা স্যার। পেঁচারথলে যাদের বাড়ী টিলার উপরে তাদের বাড়ীতে আমরা গিয়েছি। ওরা বললেন যে তাদের ক্ষেতের ফসল ধ্বস নামার ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

তারপর আমার আরেকটা ছাঁটাই প্রস্তাব আছে—ডিমাণ্ড নাম্বার-৩৮, মেজর হেড ২৫০৫। ডিস্ অ্যাপ্রোভাল অব গভর্ণমেন্ট পলিসি অন্ রুর্যাল আন্-এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম (এস, আর, পি, এন, আর, ই, পি এক্সেট্রা।)

এই সমস্ত জায়গায় স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর অহরহ চিৎকার দেব, দেব, কাজ দেব। সারা বছরেই কাজ দেব। কোন অসুবিধা আর থাকবে না। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে দেখতে পাই স্যার, এই জন্য ধরা হয়েছে মাত্র ১৪ কোটি টাকা। এই ১৪ কোটি টাকা দিয়ে শ্রম-দিবস সৃষ্টি করা হবে ৫০ লক্ষ ৬৯ হাজার। এর মধ্যে তাদের যে গাইড লাইন আছে সে গাইড লাইন মোতাবেক এই এস, আর, ই, পি,র কাজ করা যায় না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রমিকের সংখ্যা ৫ লক্ষের উপরে কাজেই এই পাঁচ লক্ষ লোকের জন্য সারা বছরে মাত্র দশ দিনের

কাজের সংস্থান রাখা হয়েছে এখানে। বলেছিলেন "আমরা গরীবের জন্য করব —কিন্তু করলেন কি, কি রেখেছেন গরীবদের জন্য ?

স্যার, আরো পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে এটা কারা পরিচালনা করছে। স্যার, আজকে কোন প্রোমেষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত নেই। সেখানে ওদের ইজিত কমিটির ইজিতেই কাজ হবে। সেখানে বিরাট মিছিল হবে—প্ল্যানের টাকা খরচ করে মন্ত্রীদের মিটিং। করবার জন্য। কাজেই এই সমস্ত সমাবেশে লোক আনতে গেলে এই টাকা খরচ করা হবে স্যার। এর কোন হিসেব নেই স্যার। কতজন লেসার বাড়াচ্ছ পঞ্চায়েতে, কতজন গরীব লোক কাজ পাবেন সেখানে ? আর কংগ্রেস টি, ইউ. জে. এস. যারা করে তাদের নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে সরাসরি স্যার। তারপর যে টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে সে টাকারও সুষ্ঠু ভাবে বিলি বন্টন হচ্ছেনা স্যার। কারণ পঞ্চায়েত স্তরে একটা গাঁওসভায় আছেন তিন জন মাতব্বর। তাদের এক একজন এক একভাবে নির্দেশ দেন। কেউ বলছেন এইভাবে কর, আবার আরেকজন গিয়ে বলছেন না না, সে রকম নয়, ঐ ভাবে কর। অনেক জায়গায় পঞ্চায়েত সচিবরা আমার কাছে গিয়ে বলছেন — "আমরা এখন কিভাবে কাজ করব স্যার, কার কাছে গিয়ে বলব,"

কাজেই স্যার, আমি যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছি এবং আমার বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত ছাঁটাই মোশান এনেছেন সে সমস্তগুলিকে সমর্থন করে এবং আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ছাঁটাই প্রস্তাব সহ আমার বিরোধী দলের বন্ধুরা যে সকল ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেসব প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

আমার ছাঁটাই প্রস্তাব রয়েছে ডিমাণ্ড নাম্বার —২০ মেজর হেড —২২০৪।

"Need to extend sports facilities in the Tribal areas through development of play ground."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি খেলার যে উপযুক্ত মাঠের অভাব বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যারা পড়াশোনা করছে, কি বাঙ্গালী কি পাহাড়ী, সেটা সুষ্ঠুভাবে মূল্যায়ন না হওয়ায় আজকে গ্রামাঞ্চলে যারা রয়েছে ছাত্র যুবক তাদের খেলা-ধূলার যে প্রতিভা সে প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। কারণ, এই কথা ঠিক যে জনশক্তির বিকাশের অন্যতম শর্ত হলো সুস্থ দেহ এবং সুস্থ মন।

কাজেই এখানে বিশেষ করে যে সমস্ত আমার নজরে সর্বজয় রিয়াং পাড়ার এস, বি. স্কুল, নর্থ কালাবাড়ী এস.বি, স্কুল, ইষ্ট কালাবাড়ীয়া হাই স্কুল, ঈশ্বরচন্দ্র এস. বি, স্কুল, শরৎচন্দ্র এস, বি, স্কুল, এটা বিলোনীয়া হরিরাম এস, সি, স্কুল, দেবতামুড়া হাই স্কুল চড়ইমা বংশ জমাতিয়া পাড়া এস. বি, স্কুল, বাগবাসা হাই স্কুল, নোয়ারাড়ী হাই স্কুল রাই বাড়ী এস, বি, স্কুল, পি. সি, পাড়া হাই স্কুল, (মহারাণী এলাকাতে). হাতিছড়া এস বি, স্কুল. জরুবাড়ী এস, বি, স্কুল, এই ভাবে প্রভৃতি প্রত্যন্ত এলাকার হাই স্কুল এবং এস. বি, স্কুলগুলিতে উপযুক্ত খেলার মাঠ সেখানে না থাকাতে যারা বাইরে গিয়ে কি ন্যাশানেল কি ইন্টারন্যাশনেল প্রভৃতি জায়গায় খেলোয়ারদের প্রতিভা দেখানোর যে চেষ্টা, সেটা সম্ভব হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের মধ্যে ৩.৪,৩.৫,৩.৬,৩.৭ এই প্যারাগুলিতে উল্লেখ আছে কি করে হবে না হবে। এবং খেলাধুলার ব্যাপারে সেখানে সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করা হয়েছে। সেই জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন রাখতে চাই এখানে যে ৪৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ধরা আছে সেটা যাতে সঠিকভাবে কাজ করা হয়।

আমার আর একটি ডিমাণ্ড আছে ' ডিমাণ্ড নাম্বার ২০, মেজর হেড ২২০২ সেখানে বলা আছে Need to extend financial help to the POHOG Library of Tingharia village, Amarpur which was set up in 1991. অমরপুর মহকুমাতে এটা বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই--এর এলাকাতে পড়ে এই তিন ঘরিয়াতে ১৯৯১ সালে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রীর উদ্যোগে সেখানে 'পহগ' লাইব্রেরীটি খোলা হয়। সেই লাইব্রেরীতে আরোও ভাল বই কেনা হয়—তার জন্য যাতে টাকা দেওয়া হয়, আমার অনুরোধ। তেমনি অম্পির ছেছুয়াতে আর একটা লাইব্রেরী আছে আরোও একটা কৈলাশহরে রয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরার এলাকা মানিকপুর, সেখানেও লাইব্রেরী খোলা হয়েছিল। কিন্তু সেই লাইব্রেরীগুলিতে মানুষের পড়াশুনার জন্য যাতে কাজে আসে সেটাও আমার অনুরোধ। তার জন্য

এখানে বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। কাজেই সেইগুলি যাতে করা হয় সে জন্য আমি ছাঁটাই প্রস্তাব আনছি।

এখানে যে ছাঁটাই প্রস্তাব ৩৭-২৪০৬ সেটা হচ্ছে "নীড টু স্টপ ইলিমিট ফলিং অব্ ট্রিস টু প্রটেক্ট ফরেষ্ট" ফরেষ্ট এলাকাতে অবৈধ ভাবে গাছগুলি কেটে ছাড়খার করা হয়েছে। সেগুলি যাতে অবিলম্বে বন্ধ করা হয়। কারণ এখানে ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা হয়েছে। এটা যাতে বন কর্মীরা, শুধু শুধু তাদের অনর্থভাবে অন্যকে হেনস্থ না করে যাতে সঠিক ভাবে করতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এখানে আমার কাছে খবর আছে। স্যার, রঞ্জিৎ ভট্টাচার্য্য, নৃপেন্দ্র সাহা, দেবেন্দ্র দেববর্মা তাদের নামে বিভিন্ন অভিযোগ আছে। এরা কোন দল করে আমি জানি না। কিন্তু সভাকারী এই লোক যদি এই ভাবে বা এই সমস্ত এলাকাতে বন একের পর এক কেটে পাচার করে দেয়। সেগুলি রোধ করার জন্য এবং কাঠ পাচারের নামে বিভিন্নভাবে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে। কাঠ পাচার করছে। এই যে উল্লিখিত নাম গুলি বলা হল সেগুলি অনতিবিলম্বে শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। এবং আরো কিছু নাম রয়েছে যেমন শৈলেন দাস, (কল্যাণপুর,) মন্টু দে, (বগাপাশা,) এই সমস্ত যুবকরা বার বার এলাকাতে বিভিন্ন জায়গায় এমনভাবে আরম্ভ করছে। যারা অসাধু ব্যক্তিরা রয়েছে তাদেরকে সাহায্য করছে এরা। কাজেই এইগুলি অনতিবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হউক। কারণ আমরা জানি সমস্ত সিদ্ধান্ত আপনারাই করবেন, আমরা শুধু প্রস্তাব দিতে পারি, পরামর্শ দিতে পারি সেটা রক্ষা করা না করা আপনাদের ব্যাপার। আমরা যে সাহায্য করছি সেটা বাস্তবে রূপ দেবেন বর্তমান সরকার। কাজেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক টাকা চাওয়া হয়েছে। যদি সভাকারি এই ভাবে লুঠ করা না হয় তাহলে এত টাকা চাওয়ার কোন মূল্য থাকে না। সেই জন্য আমি এবং অমলবাবু যে কাট মোশান এনেছি, সমস্ত কাট মোশানের সমর্থন রেখে এবং দপ্তরে যেগুলি রাখা হয়েছে সেটার বিরোধিতা করে ছাঁটাই প্রস্তাবের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় যে ছ'টাই প্রস্তাব এনেছেন এইগুলি সমর্থন করে এবং সাথে সাথে যে ডিমাণ্ডগুলি প্লেস করা হয়েছে সেই ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এখানে ডিসঅ্যাপ্রুভাল অব্ পলিসি অন্ ডিলিং উইথ দি এফেকটেড ফেমিলিস অব রিসেন্ট ফ্লাডস এণ্ড সাইক্লোন ইন দি স্টেট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বছর সারা ত্রিপুরায় যে বন্যা হয়েছে দুর্বিষহ বন্যা এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সাহায্য করা দূরে থাকুক সেখানে চাঁদার জুলুম চলছে। লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করা হচ্ছে। মোহনপুরে বন্যা হয়েছিল কিন্তু সেখানে কি বলতে পারবেন একটি টাকা খরচ হয়েছে? যাদের জমির ধান নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের বাড়ীতে জল উঠেছে, অন্যান্য সময় আমরা দেখেছি, গত বছরও দেখেছি বন্যা হওয়ার পরে একটু চিড়া হলেও পেয়েছে। কিন্তু এবার সেটাও নেই। সেখানে দেখা গেছে শাসক দলের সমর্থক রাধারমন বাবুর পকেট চাঁদার বই। যেখানে যাচ্ছে সেখানে চাঁদার রসিদ ধরিয়ে দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠছে কোন হিসাব নেই। ত্রাণের নামে অত্যাচার শুরু হয়েছে। মাননীয় সদস্য জীতেন্দ্র সরকার মহোদয় প্রশ্ন উত্তর কালে প্রশ্ন করেছিলেন যে, এই যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে কেন আমরা কেন্দ্রীয় সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলি না? উনাদের দাবীর সাথে যাতে আমাদের দাবীটাও রাখি। এই কারণে সমর্থন করছি না কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে টাকা আসবে সেই টাকা ক্যাডাররা নয়ছয় করবে। সরকার সমর্থিত যারা তারা ব্যবহার করবে। উত্তর ত্রিপুরায় কংগ্রেস-টি, ইউ; জে, এস, সমর্থিত কোন লোক সাহায্য পায়নি। শুধু ক্যাডাররা সেখানে টাকা নয়ছয় করেছে। সেই জন্য আমরা বলছি ছ'টাই প্রস্তাবের উপর সমর্থন করতে গিয়ে কি হবে স্যার? মাননীয় সদস্য সমীর বর্মন মহোদয় ঐ দিন বলেছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে গলা চেপে ধরবে।

আমরা যাই বলি না কেন এই ছ'টাই প্রস্তাবকে সমর্থন করা উচিত। ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য যারা আছেন সেখানে যুক্তি দেখিয়ে যেহেতু সংখ্যালঘু বিরোধী বেঞ্চ সেইজন্য তাদের কোন দাবিই মানা যাবে না। এই মানসিকতা মোটেই থাকা উচিত নয়। সুতরাং আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন

জমাতিয়া ও শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় যে ছাঁটাই প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেটাকে অবশ্যই তারা সমর্থন করা উচিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৮ মেজর হেড ২৫০৫ This approval of Government policy on Rural Development programme N.R.E.P., S.R.E.P. etc. . মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষণে একটি জায়গায় ২ এর ৭ অনুচ্ছেদে বলেছিলেন ১৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য। জে, আর, ওয়াই তে ৮ কোটি টাকা, এস, আর, ই, পিতে ৬ কোটি টাকা। এইগুলি করবে কে? সেখানে গনবন্টন এর নামে লুঠতরাজ চলছে। মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ বাবু বাগুচিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের সদস্য, তিনি বোধ হয় উপস্থিত নেই. উনার কাছে গিয়েছে শাসক দলের দুই গ্রুপের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। হ্যারিকেন বন্টন ঠিক মত হচ্ছে না। সাহায্য ঠিকমত হচ্ছে না। ডেপুটেশান দিয়েছে শনিবার দিন সকাল বেলা! মোহনপুরে অনিভূষন দের তিনি বি, ডি. সি এর মেম্বার হয়েছেন যদিও নূতন কিন্তু নির্বাচিত নন। বলেছেন জোট সরকারের আমলে বি, ডি, সি করেছে আমরাও করব। সেই পন্থা অনুসরন করলে তা হলে তো প্রশ্নই উঠেনা। তা হলে বলুন জোট সরকার ঠিকই করেছিল। কিন্তু তা বলছেন না। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই জে, আর, ওয়াই, এন আর, ই, পি, এস আর, ই, পি যে কাজ সেই গুলি সুষ্ঠ বন্টন হচ্ছে না। আমি ঐ দিনও বলেছি নাম কোন কমিটি নেই নন অফিসিয়াল ইন্সিত কমিটি সেটা করেছিল। সেই ইন্সিত কমিটির পরামর্শে বি, ডি, ও মহোদয় কাজ চালাচ্ছেন। হরিচরণবাবু বি, ডি, সি এর চেয়ারম্যান হয়েছেন। সেখানে জনপ্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত ছিল ইলেক্টেড, তাদেরও রাখা হয় নি। সুতরাং আমি বলব যে এন, আর, ই, পি, এস আর ই পি, এর কাজের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা সত্যি জনস্বার্থে ব্যয় হবে না। কারণ প্রতিদিন বক্তৃতা দিচ্ছে যে গ্রামের মানুষের জন্য আমরা পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা করছি। গত ২৩ দিন চলছে মোহনপুর ব্লকে কোন কাজ নেই।

অথচ তারা বলছে যে প্রত্যহ আমরা কাজ দিচ্ছি। টাকাও হাতে ব্যবস্থা করছে। যদিও জোট সরকারের আমলে টাকা রেখে গিয়েছিল। ঐ দিন মাননীয় সদস্য হরিচরণবাবু বলেছিলেন যে আমরা এসে সমস্ত টাকা ডিষ্ট্রিবিউশান করব। টাকা ডিষ্ট্রিবিউশান নয়. তা নেতাদের বিলি করা হচ্ছে। টাকা নয় শুধু হচ্ছে লণ্ঠন

সেইগুলি দেওয়া হচ্ছে ক্যাডারদের। তাই আমি উগ্রপন্থীর নাম করে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৭ ফরেষ্ট। উগ্রপন্থী তো সারা রাজ্যে যা চালাচ্ছে চালাচ্ছেই এই সুযোগে কার সাথে যোগাযোগ রয়েছে তা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পূর্বেও বলেছি এখনো বলছি।

বলা হচ্ছে গ্রামেগঞ্জে এন, আর, ই, পি এবং এস. আর, ই. পিতে গরীব মানুষদের কাজ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কি কাজ দেওয়া হচ্ছে সেটা তো কারো চোখে পড়ছে না। মাননীয় সদস্য হরিচরণবাবু বলেছেন, তার এলাকাতে দেওয়া হচ্ছে, হাঁ, দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কাদের দেওয়া হচ্ছে, যাদের দেওয়া হচ্ছে, তারা তো সবাই আপনাদের ক্যাডার। তারপরে আছে ডিমাণ্ড নাম্বার—৩৭ এ যে কাট মোশান আনা হয়েছে— ফরেষ্ট রক্ষা করার জন্য গাছ কাটা বন্ধ করার ব্যাপারে। বলা হচ্ছে, এই কাজটা নাকি উগ্রপন্থীরা করছে, আমি কিন্তু বলবো যাদের উগ্রপন্থীদের সংগে যোগাযোগ আছে, তারাই এই কাজটা করছে এবং কাদের সঙ্গে উগ্রপন্থীদের যোগাযোগ আছে, সেটা আমরা আগেও বলছি এবং এখনও বলছি। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও এটা জানে। কাজেই, উগ্রপন্থীদের সংগে যতক্ষণ যোগাযোগ আছে, ততক্ষণ ত্রিপুরা রাজ্যে ফরেষ্ট-এর কোন ডেভেলাপমেন্টই হবে না। তাই, এই ডিমাণ্ডগুলিতে পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তা যে উদ্দেশ্য নিয়ে ধরা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য আদৌ পূরণ করা হবে না বরং পার্টি ক্যাডারদের পোষণ করাই হল এই ব্যয় বরাদ্দের আসল উদ্দেশ্য। তাই, আমি এই ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকের আলোচ্য সূচীতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি রাখা হয়েছে, আমি সেগুলিকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং সেই সংগে এই ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে, আমি সেগুলির তীব্র বিরোধিতা করছি। প্রথমে, আমি যে কথা বলছি, সেটা হল ত্রিপুরা রাজ্যে যে রিসেটলমেন্ট হয়ে গেছে, সেই সময়ে অনেক লোক তাদের দখলীকৃত জায়গা জমিতে ছিল না, তারা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল, ফলে প্রকৃত দখলদার নামে রি-সেটেলমেন্ট হয় নি। এটা রি-সেটেলমেন্ট রেকর্ড দেখলেই, প্রতীয়মান হয়। কাজেই, রি-সেটেলমেন্ট যেটা করা হয়েছে, সেটা যাতে পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করা হয়, সেজন্য আমি দাবী রাখছি। আর, জমি

বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারেও প্রথমে ঐ জমিতে যে দখলদার ছিল, সে জায়গাতে ছিল ছিল না বলে সে জমি বন্দোবস্ত পান নি। এই ত্রিপুরা রাজ্যে এমন একটা সময় গিয়েছিল, যে কমিউনিষ্ট হলেই কেউ এই রাজ্যে থাকতে পারবে না। অধিকাংশ জায়গাতে দেখা গেছে বিশেষ করে ১৯৮৭ সালের টি, এন, ভি হামলার সময়ে চাতক ভঙ্গিতে হামলা হলো এবং কয়েকটা লোক মারা গেলে, সেখান থেকে অনেকে উচ্ছেদ হয়ে ছাঁতছড়ি বাজার সেকেণ্ডারী স্কুলে আশ্রয় নিতে আসে, কিন্তু অনেক আলাপ আলোচনার পর এস, ডি, ও অফিস থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাদের একটা কলোনী করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই কলোনীর প্রতিটি পরিবারকে ১০ গণ্ডা করে জমি দেওয়ার কথা, কিন্তু দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত তাদের কোন্ জমিই দেওয়া হল না। কাজেই জমি বন্দোবস্তের কাজ যেটা করা হয়েছে, সেটাও সুষ্ঠভাবে করা হয় নি, তাই সুষ্ঠ ভাবে এই কাজটা করতে হলে নতুন ভাবে সেটাকে করতে হবে। তারপর আর একটা কথা আমি বলতে চাই, সেটা হল যে আইনী জমি যেগুলি বিক্রি করা হয়েছে, সেগুলি ফেরত দেওয়ার যে কথা তা অনেক ক্ষেত্রেই ফেরত দেওয়া হয় নি' আর যদিও বা কিছু পরিমাণ জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আবার বে-দখল হয়ে গেছে। আমি, এখানে সেই রকম একটা উদাহরণ দিতে পারি, সেটা হল গড়িকা গাঁও সভাতে যারা বে-আইনী ভাবে জমি কিনেছিল, তাদের সবাইকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

গড়িকা গাঁও সভার জমির মালিক লব্রেচাইমগ। বেআইনী দখলদার— ১) যতীন্দ্র নাথ গুয়াচাল্দ, ২) জ্ঞানদা নাথ, বরদা নাথ, স্বপন নাথ, ললিতমোহন ভৌমিক, রূপাইছড়ি, মনীন্দ্র নাথ, মাগুর ছড়া। প্রতাপ ত্রিপুরা সাং টৈক্কা তুলসী, পুনরায় বেদখল করেছে। এস, ডি, ওর অফিসে মামলা চলছে। তথ্য আছে বহু মানুষ যারা না কি উপজাতী কৃষক ছিলেন বেআইনী জমি বিক্রী করেছিলেন তাদেরকে সরকার জমি ফেরত দেওয়ার পরও তারা দখলে রাখতে পারছেন না। কাজেই এই দিকটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশা করছি লক্ষ্য দেবেন। তা না হলে সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হবে। রিসেটেল্মেন্টের প্রয়োজন রেকর্ডগুলি সংশোধন করার জন্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় জমি বিক্রী করে নাই অথচ বেআইনী কাগজ তৈরী করে জমি হস্তান্তর হয়ে গেছে। এটা দুঃখজনক। এই যদি হয় তাহলে জমি কেউ রাখতে

পারবে না। ল্যাণ্ড রেভেনিউর অনেক জিনিস আছে, ষ্টাম্প, রেজিষ্ট্রেশন, ষ্ট্যাট একসাইজ ইত্যাদি অনেক জিনিস আছে বিস্তৃত আলোচনায়, যাচ্ছি না। সে এ, ডি,সি হউক বা এ, ডি, সির বাহিরে হউক যাদের জমি বেআইনীভাবে হস্তান্তর হয়েছে তাদের জমি ফেরত দিতে হবে। এটা বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্ত। অনেকে আছে রেকর্ড সংশোধন না হওয়ার ফলে নিজস্ব জমির রেকর্ড করতে পারে নি। আর যে সব জমি রেসটোর হয়েছে তার গ্যারান্টি দিতে হবে। যাদের কাছ থেকে রেসটোর হয়েছে তারা কমপেনসেশন পায় নি। নন্ ট্রাইবেল জমি ছাড়তে রাজী। কাজেই এগুলি খতিয়ে দেখা উচিত। এই বলে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে এবং কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডিপ্ুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ৪৭ সেটাকে আমি সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ২০ থেকে ডিমাণ্ড নাম্বার-৪৭ পর্যন্ত এখানে যে ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে সেই সব ডিমাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে, এবং বিরোধী দল থেকে আনা কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি, সমগ্র বাজেটের মধ্যে সব থেকে বেশী শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ১৭'৫ শতাংশ রাখা হয়েছে শিক্ষা খাতেই। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কিন্তু এত বেশী রাখা সত্বেও এই টাকা দিয়ে জোট সরকারের আমলে সৃষ্ট ধ্বংস প্রাপ্ত স্কুলগুলিতে আবার শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। বিগত জোট সরকার শিক্ষা খাতে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছিলেন তা তারা কল্পনারও অতীত। স্যার, আমরা দেখেছি, জয়েন্ট এন্ট্রান্স নিয়ে কেলেংকারী হচ্ছে। মেধাবী ছাত্রদের ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ারিং এবং কম্পিউটারিং শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার জন্যই রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা চালু হয়েছিল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম, জোট সরকার রাজ্যের মেধাবী ছাত্রদের বঞ্চিত করে যারা বিত্তশালী তাদের ছেলেদের পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্যার, জোট সরকারের আমলের সব থেকে বড় কেলেংকারী হচ্ছে, বই কেলেংকারী। এই বিক্রেতাদের সঙ্গে যোগসাজসে, গোপনে চুক্তি করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। স্যার, সব ভুলে বই। ত্রিপুরা রাজ্যের

আগামী দিনের ভবিষ্যৎ যে ছাত্র সমাজ, জোট সরকার তাদের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, বই নিয়ে ছাত্র সমাজকে আন্দোলন করতে। আমরা এও দেখেছি উদয়পুরে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করার ফলে কয়েকজন ছাত্র মারা যায়। কিন্তু সেই সব বই পরিবর্তন না করে, নতুন নামে, নতুন মলাটে আবার বাজারে আনা হয়। স্যার, আমরা এও লক্ষ্য করেছি, ট্রাইবেল এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা বলে কোন জিনিস ছিল না। দুর্গম উপজাতি এলাকার স্কুল থেকে শিক্ষকদের বদলী করে নিয়ে আসা হয়েছিল। আমরা দেখেছি দুর্গম পাহাড়ী এলাকার ট্রাইবেল স্কুলগুলিতে চেয়ার-টেবিল নেই, স্কুল ঘর ভেঙ্গে গেছে, শিক্ষক নেই। এটাত জোট সরকারই সৃষ্টি করে গেছেন। আজ এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য রতি বাবু ট্রাইবেল এলাকার শিক্ষার জন্য অনেক কথা বলে গেছেন। কিন্তু তাঁরাইত শিক্ষার পরিবেশকে আজকে এখানে নামিয়ে এনেছেন। স্যার, আমরা এও লক্ষ্য করেছি, বিগত বামফ্রন্ট সরকার ট্রাইবেল ছাত্রদের জন্য হোস্টেল তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী, বিবেকানন্দে, মুন্সিপাড়া, ভেলিকামুড়া হাই স্কুল সুরেন্দ্র নগর, কাঞ্চনমারায় হোস্টেল তৈরী হয়ে গেছিল। কিন্তু জোট সরকার এসে পাঁচ বছরের মধ্যে সেগুলি চালু করতে পারেন নি। কোন কোন হোস্টেলে ৫০টি সীট ছিল। কোথায় ৪০, কোথাও ৩০, আবার কোথাও ২০টি সীট। কিন্তু একটি হোস্টেলও চালু করতে পারেন নি। যার জন্য এস, টি, এস, সি, গরীব ষ্টুডেন্টরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখানে রতিবাবু বার বার ট্রাইবেলদের জন্য কিছু হচ্ছে না বলে দাবী করছেন। আপনারা কেন, তখন ঐ সব হোস্টেল চালু করার কোন পরিকল্পনা নেন নাই ?

এই জোট সরকার মর্নিং স্কুল স্তরে ক্লাশ ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের টিফিনের ব্যবস্থা করেছিলেন বামফ্রন্ট সরকার সেটাকেও তাঁরা বন্ধ করে দিলেন। শুধু তাই না ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব তপশীলী জাতি এবং তপশীলী উপজাতিদের বুক ব্যাঙ্ক থেকে বিনা মূল্যে যে বই দেবার ব্যবস্থা ছিল সেটাকেও তাঁরা বন্ধ করে দিলেন। এই টি, ইউ, জে, এস ট্রাইবেলদের জন্য বড় বড় কথা বলছেন, বাস্তবে তাঁরা উপজাতিদের জন্য কিছু করছেন না। উপজাতিদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এখানে এসে বড় বড় কথা বলছেন। আজকে এ, ডি সি এলাকার স্কুলগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা

একেবারেই ধ্বংস প্রাপ্ত। অথচ এখানে এসে উনারা বড় বড় কথা বলছেন। উপজাতিদের স্বার্থ নিয়ে রাজনীতি করছেন। আজকে এডুকেশানের উপর যে ১৭.৭ পার্সেন্ট বরাদ্দ রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে সাহায্য করবে এবং এই বরাদ্দ যুক্তিযুক্ত। সুতরাং আজকে হাউসে উৎথাপিত সমস্ত ব্যয় বরাদ্দগুলিকে সমর্থন করতে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার — :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর):— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে উৎথাপিত সমস্ত ব্যয় বরাদ্দগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধী সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবগুলিকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, আমি ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই সম্পর্কে দুই একটা কথা বলছি। আমরা সবাই জানি যে ত্রিপুরা রাজ্য একটি ছোট পার্বত্য রাজ্য এবং এই রাজ্যটি সমস্ত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এবং দুর্বল। এই রাজ্যের কৃষি থেকে যে খাদ্য উৎপাদন হয় তাতে এই রাজ্যের তিন মাসের ও খাদ্য সংগ্রহ হয় না। বাকী সময়টা নির্ভর করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সরবরাহের উপর। এই রাজ্যের সবাই জানেন যে স্বাধীনতার সুদীর্ঘকাল পরেও এই রাজ্যে একটি রেল লাইন নেই, একটি দ্বিতীয় রাস্তা নেই একটা মাত্র সড়ক পথে খাদ্য আমদানী সহ সমস্ত জিনিষপত্র এই রাজ্যে আনতে হয়। যেকোন সময় যদি প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা অন্য কোন কারণে এই রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যবাসীকে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। সেই দিক থেকে খাদ্যের ব্যাপারটি আর যে কোন সমস্যা থেকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। সেই জন্য এই রাজ্যে একটি বাফার স্টক গড়ে তোলার দরকার যাতে যে কোন সময়ে বিপদে পড়লে এই রাজ্যের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি রাজ্যে বরাবরই এই কাজটি আর হয়ে উঠছে না। বিগত পাঁচ বৎসর জোট আমলে আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ গ্রাম থেকে আরম্ভ করে পাহাড়ে সর্বত্র মানুষ খাদ্যের জন্য হাহাকার শুরু করেছিলেন। জোট আমলে রাজ্যের শতাধিক মানুষ অনাহারে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। রাজকে রাজ্যে যদি খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ থাকত তাহলে সেই লোকদিগকে অকালে অনাহারে মরতে হত না। এই জোট আমলেই দুই এক মুঠো চাউলের জন্য ধর্মনগরের দাম ছড়ায় পুলিশের গুলি খেয়ে ৪ জন লোককে মৃত্যু বরণ

করতে হয়েছিল। আজকে যারা বিরোধী বেঞ্চে বসে আছেন, সেদিন তাঁরাই সরকারে ছিলে ! আজকে তাঁদের বক্তব্য শুনে মনে হয়, বোধ হয় তাঁদের চেয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের দরদী আর কেউ নেই। আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাঁদের এই দরদ, মানসিকতা সে দিন কোথায় ছিল, যেদিন ত্রিপুরা রাজ্যের ৬০০ লোককে না মরতে হল, মুঠো চাউলের জন্য পুলিশের গুলি খেয়ে মরতে হল ?

সেদিন আপনাদের কি ভূমিকা ছিল ? সেই দরদ আবেগ দিয়ে কথা বলার ভূমিকা ছিল কি। বিগত ৫ বছরে আপনারা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন করুণ ইতিহাস বর্বরতার ইতিহাস। বগত জোট সরকার আমলে খাদ্যের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে ৪ জন মানুষ গুলি বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হলেন এবং ৬ শতাধিক লোক না খেয়ে মারা গিয়েছিলেন। সেই সমস্ত ঘটনার সাথে জড়িত লোকদের খুনীর আসামী হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত যারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই সমস্ত ঘটনার সৃষ্টি করেছিলেন। অপর দিকে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে নির্বাচিত এম, পি শ্রীসন্তোষমোহন দেব চাউল কেলেংকারী করে লক্ষ লক্ষ টাকার আত্মসাৎ করেছেন। এই খবর শুধু রাজ্যে নয় ভারতবর্ষের পত্র-পত্রিকায় এই খবর বেরিয়েছে। তাদের চরিত্র হচ্ছে এই রকম। আজকে আমরা যখন বিধান সভায় দাঁড়িয়ে ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্যের ব্যাপারে আলোচনা করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) : - পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, যিনি একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উনার নামে এইভাবে বলা উচিত নয় — ! এটা অ্যাকস্‌পানজড করা উচিত।

শ্রীসুধন দাস : স্যার, পত্র-পত্রিকায় যখন বলছে এটা বিধান সভায় চাপিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, তিনি একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। উনার নামে এইভাবে বলা উচিত নয় এটা অ্যাক্সপানজড্ করা উচিত।

শ্রীসুধন দাস :-- স্যার, পত্র-পত্রিকার বক্তব্য অনুসারে আমি বলছি। এখন কেন্দ্রীয় সরকার চাইছেন যারা ইনকাম ট্যাকস্ দেন তাদের রেশনের আওতার বাইরে

ফিরে আসার জন্য। কিন্তু দরিদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে এটা করা অসম্ভব ব্যাপার। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেটে তার বরাদ্দ ধরা হয়েছে। বিগত জোট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি এই সমস্ত ব্যাপারে যে কমিটিগুলি গঠিত হয়েছিল সেগুলি বাতিল করা হয়েছে। বাতিল হওয়ার ভাল হয়েছে কারণ এই ফুড এবং সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট তখন অনেক কেলেংকারীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমাদের ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন এরিয়ার এই চেয়ারম্যানের আসল নাম-এর বদলে তিনি রুপিয়া লাল সরকার এই বলে পরিচিত ছিলেন। এই ছিল তখনকার কমিটির কাজকর্ম। সেই দুর্নীতির ফলস্বরূপ যে পদ্ধতিগুলি উনারা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন সে জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে তার দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে এখনও। তার জন্য ব্লক ভিত্তিক একটা কমিটি গঠন করা হোক যে কমিটি তার দায়িত্বে থাকবে। জোট সরকারের আমলে রেশনে চাউল আসলে সেই চাউল এক দিন দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হতো। কারণ কোনদিন হয়তো বা সমীর বাবুর সম্মেলন হতো, কোন দিন সুধীরবাবুর সম্মেলন হতো, ফলে বস্তা বস্তা চাউল ঐ সমস্ত সম্মেলনে চলে যেত। যার জন্য সাধারণ মানুষ তার ফল ভোগ করতেন। বর্ত্তমানে সপ্তাহে রেশনে যাতে প্রত্যেক একদিন চাউল পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে কারণ গরীব জনসাধারণের পক্ষে একসঙ্গে সমস্ত চাউল নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে সেই জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। সেই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করুন এবং এর মধ্য দিয়েই ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্যের অভাব এবং নিয়মিত চাহিদার অভাব ঘুচবে। এই ব্যয় বরাদ্দের উপর যে ছাটাই প্রস্তাবগুলি আনা হয়েছে তার তীব্র বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— অনারেবল ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে এইখানে অতিরিক্ত ব্যায় বরাদ্দের জন্য যে ডিমাণ্ড আনা হয়েছে ২০টা ডিমাণ্ড তাকে সমর্থন করি এবং আমাদের বিরোধী বন্ধুরা মাননীয় সদস্য রতিমোহন বাবু, অমল মল্লিক মহোদয় যে কাট মোশান এনেছেন বা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি তুলে

সেবার জন্য অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি ৩৮নং ডিমাণ্ডের উপরে আমার বক্তব্য রাখতে চাই। আমরা জানি যে এইখানে, সারা ত্রিপুরার মানুষ জানে ত্রিপুরায় কি হয়েছিল গত ৫টা বৎসরে। ৫টা বৎসরে ত্রিপুরার মহান সম্পদ, ত্রিপুরার সম্পদ আমরা বলতে পারি ফরেষ্ট, ফরেষ্টের উপর সবচেয়ে বেশী আঘাত এনেছে জোট সরকার। আমরা দেখেছি কর্নাটকের বীরাপ্পাম দস্যুর মত জোট সরকার এর কিছু দস্যু গজিয়েছিল। তারা বন সৃজন ত করেইনি, তারা বনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সারা ত্রিপুরার বনকে তারা সাফ করে দিয়েছে। আমি এখানে সবিস্তারে বলতে চাইনা। স্যার, আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই তারা যে কাট মোশান এনেছেন এই ব্যাপারে সদস্যদের বলব ৫ বৎসরে তারা কি করেছেন? আমি যদি এইখানে বলতে চাই সব জায়গার কথা বলছিনা শুধু তেলিয়ামুড়ার কথাই যদি বলি ১৯৯০ সনে কতগুলি সেবামূলক ক্লাব আছে, তাদের পূজার সময় পূজার চাঁদার দরকার হয়নি, তারা মন্ত্রীদের কাছ থেকে স্লিপ নিয়েছে। আঠারমুড়া বড়মুড়া থেকে ইচ্ছামত শাল, সেগুন কাটগুলি কেটে গাড়ীতে বোঝাই করে ১০ ট্রাক তেলিয়ামুড়া বাজারের মধ্যে রেখে দিল। কারো আটকানোর ক্ষমতা নেই। ফরেষ্টার উপেন্দ্র দেববর্মা ধরেছিল, এইভাবে কাঠ পাচার হয়ে যাচ্ছে তার জন্য প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল। তাতে আমরা দেখলাম তাদের ম্যাচের মধ্যে বোমা, এইভাবে গিয়ে ফরেষ্টারের অফিসে তাকে হুমকি দেওয়া হল বন্দে মাতরম শ্লোগান দিয়ে। তুমি কোন সাহসে গাড়ী আটক করলে? তোমাকে তার জন্য ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে নতুবা তোমার তেলিয়ামুড়া আসা যাওয়া বন্ধ। এইভাবে বন দস্যুরা সব জঙ্গলকে সাফ করে দিয়েছে। আমরা দেখলাম খোয়াইর মধ্যে আমাদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর ভাগ্নে অপূর্ব লাল তরফদার, মাননীয় ভাগ্নে, আশারামবাড়ীর বাবুল বিশ্বাস, দীলিপ নাথ শর্মা, নৃপেন্দ্র ঘোষ এই লোকগুলি আমরা জানি মন্ত্রীর সঙ্গে থেকে ইচ্ছামত জঙ্গল ছাপ করে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে যারা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তাদের খুন করা হয়েছে। আমাদের হাতে প্রমান আছে এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আমরা দেখেছি এবং বিগত বিধানসভায় এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ৩টা খুন করেছে। কৈলাশহরের হাতীর মালিককে খুন করেছে, বাচাইবাড়ীর ফরেষ্টারকে খুন করা হয়েছে, কল্যানপুরের ফরেষ্টারকে খুন করেছে। কিন্তু তারা মন্ত্রীর লোক বলে, মন্ত্রীর সহযোগী বলে রেহাই পেয়েছে।

শুধু এখানেই শেষ না আমরা জানি স্যার, আমরা যদি দেখতে যাই আর একজন আমাদের মহান নেতা আছেন, কংগ্রেসের বড় নেতা সোনামুড়ার মরন ঘোষ। ওনার নাম হল মহাদেব, সোনামুড়া অঞ্চলের সবাই জানেন ওনার নাম বনরাক্ষস, মহাদেব বনাম বনরাক্ষস বিক্ষুব্ধ হিসাবে দাঁড়িয়েছিল প্রার্থী হয়ে। গোটা এলাকাটাকে সাফ করে দিয়েছে এই বন রাক্ষসরা, কোন জায়গায় কিছু নাই। আমরা কি বলব স্যার, আপনারাতো জানেন, এই বিধানসভায় অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে এইভাবে বনকে ছাপ করা নিয়ে। শুধু তাই না আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী বিভা নাথের স্বামী সুধীর নাথও এই ব্যাপারে জড়িত, ওনার স-মিল আছে। ইচ্ছামত বন সাফাই করে গেছেন, মন্ত্রীর স্বামী বলে বাহির রাজ্যের লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ পাচার করেছেন। তাই আমাদের কবেষ্ট মন্ত্রীর কাছে আমরা অনুরোধ রাখছি যে সারা ত্রিপুরার মধ্যে যারা বন দস্যু হয়ে ত্রিপুরাকে ল্যাংটা করে দিয়েছে, যারা ত্রিপুরার পরিবেশকে দূষিত করেছে, যার জন্য আমাদের আজকে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, এখন ফ্ল্যাড হচ্ছে, বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে, কাজেই আমরা চাই এই বন দস্যু যারা, যারা ত্রিপুরার পরিবেশকে দূষিত করার জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা কামাই করেছেন এবং এই কামাই করতে গিয়ে আমাদের ২৮ লক্ষ মানুষের পরিবেশকে নষ্ট করেছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক, সুধীর নাথই বলুন আর যেই বলুন তদন্ত করুন। এখনও সেই সুধীর নাথের স-মিলে লক্ষ লক্ষ টাকার মূল্যবান গাছ কাঠ আছে কাজেই এই ব্যাপারগুলি তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের ধরুন ধরে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন, আমি মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে এই অনুরোধ রাখছি সঙ্গে সঙ্গে আমি বিরোধীদের বলব আপনারাও অযথা কাট মোশান এনেছেন, এদিকে আপনারা বলেন পত্র পত্রিকা খুললেও দেখা যায় আপনারা বলেন যে ৫ বছর বিরোধী নেতা ছাড়াই আমরা চালাইয়া যাব, এই হচ্ছে অবস্থা। এই অবস্থায় আপনাদের কাছ থেকে এই রকম কাট মোশান আসবে এইটাতো আমরা চিন্তাই করতে পারিনি। লজ্জার ব্যাপার। যাই হোক মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব আপনারা গঠনমূলক আলোচনা করুন এবং ত্রিপুরার সার্বিক স্বার্থে মন্ত্রীদের আনীত যে ২০টা ডিমাণ্ড এখানে আছে ওনারা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য এনেছেন তাকে সমর্থন করুন, আপনাদের ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিকে তুলে নিন এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় মাননীয় মন্ত্রীগণ যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমার ডিমাণ্ড নং ৩৮-৩৯ গ্রাম উন্নয়ন রুর্যাল ডেভেলাপমেন্টের কাজ। এখানে স্যার আমরা লক্ষ্য করেছি এই ডিমাণ্ডের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়গুলি গ্রাম উন্নয়নের জন্য সরকার ঘোষনা দিয়েছেন সেটা গ্রামীণ ত্রিপুরার গরীব মানুষের বাঁচার একটা হাতিয়ার হিসাবে প্রতিফলিত হবে। স্যার, এখানে যে বিভিন্ন ডিমাণ্ডগুলি আছে তাতে এই বৎসর ৩৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার যে রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট গ্রাম উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে খরচ করা হবে। তার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি এই যে এন, আর, ই, পি এন, আর, ই পি, তারপর জওহর রোজগার যোজনায় ৫০ লক্ষ শ্রমদিবসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৫ হাজার গ্রামে এবার বিশুদ্ধ জল পৌঁছানো হবে। গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে গৃহহীন যারা আছেন তাদের মধ্যে প্রায় ৪ হাজার পরিবারকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে এবং দুর্বল শ্রেণীর জন্য যে বাসগৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হবে তাও প্রায় ৫৭৮টি পরিবার সেখানে উপকৃত হবেন। গ্রামীণ গ্রামবাসীকে পায়খানা ইত্যাদি করার যে স্কীম আছে তাতেও প্রায় ৬৬৬টি করা হবে, পাকা পায়খানা করা হবে। বিশেষ করে সুসংগত গ্রাম যেটা আই, আর, ডি, পিতে সেখানেও ১৮ হাজার পরিবারকে এই আই, আর; ডি, পির আওতায় আনা হবে।।

তাছাড়া নেওয়া হবে বিভিন্ন ট্রাইসেম মানে বিভিন্ন গ্রামীণ কুটির শিল্পীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে ১৯২৪ জন শিল্পিকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারজন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এইভাবে গ্রামীণ উন্নয়নমুখী কার্যাসূচী এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। যাই হোক আমি এখানে দেখলাম যে এই গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য যে প্রকল্প সেগুলির উপরে উনারা কাট মোশান এনেছেন মানে এর বিরোধিতা করেছেন। এইটা স্যার, তারা করবেন। কারন কংগ্রেস যারা করে তারা হচ্ছে ধনিক শ্রেণীর সেবা দাস। সেইজন্যই তারা গ্রামীণ উন্নয়নের বিরোধিতা তারা করবে— এটা তাদের শ্রেনী চরিত্র। এই শ্রেনী চরিত্র যদি তাদের না হত তাহলে এই দেশ স্বাধীনতা

লাভের ৪৬ বছর পরেও এই দেশে গ্রামীন চেহারা এই রকম থাকতো না। আজকে সারা ভারতবর্ষে আমরা লক্ষ্য করেছি এখনো শতকরা ৭০ জন নিরক্ষরতার অন্ধকারে বাস করছেন। এখনো এই দেশে শতকরা ৫০ ভাগ লোকের বাড়ী নাই, ঘর নাই, অনাহারে মৃত্যুবরন করেন, অশিক্ষায় কুশিক্ষায় সমস্ত কিছু সারা ভারতবর্ষকে ছেয়ে ফেলেছে। এইটাই হচ্ছে তাদের শ্রেনী চরিত্র। কাজেই ত্রিপুরায় তার কোন পরিবর্তন হবে না! এখন ত্রিপুরায় কি অবস্থা, আজকে আমরা দেখেছি ত্রিপুরার গ্রামে বিজ্ঞানের আলো এখনো এসে পৌঁছাতে পারেনি। আমরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সেখানে এই গ্রামে মানুষের কিভাবে উন্নয়ন করা যায় তারজন্য বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তারমধ্যে গত দশ বছরের প্রথমেই (যেখানে শ্রমিকদের মজুরী এক টাকা ছয় আনার বেশী ছিল না) সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প চালু করেন। এবং টাকা চালু ইত্যাদি দিয়ে কাজ নিয়ে হাজির হয়েছেন। ঠিক সেইভাবে গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মান করা সমস্ত কিছু এই গ্রামের মধ্যে করা একটা ঐতিহাসিক বলা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের মূল যে গ্রাম সেখানে গ্রামের মানুষের হাতে সম্পূর্ন ক্ষমতা দিয়ে সেগুলি করা হয়েছিল। এইটা স্যার একেবারে বাস্তব। এবং সে জনই এই বাজেটের মধ্যে গ্রামে যে কর্মহীন মানুষ গরীব তারা যাতে বাচতে পারে, অনাহারে মৃত্যু থেকে বাচতে পারে সেজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বামফ্রণ্ট সরকার ঘোষণা দিয়েছিলেন যে একটা মানুষকেও আমরা অনাহারে মরতে দেব না। বামফ্রণ্টের দশটা বছরে একটা মানুষও অনাহারে মরেনি। তার প্রধান কারণ ছিল এই গ্রামীন কর্ম সংস্থান। বছরে ১০০ দিন কাজের লক্ষে মাত্রা রেখে এই সরকার এই কাজ করেছিলেন। এবং বর্তমানে আমরা হিসেব পেয়েছিলাম যে ৬০-৭৫ ভাগ কাজ সফল হয়েছিল। এই লক্ষমাত্রায় পৌছানোর জন্য উদ্যোগ চলছে। এইভাবে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, দুঃখের বিষয় স্যার, এই গত ৫টা বছর তাদের যে শ্রেনী চরিত্র-এই পাঁচটা বছরে গ্রাম ত্রিপুরার কি করেছিল? আজকে বলতে হয় এখানে সন্তোষমোহন দেবের কথা বললে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠছেন, যেন কাঁটা ঘায়ে লেবুর ছিটা পড়েছে। কি করেছে সন্তোষমোহন দেব এই গত পাঁচ বছরে? কত লুঠপাট হয়েছে এই পাঁচ বছরে। মন্ত্রীরা পুলিশ পাহারার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খেয়েছে। কিন্তু আমাদের গ্রামের গরীব মানুষের কি হয়েছে? সেই

ছামনু, গোবিন্দবাড়ী বলুন, খালজড়া বলুন, মহিরাম পাড়া বলুন, এই সমস্ত জায়গায় মানুষের মৃত্যুর মিছিল, অনাহারের মিছিল। মানুষ খাদ্যের জন্য দেশ ছেড়েছে। এইভাবে স্যার অসহ্য যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছিল। অনাহারে মৃত্যুর মিছিল চলেছিল। আমরা ৬০০ লোকের মৃত্যুর লিষ্ট দিয়েছি — সরকার সেটা স্বীকার করেছে যে হ্যাঁ তারা মরেছে। এই সব চলেছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার যে সমস্ত এলাকার অনাহারক্লিষ্ট মানুষ আছে সে সমস্ত এলাকায় মাসে অন্ততঃ পাঁচ দিন কাজ শুরু করেছেন। আমরা বিভিন্ন বি. ডি, সি. তে এই ভাবে কাজ করেছি মাসে পাঁচ দিন করে বছরে ৬০ থেকে ৭০ দিন। এবং সেটাকে বাড়িয়ে এখন বছরে ১০০ দিনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমরা এই অনাহার রোধ করতে চলছি।

কিন্তু অন্যদিকে স্যার আজকে তাদের গায়ে সহ্য হচ্ছে না। ত্রিপুরার এই অগ্রগতিতে কিভাবে রোধ করা যায় তারজন্য আজকে চক্রান্ত চলছে। এবং অন্যভাবে এই সরকারের কর্মসূচীকে ব্যহত করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। কিন্তু তা করলেই হবে কি? "পাপে বাপকেও ছাড়বে না।" ত্রিপুরার মানুষ শ্লোগান দিয়েছিল যে —"দেখে যারে সন্তোষ, মমতা সি. পি. এমের ক্ষমতা। দেখিয়ে দিয়েছে সি. পি, এম। মমতা সন্তোষ আর আসবে না। সমীরবাবু আজকে কি অবস্থায় আছেন? আজকে তিনি নিধিরাম সর্দার হয়ে বসে আছেন। স্যার, একটা কথা আছে যে 'ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজায়'। একদিন যে মন্ত্রী মহোদয় এখানে গর্ব করে বলেছিলেন যে দশরথ দেব ও নৃপেন চক্রবর্তীকে এখান থেকে চ্যাংদোলা করে বের করবেন। আজকে তিনি চ্যাংদোলা হয়ে নিধিরাম সর্দার হয়ে বসে রয়েছেন। আজকে তাঁর কি অবস্থা? কেয়ার টেইকার হবে বলে গর্বিত হয়েছিল। আজকে বলছেন আমিই দলনেতা। গাঁও মানে না আপনি মোড়ল। নিধিরাম সর্দার। স্যার, আমাদের কর্মসূচী আছে সেই কর্মসূচী যখন আমরা গ্রামে গঞ্জে নিয়ে যাব — অমলবাবুরা খুব সুন্দর সুন্দর করে বলেছেন 'মাকাল ফল চেনেন নাকি? মাকাল ফল?' আপনাদের ভেতরটা যে কাল, এটা ত্রিপুরার মানুষ জেনে ফেলেছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ-এর জন্য এই বাজেট। সেই জন্য স্যার, আমরা এই বাজেটকে এবং বরাদ্দগুলিকে সমর্থন করি এবং ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার যে কয়েকটা ডিমাণ্ড তারমধ্যে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের আছে ৪, ৫ ও ইণ্ড্রাস্টি ডিপার্টমেন্টের আছে ৩২, ৩৩, ৩৪, ৫২ এবং ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের কয়েকটা এখানে পেশ করা হয়েছে। সেই সবগুলি ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করছি। আমার দপ্তরের উপর একটা মাত্র কাট মোশান এসেছে, আমি তার বিরোধিতা করছি। অন্যান্য যে সমস্ত তার উপর কয়েকটা কাট মোশান বিরোধীদের কেউ কেউ এনেছেন তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। স্যার, একটা বিকল্প কর্মসূচীকে সামনে রেখে আমরা বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয় বার ক্ষমতায় এসেই এই কর্মসূচীকে রূপায়ন করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এই বাজেট তার একটা এই মুহূর্তে যেটুকু সম্ভাবনা আছে তাকে রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের সামর্থকে উপস্থিত করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে মূল রূপরেখা বলেছেন। কাজেই সেই সম্পর্কে আরোও বিস্তৃত কোন কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা নির্বাচনী যেসমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ আমাদের এই ডিমাণ্ডগুলি।

আমরা যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ আমাদের এই ডিমাণ্ড। আর যে কাট মোশান আনা হয়েছে আমার ৫ নং ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এনেছেন। আমি তার সম্পর্কে দু-একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। এই যে বন্যা হল, অভূতপূর্ব, ভয়ংকর বিধ্বংসী এই বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে তিনটি রিপোর্ট আমরা তৈরী করেছি। আর সেই সমস্ত রিপোর্টগুলির সবই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। আমাদের এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যে জোট সরকার ক্ষমতায় ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসমীর বর্মনের নেতৃত্বে, তাঁর ভোট অন্ অ্যাকাউন্টস-এ মাত্র ১ কোটি টাকার বরাদ্দ রেখেছিলেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য। ঐ ১ কোটি টাকার বরাদ্দের মধ্যে ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। আমরা কতটুকু রিলিফ দিতে পারব ?

আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই সম্পর্কে, বাজেটতো আপনারা জানেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অনুমোদন লাগে। এবং ৯০ শতাংশ টাকা বাজেটের গ্রেন্টিং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আসে। প্রতি তিন মাস পর পর যে বাজেট বরাদ্দ,

বাজেট গৃহীত হয় তার উপর তিন মাস পর পর একটা করে কিস্তিতে এই টাকা দেওয়া হয়। এত বড় বিধ্বংসী বন্যা হয়ে গেল আমরা এখনও ফাইনাল তদন্ত করে দেখিনি। কারণ এই খরচ, এই ক্ষয়ক্ষতিকে কি করে পূরণ করা হবে ? খুব কম করে হলেও ১০-১৫ কোটি টাকা দরকার। এই ক্ষয়ক্ষতির পরেও আরও বাঁছাই করে আমাদের যে রিলিফ ম্যানুয়েল, সেই রিলিফ ম্যানুয়েল অনুযায়ী রিলিফ দেওয়া হয়ে থাকে। সেই রিলিফ ম্যানুয়েল যেমন সম্পূর্ণ একটা ঘর ভেঙ্গে গেলে মাত্র এক হাজার টাকা এই রিলিফ ম্যানুয়েলে বলা হয়েছে। আর আংশিক ভাংগচুর হলে পরে নষ্ট হলে পরে, ডেমেজ হলে পরে মাত্র দুইশ টাকা এই রিলিফ ম্যানুয়েলের যে হিসাব সেই ম্যানুয়েল হিসাবকে ভিত্তি করেও এবং অন্যান্য যে সমস্ত রিলিফ ম্যানুয়েল আছে তার হিসাব কে ভিত্তি করে আমরা প্রায় ৩৬ কোটি টাকার মত ইষ্টিমেট করে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে তোমরা সাহায্য কর অতিরিক্ত বরাদ্দ দাও। কেন অতিরিক্ত প্রশ্ন ? কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন এই যে বরাদ্দ তিন কোটি টাকা। সেই তিন কোটি টাকার মধ্যে আমাদের রাজ্য সরকারকে খরচ করতে হবে ৭৫ লক্ষ টাকা আর মাত্র ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন। গতকালকের পত্রিকায় বেরিয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এই সমস্ত বিষয়গুলি একটার পর একটা উল্লেখ করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়ত আশা করেন কিছু পাওয়া যাবে। প্রধানমন্ত্রী হয়ত কিছুটা অনুমোদন দেবেন। এখন পর্যান্ত কত আসছে ? আমরা রাজ্য সরকার শুধু মাত্র ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এই তিন কোটি বরাদ্দের মধ্যে যেটা আমরা এখানে উপস্থিত করেছি। যেটা আমরা পাব। এই এক কোটি সব, ভোট অন্ অ্যাকাউন্টে যে কোটি ছিল তার মধ্যে মাত্র ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মাত্র আমাদের হাতে এসেছে। এরপরেও কাট মোশান ? এত বড় ধ্বংস হয়ে গেল ৭৫ হাজারের বেশী পরিবার মাত্র দুই মাসে পর পর দুটি বন্যার ধ্বংসের মুখে। ৭ হাজার ১৬৭টি পরিবারের ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। ১৮ হাজার ৬৫৮টি পরিবার আজও বন্যা, ঝড়ে ভাঙ্গা ঘর মেরা মত করতে পারেনি, ঘরে ঢুকতে পারছে না। ২৬৮টি গবাদি পশু হারিয়েছে। যে কৃষক সেই কৃষকের হাল সংগ্রহ করার ক্ষমতা নেই। চাষ বাস সম্পূর্ণ বন্ধ। অনেক তথ্য অনেক হাজির

করা হয়েছে। রাজ্য সরকার যে মাসের শুরুতেই বড় বন্যার ক্ষয়ক্ষতিতে ১০ কোটি টাকা প্রথম চেয়েছিল। একটা পয়সাও আসে নি। তারপরে দুইবার তিনবার বন্যার পর আমরা এই যে ৩৬ কোটি টাকার মত সব হিসাব নিকেশ করে ঐ ম্যানুয়েল অনুযায়ী হিসাব নিকেশ করে পাঠিয়েছি। এই যত বন্যার কৈলাশহর, বলুন, ধর্মনগর বলুন; কমলপুর বলুন, বিলোনীয়াতে বলুন বিভিন্ন জায়গায় যখন মানি সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ গ্রামের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বন্যা থেকে কি করে রক্ষা করতে পারেন।

হাজার হাজার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কি করে বন্যা থেকে বন্যার্তদের রক্ষা করা যায়। দলমত নির্বিশেষে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। একটি কথা আছে ঐ বিরোধি সদস্যদের। একটি বিবৃতি ছিল পত্রিকাতে। কংগ্রেসের তো ঘন ঘন বৈঠক হচ্ছে বিরোধি দল নেতা কে হবেন। একটা শব্দ বেরিয়েছে তাদের মুখে যে টাকা চাই বন্যার্তদের রক্ষা করতে হবে। এদের রক্ষা করার জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি প্রধানমন্ত্রী, তুমি তো কংগ্রেসের সভাপতি, ওখানে আছে, কি করছ ওখানে বসে, কেন এখানে টাকা আসছে না, কেন এদের রক্ষা করা হচ্ছে না। একটি শব্দও শুনিনি আমরা কেউ। কেউ দেখেছেন কোন পত্রিকায় কোন বিবৃতি? একটি কথাও নেই। বাইরে কারো কথা বলার সাহস নেই, গ্রামে গিয়ে কথা বলার সাহস নেই। তারা দেখেছে যে বামফ্রন্ট সরকার এবং সারা ত্রিপুরার মানুষ এই আর্তদের রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা দেখেছে ঐ কংগ্রেস বিধায়করা যারা এলাকার নির্বাচিত বলে দাবী করে এখানে এসেছেন সার্টিফিকেট নিয়ে। এদের মুখে একটি কথাও ছিল না। এরা একটি জায়গায়ও বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াই নি। মুখ্যমন্ত্রী আবেদন জানালেন শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় সারা দেশে, সমগ্র দেশবাসীর কাছে যে এই বন্যার্তদের পাশে এসে দাড়ান। এই আর্তদের সেবায় মুক্তহস্তে দান করুন। ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ শুধু শিক্ষক কর্মচারী নয়, গ্রামে গ্রামে কৃষকরা, শহরের ব্যবসায়ীরা, স্কুলের ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় যে সকল মধ্যবিত্ত যারা আছে তারা, যার যা সামর্থ আছে তারা তা দিয়েই সাহার্য্য করেছে। এমন কি কাপড়, জামা, শাড়ী, টাকা পয়সা, খাদ্য, এই আগরতলা শহর থেকেও অনেক কুইন্টাল চাউল দান করেছে। এই সমস্ত চাউল, সমস্ত জিনিস সকলে মিলে, সমগ্র জনসাধারণ মিলে এই বামফ্রন্ট এর যারা কর্মী তাদের নেতৃত্বে রেখে প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে নৌকা নিয়ে

চাজির হয়েছেন কি করে সমস্ত মানুষকে এই বন্যা থেকে রক্ষা করা যায়। ওরা এক জায়গায়ও ছিলেন না। এখানে এসে এই বিধানসভার মধ্যে এসে খুব গলা বাজি করছেন, চিৎকার করছেন কি ঐ ৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। ১ কোটি টাকা কমিয়ে দিয়ে এটা করছে সমালোচনা, সমালোচনার কায়দা, তিনি সমালোচনা করছেন মাত্র ৩ কোটি টাকা ধরা হল কেন। আরো বেশী ধরা হলনা কেন। সমালোচনা করছেন. আমি তাই মনে করেছিলাম। এখন অমল বাবুর বক্তৃতা শুনে আমার তাই মনে হল ঐ ৩ কোটি টাকা. আসলে তিনি এক পয়সাও বরাদ্দ রাখতে চান না। এই সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক: —কত টাকা পেয়েছেন আপনারা এই বন্যার জন্য? তার হিসাব কোথায়? কত টাকা লিলি করেছেন আপনারা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— সে হিসাব আমরা দেব। আমরা তার সব হিসাব দেব। বামফ্রন্ট সরকার তার নীতি এটা একটা বিকল্প চরিত্র, বিকল্প নীতি, সেই কর্মসূচীতে একটি একটি করে তার হিসাব ঐ গত ১০ বৎসর যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল তার একটা একটি করে হিসাব রেখে গেছে। এবং এখনো যে দিন থেকে ক্ষমতায় এসেছে সেই দিন থেকে একটি একটি করে হিসাব সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে তারা জানিয়ে দেবে। উরা প্রকাশ্য বলে তারা গোপন করে না। এবং যত জনের সাহায্য এসেছে শুধু ত্রিপুরায় নয় পশ্চিম বাংলা থেকে, উড়িষ্যা থেকে, বিভিন্ন রাজ্য থেকে রাজ্য সরকারগুলি সাহায্য করেছেন। তারা টাকা পাঠিয়েছেন এই বন্যার্তদের সাহায্য করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ত্রান তহবিলে। কংগ্রেস (আই) বলতে পারবে কোন মিটিং করে বা কারো কাছ থেকে কোন সংগ্রহ করে কাউকে বাঁচিয়েছে। কাউকে সাহায্য করেছে। না উটা তাদের অন্য চরিত্র, গত ৫ বৎসর তা দেখেছে। সেই চরিত্রই তারা প্রকাশ করেছে। আমার যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি রেভেনিও ডিপার্টমেণ্ট এর উপর এর মধ্যে একটা খুব বড় কর্মসূচী 'রয়েছে তা হল ভূমি সংস্কার। এই ভূমি সংস্কার এর ক্ষেত্রে গত ৫টা বৎসর কংগ্রেস এর যা কর্মসূচী ছিল তার বিকল্প তার বিপরীত উদের কর্মসূচী গত ৫ বৎসর কি ছিল শুধু কি সন্ত্রাস খুন?

রেভিনিয়ু দপ্তরের বায় বরাদ্দের মধ্যে একটা বড় কর্মসূচী

রয়েছে, সেটা হল ভূমি সংস্কার কর্মসূচী অথচ গত ৫ বছরে কংগ্রেসের কর্মসূচী ছিল, তার বিপরীত, তাদের কর্মসূচীতে ছিল সন্ত্রাস আর গরীব কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে, সেই জমি মহাজনদের হাতে তুলে দেওয়া। গ্রামে গ্রামে যে সব তারা ক্যাম্প আছে, গত ৫ বছরে সে গুলির মধ্যে কি ছবি ফুটে উঠেছে ? মানুষ তাদের জমির রেকর্ড খুঁজে পাচ্ছে না, মানুষ তাদের জমির নক্সা পাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্টের যে ব্যয় বরাদ্দ সেটা কিসের জন্য, এটা তো একটা কর্মসূচীর জন্য। স্যার, কি সাংঘাতিক ব্যাপার, আমাদের আগেকার বামফ্রন্টের আমলে যে সব এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে জোট সরকার নাকি সেগুলি নাকচ করে দিয়েছে। শুধু কি তাই, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানে যেখানে মানুষ বসবাস করে, চীফ কমিশনারের এক আদেশ বলে সেগুলিকে রিজার্ভ বলে ঘোষনা করা হয়েছে, কাজেই ঐ রিজার্ভ এলাকার জমি কাউকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। কিন্তু সেই বার আমাদের বাম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে চীফ কমিশনারের সেই আদেশকে তুলে নেওয়া হয়েছে, ফলে রেভিনিও দপ্তরের অধীন সেই সমস্ত জমিগুলি এসে পড়েছে। এর থেকেই বুঝা যায়, বামফ্রন্ট সরকারের রেভিনিও দপ্তর মানুষকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে না বরং তার নায্য প্রাপ্যকে রক্ষা করে। কাজেই রেভিনিউ দপ্তরের অধীন সমস্ত জমি যাতে ইকোনমি হোল্ডিং করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, সেজন্য দপ্তরের অধীন সমস্ত অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ জোট সরকার তাদের আমলে কি করেছে, তার একটা নমুনা আমি আজকেই দক্ষিণ জেলা থেকে পেয়েছি, সেটা এক মাত্র দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতেই, ১৫৭৭ জন এলটিকে অন্যায় ভাবে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কাজেই, এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তাদেরকে নূতন করে পুর্ণবাসন দেওয়ার জন্য এবং তাদের জমিতে পুর্ণবাসন দিয়ে, তাদের জমিতে তারা যাতে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে এবং নিজেদের জীবন জীবিকার সংস্থান করতে পারে, তার ব্যবস্থা অবশ্যই আমাদের সরকারকে করতে হবে। স্যার, এখন আমি ইণ্ডাষ্ট্রির উপর দুই একটি কথা বলতে চাই। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার শেষ দিকে কি অবস্থায় এসে দাড়িয়েছিল, সেটা একবার স্মরণ করা যাক। তখন, আমাদের এই রাজ্যে ২২০০ তাঁতী, যারা কাপড় তৈরী করতো, তাদের তৈরী কাপড় যাতে বাইরের বাজারে বিক্রি হতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন রাজ্যে দোকান খোলা হয়েছিল, আর, সেই তাঁতীদের সুতা দেওয়ার ব্যবস্থাও আমাদের বামফ্রন্ট সরকারই করেছিল।

সূতা। পূর্বে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যারা কাপড় তৈরী করতো সেই সমস্ত কাপড় কর্পোরেশনগুলির মাধ্যমে বিক্রি করা হতো। সরকার দায়িত্ব নিয়ে বাহিরের বাজারগুলিতে বিক্রি করে তাঁর শিল্পীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতো। জোট সরকার ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টটাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। বামফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় এসে সমস্ত কিছু হিসাব নিকাশ করে দেখছে। ওদের আমলে মহাজনরা, পাইকাররা সমস্ত ঢোকে পড়েছিল এবং এই ভাবে তাঁত শিল্পটাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। প্রায় ৬ হাজার উপজাতি তাঁত শিল্পী যারা আসন, পাছড়া তৈরী করে এই বামফ্রন্ট সরকার তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। এই সরকার গরীবের সরকার, জুমিয়া, ভূমিহীনদের সরকার। এটা হচ্ছে বাজেট। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান বিরোধী দলের সদস্য তিনি বাজেটের সমালোচনা করে বলেছেন যে ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টটা না কি শেষ হয়ে যাচ্ছে। জুট মিলকে একটা ধ্বংস স্তুপের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল জোট সরকার। সেখানে ১৫শ শ্রমিক রয়েছে। যারা অভিজ্ঞ কর্মী তাদেরকে রাজনৈতিক কারণ দেখিয়ে ছাঁটাই করা হয়েছে, খুন করার ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বেআইনীভাবে তাদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে। তাদেরকে আবার কাজ দেওয়া হবে, শ্রমিকদের কাজের সুযোগ দেওয়া হবে এবং এই ভাবে জুট মিলকে আবার বাঁচিয়ে তুলা হবে। আমরা এই ভাবে একটা একটা শিল্পকে বাঁচাতে চাই। চা বাগান। সর্বনাশ করে দিয়েছে। কর্পোরেশনে কংগ্রেসী গুণ্ডা কেউ বাসু দত্ত কেউ ঘোষ এবং কেউ দাস তাদেরকে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে। বাসু দত্তকে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে, মহাজনীদেরগুলোকে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে। পূর্ব বামফ্রণ্টের আমলে যে ফ্যাক্টরী তৈরী হয়েছিল যে সমস্ত শ্রমিক ছিল তারা বেতন পায়নি। আমরা ক্ষমতায় এসে তাদের বকেয়া মজুরী পেমেন্ট হয়ে গেছে। তাদের জি. পি. এফ ফাণ্ডের ব্যবস্থা করেছে। রিটায়ারমেণ্ট যারা গেছে তাদের সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা আবার জেগেছে, তারা কাজ পাচ্ছে। চায়ের জন্য বাজার তৈরী হচ্ছে।

ঠিক এই ভাবে শ্রমিকদের মধ্যে নতুন জাগরণ শুরু হয়েছে। শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছেন। বামফ্রন্ট শ্রমিকদের জন্য নতুন কর্মসূচী নিয়েছে। আরো বেশী কর্ম সংস্থান হচ্ছে। প্রত্যেকটি রাবার প্লান্টেশানে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন করে আরো তৈরী হচ্ছে।

বড় ইণ্ডাষ্ট্রি। লার্জ ইণ্ডাষ্ট্রি? এটাও বাদ যাবে না। পরিকল্পনা কমিশন যদিও মূতন নূতন পরিকল্পনা নেওয়া যাবে না বলে বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন, নতুন কোন পরিকল্পনা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেবে না। বলেছেন, পয়সা নেই। ঐ প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, পয়সা নেই বলে কেন চিৎকার করছেন। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার এক একটি স্ক্যাণ্ডালে জড়িয়ে পড়ছেন। এক একজন মন্ত্রী বাদ যাচ্ছেন। কোটি কোটি টাকার স্ক্যাণ্ডাল। এখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই স্ক্যাণ্ডালে জড়িয়ে পড়েছেন। এরজন্য ভারতবর্ষকে জবাব দিতে হচ্ছে। এখানে হৈ হল্লা করে লাভ হবে না স্যার, যে কয়টি ইণ্ডাষ্ট্রির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তাতে উনাদের ভূমিকা কি? স্যার, আমি ২/১টি হিসাব বলছি। টী ইণ্ডাষ্ট্রী ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন ইন জয়েন্ট সেকটার মিথানল প্রজেকট এটার প্রভিশান করে ছিল দেখুন? ১০১ কোটি টাকার প্রভিশান ছিল। এময়্যাল প্ল্যান ফর ক্রিয়েটিং ইনফ্রা-স্ট্রাকচার ফর গ্যাস বেস্ প্রজেকট। স্যার, বামফ্রন্টের আমলেই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। মাঝে তাঁরা এসে একটু নাড়া-চাড়া করেছিলেন। এখন কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন, টাকা দেওয়া যাবে না। পরিকল্পনা কমিশন বলছেন, টাকা দেওয়া যাবে না।

স্যার, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি। আমরা জানি, ত্রিপুরার অসংখ্য বেকারের কর্ম সংস্থান কি করে করা যাবে। তাই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের কথা বলেছি। এই জন্য ইণ্ডাষ্ট্রীতে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হবে, কৃষিতে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হবে, ল্যাণ্ড রেভেনিউতে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হবে। ঠিক তেমনি তার পাশাপাশি সেলফ অ্যামপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম আমরা উপস্থিত করেছি। ২৪০০ যুবককে ১৯৯৩-৯৪ সালের মধ্যে সেল্ফ অ্যামপ্লয়মেন্ট স্কীমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ফর্ম পূরণ করার কাজ শেষ। এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এই সেল্ফ অ্যামপ্লয়মেন্ট স্কীম আরো বেশী পরিমাণে ছড়িয়ে দিতে চাই।

স্যার, মিথানল প্ল্যান্টের কথা আমাদের বিধায়ক সমীর বাবু সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। স্যার, ৬০ হাজার মিথানল উৎপাদনের জন্য ৩০ হাজার টন ফর্মেল গ্রাইট, ৩০ হাজার জন্য এ্যাসেটিক এসিড পার এনাম তৈরী করার জন্য গত ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৮৭ সিদ্ধান্ত হয়েছিল টি. আই. ডি. সি এবং কলমা ক্যামিকেলস্ লিমিটেডের সঙ্গে কলকাতায় বসে চুক্তি পত্র স্বাক্ষর করে।

এটা জোট সরকারের হৈ হৈ চীৎকার করার কোন ব্যাপার না, অনেক আগেই সিদ্ধান্ত করেছিল। কিন্তু ১৯৮৮ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এগুলি জলের নীচে চলে যায়। স্যার, গ্যাস সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে আগরতলা শহরকে ভিত্তিকে তার চারপাশে ৩৫ কি. মি. মতো এলাকায় প্রতিটি বাড়ীতে গ্যাস সাপ্লাই করা হবে। এটা এনট্রাষ্টেড টু ও. এন. জি সি. ইন ১৯৮৭। কপিস অব দি রিপোর্ট ওয়াস সাবমিটেড টু দ্য ষ্টেট গভর্ণমেন্ট অন ১৬-৩-৮৮ বাই ও. এন. জি. সি। ও. এন. জি সি. প্রজেক্ট রিপোর্টটা তৈরী করেছে। উন্নয়নের যতগুলি সম্ভাবনা ছিল সবগুলি সম্ভাবনাকে কার্য্যকরী করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হাতে নেওয়া হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের যে নীতি ছিল, সেই নীতিকে জোট সরকারের আমলে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আবার আমরা সেই উদ্যোগ গুলিকে আবার গ্রহণ করব। স্যার, আমার আরেকটা ডিমাণ্ড ছিল ট্রান্সপোর্ট ডিমাণ্ড। কিন্তু যেহেতু সময় নেই, তাই সেই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আবার উল্লেখ করতে চাই আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সংহতিপূর্ণ আমাদের আর্থিক ক্ষমতা অনু- সারে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়ে আমরা এগোতে চাইছি। যে কর্মসূচী সারা রাজ্যের সমস্ত বেকারদের কর্মসংস্থান, শিল্প বিকাশ, সমস্ত কর্মযজ্ঞ সৃষ্টি করবে। কাজেই এই বাজেটের বিরোধিতার কোন মানে হয় না। ত্রিপুরার সবাই জানেন যে বামফ্রন্টই একমাত্র দল যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করে, গণতান্ত্রিক চেতনাকে শক্তিশালী করে, প্রশাসন মুক্ত রাখে, কোন দুর্নীতিকে ঢুকতে দেয় না। সেই শক্তির উপর নির্ভর করে আমরা এগিয়ে যাব। আমি আশা করব বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা এখানে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলি তুলে নেবেন এবং ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে এই বাজেটকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন এবং বামফ্রন্ট সরকারকে ত্রিপুরাবাসীর কল্যাণে সমস্ত কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে সাহায্য করবেন। এই বলেই ব্যয় বরাদ্দকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার ব্যয় বরাদ্দের পক্ষে

বক্তব্য রাখতে গিয়ে উল্লেখ করছি তপশীলি কল্যান দপ্তর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন এবং শিক্ষা। এই ব্যয় বরাদ্দ পক্ষে আমি হাউসের সমর্থন দাবী করছি। প্রসঙ্গত আমি শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলতে চাই শিক্ষা দপ্তর সম্পর্কে কোন কাট মোশান নেই। হঠাৎ করে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া কোথা থেকে একটা কাট মোশান এনে জুড়ে দিয়ে বলেছেন যে অমরপুরের তিনগড়িয়া গ্রামের পোহগ লাইব্রেরীতে কিছু আর্থিক সাহায্য করা প্রয়োজন।

আসলে এই ধরণের কোন লাইব্রেরী শিক্ষা দপ্তরের তালিকার মধ্যে নেই, এটা বে-সরকারী কেউ করতে পারেন, শিক্ষা দপ্তরের গ্র্যান্ট ইন্ এইড ইত্যাদি নীতির মধ্যে এটা পড়ে না। কাজেই একটা কাট মোশান দিলেন ড'রচুয়্যালি এটা সাবজেক্ট হিসাবে উনার নিজের ঠোঁট কাটা গেল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রথম আমাদের বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করছি। পাঁচ বছরের একটা কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলা চলে অর্থনীতি জায়গাটা একটা বিধ্বস্ত ভূমি। তদানিন্তন সরকার ফিনান্সের সমস্ত নিয়ম কানুনকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের খেয়াল খুশী মতো এত বেশী খরচ করেছেন যে আজকে তার সমস্ত রকম খেসারত ত্রিপুরার মানুষকে দিতে হচ্ছে এবং মানুষের জন্য কিছু করার কর্মসূচী থাকা সত্বেও আমরা অর্থনৈতিক অংক মেলাতে পারছি না সে জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৫০ কোটি টাকা চেয়েছি, এই সম্পর্কে উনাদের উত্তা আছে। কিন্তু ওরা ১৩০ কোটি টাকার উপরে অগ্রিম খরচ করে গেছেন তার কোন বুক একাউন্টস্ বলে কিছু নেই কাজেই কেউ এর মিল করতে পারবে না। এই নৈরাজ্য শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়, নৈরাজ্য ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে পলিটিকস্, সমাজ জীবনে, নীতিবোধে ৫ বছর একটা চরম নৈরাজ্য ছিল, চরম অমানবিকতা ছিল, মনুষত্বহীনতার এই রাজত্ব কোন রাজ্যের সঙ্গে এখনই তুলনা করা যাচ্ছে না, সম্ভবতঃ এটা একটা পরীক্ষা চলছিল এর ভিতর দিয়ে মানুষ সমস্ত আক্রমন, পাপাচার, প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসকে অগ্রাহ্য করে তৃতীয় বামফ্রন্টকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কিন্তু তার বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের ১০ বছরের রাজত্বে পর্ব্বতে, সমতলে কখনও উগ্রপন্থী, কখনও ব্যক্তি সন্ত্রাসের নামে যে ভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্র দেখেছি যার ছায়া দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাতেই আবার পুনরাবৃত্তি দেখছি কারণ বামফ্রন্ট রাজত্বের তিন মাসের মধ্যে হাইজ্যাক, কিডন্যাপ, কিলিং অর্থাৎ সমস্ত জায়গায় মানুষের মধ্যে একটা অদি-

শ্বাসের সৃষ্টি করছে। যে আকাংখার গভীরে স্বৈরাচারকে অগ্রাহ্য করে মানুষের সীমাহীন অপরাজয়ের যে সংগ্রাম যা ভুলে উঠেছিল আজকেও পেছন দিকে সেই পরিকল্পনা মাফিক সমস্ত কাজকর্ম চলছে, আজও প্রতিদিন রক্তপাতের খবর আসছে। আমাদের ১০ বছর আমলের শেষের দিকে টি, এন, ভি যে ভূমিকা পালন করেছিল ঠিক একই ভূমিকা নানা ভাবে পালন করা হচ্ছে। এই সমস্ত করেও মানুষকে ওরা হতাশাগ্রস্ত করতে পারছে না। কিন্তু যেহেতু ৫ বছরের এত আক্রমন, এত মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে ও আবার মানুষের গণতান্ত্রিক জয় হয়েছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা সেই কথাকে বিশ্বাস করি এবং বাজেট বক্তব্য রাখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা মনে পড়ছে, এটাই আমাদের সমস্ত বাজেট বক্তৃতা, সমস্ত নীতিবোধ এবং বামফ্রন্টের ব্যাকগ্রাউণ্ড বলে মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাজয়কে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।
সম্ভবতঃ জোট রাজত্বের সর্ব্বশেষ বিধান সভায় আমি এই বাণীটাই পড়ে গিয়েছিলাম।

এই কথা আজ বলে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতার মদমত্ততা, আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এই সত্য প্রমাণিত হবে যে এ মহাভারতের একটা কোটেশান দিয়ে বলেছেন "অধর্ম নৈধক্তে তাবৎ তদ ভদ্রানি পশ্যতি, ততঃ পশথনান্ জয়তি সমালোক্ত বিনশ্যতি।" অধর্মের পথ অবলম্বন করে জয়ী হওয়া যায় সাময়িকভাবে, প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, বিরোধীপক্ষকে পরাভূত করা যায়, কিন্তু এ পথেই সমূলে বিনাশ হয়। বামফ্রন্টের ১০ বৎসরে ওরা ষড়যন্ত্র করেছিল, আমাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। সেই হিংস্র ষড়যন্ত্র, সাংবিধানিক মূল্যবোধ হীনতা, রিগিং ১৯৮৮ সনে শ্রীসন্তোষমোহন দেব আমদানী করেছেন এবং তারপরে ৫ বৎসরে একটা সরকার সমস্ত প্রমত্ততা এখানে ছিল, কিন্তু আজকে ওরা পরাজিত এবং এইটাই রবীন্দ্র নাথ বলেছেন প্রবল বলশালীরও ক্ষমতার মদমত্ততা, আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় ঐ বিরোধী বেঞ্চের রথী মহারথীর দিকে তাকালে হয়। কাজেই আমাদের আজও সেই চক্রান্ত তাদের অব্যাহত। মানুষে ওদের বিশ্বাস নেই ভোটের বাক্সে ওদের বিশ্বাস নেই, কাজেই হত্যার রাজনীতি ওরা ছায়াসঙ্গীর মত দাঁড়িয়ে আছে। বনাঞ্চলে উগ্রপন্থীদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে, আর সমতলে ব্যাঘ্র মন্ত্রীরা এখন বিড়াল সেজে বসে আছে। কখন

যে আবার পুনরায় ব্যাঘ্র হবে এটাই হল ক্যাপিটেলিজমের ধারা, সেদিকে ওরা যাবে, এটা বিশ্বাস করাই সত্য, এইটা অবিশ্বাস করাই পাপ। এই ব্যাকগ্রাউণ্ডেই আমাদের সেই সমস্ত বাজেট, বাজেটের পরিকল্পনা আমরা কিছু করতে চাই। আমরা নতুন কিছু করতে পারছিনা। সীমাবদ্ধতা আছে। আমরা এর মধ্যেও শিক্ষা দপ্তরে ১৯৯২ সালের আজকে সারা বাংলা টেবিল চেয়ারের ভীষন সমস্যা স্কুলগুলিতে। ফার্নিচারে ওরা গত বছর খরচ করেছিল, বরাদ্দ করেছিল ৭৪ লক্ষ টাকা, আমরা এই বৎসরে বরাদ্দ করেছি ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। বিল্ডিং মেইনটেনেন্স এর মধ্যে মেইনটেনেন্স হয়নি, কিছু মস্তান, কিছু পলিটিক্যাল ক্রিমিন্যাল তাদেরকে টেণ্ডার ছাড়া এদেরকে দিয়ে কাজ করিয়েছে। কাজ করার আগে তারা বিল দিয়েছে। বিল মেরে বিল দেওয়া এইটাই ছিল জোট রাজত্বের পদ্ধতি। বিল্ডিং মেইনটেনেন্স ওরা খরচ করেছিল গত বৎসর ৭৮ লক্ষ টাকা, আমরা এইবার ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি। নুতন করে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান ওদের আমলে গতবার খরচ করেছিল ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা, আমরা এই বৎসরে বরাদ্দ রেখেছি ২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। স্কলারশীপ ওদের ছিল শেষ বছরে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, তাও ৮০ লক্ষ টাকা ষ্টাইপেণ্ড বাকী। ৫০টা স্কুলের খবর আছে, কোথাও ১ লক্ষ টাকা, কোথাও ৯০ হাজার টাকা স্টাইপেণ্ড বাকী। অমরপুর হাই স্কুলের ৯০ হাজার টাকা সিডুল ট্রাইব স্টুডেন্টদের স্টাইপেণ্ডের টাকা বাকী এইং ৮০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে ওরা দেয়নি। এইটা প্রধানতঃ হয়েছে এল, ও, সির জন্য। প্রথমতঃ এল, ও, সি, দেয়নি আর এমন সময় এল, ও, সি দিয়েছে যাতে এল ও, সির টাকা মফঃস্বল থেকে ওরা গ্রহণ করতে না পারে, সুবিধা না নিতে পারে। অন গভর্ণমেন্ট স্কুল ইনষ্টিটিউশান এদেরকে ওরা দিয়েছিল ৯ কোটি ১১ লক্ষ আমরা দিয়েছি ৯ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। মাদ্রাসার জন্য ওরা দিয়েছিল ১৬ লক্ষ টাকা আর আমরা দিয়েছি ২৩ লক্ষ। ওরা বলেছে মাদ্রাসা ওরা করেছে, আমরা কিছু করিনি। কিন্তু এইটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই কাজটা আমাদের আমলেই শুরু হয়েছে।

মিড ডে মিল, এইটা তাদের আমলে ছিল মিড ডে ছিল, যারা তার প্রতিবাদ করতে তাদের জন্য ছিল কিল, তাও সামার ভেকেশানের শেষে চান্স নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই ব্যাপারে তাদের বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। আমরা এবার এইটাকে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা করেছি। এ.ডি.সিতে কিছু দেওয়া হচ্ছে না,

এডুকেশানে ১১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়ে গেছে, একদম ক্লিয়ার। এবছর আমরা ১১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছি। হায়ার এডুকেশানে পি জি ডিপ্লোমা ইন কমপিউটার অ্যাণ্ড এপ্লিকেশন এইটা দেড় বছরের কোর্স, পলিটেকনিকেলে এবার এইটা স্টার্ট করা হবে। আমরা একটা কালচার অফ কমপেক্স এডুকেশানে প্রায় ১০ কোটি টাকার প্রোজেক্ট গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এবং স্টেট গভর্ণমেন্ট মিলে এইটা করব। তাতে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক জগতে একটা বিরাট কাজ হবে। এ বছর একটা জিনিষ প্রথম হল যে, কলেজের এডমিশান ফর্মের ক্ষেত্রে বোমা নিক্ষেপ হয়নি, স্মোথলি চলেছে। কলেজে, ইউনিভারসিটিতে এবং স্কুলে নকল ধরা হয়েছে। নকল ধরার পর ছেলে যখন উৎপাত করেছে তখন তার বাপকে ধরা হয়েছে এবং যেটা আগে ছিল সেই এডমিশান ফর্মের জায়গায় এস; এস, ইউ, আই এর লিডার ছাড়া কেউ যেতে পারত না, মার্কসিটের কোন প্রশ্ন ছিল না, পলিটিক্যাল মেরিট কার আছে এবং যারা লিডার, ছিলেন তাদের জন্য সীট রেডি ছিল সেখানে হোমগার্ড থাকতেন, তিনি নকল করতেন। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বা অন্যান্য জায়গায় জেরক্স কপিতে নকল সাপ্লাই করা হত, কারও বাবার সাধ্য ছিল না নকল ধরা যায়। এই ধরনের ঘটনা গুলি ঘটেছে, তখন এত নৈরাজ্য ছিল যে, ল কলেজের সীট হল ৫০ টা, ভর্তি হয়েছে ২৫০ জনকে, এ বছর একটাও জায়গা নেই ছাত্র ভর্তি করানোর জন্য। নূতন করে এক জনকেও ভর্তি করানো যাচ্ছে না। কাজেই তাদের সেই সব কাজের জায়গায়, আজকে সব কিছু স্মোথলি হচ্ছে। এ বছর এক মাসের মধ্যে আমরা হাই স্কুলে ৬৭ জন হেড মাষ্টার দেব যেটা ৩/৪ বছর যাবত পড়ে আছে। হেড মাষ্টারের লিষ্টে তাদের ভাগিনা, তাদের পলিটিক্যাল শালা যারা কমপারমেন্টালে পাশ করেছে তাদেরকে আনতে পারছে না বলে পড়ে আছে। তারপর এমন অনেক ঘটনা আছে যা সিনিয়রিটির লিষ্টকেও লংঘন করে বলেছে এডহক প্রমোশন দিয়েছি আমরা। কাজেই হাই স্কুলে ৬৭ জন প্রধান শিক্ষক যাবে। হায়ার সেকেণ্ডারীতে ২৭ জন প্রধান শিক্ষক যাবে। প্রিন্সিপাল চলে যাবে, এই ভাবে আমরা চেষ্টা করছি স্কুলগুলিকে কতটুকু ঠিক করা যায়। আর যেটা করছি সেটা হলো, পলিটিক্যাল ট্রেন্সফার মন্ত্রী বলে তার বৌকে শিশু বিহার স্কুলে আনতে হবে, যিনি বাংলা ভাল পড়ান কিনা জানি না, ইংরাজী ক্লাসে বাংলা উচ্চারন করতে হবে কারণ পলিটিক্যালী উনি হলেন তার গৃহসঙ্গিনী এবং এইভাবে শিশু বিহার

স্কুলের নার্সারী যেটা সেটাকে একদম শেষ করে দিয়েছে। একটা ছাত্র বাড়ী গিয়ে তার বাবাকে বলছে যে, বাবা স্যার, আমাকে বলেছে যে টুইনামী করো না, টুইনামী মানে কি বাবা? সেখানে শব্দ শেখানো হচ্ছে, শব্দ ভাণ্ডারের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে টুইনামী করিস না বলে। এমন সব ট্রান্সফার করা হয়েছে, পলিটিক্যাল ট্রান্সফার। এইভাবে সব জায়গায় ডিমোলাইজেশান এনেছেন। টাউন গুলিকে ওভার লোড করে ফেলেছে। একটা সাব্‌জেক্টের জন্য ১০ জন টিচার জমা হয়ে আছে। এই ধরনের ডিজ্‌ব্যালেন্স করে দিয়েছে এডুকেশনটাকে তারপর জয়েন্ট এন্ট্রান্স যেটা এই বছর হয়ে গেলো—হাইকোর্ট বলেছেন সাত দিনের মধ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড ভেঙে দিতে এবং ২২ দিনের মধ্যে নতুন বোর্ড গঠন করতে। আর যে সব ছাত্রদের তোমরা চান্স দাওনি বঞ্চিত করেছ তাদেরকে ২০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দাও। এই গত তিন চার বছরে তারা যে অপরাধ করেছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পাঁচ কোটি টাকা। অবশ্য তারা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপিল করেছিল। এবং সুপ্রীম কোর্টের রায়ই গ্রহণ করেছে। ঠিকই আছে। মেডিক্যাল এর ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ে মাননীয় বিচারপতি রুকন সাহেব মন্তব্য করেছেন যে সেখানে কারচুপি হয়েছে—"উচ্চি আর শক্‌ড্‌।" এবং ১৯৮৯-৯০ ইং সালে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এ কারচুপি হয়েছিল। পরীক্ষায় বসেনি এমন শ্রীমতি গীতা পুরোহিত সিয়ারপুর, হতে কোন কংগ্রেস (আই) এর নেতার কন্যা হবে। বিদুষী কি না জানি না। তারপর কুমারী কান্তি, আর, কে, পূরম, দিল্লী। হেমন্ত সালুজা, দিল কুমার, নয়াদিল্লী। উদয়শংকর শর্মা আগরতলা। এরা কেউ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেনি - অথচ ডাক্তারী পড়ছে, হয়তো বা এর মধ্যে বেরিয়েও এসেছে। রূপা ঘোষ, সিরিয়েল নাম্বার অনেক পরে সেও চান্স পেয়ে গেছে। এই বছরেও তো জয়েন্ট এন্ট্রান্স এর রেজাল্ট বেরিয়েছে—কিন্তু কেউ তো আর আমার কাছে ভীড় করেনি। গতবার মুখ্যমন্ত্রী তার কোটা করেছিলেন ১০টি না ১২টি। একটা আসন কত বিক্রি হয়? ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকায় একটা মেডিক্যাল সীট বিক্রি হয়। লক্ষ টাকার নীচে কোন সীটই বিক্রি হয় না। বিস্তার এই ব্যবসাটা তারা শুরু করেছিলেন। ১৯৯০-৯১ সালে ৬টি সীট গায়েব হয়ে গেছে। এর মধ্যে এস, সি, এবং এস টি সীটগুলি—ত্রিপুর মেডিক্যাল কলেজে চারটা আসন ছিল ট্রাইবেলদের জন্য রিজার্ভড্‌। এরা চান্স পায়নি দিল্লীর বা উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছেলে মেয়েরা যাদের

সুধীরবাবু ভাল করে চিনতেন, সমীর বাবুরা ভাল করে চিনতেন তাদের ছেলে মেয়েরা পড়ছে সেখানে। ১৯৯০-৯১ সালে দারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজে এস, সি. দের জন্য যে সীট ছিল সেখানে উত্তম দাস ভর্তি হতে গিয়ে দেখে যে গীতা বণিক, মহারাজ গঞ্জ বাজারের একজন ব্যবসায়ীর কন্যা— সে ভাগ্যবতী কন্যা সেখানে সীটটি কিনে নিয়েছে — শুনেছি ৯০ হাজার টাকা। তবে যদি বলেন প্রমাণ কি — তাহলে দিতে পারব না। এবং সে গীতা বণিক জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেছিল। এই ধরণের অনেক ঘটনা ঘটেছে।

এখন যে কথাটি এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই সেটা হলো — সারা ভারতবর্ষেই সকল রাজ্যেই কংগ্রেস এর এডুকেশন পলিসি হলো— মোডেল স্কুল। প্রত্যেক জেলায় একটা স্কুল থাকবে — ইংলিশ অথবা হিন্দি মিডিয়ামে ছাত্ররা পড়বে। তারা টি, পি, এস, আই, এ, এস, হবে। সেখানে বড়লোকের ছেলেরা পড়বে। এক একটা স্কুলের জন্য বছরে খরচ হবে দুই কোটি টাকা। সমগ্র ভারতবর্ষের ৪০২টি জেলায় এই ধরনের স্কুল হবে এবং সেখানে আই. এ. এস, বা ক্যাডার স্টেটস্ সার্ভিসেসের সমস্ত বড় বড় অফিসার পয়দা হবে। ত্রিপুরায়ও এই ধরনের একটি নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আরেকটা হচ্ছে। আর যারা সিক্স টু এইট এর কোর্স চালু করলেন — সেখানে নবোদয় বিদ্যালয়ের কোর্সটাকে চাপিয়ে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েকশত নবোদয় বিদ্যামন্দির চালু করে দিয়ে শিক্ষাকে সংকুচিত করেছেন — মানুষের ক্রয় ক্ষমতার গ্রহণ ক্ষমতার বাইরে নিয়ে গেছেন।

নবোদয় বিদ্যালয়ের কোর্সটাকে চাপিয়ে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েকশ নবোদয় বিদ্যামন্দির চালু করে দিয়ে শিক্ষাকে সংকুচিত করে মানুষের গ্রহণ ক্ষমতার বাইরে নিয়ে গিয়েছেন। এই নবোদয় শিক্ষা বা নিউ মডেল পলিসির মূল কথাই হল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ক্লাশ, টেনটুয়েলভ, পর্যান্ত পড়াবে। মাষ্টারমশাইরা সার্টিফিকেট দেবেন অথবা সার্টিফিকেট বিক্রি করবেন। প্রাইভেটাইজেশান, আর এই ধরনের স্কুলের দরকার নেই। ফরমাল এডুকেশানের দরকার নেই। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সার্টিফিকেট দেবেন আর এটার দ্বারাই শিক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটবে। এই পলিসিতেই তারা অগ্রসর হয়েছে। যার জন্য সমস্ত শিক্ষককে এনে তারা শহরগুলিতে এনে পুঞ্জিভূত করেছেন। গ্রামের স্কুলগুলি তো ভেঙ্গে পড়েছে। শিক্ষা

ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এবং সঙ্গে খানিকটা যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাস। উগ্রপন্থীর কাজ কর্ম ৫০টা স্কুলে আমার জামানত নোটিশ দেওয়া আছে। অথচ সেই স্কুলে যুব সমিতির ছেলেরা পড়ে, কংগ্রেসের পড়ে, টি. এন, ভির পড়ে, টি, এম, এল, একের ছেলেরা পড়ে, এ টি.টি,এফ-এর ছেলেরা পড়ে, সি, পি. এমের ছেলেরাও পড়ে.। পলিটিক্যালি যে যাই হোক সবার ছেলে সেখানে পড়াশুনা করে। এবং এই দূরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে থাকে পশ্চাদপদ অংশের মানুষ বিশেষ করে উপজাতি জনগোষ্ঠি. তাদের পক্ষে মেইন রোড থেকে পনের-বিশ কিঃমিঃ দূরে গিয়ে মাষ্টারদের. যেহেতু মাষ্টাররা যারা ট্রাইবেল প্রথম গ্রেজুয়েট হন, যদি তারা আর্স কোর্সের হন তারা টি. সি. এস, দিয়ে দারগা, অফিসার হওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। যারা সেকেণ্ড ডিভিশানে পাশ করেন, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক তারা ট্যাকনিক্যাল লাইনে চলে যান। কাজেই স্কুলে পড়ানোর মত বিশেষত সিনিয়র বেসিক, হাইয়ার সেকেণ্ডারী, হাইস্কুলে পড়ানোর মত টিচার, আমি উপজাতি জনগোষ্ঠি থেকে পাচ্ছি না। কাজেই সেখানে অ-উপজাতি জনগোষ্ঠির শিক্ষকদেরই যেতে হচ্ছে। একেবারে দূরবর্তী পাহাড়ে হাইস্কুল করে সংস্কৃতের জন্য বাঙ্গালী শিক্ষক যাবেনই। অংকের জন্য একজন অ-উপজাতি যাবেন। কিন্তু সেখানে যে পদ্ধতিতে একদিন পার্বত্য এলাকার সেই উপজাতিদেরকে জনকানাইজ করা হয়েছিল ঠিক আজকেও দেখা যাচ্ছে শিক্ষকদের উপর নোটিশ যাচ্ছে মাসে এক টাকা দিতে হবে এবং তাঁরা ভয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দূরতম পার্বত্য এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠির জন্য প্রথম যে শিক্ষার সুযোগ সেখানে কারোও এনিমিটি নেই. সেখানে রাজনৈতিক বিপথগামীতা শিক্ষার সবচেয়ে বড় সংকট সৃষ্টি করেছে। এবং যদি কোন কারণে একজন শিক্ষক খুন হয়ে যায় — বাঙ্গালী এলাকায় টেনশান সৃষ্টি হবে। ট্রাইবেলরা বাঙ্গালী খুন করেছে। পাল্টা একজন ট্রাইবেলকে খুন করে দেওয়া হল। তা মোহনপুরে হয়েছে। কাজেই কমিউন্যাল এমিনিটি, যেটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি যেটা, সেটা যে কোন গোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য প্রথম প্রয়োজন, আমি হাসপাতালের কথা বলছি না। বলছি না রাস্তার কথা. আমি বলছি একটা স্কুলে অ, আ, ক, খ, একটা দূরবর্তী অঞ্চলের একটা স্কুল করতে গেলে যে শিক্ষার প্রয়োজন তার জন্য যে নিরাপত্তার গ্যারান্টি সেটা ব্যাহত হচ্ছে রাজনৈতিক এই অদূরদর্শিতার. সাময়িক উন্মত্তার। কাজেই আমি আহ্বান রাখছি যে এই বিরাট শিক্ষা বাজেট যা ত্রিপুরার বাজেটের

১৭'৭ শতাংশ যার ৩২ ভাগ যাচ্ছে উপজাতি এলাকার মধ্যে। যার ১৫ ভাগ যাচ্ছে তফশিলী এলাকার মধ্যে। বিশেষত উপজাতি এলাকার মধ্যে বাজেটের ৩৫ ভাগ যুক্ত হবে সেটা খরচ করা যাবে না। সেটা কাজে লাগবে না, যদি না এই বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্রপন্থী কাজকর্ম বন্ধ না হয়। এই জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের লোকদের এগিয়ে আসতে হবে। এখানে নিজের প্রয়োজনে প্রত্যেককে ঐক্যমত হতে হবে। তা নাহলে দুই দিন পরে মাষ্টার খুন হবে, তিন দিন পরে ছাত্র কীডন্যাপ হবে, চারদিন পরে স্কুল পুড়ানো হবে। এই দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা কোন সরকারের নেই। ঈশ্বরেরও নেই। যদি না এই ব্যাপারে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি, আমি প্রথমত দাবী করছি রাজনৈতিক দলগুলিকে। তারা যদি সেই ব্যাপারে ঐক্যমত না হয় তাহলে এই স্কুলকে রক্ষা করা যাবে না। কেউ যদি তার পলিটিক্যাল এজিয়েটি টেষ্ট করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেই ছোঁবল দেয় তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে। কাজেই প্রথম যে জনগোষ্ঠি, সভ্যতার প্রথম দিন থেকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরে তার স্বাস্থ্যের অধিকার, তার বাণিজ্যের অধিকার, তার জমির অধিকার, সভ্যতার কাছে তার পাওনা কভাগগুলো থেকে তার ৯৫ শতাংশ বঞ্চিত হয়েছে। তারজন্য আমি বাজেটের সমর্থন করতে গিয়ে প্রথম দরকার আছে জাতি উপজাতির ঐক্য, রাজনৈতিক ঐক্য। এবং রাজনৈতিক ঐক্য ছাড়া এই ঘটনার এই ক্ষেত্রে কখনও সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এবং আমাদের প্রধান টার্গেট হল শিক্ষাকে এলিমেন্টারী স্টেজে আপটু ক্লাশ এইট, একে কি করে নিয়ে যাওয়া যায় এটা হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সমস্যা বিরাট, জে, বি, স্কুল এবং জুনিয়ার বেসিক স্কুল ২০৬৫টি। এ, ডি, সিতে আছে ১২২৫টি, সিনিয়ার বেসিক চার'শর উপর।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী আপনি শেষ করুন।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— হাইস্কুল ৩৩১টি, হায়ার সেকেণ্ডারী ১৪৮টি। মোট ২৯৯৬টি স্কুল আছে।

সমাজশিক্ষা কেন্দ্র আছে ৮৩৫টি। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র আছে ২০৫৫টি। মোট এডু-

কেশান সেণ্টার ৫৮৮৬টি। এরমধ্যে শিক্ষক কর্মচারী অঙ্গনওয়াড়ী সব মিলিয়ে যার বেতন সামান্য হলেও ৪০,১২৮ জন। এবং এর বেশীর ভাগ গ্রাম অঞ্চল পার্বত্য এলাকা ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে ড্রপ-আউট একটা বলতে চাই। একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের ড্রপ-আউটকে রুখতে হবে। ১৯৯১-৯২ সালে ১ লক্ষ ৮ হাজার ৭৫০ জন প্রাথমিকে ভর্তি হয়েছিল। এই নাম্বারটা ধরুন এর আগেও ভর্তি হয়েছিল উচ্চতর মাধ্যমিকে এটা ঠেকল ৬৫৪তে। উপজাতি ভর্তি হয়েছিল ৫৫ হাজার। এই বছরে উপজাতি সেই উচ্চস্তরে আছে ৫৩১ জন। আপনারা ধরে নিতে পারেন যে এই ১০ বছর আগে এখানে ৪০ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়েছিল প্রথম শ্রেণীতে। এখন আছে ৬৯২ জন। যে দ্বাদশ শ্রেণীতে গিয়েছে, ঠিক এমনিভাবে এস, সির মধ্যেও ধরে নিন ২৫ হাজার ভর্তি করে'ছল, এখন আছে ৬৯১ জন।

আপনি ধরে নিতে পারেন যে ১০ বৎসর আগে এখানে ৪০ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়েছিল প্রাথমিক স্তরে। এখন আছে ৬৯২ জন যারা ১২ ক্লাশ পর্যন্ত গিয়েছে। ঠিক এমনিভাবে ধরে নিন এস, সিদের মধ্যেও ২৫ হাজার ভর্তি হয়েছিল, এখন আছে ৬৯২ জন। এই হল ড্রপ আউটের চেহেলটা। এটাকে আমাদের প্রতিরুদ্ধ করতে হবে। এই জন্যই গ্রামাঞ্চলে আরো ভাল শিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। এই জন্যই আমি আমার বক্তব্য শিক্ষা এবং বাজেটের পক্ষে রাখলাম। আমি দুই চারটি কথা বলব ইনফরম্যান সম্পর্কে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে গত ৫ বৎসরে অনেক কিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল। লোকরঞ্জন শাখা থেকে হারমনিয়াম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। ৮ শতের মত টি ভি তাদের খেয়াল খুশি মত কোথায় দিয়েছে তার কোন হিসাব নেই! করাপ্‌শ্যান কি রকম হয়েছে তার একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি। ১৯৮৬ সালে যে বইমেলার জন্য একটা গেইট ইত্যাদির জন্য খরচ হয়েছিল ৮৭ হাজার ৯০ টাকা, ৮৭ সালে খরচ হয়েছিল ২০ হাজার টাকা, বই মেলার ডেকোরেশ্যান ইত্যাদির জন্য। ৮৮ সালে এটা হয়ে গেল ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। ৯১ সালে হয়ে গেল ২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। ৯২ সালে হয়ে গেল ২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। এটা একটা করাপ্‌শ্যান হতে পারে কি পারে না? ৫ বৎসরে ১৭ হাজার টাকার খরচ হয়ে গেল ২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর হাতে নিয়ে আমরা প্রথমে যে কাজটা শুরু করেছি যে সকলের জন্য রুচি, সংস্কৃতি কাজ কর্মটা। এই ৩ মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইত্যাদির যে অনুষ্ঠানগুলি হয়েছে

তাতে প্রায় ৫ লক্ষ এর মত শিল্পী অংশগ্রহণ করেছে। এটা অনেকেই বিশ্বাসই করতে পারবে না যে ত্রিপুরা রাজ্যে ৫ লক্ষ শিল্পী কি করে হয়। ২৭, ২৮ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫ লক্ষ শিল্পী। হয়তো ২,১টা রিপিটেশান হয়েছে। তা ওয়ান থার্ড। তা হলেও ৩ লক্ষ অনবরত চলছে। এক একটা অনুষ্ঠানে ৩ হাজার, ৪ হাজার, ৫ হাজার মানুষ হচ্ছে। এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য, এত দুর্ঘটনার মধ্যেও মানুষ সংস্কৃতির জন্য জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। গত ৫ বৎসর এটাকে অবদমিত করা হয়েছে। ৫ বৎসর মদের দোকান বেড়েছে। ৫ বৎসর ইভটিজিং বেড়েছে। ইভটিজিং বাড়তেই পারে, কিন্তু এটাকে রাজনৈতিক মদত দেওয়া হয়েছে এবং এটাকে পলিটিক্যাল এ্যালিমেন্ট হিসাবে এ্যালিমেন্ট অব ট্যারারকে রিস্ করার জন্য এই যত রকমের অধঃপতন করা সাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু আমরা চাই নূতন মূল্যবোধ। কাজেই এই জন্যই আমরা দেখিছি ৫ বৎসর যে অবরোধ করে রাখা হয়েছে এটা ৫ বৎসর পরে আবার ঝর্ণার মত চালু হয়েছে। নিউট্রনের স্বপ্ন ভঙ্গের মত। যে এটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের রুচি এবং রুচির সংগ্রাম পাশাপাশি চলবে। একসঙ্গে যেমন রেশনে দুর্নীতি বন্ধের জন্য আমরা লড়াই করব সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত গুলিকে গ্রাম পাহাড় গুলিকে সমৃদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করব। আমরা পর্যটনদের আহ্বান করছি। আমরা ইডেন উদ্বোধন করেছি জম্পুই পাহাড়ে। আরো কয়েকটা উদ্বোধন হবে। এই গুলি গত কয়েক বৎসরে কিছু কিছু কাজ হয়েছে এবং বামফ্রন্ট এর শেষের বৎসর গুলিতে আমরা কিছু করেছিলাম।

আমরা ত্রিপুরাতে পর্যটকদের আহ্বান করছি, ইতিমধ্যে আমরা ইডেনের উদ্বোধন করছি, এবং জম্পুই হিলেও কয়েক দিনের মধ্যে আর একটার উদ্বোধন করা হবে। বামফ্রন্টের আমলের শেষের দিকে আমরা যা কিছু করেছিলাম পর্যটন শিল্পকে বাইরের পর্যটকদের এই রাজ্যে টেনে আনার যে পরিকল্পনা আমাদের ছিল, সেটাকে আমরা বাস্তবায়িত করবো। পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে সন্ত্রাসের জন্য পর্যটকেরা সেখানে যাচ্ছে না, কেন না, সন্ত্রাস পর্যটকদের কাছে ভীতির সঞ্চার করে। আমাদের ত্রিপুরার পাহাড়ে বিশেষ করে ডম্বুরে মাছ ছাড়াও কাঁচা সোনা জমা আছে, আমাদের জম্পুই হিলে চির-বসন্ত বিরাজ করছে, কাজেই পর্যটকদের টানার জন্য, আমাদের যা করনীয়, আমরা তা করতে পিছ পা হবো না, কিন্তু এই রাজ্যে যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ

চলছে, তা যদি চলতে থাকে, তাহলে আমাদের ত্রিপুরাতে পর্যটনশিল্পের যে উজ্জল ভবিষ্যত আছে, সেটাকে ব্যাহত করতে পারে। কাজেই, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। স্যার, এছাড়াও আমার তফশিলী উপজাতী তফশিলী জাতি এবং পশ্চাদ শ্রেণীর কল্যাণের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ ব্রজগোপাল রায়।

ডাঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার খাদ্য দপ্তর, প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশনারী এবং স্টেটেস্টিক্স এই দপ্তর গুলির উপর যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তার উপর কোন ছাঁটাই প্রস্তাব আসে নি। সুতরাং আশা করছি, মাননীয় বিরোধি দলের সদস্যরা এই দাবীগুলির যুক্তিযুক্তিকতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সেগুলিকে সমর্থন করবেন। আমরা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর আমরা ভাবছি, এই রাজ্যের বৃহত্তর জনগণের কল্যাণের জন্য কি ভাবে আমাদের কাজ করতে হবে, নানা অসুবিধার মধ্যে থেকেও আমরা এখন পর্যন্ত খাদ্য পরিস্থিতিকে সচল রাখতে পেরেছি। ইতিমধ্যে দুই দুই বন্যায় ত্রিপুরাকে বিপর্যস্ত করেছে, হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা হয়েছে, রাস্তাঘাট এবং সেতু নষ্ট হয়েছে, তা সত্বেও আমরা চেষ্টা করছি, যাতে গণ বণ্টন ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি না থাকে। সামান্য কিছু ত্রুটি থাকলেও আমরা সেগুলি দূর করার চেষ্টা করছি। কিন্তু গণবন্টন ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে গেলে, আমাদের নিজস্ব গুদামের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে আর বাফার স্টকের যে কথা, সেটাকে কার্যাকরী করতে গেলে আমাদের গুদামের অভাব রয়েছে, এটা স্বীকার করতে হবে। আমরা এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে এফ সি আইর সংগে যোগাযোগ করেছি, তারা গুদাম তৈরী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু তাদের তরফ থেকে সেই রকম কোন উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করছি না। আমরা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং এফ, সি, আইর সঙ্গে আলোচনা করেছি, তারা কথা দিয়েছেন, যে তারাও চেষ্টা করবেন। তাদের আশ্বাস থাকা সত্বেও আমরা বসে থাকবো, এটা হতে পারে না। বর্ষার শুরুতেই যাতে উপযুক্ত খাদ্যের মজুদ রাখা যায়, সেটা আমাদের দেখতে হবে। এখানে পি, ডি এ্যাক্টের কথা আলোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন

ভুলেছেন যে সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায়, এখান থেকে অনেক জিনিস চোরা চালানীর দ্বারা পাচার হয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের নিজেদেরই কিছু উদ্যোগ নেওয়ার দরকার আছে।

আমরা ভ্রাম্যমান ফেয়ার প্রাইস শোপ চালু করার জন্য আমরা টাকা সংগ্রহ করবো যাতে সেগুলি দিয়ে দুর্গম এলাকায় এবং বর্ডার এলাকায় খাদ্য নিয়ে যেতে পারে। সেটা আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। এই সব কারণে ১৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খাদ্য দপ্তরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে আমাদের মুদ্রণ বিভাগের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সেই মুদ্রণ বিভাগে আমরা লক্ষ্য করেছি বিগত ৫ বছরে মুদ্রণ বিভাগের অনেক ছাপার কাজ বাহিরে থেকে করে আনা হয়েছে। অথচ বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এই গভর্ণমেন্ট প্রেস ৫টি পত্রিকা নিয়মিত চালিয়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মুদ্রণের কাজ করেছে। গত ৫ বছরে আমরা লক্ষ্য করেছি টেক্সট বুক প্রিনটিং এর যে কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে এই সব নিয়ে এই বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। আমরা এইবার এই গভর্ণমেন্ট প্রেস থেকে টেক্সট বুক ছাপিয়ে দিয়েছি। মুদ্রণালয়কে সমৃদ্ধি করার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আমাদের সংগ্রহ করতে হবে, অফসেট মেশিন সংগ্রহ করতে হবে এই জন্য আমরা ব্যয় বরাদ্দ ধরেছি। আমরা দেখছি মুদ্রণের সঙ্গে আরেকটা ছাপা যুক্ত রয়েছে সেটা হলো ফর্মস অ্যাণ্ড স্টেশনারী গুডস্। আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় ফমর্স ছাপানোর জন্য ব্যবস্থা করেছে। এগুলি পরিচালনার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে পড়ে আছে সেগুলি মেরামত করার জন্য আমাদের বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। এরপরে আমাদের স্ট্যাটিসটিক্স বা পরিসংখ্যান বিভাগ। আপনারা জানেন আমাদের পরিকল্পনাগুলি স্বার্থক রূপায়ণের জন্য পরিসংখ্যান বিভাগের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্ল্যানিং এর সবটাই পরিসংখ্যান বিভাগের ডাটার উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকটা বিভাগকেই পরিশুদ্ধ ডাটার উপর নির্ভর করতে হবে।

পরিসংখ্যান বিভাগ যথাযথ ভাবে কাজ করতে না পারলে প্ল্যানের সমস্ত কাজে গোলমাল হয়ে যাবে। পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন দপ্তরের পরিকল্পনায় টাকা কি পাবে, না পাবে। কাজেই সেই দিক থেকে আমাদের এই ডিপার্টমেন্টকে

আরো শক্তিশালী করার জন্য আমরা ব্যয় বরাদ্দ ধরেছি, ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। আশা করব, আমাদের এই যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে পরিসংখ্যান খাতে তা হাউস অনুমোদন করবেন। এবং যেহেতু এই পরিসংখ্যানের উপর কোন কাট মোশান বিরোধী দল থেকে আনা হয় নি তাই আমি আশা করব, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করবেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বনমন্ত্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমে ডিমাণ্ড নং- ৩৭ ফরেষ্ট এবং ডিমাণ্ড নাম্বার, ৩৮ গ্রাম উন্নয়ন এই দু'টি ডিমাণ্ড এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করি। মাননীয় বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার এই হাউসের সমস্ত সদস্য অবগত আছেন, বাজেট ভাষণের উপর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত ভাবে বলেছেন, গ্রামীন উন্নয়নের জন্য ৪৮ ভাগ টাকা বাজেটের খরচ করা হবে। সেই হিসাবে এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীরতি- মোহন জমাতিয়া মহোদয় গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের উপর যে ডিমাণ্ড তার বিরোধীতা করে কাট মোশান এনেছেন। আপনারা গত পাঁচ বছর কি করেছিলেন? সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে জঙ্গলের রাজত্বে পরিণত করেছিলেন। কাজকর্ম বলতে কিছুই ছিল না। অনাহারে শত শত মানুষ মারা গেছেন। ক্ষুধার জ্বালায় মা তার সন্তানকে বিক্রী করেছেন। এটা আপনারা সবাই জানেন। আমাদের সরকার আসার আগে নির্বা- চনী ইস্তাহারে আমরা ত্রিপুরার জনগণকে বলেছিলাম, ত্রিপুরার জনগণ যদি ত্রিপুরা রাজ্যে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে অনাহারে ত্রিপুরার একটি মানুষকে মরতে দেবে না। সেই হিসাব মাথায় রেখে, বামফ্রন্ট বাজেটে গ্রামীণ উন্নয়ন বাবদ টাকা ধরেছেন। এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের বিগত ১০ বছরের শাসন কালেও কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। এন, আর, ই, পি, এবং আর, ই, পি, এর মাধ্যমে রাস্তা-ঘাট করা হয়েছে, কালভার্ট করা হয়েছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু জোট সরকার আসার পর তা বন্ধ করে গেছিল। বামফ্রন্ট সরকার আবার কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন। আমরা গ্রামের গরীব মানুষকে এন, আর, ই, পি, এবং জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ দিতে চাই। এজন্য ৫০ লক্ষ ৫৯ হাজার শ্রম দিবস গ্রামীণ কর্মসংস্থানে রাখা হয়েছে।

এই ভাবে বন দপ্তরে ৪৫ লক্ষ শ্রম দিবসের কাজ সৃষ্টি করা হবে, পি, ডাবলিউ, ডি, এগ্রিকালচার, শিক্ষা দপ্তর বিভিন্ন দপ্তরে কাজ সৃষ্টি করা হবে। আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপক অংশের গরীব মানুষ কাজ পান মানুষ যাতে খেতে পড়ে বাঁচতে পারে। উনারা চাইছেন মানুষ যাতে অনাহারে মারা যায়। গত ৫ বৎসরের লুঠপাটের সরকার এই রাজ্যের মানুষের কোন কল্যান চায় না এবং তাঁদের প্রতি এই রাজ্যের মানুষের কোন বিশ্বাস নেই। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি এই রাজ্যের মানুষ আস্থাশীল কেননা বামফ্রন্ট সরকারের কথা এবং কাজে মিল আছে। তাই বামফ্রন্টকে এই রাজ্যের মানুষ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্যার, মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এখানে বলেছেন গত ৫ বৎসর মন্ত্রীদের ছিপে ত্রিপুরা রাজ্যের রিজার্ভ ফরেষ্টের কোটি কোটি টাকার কাঠ বাংলাদেশে পাচার করেছে। সেই পাচারে মন্ত্রীদেরও ভাগ ছিল। স্যার, বাংলাদেশের সিলেট জেলার কুলাউড়া গ্রামে ডিফিটেড ক্যান্ডিডেট আবদুল মতিন চৌধুরীর ভাইয়ের একটা আসবাবপত্রের দোকান আছে। সেখানে রাজ্যের কোটি কোটি টাকা কাঠ পাচার করে দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রীর স্বামী সুধীর নাথ লক্ষ্মাই রাজ্যের বনজ সম্পদ-শাল, সেগুন ইত্যাদি দামী দামী কাঠ বেআইনী ভাবে নিজের সমিলে এনে ডিফিটেড ক্যান্ডিডেট আবদুল মতিন চৌধুরীর মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন। এই ভাবে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের বনজ সম্পদ তাঁরা লুঠপাট করেছেন। বড়বাজ বি, এস, এফ তাদের এই চোরাই কাঠ সীজ করেছে। সুধীর নাথ একা নন, তৎকালীন বন মন্ত্রী দ্রাউকুমার রিয়াং যিনি ৫ বৎসর বনমন্ত্রী ছিলেন, আপনারা দমদা গিয়ে দেখে আসুন তিনি এক কোটি টাকার উপর সম্পত্তি করেছেন। দালালদের মাধ্যমে রিজার্ভ ফরেস্টের কাঠ কাফিজ করেছেন। এই সমস্ত দালাল যারা সি পি, আই (এম) উপর আক্রমন করেছিল, অরুন দেব, সন্তোষ চক্রবর্তীকে খুন করেছে। এবং মাননীয় মন্ত্রী তাঁদের শাল, সেগুন দিয়ে খুনীদের পুরস্কৃত করেছিলেন। স্যার, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন বীরজিৎ সিনহা। মিঃ স্পীকার স্যার, তিনি আপনার মহকুমায় কমলপুরে বিয়ে করেছেন। গ্রামোন্নয়ণ দপ্তরের টাকায়, এস, আর, ই, পি, জওহর রোজগার যোজনার টাকায়, মানুষের ভাতার টাকা না দিয়ে, অন্ধ-বিকলাঙ্গদের ভাতার টাকা না দিয়ে বিয়ের দিন আসামের বাশকান্ডি, শিলচর,

পাথারকান্দি এই সমস্ত এলাকা থেকে ২৫০ গাড়ী বর যাত্রী এনেছেন। ত্রিপুরা সরকারের গাড়ী দিয়েও এই সমস্ত জায়গা থেকে বর যাত্রী আনা হয়েছে।

শিলচর পাথারকান্দি ইত্যাদি জায়গা থেকে সরকারী গাড়ী দিয়ে বরযাত্রী আনা হয়েছে। এই ভাবে আর, ডি, ডিপার্টমেন্টের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা স্বজন পোষন নীতির মাধ্যমে তারা লুটপাট করে খেয়েছেন। বিগত ৫ বছর তারা মানুষের জন্য কোন কাজ করেন নি শুধু লুটপাট করে খেয়েছেন। এই আর, ডি, ডিপার্টমেন্টের টাকা দিয়ে প্রাক্তণ মন্ত্রীর বাড়ীতে উনার গ্রামের বাড়ীতে ৭ তালা দালান তৈরী করেছেন এবং কৈলাশহরের বাড়ীতে ২ (দু) তালা বাড়ী তৈরী করেছেন। গ্রাম উন্নয়নের টাকা এই ভাবে তারা টি, ভি, কিনেছেন, গাড়ী কিনেছেন এবং বাড়ী করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ করেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর বাবুর অনেক ইতিহাস জানি, প্রাক্তন মন্ত্রী সুরজিত দত্তের অনেক ইতিহাস জানি। কোন মন্ত্রী, কোন সদস্য, কোন চেয়ারম্যান সবার কথা আমার জানা আছে। কিভাবে উনারা সরকারী টাকার নয় ছয় করেছেন।

গ্রামীন কর্ম সংস্থান প্রকল্পটি হল একটি জনপ্রিয় প্রকল্প। যাহার দ্বারা ত্রিপুরার ১৭টি ব্লক ও একটি সাব ব্লক এলাকার দরিদ্র গ্রামীণ বেকার শ্রমিকদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা হয়। এই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে একদিকে যেমন শ্রমিকদের অনাহার দূরীকরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে, অন্য দিকে স্থায়ী সম্পদও সৃষ্টি করা হইতেছে।

১৯৮৯ইং সনে এন, আর, ই, পি প্রকল্পটির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার জে, আর, ওয়াই নামে একটি নূতন প্রকল্প চালু করেছেন। বর্ত্তমানে এই প্রকল্পটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তার সহিত চালু রয়েছে এবং এন, আর, ই, পি প্রকল্পটি বর্ত্তমানে চালু নেই।

গ্রামীন বেকারদের কর্মসংস্থানের ঘাটতি পুরনের জন্য এস, আর, ই, পি নামে রাজ্য সরকারের একটি প্রকল্প চালু রয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সনে জে, আর, ওয়াই ও এস, আর, ই, পি প্রকল্প দুইটিতে মোট বরাদ্দের পরিমান হইতেছে যথাক্রমে ৮ কোটি এবং ৬ কোটি টাকা। সর্ব্বমোট ১৪ কোটি টাকা। জওহর রোজগার যোজনার ৮ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারের অংশ এবং ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ হিসাবে বরাদ্দ ধরা হয়েছে। যাহার দ্বারা সর্ব্বমোট ৫০ লক্ষ ৬৯ হাজার শ্রমিক দিবসের সৃষ্টি করা হবে তার মধ্যে জে, আর ওয়াই প্রকল্পে ২২ লক্ষ ৪ হাজার শ্রম দিবস এবং এস আর,

ই.পি প্রকল্পে ২ লক্ষ ৬১ হাজার শ্রম দিবসের সৃষ্টি হবে।

বর্তমান আর্থিক বৎসরে জে.আর,ওয়াই প্রকল্পে ৩০শে জুন পর্যন্ত ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫ শত টাকা খরচ করা হয়েছে এবং ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩ শত শ্রম দিবসের সৃষ্টি করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও এস,আর,ই,পিতে ৩০শে জুন পর্যন্ত ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ২২ হাজার ৯ শত টাকা খরচ হয়েছে এবং ৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ১ শত শ্রম দিবসের সৃষ্টি করা হয়েছে তাছাড়া অনগ্রসর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ দেওয়া হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইহা কখনো বলা যায় না যে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পটি একটি নীতি বিরুদ্ধ প্রকল্প

এমতাবস্থায় আমাদের গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীনে বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ খুবই যুক্তিপূর্ণ। উপরোক্ত কারণে মাননীয় বিধায়ক কর্তৃক আনীত কাট মোশানটির কোন যুক্তিকতা নেই। কাজেই ইহা বাতিল যোগ্য।

উপরোক্ত কারণে বিধায়ক শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া কর্তৃক আনীত কাট মোশানটির কোন যুক্তি নাই এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত বন দপ্তর সম্পর্কে কাট মোশানটিরও কোন যুক্তি নাই। কাজেই এইখানে যে ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি এবং বিরোধীদের দ্বারা আনীত কাট মোশানগুলিকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথম সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1993-94.

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 4 to vote. The question before the House is the Demand No. 4. moved by the

Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department.

"that a sum not exceeding Rs 5,51,68,000/- be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 4 under the following Major Heads :—

2020 - Collection of Taxes on Income and Expenditure.	Rs.	7,46,000/-
2029—Land Revenue	Rs.	4,40,39,000/-
2030 Stamps and Registration	Rs.	33,06,000/
2039 —State Excise.	Rs.	22,94,000/
2040—Sale Tax.	Rs.	47,83,000/

(The Demand was passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut Motion on the Demand No. 5 moved by Shri Amal Mallik —

"That the amount of the Demand be reduced to Re.1/— to represent disapproval of the policy underlying the demand viz.

"Disapproval of Govt. policy on dealing with the affected families of recent floods and cyclones in the State."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr Speaker : - Now I am putting the Demand No. 5 to vote. The question before the House is the Demand No. 5 move by the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department.

"that a sum not exceeding Rs. 7,43,07,000/-be granted to defray the charge which will come in course of payment during the ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads : —

2235	Social Security & Welfare	Rs.	19,51,000/-
2245	Relief on account of Natural calamities.	Rs.	3,00,00,000/-
2252 -	Other Social & Community Services	Rs.	10,00,000/-
2506 -	Land Reforms.	Rs.	3,08,84,000/-
2552 —	North Eastern Area.	Rs.	15,00,000/-
3475	Other General Economic Services	Rs.	49,72,000/-
4552 –	Capital outlay on North Eastern Area.	Rs.	40,00,000/-

(The Demand was Passed)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 6 to vote. The question before the House is the Demand No. 6 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department. That a sum not exceeding Rs 4,20,78,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads : –

2053 –	District Administration	Rs.	3,40,26,000/-
2045 –	Treasury and Accounts Administration.	Rs.	80,52,000/-

(The Demand was Passed.)

Mr Speaker : - Now I am putting the demand No. 12 to vote. The question before the House is the demand No. 12 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department.

That a sum not exceeding Rs. 3,74,00,000/- be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1994 in respect of demand No. 12 under the following Major Heads : —

2041 Taxes on Vehicles	Rs, 21,03,000/-
3055—Road Transport	Rs, 9,00,000/-
3075—Other Transport services	Rs, 13,97,000/-
5055—Capital outlay on Road Transport	Rs, 3,30,00,000/-

(The Demand was passed)

Mr. Speaker: Now I am putting the Demand No. 32 to vote. The question before the House is the Demand No. 32 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department that a sum not exceeding Rs. 10,16,11,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 32 under the following Major Heads :

2230—Labour and Employment	Rs. 86,60,000/-
2407—Plantation	Rs 25,00 000/-
2851—Village and small Industries	Rs 5 43,98,000/-
2875—Other Industries.	Rs. 3,60,53,000/-

(The Demand was Passed)

Mr, Speaker: Now I am putting the Demand No. 33 to vote. The question before the House is the Demand No. 33 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department that a sum not exceeding Rs. 80,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 33 under the following Major Head :

5465—Investment in General Financial and Trading Institutions. Rs. 80,00,000/-

(The Demand was Passed)

Mr. Speaker: Now I am putting the Demand No. 34 to vote. The question before the House is the Demand No. 34 moved by

the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department that a sum not exceeding Rs. 6,06,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 34 under the following Major Heads :—

4860—Capital outlay on consumer Industries	Rs. 4,20,00,000/-
4885—Other capital outlay on Industries and Minerals	Rs. 1,80,00,000/-
6851—Loans for Village and small Industries	Rs. 6,00,000/-

(The Demand was Passed)

Mr. Speaker : — Now I am putting the Demand No. 52 to vote. The question before the House is the Demand No. 52 moved by the Hon'ble Chief Minister-in-charge of the Industries Department that a sum not exceeding Rs. 9 49,30;000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March; 1994 in respect of Demand No. 52 under the following Major Heads :—

2851—Village and small Industries	Rs. 8;90;30;000/-
4424—Capital outlay on Co-operative	Rs. 22;00;000/-
5465—Investment in General Financial and Trading Institution	Rs. 22;00;000/-
6851—Loans for Village and small Industries	Rs 15;00;000/-

(The Demand was Passed)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motions on the Demand No. 20 move by—

1. Shri Rati Mohan Jamatia 20-2204

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the speeific grievanec that :—

"Need to extend sports facilities in the Tribal areas through development of play grounds."

And Further

Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No 20 Major Head-2205

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to extend financial help to the POHOG Library of Tingharia village, Amarpur which was set up in 1991."

(All the cut motions were put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 20 to vote.

The question before the House is the Demand No. 20 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department- that a sum not exceeding Rs 11,32,94,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March 1994 in respect of Demand No. 20 under the folllowing Major Heads :—

2202—	General Education,	Rs.	8,39'52,000/-
2203—	Technical Education.	Rs.	1,46,03,000/-
2204—	Sports and Youth Services.	Rs.	46,14,000/-
2205—	Arts and Culture.	Rs.	1,01,25,00o/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No 21 to vote.

The question before the House is the Demand No. 21 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department

that a sum not exceeding Rs. 17.59,03,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 21 under following Major Heads :—

2202—	General Education	Rs.	9,02,43,000/-
2235—	Social Security and Welfare	Rs.	7,74,68,000/-
2236—	Nutrition.	Rs.	81,92,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— The House will continue till the passing of the Demand.

Mr. Speaker :— Now I am puttng the Demand No. 50 to vote

The question befor the House is the Demand No. 50 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department—

That a sum not exceeding Rs. 117,33,00.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st, March, 1994 in respect of Demand No. 50 under the following Major Heads :—

2202—	General Education	Rs.	113,47,32,000 /-
2236—	Nutrition.	Rs.	3,83,47,000 /-
3454 —	Census Survey and Statistics.	Rs.	2,21,000 /-

(The Demand was put to Voice Vote and PASSED.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No 24 to vote.

The quesition before the House is the Demard No. 24 move by the Hon'ble Minister in-charge of the I. C. A. T. Department—

That a sum not exceeding Rs. 4,05,71,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the

31st, March, 1994 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heads :—

2220—	Information and Publicity.	Rs.	3,00,34,000/-
3452—	Tourism.	Rs.	95,37,000/-
2205—	Arts and Culture.	Rs.	10,00,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and PASSED)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Demand No. 27 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department that a sum not exceeding Rs. 9,00,72,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31sl March, 1994 in respect of Demand No. 27 under the following Major Head :—

2225 – Welfare of Sch. Castes, Sch, Tribes and other Backward Classes. Rs. 9,00,72,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker : – Now, the question before the house is the Demand No, 47 move by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department, that a sum not exceeding Rs. 1,95,00,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 47 under the following Major Heads : –

3425 - Other Scientific Research. Rs. 90,00,000/-

4810—Capital Outlay on Non-Conventional Energy Programme. Rs. 1,05,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :—Now the question before the house is the Demand No. 10 moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Statistics Deptt. that a sum not exceeding Rs, 1,33,13,000/-be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 10 under the following Major Head :—

3454—Census Servey Statistics Rs, 1,33,13,000-/

(The Demand was put to voice vote and Passed,)

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Demand No. 28 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department, that a sum not exceeding Rs. 107,39,11,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March,1994 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads :-

2408—Food Storage and Warehousing Rs. 2,13,00,000 /-

3456—Civil Supply Rs. 76,01,000/-

4408—Capital outlay on Road Storage. Rs. 104,50,10,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr, Speaker :—Now the question before the House is the Demand No.44 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing & Stationary Department that a sum not exceeding Rs. 2,86,45,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 44 under the following Major Head :-

2058—Stationary & Printing Rs, 2,86,45,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker:— Then the Demand No. 37, there in one Cut Motion. Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 37 move by Shri Ratimohan Jamatia, that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that :—

"Need to stop illicit falling of threes to protech forest."

(The Demand was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Demand No. 37 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Deptt. ' that a sum not exceeding Rs. 15,11,72,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 37 under the following Major Heads :—

2402—Soil and Water Conservation	Rs. 1,65,70,000-
2406—Forestry and Wild Life	Rs. 12,71,02,000/-
2552—North Estern Areas	Rs. 40,00,000/-
5465—Investment in General Financial and Trading Institutions	Rs. 35,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Demand No. 38. There is one Cut Motion on this Demand.

The question before the House is that Cut Motion moved by the Hon 'ble Member Shri Amal Mallik, "That the amount of the Demand be reduced by Rs 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

" Disapproval of Govt. policy on Rural employment pro-

gramme (SREP, NREP etc.)"

(The Motion was put to voice vote and Lost.)

Mr. Speaker :— Now; the question before the House is that the Demand for grant No. 38 moved by the Hon 'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 26, 88, 60 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 38 under the follwing Major Heads :—

2216 – Housing	Rs, 80,00,000/-
2501—Special programme for Rural Development	Rs 10,63,60,000/-
2505—Rural Employment	Rs. 14,40,00,000/-
2616 –Loans for Housing	Rs. 1,05,00, 000/-

(The Demand was put to voice vote and **PASSED**).

Mr. Speaker :— Now, the Demand No. 39. There is no cut motion on this Demand. Now, the question before the House is that the Demand for grant No. 39 moved by the Hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 4,86,17,000/-be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 39 under the following Major Head :—

2215—Water Supply and Sanitation Rs. 4,86,17,000/-

(The Demand was put to voice vote and **PASSED**).

GOVERNMENT BILL

মিঃ স্পীকার— এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "গভর্ণমেন্ট বিজনেস্ লেজিস্‌লেশান), সরকারী বিল উৎথাপন।

মিঃ স্পীকার :— Now the question before the house "The Appropriation Bill 1993 (Tripura Bill No. 6 of 1993)" বিল উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ইনচার্জ যিনি আছেন উনাকে অনুরোধ করছি বিল টি সভায় উত্থাপন করার জন্ত অনুমতি চেয়ে মোশান মোভ করতে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— Mr Speaker Sir, I beg to move before the House for live to introduce "The Tripura Appropriation Bill, 1993 (Tripura Bill No. 6 of 1993)"

মিঃ স্পীকার :— কেউ অপোজ করছেন না। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী -ইন-চার্জকতৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো "The Tripura Appropriation Bill 1993 (Tripura Bill No. 6 of 1993)" এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক। এই মোশানটি ধ্বনি ভোটে সভা কতৃক উত্থাপিত হল।

STATEMENT BY THE MINISTER.

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই সভাকে জানাচ্ছি যে গত ৯, ৭, ৯৩ তারিখে বিজনেস্ এডভাইজারি কমিটি যে প্রতিবেদন এই হাউজ অনুমোদন করেছেন তাতে "The Tripura panchyat Bill 1993 (Tripura Bill No. 8 of 1993)" এই হাউজে উৎথাপন করার তারিখ নির্দিষ্ট ছিল ২০ শে জুলাই ১৯৯৩ ইং। কিন্তু অনিবার্য্য কারণ বশত এই দিন উক্ত বিল হাউজে উৎথাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত বিলটি আমি আগামী ২১ শে জুলাই ১৯৯৩ ইং তারিখে এই হাউজের সামনে উপস্থাপন করব। কাজেই এই বিলটি সভায় উপস্থাপনের পর বিবেচনা করার এবং পাশ করার জন্ত বি, এ, সি কর্তৃক সময়সূচী পুন নির্ধারন করার জন্ত প্রস্তাব রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি হাউজের অনুমতি চাইছি যে এই ধরনের এমিণ্ডমেন্ট আসতে গেলে হাউজের প্রথম অনুমোদন নিতে হয় ১ নম্বর, ২ নম্বর হচ্ছে বি, এ, সি তে সেটা ইনক্লোড করতে হবে বি, এ, সি মিটিং ডেকে কাজেই কালকে বি, এ, সি মিটিং ডাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী মাননীয় হাউজ লিডার এবং মাননীয়

বিরোধী সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি এটা করার জন্য !

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : – মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা যেহেতু আগে থেকে নির্ধারিত সেই জায়গায় আপনি সেশানটিকে ২৩ তারিখ শেষ না করে যদি ২৬ তারিখ শেষ করা হয় তা হলে আপনি গ্রহন করতে পারেন। এটা আপনার ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার :— সেই সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে এটা আমি আশ্বাস দিতে পারি। কাজেই এটা গৃহিত হল। ২১ তারিখই উত্থাপিত হবে পঞ্চায়েত বিল। এখন আমি আজকে এই হাউস আগামী ২০শে জুলাই বেলা ১১ পর্যন্ত মুলতবী ঘোষনা করছি।

ANNEXURE—"A"

Reply to the item No. 2 of the Admitted Starred Question No. 158

(A) Mohanpur Block Scheme Code No—

SL. NO.	Name of the village	Sensus Code No.
1)	Uttar & Dakshin Taranagar —	126
2)	Ishanpur Colony	9
3)	Chechuria	289
(B)	Teliamura Scheme.	
1)	Bhaeal Ch. Para	608
2)	Mohan Cherra	530
(C)	Khowai Scheme	
1)	Khamar bari	47
2)	Hat Kata Bari	49
3)	Samafal Chow para	51
4)	Ganki Colony	136
5)	Chakbar	72
6)	Mahishamara	70
7)	Singi Chara	91

1	2	3
8)	Barabill	100
9)	Singichhara Colony	92
10)	Lata bari	95
11)	Dakshin chebri	150
12)	Uttar Ramchandraghat Bhumihin Colony	209
	(D) Bogafa Scheme	
1)	Moharipur	422
2)	Madhya pillak	476
3)	Paschim Pillak	477
4)	Mahamani para	146
5)	Kanchannagar	158
6)	Paschim Bogafa	157
7)	Kalshi	452
8)	Paschim Julaibari	437
9)	Lougang	327
10)	Sulchas Colony	159
11)	Charak bari	400
12)	Bogafa area School	167
13)	Bogafa area	163
14)	Bataga	328
	(E) Kumarghat Scheme	
1)	Ratia Bari	179
2)	Palcia Chera	183
3)	Sidabari	451
4)	Nedabi	152
5)	Dudhpur Colony	205
6)	Kanchanbari	191

1	2	3
7)	Paschim Kanchanbari	191
8)	Bhadre Palli	48
9)	Bilashpur	124
10)	Pechar Dahar	125
11)	Bhagaban Nagar	87
12)	Murti Chhara T. E.	51
13)	Mohanpur	98
14)	Jarul Tali	99
(F)	Kanchanpur Scheme	
1)	Daincherra	318
2)	Satnala	319
3)	Shyamali Karbari para	314
(G)	Teliamura	
1)	Ratia Colony	322
2)	Krishana Chow. para	381
3)	Bagma Bari	798
4)	Chakmaghat Mog para	799
5)	Maharanipur	803
6)	Durgapur	430
7)	Chakgrat	440
8)	Mahim Roy. Chow. Para	456
9)	Kicha Chow Para	457
10)	Kalyanipur Tea Garden	523
11)	Birchandra Thakur Para	441
12)	Purangariadefa Dep para	464
13)	Ram Chandra Sardar para	465

1		
14)	Nutangaria Dafudarpara	466
15)	Kalyanpura Bazar	467
16)	Bairagi para	449
17)	Ranjan Sardar para	472
18)	Jogendra DebBarma Para	473
19)	Indra Pada Jamatia Para	475
(H)	Salema Scheme	
1.	Ganga Nagar	11
2)	Malya	12
3)	Bilash Chhera	8
4)	Noagoan	19
5)	Pulchari	31
6)	Maya Chari	30
7)	Ram Durlavpur	188
8)	Harer Khola	36
9)	Kalacherri Kolony	39
10)	Purba Manik Bhandar	74
11)	Maynabari	78
12)	Lambu Chhara	91
13)	Viruban Chhara	93
14)	Durai Chharra	133
15)	Aparesh Kar	149
16)	Keshabia Chow Para	151
17)	Bara Lutma	159
18)	Pachim Halahali	137
19)	Halali	138
20)	Panchashi	42

1	2	3
21)	Mathir Mia	41
22)	Paschim Avanga	72
23)	Salema Bazar	215
24)	Kakmachhara	291
25)	Kanchanpur Colony	294
26)	Bathekroy Para	329
27)	Kamlachara	267
28)	Uttar Nalichara	256
29)	Dakshin Nalichharra	260
30)	Kulai Bazar	261
31)	Balaram	264
32)	Lalchari	272
33)	Ram Dayal Chow. Para	351
34)	Aswathama Roaja Para	363
35)	Dhalubari Basti	100
36)	Choto Sarma Pora	47
37)	Duki Chandra Para	65
38)	Saikar	59
39)	Bong Bari	115
40)	Purba Devi Chherra	111
41)	Pachim Ubichhara	120
42)	Mara Cherra	42
43)	Panbua	156
44)	Darang	75

Panisagar Scheme

The name of 26 Nos. villages are not readily availale. These

26 Nos. villages are covered in the above scheme for extension work.

Satchand

There are 9 Nos. village in the above scheme for extension work. These names are not readily available,

ANNEXURE—"B"

Admitted Starred Question No. 23

Name of the Member :—Shri Makhanlal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদার পরিমান কত ?

২) এর মধ্যে কত মেগাওয়াট রাজ্যে উৎপাদিত হয়, এবং উৎপাদনকারী প্রকল্পগুলির নাম কি ?

৩) তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রী কোথায় শিলান্যাস করেছিলেন এবং তার কাজ শুরু হয়েছে কি না ?

৪) বর্তমান অর্থবর্ষে রাজ্যে কয়টি গ্রামে বিদ্যুতায়ন করা হবে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা আছে ৬০ মেঃ ওয়াট ।

২) এর মধ্যে রাজ্যে বর্তমানে উৎপাদিত হয় ১২ মেঃ ওয়াট । উৎপাদিত প্রকল্পগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হলো : —

১] গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্প ।

২] বড়মুড়া গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প ।

৩] রুখিয়া গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প ।

৪] ডিজেল ভিত্তিক উৎপাদন কেন্দ্র ।

৩) তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম জেলার রামচন্দ্র নগর শিলান্যাস করেছেন কিন্তু এই প্রকল্পের কাজ কেন্দ্রীয় সরকার তাহার নিজস্ব সংস্থা নেপকোর হাতে দিয়েছেন। কাজ এখনও শুরু হয়নি।

৪) বর্তমান অর্থ বছরে রাজ্যে ৩৬০টি নূতন গ্রামে বিদ্যুতায়নের কাজ হাতে নিয়েছেন। তার মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতে ১৫৯টি গ্রাম, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতে ১১৩টি গ্রাম এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলাতে আছে ৮৮টি গ্রাম।

Admitted Starred Question No. 66
Name of M.L A. :—Shri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ থেকে ১১ মার্চ, ১৯৯৩ এই পাঁচ বছর সময়ে তৎকালীন মন্ত্রিসভা রাজ্যে রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব পাঠিয়েছিল কিনা;

২) পাঠিয়ে থাকলে তা কবে পাঠিয়েছিল তার বিবরণ ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহনমন্ত্রী।

১) হ্যাঁ, প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিল।

২) প্রস্তাব গুলো নিম্নে উল্লেখিত তারিখে পাঠানো হয়েছিল :—

ক] ৩১ ৩ ৯০ইং

খ] ১২,১২,৯০ইং

গ] ১,৯,৯১ইং

ঘ] ২৭,২,৯২ইং

ঙ] ২৩,৭,৯২ইং

চ] ১৫,১২,৯২ইং

Admitted Starred Question No. 81
Name of M.L.A :—Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ডিপ্লোমাধারী গ্রেড —১ ইঞ্জিনিয়ারদের উচ্চতর বেতনক্রম দেওয়া হবে কি না,

২) কৃষি, বনদপ্তর কর্মরত ডিপ্লোমাধারী গ্রেড—১ ইঞ্জিনিয়ারদের বর্তমান বেতনক্রম কত ?

উত্তর

১) এই ব্যাপারে সরকার এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই ।

২) কৃষি ও বনদপ্তরের ডিপ্লোমাধারী ওভারশিয়াররা যেহেতু TES-র অন্তর্ভুক্ত নয়, সেজন্য তাহাদের কোন সুনির্দিষ্ট বেতনক্রম নাই। তবে তাহারা সাধারণভাবে Part-C-র অন্তর্ভুক্ত ১৭ নং গ্রেডেড্ স্কেল অনুযায়ী ১৪৫০-৩৭১০/- এই বেতনক্রম ভোগ করিয়া থাকেন। অবশ্য অর্থদপ্তরের মেমো নং ৪(৪০)- ফিন্ (পি,সি) ৯০ তাং ১২-৯-৯১-র এক আদেশ মূলে TES/TPES-র অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের জন্য নির্ধারিত উচ্চতর বেতনক্রম ও অন্যান্য কিছু সুযোগ সুবিধা সরকারী অধীনস্থ অন্যান্য দপ্তরে কর্মরত ওভারশিয়ারদের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 85
Name of Members :—1) Shri Matilal Saha
2) Shri Makhan Lal Chakradorty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Departments be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কোন অর্থ বরাদ্দ করেছেন কি না,

২) করে থাকিলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার কতটি গ্রামে নতুন করে বৈদ্যুতিকরনের সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) ১৯৯৩ ইং সনে জুন মাস পর্য্যন্ত মোট কতটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে,

৪) এর মধ্যে কোন ব্লকে কতটি উপজাতি ও কতটি তপশিলী জাতি অধ্যুষিত গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, রাজ্যে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন।

২) বর্তমান আর্থিক বছরে ত্রিপুরার ৩২০টি নতুন গ্রামে বিদ্যুতিকরন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩) ১৯৯৩ ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত মোট ২৩টি (এপ্রিল হইতে জুন) গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে।

৪) তার মধ্যে ২১টি উপজাতি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে (নিম্নে ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল)।

১] জিরানীয়া — ৩টি
২] বিশালগড় — ৮টি
৩] মাতাবাড়ী — ২টি
৪] ডুম্বুরনগর — ১টি
৫] বগাফা — ১টি
৬] কাঞ্চনপুর — ৬টি
মোট ২১টি

Admitted starred Question No. 92.

Name of M.L.A.: — Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৮ইং হইতে ১৯৯৩ ইং সনের মার্চ পর্য্যন্ত খোয়াই শহর নোটিফায়েড

এরিয়া এলাকায় মোট কতটি রাস্তা পূর্ত দপ্তর হাতে নিয়েছেন ?

২) ঐ রাস্তাগুলির মধ্যে কতটিতে গত পাঁচ বছরে কোন কাজ করানো সম্ভব হয়নি এবং ।

৩) কাজ করানো হয়ে থাকলে কোন কোন রাস্তায় কখন ও কত টাকার কাজ করানো হয়েছে ?

উত্তর

১) মোট ১৪টি রাস্তা পূর্ত দপ্তর হাতে নিয়েছেন ।

২) ঐ রাস্তা গুলির মধ্যে ১৩টি রাস্তার কাজ করানো সম্ভব হয়নি ।

৩) উক্ত রাস্তাগুলির মধ্যে একটি রাস্তার কাজ করানো হয়েছে। কাজের মূল্যসহ নাম ও সময় নীচে দেওয়া হইল ।

১৯৯২-৯৩ ইং সনে টি. কে. রোডের দুই দিক বর্দ্ধিত করা (টি, আর, টি, সির-নিকট) ৪.০০ লক্ষ টাকা .

Admitted Starred Question No. 96
Name of Member :—Sri Dipak Nag

প্রশ্ন .

১) রাণীর বাজার নলগড়িয়া পূর্ব বড়জলা, এবং উত্তর মজলিশপুরে যে তিনটি ডিপটিউব ওয়েল জল সেচের জন্য বসানো হয়েছিল সেইগুলি কৃষি কাজের জন্য এখনও চালু না করার কারণ কি ?

২) কবে নাগাদ ডিপ টিউবগুলি চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) নলগড়িয়ার সেচের জন্য ডিপ টিউবওয়েল বসানোর কাজ শেষ হয়েছে । প্রকল্পটি চালু করার জন্য অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। পূর্ব বড়জলায় সেচের জন্য ডিপ টিউব ওয়েল বসানোর প্রস্তাব নাই। তবে পশ্চিম বড়জলা গাঁওসভার বল্লভী সর্দার পাড়াতে সেচের জন্য একটি ডিপ টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে। উত্তর মজলিশপুরের ব্রজনগরে সেচের জন্য একটি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর প্রকল্প আছে। এরজন্য নলকূপটি খননও করা হয়েছে ।

২) প্রয়োজনীয় পাম্প, মোটর, পাইপ ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার-পরেই প্রকল্পগুলি চালু করা হবে।

Admitted Starred Question :— 109

Name of M. L. A. : —Sri Dilip Chowdhury.

Will to the Hon'ble Minister-in-charge the P,W,D be pleased to State : -

প্রশ্ন

১) মতাই বাজার হইতে মতাই মুসলীম পাড়া পর্যন্ত রাস্তা তৈয়ারী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং।

২) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাটি, তৈরীর কাজ আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) হঁ্যা

২) প্রয়োজনীয় জমি এবং আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়া গেলে কাজটি আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No.—110.

Name of M.L.A. :--Shri Dilip Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রতনপুর হইতে বিলোনীয়া পর্যন্ত কোন বাস সার্ভিস নেই।

২) না থাকিলে তা চালু করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহণমন্ত্রী।

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২) বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 127
Name of M.L A. :—Shri Lenprasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) আনন্দবাজার এবং কাঞ্চনপুরে প্রতিদিন টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

৩) যদি এই রূপ পরিকল্পনা না থাকে তবে তাহার কারণ ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহনমন্ত্রী

১, ২, ৩, বর্তমানে ধর্মনগর দশদা ভায়া কাঞ্চনপুর এবং আগরতলা-কাঞ্চনপুর টি, আর, টি, সি, বাস চালু আছে। দশদা থেকে আনন্দবাজারের মোটর পরিবহনের পথ বড় বাস নিয়মিতভাবে চলার মত উপযোগী নয়। রাস্তা এবং ব্রীজগুলি নিয়মিত পরিবহনের উপযোগী হলেই আনন্দবাজার পর্যন্ত বাস সার্ভিস চালু করা হবে।

Admitted starred Question No. 156
Name of Member :-- Shri Umesh Ch. Nath.

প্রশ্ন

১) বর্তমানে ধর্মনগরে পানীয় জল সাপ্লাই দেওয়ার জন্য কতটি ডিপ টিউবওয়েল বসানো

হয়েছে,

২) লক্ষণ নগর বাজারের পাশে ফুলবাড়ী গ্রামের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য যে মেশিন গুলি বসানো হয়েছে তাহা কবে নাগাদ চালু করা হবে,

৩) জলের লাইন কদমতলা বাজার থেকে পশ্চিম বাঘন গ্রামে কবে নাগাদ পৌঁছবে ?

৪) পশ্চিম বটবসীতে জলের লাইন দক্ষিণ দিকে কত কি: মিটার যাবে ?

উত্তর

১) ধর্মনগর শহর সহ সমগ্র মহকুমায় (পানি সাগর ব্লকে) পানীয় জল সাপ্লাই দেওয়ার জন্য ৪৩টি ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প আছে। তন্মধ্যে ৩৪টি চালু ও বাকী ৯টি চালুর অপেক্ষায় আছে।

২) লক্ষ্মীনগর পানীয় জল প্রকল্পের অধীনে ১টি ডিপ টিউবওয়েল খনন করা হইয়াছে। প্রকল্পের পাম্প হাউসের কাজও শেষ। আশা করা যায় যে বর্তমান আর্থিক বৎসরে প্রকল্পটি চালু করা হইবে।

৩) প্রয়োজনীয় পাইপের সংস্থান হইলে চলতি আর্থিক বৎসরে ইহা সম্ভব হইবে।

৪) ইহা এখনই বলা সম্ভব নহে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বলা সম্ভব হইবে।

Admitted Starred Question No:— 194

Name of Member :-- Shri Subal Rudra

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Secretariat Administration Department be pleased to state,

প্রশ্ন

১) কোলকাতা ও দিল্লী ত্রিপুরা ভবনে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যারা যাচ্ছেন তাদের থাকা ও খাওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কি ? এবং কোন ভবনে মোট কত লোকের থাকার ব্যবস্থা আছে।

২) জোট রাজত্বের ৫ বছরে এই দুইটি ভবনের থাকা ও খাওয়া বাবদ মোট কত টাকা সরকার বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে পাওনা আছেন,

৩) এই দুইটি ভবনে মোট কত কর্মী কাজ করছেন ;

উত্তর

১) হ্যাঁ আছে। সর্বমোট ১৬৭ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। তাহার হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) ত্রিপুরা ভবন কলিকাতায়

১) ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট ভবনে — ১৪ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে।

২) গড়িয়াহাট ভবনে— ১১ ,, ,, ,, ,,

৩) সল্টলেক ভবনে— ১০৪ ,, ,, ,, ,,

৪) প্রিন্স আনোয়ারশাহ — ১০ ,, ,, ,, ,,
রোড ভবনে

কলিকাতায় মোট— ১৩৯ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে

খ) ত্রিপুরা ভবন দিল্লীতে— ২৮ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে।

সর্বমোট – ১৬৭ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে।

২) টা: ৯৬,৪৬৫/৫০ প: সরকারের পাওনা আছে।

৩) ১২৯ জন কর্মী কাজ করছেন।

Admitted Starred Question No. 196
Name of Member : Shri Subal Rudra

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমার বেজিমারা, ব্রানতলী সহ গোমতী নদীর দুই পারের গাঁওসভাগুলিতে লিফ্‌ট ইরিগেশনের মাধ্যমে জমিতে জল সেচের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা,

২) গ্রহণ করে থাকলে কবে নাগাদ সেচের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, গোমতী নদীর উভয় তীরে কৃষি জমিতে সম্ভাব্য স্থলে জলসেচ প্রকল্প সমূহ পর্য্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হচ্ছে।

২) বর্তমানে সোনামুড়া মহকুমার গোমতীর তীরবর্তী নিম্নলিখিত এলাকায় লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্প চালু আছে।

ক) বাম তীরবর্তী লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্প সমূহ :—

১) কামরাঙাতলী
১) ব্রানতলী (বাম তীর)
৩) গরুর বাঁধ
৪) কলমক্ষেত
৫) সেজিমারা
৬) সোনামুড়া মাঠ
৭) শ্রীমন্তপুর।
৮) রবীন্দ্র নগর

খ) ডান তীরবর্তী লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্প সমূহ :—

১) পদ্মটেপা
২) লেংটা ফকীর দরগা
৩) রাঙামাটি
৪) ধলাইজলা
৫) দুর্গাপুর

উপরোক্ত প্রকল্পগুলি হইতে বামতীরবর্তী প্রকল্পে মোট ৪৩৮ হেক্টর জমি ও ডান-তীরবর্তী প্রকল্পে মোট ১২৩ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

তাছাড়া নিম্নলিখিত লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্পগুলি রূপায়নের প্রস্তাব ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেটে আছে —

১) ব্রানতলী (ডান তীর)

২) ধলাই স্কুল মাঠ (ডান তীর)

তাছাড়া কাচিগাঙ ছড়া হতে গোমতীর বাম তীরে বড়দোয়াল লিফ্‌ট ইরিগেশন দ্বারা বড়.দোয়াল গাঁওসভার ১২০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

Admitted Starred Question No,— 208

Name of Member :— Shri Subal Rudra

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) সরকার কি অবগত আছেন যে ত্রিপুরার বহুস্থানে হুক লাইনের মাধ্যমে বহুদিন যাবৎ বিদ্যুৎ চুরি চলছে এবং

২) সত্য হলে এই ধরনের বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হুক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করার জন্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার থানাতে এফ, আই, আর দাখিল করা হচ্ছে। পুলিশ ও দপ্তরের উক্ত এলাকার অফিসের যৌথ প্রচেষ্টায় তল্লাশী চালানো হচ্ছে। তল্লাশী চলার সময় বিদ্যুৎ চুরির বিভিন্ন সাজ সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে

তাছাড়া রেডিও টি, ভি, ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি মারফত জনগণকে অবগত করা হয় যে বিদ্যুৎ চুরি দণ্ডনীয় অপরাধ। তাছাড়া কিছু কিছু এলাকায় সাইনবোর্ড ও পোষ্টার লাগানো হয়েছে যে বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করুন এবং দপ্তরের চুরিরোধে সহায়তা করুন।

এছাড়া কিছু হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে গ্রামেগঞ্জের জনগণের আন্তরিক সহায়তায় বিদ্যুৎ চুরি বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তা নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 212

Name of M. L A :—Shri Sahid Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য সোনামুড়া মহকুমার গোমতী নদীর উপরে সেতু নির্মানের কাজ শুরু হয়েছে ?

২) যদি সত্য হয় তবে উক্ত সেতু নির্মানের কাজ কবে শেষ হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩) এই সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে কিনা ?

৪) যদি গ্রহন হয়ে থাকে তবে উক্ত জমির মালিকদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

৫) দেওয়া না হইলে তার কারণ এবং এই ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সময়মত সরবরাহ এবং অর্থের সংকুলান হইলে ১৯৯৫-১৯৯৬ ইং সন নাগাদ কাজটি শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৩) জমি অধিগ্রহনের কাজ চলিতেছে।

৪) এল, এ কালেক্টরের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহনের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। অধিগ্রহনের কাজ সম্পূর্ণ হইলেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

৫) ৪ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. : 216.

Name of Member :— Shri Sudhir Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Power Departments be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত ছোট সুরমাছড়ার উৎপত্তিস্থল তেলপাই ছড়াতে "বিদ্যুৎ প্রকল্প" স্থাপন করার ব্যাপারে কোন সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি না,
২) যদি কোন উদ্যোগ নেওয়া থাকে তবে উক্ত প্রকল্প স্থাপনের কাজ বর্তমানে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর

১) বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।
২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 217

Name of M.L.A. :—Shri Sudhir Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D, be pleased to state : –

প্রশ্ন

১) নিরাপত্তা জনিত কারনে কমলপুর মহকুমার সালেমা-শান্তির বাজার এর মাঝামাঝি জায়গায় ধলাই নদীর পূর্ব পাড়ে যাওয়া আসার জন্য ঐ নদীর উপর এস, পি, টি, ব্রীজ নির্মাণ করার ব্যাপারে সরকার অতিসত্বর কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা ?

উত্তর

১) আপাতত: এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই। তবে কারিগরী দিক দিয়ে কাঠের পুল নির্মানের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে।

Admitted Starred Question No. : 229

Name of M. L. A. : - Shri Sudhir Ch Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P,W.D. be pleased to state ; –

প্রশ্ন

১) কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত আমবাসা মরাছড়া রাস্তায় কমলপুর টাউন সংলগ্ন ধলাই নদীর উপর বাস সার্ভিস চলার উপযোগী পাকা সেতু নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. 231
Name of Member : –Sri Khagendra Jamatia

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত চাকমাঘাটে খোয়াই নদীতে ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সরকার কত বৎসরের পরিকল্পনা নিয়েছে ?

২) উক্ত ব্যারেজ নির্মানের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে আশা করা যায় ?

৩) উক্ত এলাকার কৃষকদের জমিতে জল সেচের সুবিধার্থে নদীর দুই পারের খাল খনন কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ব্যারেজ নির্মানের জন্য প্রথম অবস্থায় দুই বৎসর সময় ধার্য্য হয়েছিল কিন্তু উক্ত সময়ে ব্যারেজ নির্মানের কাজ শেষ না হওয়ায় সময় সীমা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

২) উক্ত ব্যারেজ নির্মানের কাজ ১৯৯৪ ইং- তে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩) উক্ত এলাকায় কৃষকদের জমিতে জল সেচের সুবিধার্থে নদীর দুই পারের খাল খনন ১৯৯৭- তে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 127

Name of M.L A. :—Shri Khagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়াস্থিত আসাম-আগরতলা রোড সংলগ্ন জি. এম. রোড হইতে গিলাতলী পর্যান্ত রাস্তায় মেটেলিং এণ্ড কার্পেটিং করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে উক্ত রাস্তার কাজ কবে নাগাদ শেষ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ১৯৯৩-৯৪ ইং সন নাগাদ উক্ত কাজটি শেষ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ANNEXURE—"C"

Admitted starred Question No. 10

Name of Member :- Shri Amal Mallik

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টা পানীয় জলের প্রকল্প ও কয়টা সেচ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল যে এর মধ্যে কয়টার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং কয়টার কাজ অসম্পন্ন আছে তার ব্লক-

ওয়ারী হিসাব ?

২) অসম্প প্রকল্পগুলির কাজ এবং সত্বর সম্পন্ন করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) এবং ২) তথ্যাবলী সংগ্রহাধীন

Admitted Starred Question No:— 22

Name of Member :— Shri Samir Deb Sarkar

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে কয়টি পাইপ লাইন দ্বারা পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) তন্মধ্যে কতটি প্রকল্প বর্তমানে চালু আছে,

৩) চালু জল সরবরাহ কেন্দ্রগুলি সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কি না,

৪) বর্তমান বৎসরে নতুন ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে নতুন প্রকল্প চালু করা হবে কি না এবং হলে কোথায় কোথায় হবে।

৫) খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত পদ্মভূড়া ও ধলাবিল গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১) আলাদা আলাদা তালিকায় চালু ও চালু না হওয়া প্রকল্পগুলির ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল।

২) আলাদা তালিকায় ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল।

৩) বর্তমান আর্থিক বৎসরে যে সমস্ত প্রকল্পের পাইপ লাইনের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে সম্ভাব্য স্থানে সেগুলির পাইপ লাইনের ও আনুসাংগিক সম্প্রসারণের কাজ, প্রকল্প ভিত্তিক আর্থিক সংস্থান অনুযায়ী হাতে নেওয়া হবে।

৪) হ্যাঁ- হবে।

আলাদা তালিকায় কোথায় কোথায় প্রস্তাব আছে তার নাম দেওয়া হল।

৫) না- নেই।

চালু প্রকল্পের তালিকা

[৩১-৩-৯৩ ইং পর্যন্ত]

ছামনু ব্লক :—

১) মনু

২) মাছলি (পূর্ব)

৩) ছৈলেংটা

৪) ৮২ মাইল

৫) ধুমাছড়া

৬) মনু—২

৭) ছামনু।

কুমারঘাট ব্লক :—

১) ফটিকরায়

২) কাঞ্চনবাড়ী

৩) ডলুগাঁও

৪) শ্রীরামপুর

৫) ভাটের বাজার

৬) বলাই কান্দি

৭) গৌর নগর

৮) বাতাছড়া

৯) উত্তর পাবিয়াছড়া

১০) আশ্রমপল্লী

১১) সোনাইমুড়ি

১২) বেতছড়া

১৩) জলাই

১৪) রতিয়াবাড়ী

১৫) ইসবপুর

১৬) গকুলনগর

১৭) ছইঙ্গথল

১৮) কাঞ্চনবাড়ী—২

১৯) কুমারঘাট

২০) কুমারঘাট
[আর এক বি এফ]

২১) কৈলাসহর—১

২২) বিদ্যানগর

২৩) গৌরনগর
[পুলিশ কমপ্লেক্স]

২৪) কুমার ঘাট
[পি ডব্লিউ কমপ্লেক্স]

২৫) কৈলাসহর—২

সালেমা ব্লক :—

১) সালেমা

২) কুলাই

৩) মানিক ভাণ্ডার

৪) হালাহালি (রিপ্লেসমেন্ট)

৫) আমবাসা

৬) সত্যরাম চৌধুরী পাড়া

৭) নাকফুল

৮) বগলা ছড়ি

৯) পশ্চিম লক্ষীছড়া

১০) কমলপুর—১

১১) মোহনপুর

১২) কমলপুর—২
[বালিকা স্কুলের নিকট]

কাঞ্চনপুর ব্লক :—

১] কাঞ্চনপুর ১

২] দশদা

৩) ধনিছড়া (মাছমারা)

৪] শান্তিপুর

৫] পেঁচারথল – ১

৬] রাধামাধবপুর

৭] পেঁচারথল ২

পানিসাগর ব্লক :-

১] পানিসাগর —১

২] তিলথই

৩] পদ্মবিল

৪] কদমতলা

৫] বাগপাশা

৬] দক্ষিণ বড়োয়াকান্দি

৭] দেওয়া পাশা (পশ্চিম)

৮] জলেবাসা

৯] হারুলং

১০] প্রত্যেকরায়

১১] শনিছড়া

১২] পদ্মবিল - ২

১৩] চারুপাশা

১৪] পশ্চিম রাধাপুর

১৫] পাবিয়াছড়া

১৬] কালিকাপুর

১৭] দেওয়ানপাশা—২

১৮] সাকাইবাড়ী

১৯] ওঙ্গিবাড়ী

২০] কদমতলা—২

২১] ধর্মনগর (ডাকবাংলো)

২২] রাজেন্দ্রনগর

২৩] পানিসাগর—২

২৪] বাগনা

২৫] পশু চিকিৎসালয়

২৬] ধর্মনগর – ২
(পি ডব্লিউ ডি কমপ্লেক্স)

২৭] হুরুয়া

২৮] পশ্চিম চন্দ্রপুর

২৯] যুবরাজনগর

৩০] পিয়ারীছড়া
৩১] বাত্তারসী

সাতচাঁদ ব্লক :—

১] মনুবাজার
২] শ্রীনগর
৩] হরিণা (পরিবর্ত)
৪] জলেফা
৫] বিজয়নগর
৬] ছোটখিল
৭] ফুলুবাড়ী
৮] বুরাতলী
৯] দক্ষিণ কালাপানিয়া

বগাফা ব্লক :—

১] জুলাইবাড়ী—১
২] রাইথড়া
৩] শান্তিরবাজার
৪] লাউগাং
৫] বীরচন্দ্রমনু
৬] নগর
৭] কাঞ্চন নগর
৮] মুহরীপুর
৯] পশ্চিম চরকাবাই
১০] কলসী
১১] রাধাকিশোর গঞ্জ
১২] দক্ষিণ কালাপানীয়া
১৩] মধ্যপিলাক।

রাজনগর ব্লক :—

১) শারাসীমা ১
২) ঈশানচন্দ্র নগর
৩) রাজনগর
৪) ঋষ্যমুখ
৫) বড়পাথারী
৬) সোনাইছড়ি
৭) কলাবাড়িয়া
৮) কৃষ্ণনগর
৯) মধ্য ভারতচন্দ্রনগর
১০) দক্ষিণ ভারতচন্দ্রনগর
১১) বিলোনীয়া

অমরপুর ব্লক :—

১) নূতনবাজার—১
২) নূতন বাজার—২
৩) রাঙ্গামাটি
৪) মইলাক
৫) বীরগঞ্জ
৬) রাজকাং
৭) যতনবাড়ী
৮) তৈতু
৯) অম্পিনগর
১০) করবুক
১১) পত্তিছড়ি

১২) উত্তর একছড়ি
১৩) সোনাইছড়ি
১৪) রাইজিং
১৫) দক্ষিণ চেলাগাং
১৬) অমরপুর (শঙ্কর কলোনী)
১৭) অমরপুর (জেল)
১৮) অমরপুর (হাসপাতাল)
১৯) যতনবাড়ী (.জ টি আই)
২০) অমরপুর স্কুল
২১) শান্তিপল্লী
২২) উত্তর চেলাগাং

ডম্বুরনগর ব্লক :—

১) গণ্ডাছড়া
২) গঙ্গানগর

মাতাবাড়ী ব্লক : –

১) কাকড়াবন
২) জামজুরি
৩) ফুলকুমারী
৪) বাগমা—১
৫) বাগমা—২
৬) তেপানীয়া
৭) শিলঘাটি
৮) ডুলামুড়া
৯) কিল্লা
১০) মির্জা
১১) রাণী
১২) রাজারবাগ
১৩) পালাটানা
১৪) গঙ্গাছড়া
১৫) ধ্বজনগর
১৬) পূর্ব গকুলপুর
১৭) শামুকছড়া
১৮) রুপাইছড়ি
১৯) গর্জি
২০) কালাবন
২১) দাতারাম
২২) ফুলকুমারী—২
২৩) চন্দ্রপুর
২৪) মুড়াপাড়া
২৫) কুপিলং
২৬) তৈনানী
২৭) বারভূইয়া
২৮) গকুলপুর
২৯) মাতাবাড়ী

মেলাঘর ব্লক :—

১) মেলাঘর
২) তেলুয়ারচড়
৩) নলছড়
৪) সুজপুর
৫) জুমের ঢেপা

৬) বল্লনগর
৭) বড়খুলা
৮) ভল্লাপাড়া
৯) মহেশপুর
১০) করালীরামুড়া
১১) ব্রানতলী
১২) কলমছড়া
১৩) ধনপুর (ধনঞ্জিনগর)
১৪) সোনাপুর (শোভাপুর)-২
১৫) বাসপুর
১৬) রোদিজলা
১৭) আশাবাড়ী
১৮) কলসীমুড়া
১৯) ভাৎসা বাড়ী
২০) বিরামপুর
২১) রাজামাটিয়া
২২) সোনামুড়া – ২
২৩) এম সি নগর

খোয়াই ব্লক :—

১) ছেবড়ী
২) গংকি
৩) সিংগিছড়া
৪) প্রমোদনগর
৫) বাচাইবাড়ী
৬) আশারামবাড়ী
৭) বেহালাবাড়ী
৮) দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট
৯) সোনাতলা
১০) খোয়াই—১
১১) খোয়াই—২
১২) উত্তর রামচন্দ্রঘাট

তেলিয়ামুড়া ব্লক :—

১) কল্যাণপুর
২) কল্যানপুর (রিপ্লেসমেন্ট)
৩) তুইছিনদ্রাই
৪) কৃষ্ণপুর
৫) দক্ষিণ মহারাণীপুর
৬) মোহনছড়া
৭) কমলনগর
৮) গিলাতলী
৯) সোনাতলী
১০) দক্ষিণ পুলিতপুর
১১) গামাইছিলা
১২) তেলিয়ামুড়া
১৩) পূর্ব তেলিয়ামুড়া
১৪) পশ্চিম তেলিয়ামুড়া
১৫) সাধুর্কার বাড়ী

মোহনপুর ব্লক :—

১] বড়জলা – ১
২] বড়জলা – ২
৩] সংকামুড়া

৪] সিংগারবিল
৫] নরসিং গড়
৬] গান্ধীগ্রাম
৭] বামুটিয়া
৮] মোহনপুর
৯] বুদ্ধজং নগর
১০) বড়কাঠালিয়া
১১) নন্দননগর
১২) কাতলামারা
১৩) সীমনা
১৪) সাতডুবিয়া
১৫) ঈশানপুর
১৬) গোরখাবস্তী
১৭) ভাটি ফটিকছড়া
১৮) নৃপেন্দ্রনগর
১৯) বিজয়নগর
২০) মনতলা
২১) দমদমিয়া
২২) মোহনগাঁও
২৩) লেম্বুছড়া (রিপ)
২৪) দুর্গাবাড়ী
২৫) জগৎপুর

সদর আগরতলা
জিরানীয়া ব্লক :—

১) পাটনী
২) খয়েরপুর
৩) দুর্গা চৌধুরীপাড়া
৪) রাণীর বাজার
৫) মোহনপুর (এ এ রোড)
৬) জিরানীয়া (রিসেটেলমেন্ট)
৭) দুর্গানগর
৮) বুড়াখা
৯) চাম্পামুড়া
১০) শচীন্দ্রনগর
১১) আর কে নগর
১২) মান্দাই
১৩) ভুলাকোনা
১৪) পূর্ব নোয়াগাঁও
১৫) দেবতাবাড়ী
১৬) লক্ষীপুর
১৭) ধূপছড়া
১৮) অশোকনগর [এ ডি সি]
১৯) আর কে নগর-২

পৌর এলাকা :—

১] আশ্রম চৌমুহনী
২] দেবেন্দ্র রোড, ধলেশ্বর
৩] হরিজন কলোনী, ধলেশ্বর
৪] পেলেস কম্পাউণ্ড
৫] প্রগতি স্কুলের নিকট
৬] রামপুর
৭] গোলচক্কর
৮] রাজনগর [জয়পুর]

৯। টাউন প্রতাপগড়
১০। জগহরিমুড়া
১১। ভগৎসিং কলোনী
১২। পশ্চিম প্রতাপগড়
১৩। বড়দোয়ালী (তালতলা)
১৪। বড়দোয়ালী
১৫। সুভাষপল্লী
১৬। ভাটি অভয়নগর
১৭। সার্কিট হাউসের পশ্চিমে
১৮। এ. জি অফিসের নিকট
১৯। জি বি হাসপাতালের দক্ষিণে
২০। বিগ সাব ডিভিশনের সঙ্গে
২১। ৭৯ টিলায়
২২। গ্রিড সাব ডিভিসনের সঙ্গে
২৩ জগৎপুর

পৌর এলাকার বাহিরে : -

১। জাঙ্গালীয়া
২। টাকারজলা
৩। আনন্দনগর
৪। আড়ালিয়া
৫। যোগেন্দ্রনগর —১
৬। যোগেন্দ্রনগর –২
৭ গাবর্দি পাড়া
৮। বিবেকানন্দনগর —১ (রেন্টার্স কলোনী)
৯ বিবেকানন্দনগর - ২ ঐ

(মলয়নগর)
১০। ভুকলী—১
১১। ভুকলী—২
১২। আমতলী—১
১৩। চারিপাড়া
১৪ বাঁধারঘাট
১৫। ঋষি কলোনী
১৬ রঘুনাথ পুর
১৭। নাসিতড়া
১৮। গুরুপদ কলোনী
১৯। পূর্ব লক্ষীবিল
২০। কৈয়াঢেপা
২১। বিক্রমনগর
২২। রাঙ্গাপানীয়া
২৩। হাপানীয়া
২৪। সূর্যমনিনগর
২৫। ভুকলি —৩ (শ্রীনগর)
২৬। নেহালচন্দ্রনগর
২৭। আমতলী—২
২৮। বিশালগড়
২৯। শুকছাপাড়া
৩০। যোগেন্দ্রনগর —৩
৩১। মলয়নগর
৩২। ব্রজপুর
৩৩। চন্দ্রনগর
৩৪। ধরিয়াতল
৩৫। চড়িলাম

৩৬। চাম্প্যামুড়া
৩৭। কৃষ্ণকিশোরপুর
৩৮। গকুলনগর (আদর্শ কলোনী)
৩৯। সেকেরকোট
৪০। কেন্দ্রানীয়া
৪১। পুরাতন রাজনগর
৪২। বড়জলা
৪৩ দক্ষিণ চাম্প্যামুড়া
৪৪ সুভাষনগর
৪৫। জম্পুইজলা
৪৬। বিশ্রামগঞ্জ
৪৭। গজারিয়া
৪৮। মুড়াবাড়ী
৪৯। নবীনগর
৫০। বেলতলী
৫১। দেশবন্ধু কলোনী
৫২। মহাশক্তি
৫৩। ৪নং কলোনী
৫৪। বেলাঘর
৫৫। প্রতাপগড়
৫৬। কলমছড়া
৫৭। সেকেরকোট—২ (রিপ্লেসমেন্ট)
৫৮। দক্ষিণ চড়িলাম
৫৯। পাথালিয়াঘাট
৬০। সিপাইজলা

চালু না হওয়া প্রকল্পের নাম :—	কি কি কাজ বাকী আছে। মন্তব্য
ছামনু ব্লক :—	
১) মন্নার মা	ইলেক্ট্রিক লাইন, পাম্প, পাইপ লাইন
২) মালকাঠা—	ইলেকট্রিক লাইন, পাম্প, পাইপ লাইন।
সালেমা ব্লক :—	
১) কাচু ছড়া—	পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ
২) জগন্নাথপুর—	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ
৩) লালচুরি—	ইলেকট্রিক লাইন, পাম্প হাউস, পাম্প।
৪) মারাছড়ি—	পাম্প ও পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ

৫) কাটা লুৎমা –	পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ
৬) কমলা ছড়া —	পাইপ লাইন, পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ
৭) কালাছড়ি —	ইলেকট্রিক লাইন, পাম্প, পাইপ লাইন (পিভিসি)
৮) চুলুবাড়ী —	পাইপ লাইন, পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ

কাঞ্চনপুর ব্লক :-

১) উত্তর লালজুড়ি—	পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ
২) আনন্দবাজার—	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ
৩) কাঞ্চনপুর-২ —	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ
৪) সাভমালা—	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ
৫) গছিরাম পাড়া —	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ
৬) নবীন ছড়া—	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ
৭) উজান মাছমাড়া	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ
৮) বড় হলদি—	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ

পানিসাগর ব্লক :—

১) মানিকছড়া—	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ
২) চন্দ্রপুর-২	পাম্প হাউস, পাম্প; বিদ্যুৎ সংযোগ
৩) কুর্তি—	পাম্প হাউস পাম্প, পাইপ লাইন, জমি অধিগ্রহণ, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৪) চোরাইবাড়ী—	পাম্প, পাইপ লাইন ও জমি অধিগ্রহণ, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৫) মহেশপুর —	পাম্প হাউস, পাম্প, পাইপ লাইন, জমি অধিগ্রহণ, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৬) টংগি বাড়ী—	পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৭) রেওয়া—	পাম্প হাউস, পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ
৮) লক্ষীনগর—	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।

ডম্বুর নগর ব্লক :--

১) জগবন্ধু পাড়া—	পাম্প হাউস, বিদ্যুৎ সংযোগ, পাম্প,পাইপ লাইন
২) সরমা –	পাম্প হাউস, বিদ্যুৎ সংযোগ, পাম্প, পাইপ লাইন।

বিশালগড় ব্লক :—

১) কাঞ্চনমালা--	বিদ্যুৎ সংযোগ, পাম্প।
২) লালসিং মুড়া—	বিদ্যুৎ সংযোগ, পাম্প
৩) জারুল বাচাই –	পাম্প হাউস, পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৪) দক্ষিণ আনন্দনগর—	বিদ্যুৎ সংযোগ, পাম্প
৫) উত্তর আনন্দনগর—	বিদ্যুৎ সংযোগ, পাম্প
৬) রামনগর—	পাম্প, পাম্প হাউস, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।

মেলাঘর ব্লক :—

১) মানিক্য নগর	পাম্প, পাম্প হাউস, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
২) ইন্দোরা	পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ,
৩) শোভাপুর [সোনাইপুর]	বিদ্যুৎ সংযোগ।

মোহনপুর ব্লক :—

১) কবিরা মুড়া	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
২) দীঘালিয়া	পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৩) অভিচরন বাজার	পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৪) জগৎপুর	পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।

৫) চান্দালিয়া মুড়া	পাম্প, পাম্প হাউস, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৬) কামাল ঘাট	পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৭) বাগুরমাড়ী ভূমিহীন কলোনী	বিদ্যুৎ সংযোগ।
৮) মধুমল্লা	পাম্প ও পাম্প হাউস, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।

তেলিয়ামুড়া ব্লক :—

১) বালু ছড়া	বিদ্যুৎ সংযোগ।
২) দ্বারিকাপুর	পাইপ লাইন
৩) পূর্ব কল্যাণপুর	পাম্প ও পাম্প হাউস, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৪) হাওয়াই বাড়ী	পাম্প ও পাম্প হাউস, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৫) ব্রহ্মছড়া	বিদ্যুৎ সংযোগ, পাম্প।
৬) উত্তর গকুলনগর	পাম্প ও পাম্প হাউস, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৭) দক্ষিণ গকুলনগর	পাম্প ও পাম্প হাউস, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৮ নেতাজী নগর	পাম্প ও পাম্প হাউস, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।

সাতচাঁন্দ ব্লক : —

১। গোরাচান্দ	পাম্প ও পাম্প হাউস, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
২। সোনাইছড়ি	পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৩। সাব্রুম—৩	পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।

বগাফা ব্লক :—

১। ঘোষ খামার	পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।
২। পশ্চিম পিলাক	পাইপ লাইন, পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।

৩ গার্দাং (গারদাং)	বিদ্যুৎ সংযোগ।
৪। পূর্ব চরকবাই	পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৫। সর্বধন রিয়াং পাড়া	পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ, পাম্প।
৬ পূর্ব বগাফা	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৭। আবু সাই মগ পাড়া	পাম্প পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৮। বেতাগা	পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৯। কৈকাং	পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।

রাজনগর ব্লক :—

উত্তর ভারত চন্দ্রনগর	পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ

অমরপুর ব্লক :—

১। জলেয়া (জলয়া)	পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ, পাইপ লাইন।
২। মালবাসা	পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৩। শিলাছড়ি	পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ, পাইপ লাইন।
৪ যতনবাড়ী	পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।

মাতাবাড়ী ব্লক : –

১। রাজনগর	পাইপ লাইন, পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।
২। ছলাখেত	বিদ্যুৎ সংযোগ, পাম্প হাউস, পাইপ লাইন, পাম্প।
৩ মাসরামবাড়ী	অসম্পূর্ণ মলকূপ।
৪। উত্তর ভূপামুড়া	পাম্প হাউস, পাইপ লাইন, পাম্প বিদ্যুৎ সংযোগ
৫। কাকড়াবন	পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৬। হাত্রা	পাম্প হাউস, পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।

৭। গর্জনমুড়া	পাইপ লাইন, পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৮। ধুপতলী বাজার	পাইপ লাইন, পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।
৯ বগাবাসা	পাম্প, বিদ্যুৎ সংযোগ।

আগরতলা পৌর এলাকা :

১। কবিরাজ টিলা	পাম্প, হাউস, পাম্প, পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ।

১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরে যে সকল নতুন গভীর নলকূপ বসানো হবে তার তালিকা :—

বিশালগড় ব্লক :—

১] বিবেকানন্দ পল্লী
২] লক্ষিরাছড়া
৩] গুলিরাইবাড়ী
৪] কোনাবন
(আর কে মিশনের নিকট)
৫] গোপীনগর
৬] মানিক্যনগর

কুমারঘাট ব্লক :—

১] নিদেবী।

তেলিয়ামুড়া ব্লক :—

১] কুঞ্জবন
২] আমপুরা
৩] লক্ষীনারায়নপুর।

ছামনু ব্লক :—

১] মনু

জিরানীয়া ব্লক : –

১] নোয়াবাড়ী
২] চম্পকনগর
৩] কালাচান্দ
কোবরা পাড়া।
৪] ললিত বাজার।
৫] বিনয়ন কোবরা পাড়া
৬] রাধামোহন পাড়া।

অমরপুর ব্লক :—

১) হেবাছড়া

২) কাওয়ামারা।
৩) কাসকর
৪) বারবুরিয়া শুমোখ।
৫) বৈরাগীর দোকান।

মেলাঘর ব্লক :—

১) খাস চৌমুহনী
২) কমলনগর
৩) রামপুর

পানিসাগর ব্লক :—

১) নরেন্দ্রনগর (দামছড়া)
২) ইচাইলাল ছড়া

কুমারঘাট ব্লক :—

১) রথছড়া (নূতন বাজার)
২) বাসকাম্পি
৩) নেপাল টিলা।

ডম্বুরনগর ব্লক :—

১) গণ্ডাছড়া।

সালেমা ব্লক :—

১] ছনকাপ
২] মেন্দী
৩] পানবোয়া
৪] আমখাসা কলোনী

মাতাবাড়ী ব্লক :—

১) জীতেন্দ্র নগর
২) রামচন্দ্র বাজার
৩) কাকড়াবন [এডডল্]

বগাফা ব্লক :—

১) পূর্ব মুহুরীপুর।
২) শান্তির বাজার (এডডল্)

সাতচাঁন্দ ব্লক :—

১) ফুলছড়ি
২) মাধবনগর
৩) রূপছড়ি
৪) সিন্দুক পাহাড়
৫) কাঠালছড়ি
৬) কলাছড়া

রাজনগর ব্লক :—

১) গ্যাবেজ টিলা
২) মনুরমুখ
৩) বাসপুড়িয়া

মোহনপুর ব্লক :—

১) ছেচুরিয়া

২) এসরাই বাজার

৩) শম্ভুচরণ পাড়া

খোয়াই ব্লক :—

১) চাম্পাহাওর

২) বাইজল বাড়ী

৩) অক্ষরবাড়ী

৪) বগাবিল

৫) সোনাইছড়া

৬) পশ্চিম লক্ষীবিল

Admitted Starred Question No. 27

Name of M.L A. :—Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :

প্রশ্ন

১) রাজ্যে পূর্ত দপ্তরের ডিভিসান সংখ্যা কত, তার নাম এবং

২) সাব- ডিভিসানের সংখ্যা কত (তার নাম).

৩) তেলিয়ামুড়া সাব-ডিভিসানকে দুই ভাগ করে কল্যাণপুর নামে আলাদা সাব-ডিভিসান গ্রহন করিবেন কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে জলসেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রন সহ পূর্ত্তবিভাগের অধীনে মোট ৩৬ (ছত্রিশ) টি ডিভিসান বা বিভাগ আছে, ডিভিসান সমুহের নাম (তালিকা সংযোজিত)।

২) পূর্ত্ত বিভাগের অধীনস্থ সাব ডিভিসানের সংখ্যা ১১৪ (একশত চৌদ্দ) এবং তাদের নাম (তালিকা সংযোজিত) ।

৩) বর্ত্তমানে এই রকম কোন সিদ্ধান্ত নাই ।

List of Divn. & Sub:Divn,

Question No. 1. Out of 36 divisions, 18 divisions are under
,, No. 2 Roads & Building wing and 18 divisions are under IFC & PHE wing. These number do not include numbers of divisions in Circle offices. The Public works units may be broadly as described hereafter.

		Divn,		Sub-Divn,
1.	P, W, D, (R&B) : 18 Divisions.			
	1) Roads & Buildings	15 Nos,	—	45 Nos,
	2) Stores Divn,	1 No,	—	3 Nos.
	3) Internal Electrification Divn,	1 No,	—	4 Nos,
	4) Mechanical Divn.	1 No,	—	3 Nos,
		18 Nos,	—	55 Nos,
11.	P,W.D,(IFC&PHE) : 18 Divns,			
	1) Minor Irrigation Divn,	3 Nos.	—	16 Nos.
	2) Medium ,, ,, (Heads Works Divn)	2 ,,	—	6 ,,
	3) Flood Management ,,	3 ,,	—	10 ,,
	4) Canal Divn.	1 No.		3 ,,
	5) P, H, E, Divn,	5 ,,	—	14 ,,
	6) Resource Divn.	1 ,,		2 ,,
	7) Rig Divn.	1 ,,		4 ,,
	8) Irrigation Investigation Divn.	1 ,,		3 ,,
	9) Spl. Inv. Unit Divn. under ARW programme.	1 ,,		1 ,,
		18 Nos,		59 Nos

Question No. 3. The distance of Kalyanpur from Teliamura P. W. D Sub-Divisional Office is little over 12

K. M. S. and no dificalty has yet come surface to execute works at Kalyanpur or in nearly are as from Teliamura. This aspact may be considered at a later stage taking into account the volums and numbers of works in the area.

ROADS AND BUILDING

Name of Division	Name of Sub-Divn,	Remarks
1. Agartala Divn. No. I	1) Central I Sub-Divn.	
	2) ,, II ,,	
	3) ,, III ,,	
	4) ,, IV ,,	
	5) ,, V ,,	
2. Agartala Divn. No. II	1) A. E. Sub-Divn. No. 1	
	2) 'B' Sub-Divn.	
	3) Khayanpur Sub-Divn.	
3. Agartala Divn. No. III	1). A. A. Road Sub Divn.	
	2) Hospital Sub-Divn.	
	3) Bridge Constn. Sub-Divn.	
4, Agartala Divn. No. IV	1) 'A' Sub-Divn.	
	2) Takarjala Sub-Divn.	
	3) Bisramgang Sub-Divn.	
	4) University Complex Constn. Sub-Divn.	
5. Store Divn	1) Store Sub-Divn. (Planning)	
	2) —do—	Agartala.
	3) —do—	Dharmanagar
6. Mechanical Divn.	1) Mech. Sub-Divn. No.I Agt.	
	2) —do— II K/ghat.	
	3) A. R. Sub-Divn. Agartala.	

7. Teliamura Divn.	1) Teliamura Sub-Divn. 2) Khowai Sub-Divn. I 3) —do— II 4) Ompi Sub-Divn.
8. Ambassa Divn.	1) Ambassa Sub-Divn. 2) Kamalpur Sub-Divn. 3) Gandacharra Sub-Divn.
9. Northern Divn. Dharmanagar.	1) Phanisagar Sub-Divn. 2) Dharmanagar Sub-Divn. II 3) Damcharra Sub-Divn.
10. Kumarghat Divn.	1) Kumarghat Sub-Divn. 2) Manu Sub-Divn. 3) Ganganagar Sub-Divn.
11. Southern Divn. I	1) Udaipur Sub-Divn. I 2) —do— II 3) Sonamura Sub-Divn.
12. Southern Divn. II	1) Santirbazar Sub-Divn. 2) Belonia Sub-Divn. 3) Subrom Sub-Divn.
13. Southern Divn. III	1) Udaipur Sub-Divn. III 2) Santirbazar Sub-Divn. II
14. Amarpur Divn	1) Survey Sub-Divn. I 2) —do— II 3) Amarpur Sub-Divn.
15. Kanchanpur Divn.	1) Fuldangshi Sub-Divn. 2) Kanchanpur Sub-Divn. I 3) —do— II
16 Internal Electrification. Divn.	1) I. E. Sub-Divn. I Agt. 2) —do— II Agt. 3) —do— Dharmanagar 4) —do— Teliamura

17. Kailashahar Divn.	1) Kailashahar Sub-Divn, I
	2) --do - II
18. Agartala Divn. V	1) Badharghat Constn, Sub-Divn,

I. F. C, & P, H, E, WING

NAM OF DIVISIONS	NAME OF SUB DIVIN.	REMARKS
1. Spl. Inv. Unit under A.R.W. S. Programme.	1, Spl. Inv. Unit Sub-Divn.	
2. Irrigation Inv. Divn.	1, Irrigation Inv, Sub-Divn, 1,	
	2, Irri, Inv, Sub-Divn, 11, Udp,	
	3, Irri, Inv, Sub-Divn, 111, D/Nagar	
3, Flood Managament Divn. No. 1, Agartala.	1, F. M. Sub-Divn, IV,	
	2, F. M. Sub-Divn, V, Khowai	
	3, F. M. Sub-Divn, Sonamura	
4. M. I. Divn. No. 1, Agt.	1, M. I. Sub-Divn, 1, Agt,	
	2, M. I Sub-Divn, 11, Melaghar,	
	3, M. I Sub-Divn, X, Agt,	
	4, M. I Sub-Divn, B/ garh,	
	5, M: I. Sub-Divn, 111, Teliamura,	
	6, M. I Sub-Divn, Khowai,	
5. M, I. Divn. 11, Udaipur.	1, M. I Sub-Divn, IV, Udaipur,	
	2, M. I. Sub-Divn, V, Belonia,	
	3, M. I. Sub-Divn, VI, Sabrom,	
	4, M. I. Sub-Divn, XI, Amarpur,	
	5, M. I. Sub-Divn, S/Bazar,	
6. M. I. Divn. III, Kumarghat.	1. M. I. Sub-Divn. VII, KLS.	
	2. M. I. Sub-Divn, VIII, Kamalpur,	
	3, M, I, Sub-Divn, IX, D/Nagar,	
	4, M. I. Sub-Divni XII, K/pur,	
	5, M. I. Manu,	
7. PHE, Divn. 1, Agartala.	1, PHE Sub-Divn 1' Agt,	
	2, PHE Sub-Divn 11, Agt,	
	3, PHE Sub-Divn, VII, Agt,	

8. PHE Divn. No. 11,	1, PHE Sub-Divn. IV, D/ Nagar, 2, PHE Sub-Divn, V, KLS, 3, PHE Sub-Divn, VI, K/pur,
9. PHE Dvin. 111.	1, PHE Sub-Divn, VIII, Udaipur, 2, PHE Sub-Divn, IX, S/Bazar, 3, PHE Sub-Divn, XII, Amarpur,
10, PHE Divn. No. IV,	1, PHE Sub-Divn, XI, Bishramgang, 2, PHE Sub-Divn, III, Teliamura, 3, PHE Sub-Divn. X, Agartala,
11. Khowai Head Works Divn.	1, Khowai Barrage Constn, Sub-Divn, Chakmaghat, 2, Khowai Project Coloney & Stores Sub-Divn, Teliamura,
12, Manu Head Works Divn.	1, Manu Barrage Consn, Sub-Divn, Nalkata, 2, Manu Barrage Coloney & Stores Sub-Divn, Nalkata, 3, Manu Canal Sub-Divn, K/ghat,
13. Gumti Canal Divn.	1, Gumti left Bank Canal Sub-Divn, Maharani, 2, Gumti Right Bank Canal Sub-Divn, Maharani, 3, Command Area Development Sub-Divn, Maharani,
14, Flood Managament Divn. 11, KLS.	1, Flood Managament Sub-Divn, 1, KLS, 2, F, M, Sub-Divn, 11, D/Nagar, 3, F, M, Sub-Divn, 111, Kamalpur,
15, Rig Division.	1, Rig Sub-Divn, 1, Agt, 2, Rig Sub-Divn, 11, Udaipur, 3, Rig Sub-Divn, 111, K/ghat, 4, Rig Sub-Divn, IV, Agt,
16, Resource Divn.	1, Resource Sub-Divn, No, 1, Agt, 2, Resource Sub-Divn. 11, D/Nagar,

17. PHE Divin. No. V.	1. PHE Sub-Divn. XIII, Chailengtha.
	2. PHE Sub-Divn. XIV, Kanchanpur
18. Flood Management Divin. No. III, Udp.	1. Flood Managament Sub-Divn. No. VI, Udaipur.
	2. Flood Management Sub-Divn. No. VII, Belonia.
	3. A. E. Flood Management Amarpur.
	4. A. E. Flood Management Sabroom.

Admitted Unstarred Question No.—29

Name of Member—Sri Amitaba Dutta

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার গ্রাম এলাকাগুলিতে গত পাঁচ বছরে (জোট সরকারের আমলে) জমিতে জলসেচের জন্য কি ধরণের এবং কয়টি পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব)

২। এই সেচ পরিকল্পনায় কত হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব)

৩) ধর্মনগরে পানিসাগর ব্লকে সেচের আওতায় আসা জমির পরিমান কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার গ্রামগুলিতে এপ্রিল-৮৮ হইতে মার্চ-৯৩ এই পাঁচ বছরে জমিতে জল সেচের জন্য ১০৩টি এল আই স্কীম, ৩৫টি ডিপ টিউবওয়েল, পূর্বে নির্মীয়মান ৩টি ডাইভারসন স্কীম এবং ৫০৯৫টি আর্টিসান ওয়েল রূপায়িত হয়েছে।

জেলা ভিত্তিক হিসাব —

জেলা	এল আই স্কীম	ডিপ টিউব ওয়েল	ডাইভারসন	আর্টিসান ওয়েল
১) উত্তর জেলা	৪৩	১	×	
২) দক্ষিণ জেলা	২৯	৭	২	৫০৯৫
৩) পশ্চিম জেলা	৩১	২৭	১	
	১০৩	৩৫	৩	৫০৯৫

২) এই সেচ পরিকল্পনায় মোট ১০,৫৫৮ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে —

জেলা	এল. আই স্কীম	ডিপ টিউব ওয়েল	ডাইভার-সান	আর্টিসান ওয়েল	স্মল পাম্প	ডাক ওয়েল
উত্তর জেলা	২০৬৮	৭০	৬০			
দক্ষিণ জেলা	১৩৩০	১৫৭	২৪৪	২০৪৫	১৬০৬	৫৩১
পশ্চিম জেলা	১৯১৫	৫১০	১৬২			
	৫৩১৩ হে:	৫৯৭ হে:	৪৬৬ হে:	২০৪৫হে:	১৬০৬ হে:	৫৩১ হে:

৩) ধর্মনগরে পানিসাগর ব্লকে মার্চ ১৯৯৩ পর্যন্ত সেচের আওতায় আনীত জমির সর্ব-মোট পরিমান ২১২৩ হেক্টর। গত পাঁচ বছরে সেচের আওতায় আনা জমির পরিমান ৭০১ হেক্টর। এই পরিসংখ্যাম কেবল এল, আই এবং ডিপ টিউব ওয়েল স্কীম এর। পানিসাগর ব্লকে কোন ডাইভারসান স্কীম নেই।

Admitted Unstarred Question No : 30
Name of Member : -- Shri Amitabha Dutta

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর শহর এবং পাশ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলগুলিকে বিধ্বংসী বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য কোন মাষ্টার প্ল্যান প্রনয়নের কথা সরকার ভেবেছেন কি ?

২) ইহা কি সত্য যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধর্মনগরে এখনো কোনরূপ সমীক্ষা করা হয়নি ?

৩) ঐ সমীক্ষার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৪) ত্রিপুরার অন্যান্য মহকুমারও বন্যা নিয়ন্ত্রণে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ইহা ঠিক নহে।

৩) ধর্মনগর সহ সমগ্র রাজ্যে বন্যা কবলিত অঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মাষ্টার প্ল্যান প্রনয়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার ব্রহ্মপুত্র বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সেই অনুযায়ী ব্রহ্মপুত্র বোর্ড মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর কাজ হাতে নিয়েছেন এব্যাপারে ব্রহ্মপুত্র বোর্ড একটি প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরী করেছেন। যাহা বর্তমানে পরীক্ষা-ধীনে আছে।

৪) ত্রিপুরার অন্যান্য মহকুমার জন্য এখনও কোন মাষ্টার প্ল্যান তৈরী হয় নাই। তবে বিভিন্ন মহকুমার বন্যা কবলিত কিছু অঞ্চলে বন্যা নিরোধক বাঁধ দেওয়া হয়েছে। তার তালিকা সঙ্গে দেওয়া গেল।

Information Regarding Different Embankments In Tripura As on 31-3-1992

Sl. No.	NAME OF BLOCK	NAME OF RIVER/ CHERA	NAME OF EMBNKMENT	WORK COMPLETED UP TO 1991—92: Lenght in K. M.	Avearge crest width in metre	Arer protected in hectare: Urban	Rural	Work Continuing: Length in K. M.	Average crest width in metre	Area to be protected in Hectare: Urban	Rural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	KUMARGHAT	Manu & Laxmichera	1. Laxmichera Embankment	11·66	4·00	898	800	—	—	—	—
		Manu	2. Rangautikalasahar Embankment	9·50	3·50	—	950	—	—	—	—
		Do	3. Gournagar Embankment	6·00	3·50	—	600	—	—	—	—
		Do	4. Samrurpar Embankment	4·00	3·50	—	1295	—	—	—	—
		Do	5. Satramiah Haor	4·00	3·50	—	5000	—	—	—	—
		Do	6. Kaulikura Embankment	2·00	3·50	—	500	—	—	—	—
		Do	7. Tegori Embankment	1·00	3·50	—	500	—	—	—	—
		Do	8. Srirampur Chandipur Embankment	1·00	·50	—	200	—	—	—	—
		Do	9. Sluice over Katanala to Magurali Embankment	4·00	4·00	—	700	0·50	3·00	—	200
		Do	10. Jalai Embankment	1·00	4·50	—	150	1·45	4·50	—	550
		Do	11. Tying of India-Bangladesh Embankment (Latiapura)	0·04	6·00	—	—	—	—	—	—
		Fatikroychera	12. Closing of Fatikroy Chear at Radhanagar	0·08	600	—	—	—	—	—	—

Information Regarding Different Embankments In Tripura As on 31·8·1992

Sl. No.	NAME OF BLOCK	NAME OF RIVER/ CHERA	NAME OF EMBANKMENT	Work Completed up to 1991–92: Lenght in K. M.	Avearge crest width in metre	Arer proteced in hectare: Urban	Rural	Work Continuing: Length in K. M.	Average crest width in metre	Area to be protected in Hectare: Urban	Rural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Deo	13. Marjigal Embankment at Kumargbat (Road cum fload) Embankment	0·40	3·00	200	—	—	—	—	—
2.	PANISAGAR	Kakri	1. Hurua Embankment	1·52	3·00	—	100	—	—	—	—
		Do	2. Dharmanagar Embankment	2·80	3·50	1030	400	0·50	3·50	470	—
		Juri & Thalgang	3. Satsangam Embankment	4·25	4·50	—	310	—	—	—	—
		Thalgang & Isanmianala	4. Closure of Isanmianala	0·06	6·00	—	200	—	—	—	—
3.	KANCHANPUR	Deo	1. Pecharthal Embankment	1·00	2·00	—	500	—	—	—	—
4.	SALEMA	Dhalai	1. Kamalpur Embankment	8·00	4·20	1406	—	0·70	4·20	206	—
		Do	2. Extension of Kamalpur Town Embankment upto confluence Adhiachera (Malaya village)	1·90	3·00	—	150	1·00	3·00	—	300
5.	CHHAMANU	Manu	1. Dhumachera Embankment	2·65	3·50	—	100	—	—	—	—
6.	KHOWAI	Khowai	1. Khowai to Ramachera Embankment	3·99	6·00	426	—	—	—	—	—

Information Regarding Different Embankments In Tripura As on 31-3-1992

Sl. No.	NAME OF BLOCK	NAME OF RIVER/ CHERA	NAME OF EMBNKMENT	WORK COMPLETED UP TO 1991—92: Lenght in K. M.	Avearge crest width in metre	Arer protected in hectare: Urban	Rural	Work Continuing: Length in K. M.	Average crest width in metre	Area to be protected in Hectare: Urban	Rural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
—		Khowai	2. Lalchera Embankment	2·50	3·00	40	160	—	—	—	—
7.	NON-BLOCK (Agartala)	Haora	1. Haora Embankment	5·25	6·00	500	—	—	—	—	—
		Do	2. Katakhal Embankment	3·50	3·00	—	—	—	—	—	—
		Do	3. Haora Embankment (Chandrapur)	0·60	3·00	—	50	—	—	—	—
8,	BISHALGARH	Haora	1. Gajaria Embankment (Campar Bazar to Bangladesh border)	0·62	4·50	—	200	—	—	—	—
			2. Gagaria Embankment (Bisalgarh)	3·43	3·50	—	1024	—	—	—	—
9.	MELAGHAR	Gumti	1. Sonamura Durgapur Embankment	4·40	3·65	100	50	—	—	—	—
		Do	2. Padmathepa Embankment	1·65	2·40	—	90	—	—	—	—

Information Regarding Different Embankments In Tripura As on 31-3-1992

Sl. No.	NAME OF BLOCK	NAME OF RIVER/ CHERA	NAME OF EMBNKMENT	WORK COMPLETED UP TO 1991—92				Work Continuing			
				Lenght in K. M.	Avearge crest width in metre	Arer proteced in hectare		Length in K. M.	Average crest width in metre	Area to be protected in Hectare	
						Urban	Rural			Urban	Rural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	MATABARI	Gumti	1. Shilghati Embankment	5·40	3·50	—	1100	—	—	—	—
			2. Hadrajala Haor Embankment	1·50	3·50	—	400	—	—	—	—
			3. Palatona Lulunga Bazar Embankment	1·00	3·70	—	300	—	—	—	—
		Gangachera	4. Gangachera Embankment	1·60	2·00	—	30	—	—	—	—
		Gumti	5. Dakmajala Embankment	3·40	3·50	—	900	—	—	—	—
		Do	6. Harijala Embankment	1·72	4·00	—	50	13·28	4·00	—	450
11.	BAGAFA	Charakbaichera	1. Charakbaichera Embankment	1·40	2·00	—	40	—	—	—	—
12.	RAJNAGAR	Kasharichera	1. Kasharichera Embankment	2·00	2·00	—	80	—	—	—	—
		Mahuri	2. Belonia Town Embankment	3·00	4·00	550	1164	—	—	—	—

Information Regarding Different Embankments In Tripura As on 31-3-1992

WORK COMPLETED UP TO 1991—92								Work Continuing			
Sl. No.	NAME OF BLOCK	NAME OF RIVER/ CHERA	NAME OF EMBNKMENT	Lenght in K. M.	Avearge crest width in metre	Arer proteced in hectare		Length in K. M.	Average crest width in metre	Area to be protected in Hectare	
						Urban	Rural			Urban	Rural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Do	3. Ballamukh Embankment	1·17	4·50	—	60	—	—	—	—
		Do	4. Baroj Comny Embankment	1·60	4·00	—	80	—	—	—	—
			5. Amjodnagar Embankment	1·00	3·50	—	65	—	—	—	—
13.	SATCHAND	Manu	1. Babugram Embankment	1·60	3·50	—	60	—	—	—	—
			2. Govindamath Embankment	4·37	3·50	—	526	—	—	—	—
			TOTAL	123·56		5150	18884	17·52		676	1500

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Tuesday, the 20th July, 1993.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A M. on Tuesday, the 20th July, 1993.

PRESENT

Shri Bimal Sinha, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, nine Ministers, four Ministers of State and 41 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্ন নাম্বার বললে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬, রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬।

প্রশ্ন

১) মার্চ, ১৯৮৮ থেকে মার্চ ১৯৯৩ পর্য্যন্ত সময়ে রাজ্যের কোন ব্লকে কতজন অনাহারে এবং কতজন অনাহারজনিত অপুষ্টির ফলে বিভিন্ন রোগে মারা গেছেন?

উত্তর

১) গত ১৯৮৮ ইং সনের মার্চ থেকে ১৯৯৩ ইং সনের মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে অনাহার এবং অনাহারজনিত অপুষ্টির ফলে মারা গেছে এই রকম কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কোন তথ্য নেই। আমরা দেখেছি ১৯৯১-৯২ সালে রাজ্যে শতাধিক মানুষ অনাহারে এবং অনাহারজনিত অপুষ্টির কারণে মারা গেছেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারী রিপোর্টে কোন তথ্য উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু বিগত জোট সরকারের আমলে ১৯৮৮ ইং থেকে ১৯৯৩ ইং এর মার্চ পর্য্যন্ত অনাহারে, এবং অনাহারজনিত অপুষ্টির কারণে এবং অনাহারে সন্তান বিক্রি করেছে বলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি সম্পর্কে ত্রিপুরার বিধানসভার বিধায়কগণ ছাউমনু এলাকা পরিদর্শন করেন সেখানে সব চেয়ে বেশী অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সি, পি, আই (এম) এবং গণমুক্তি পরিষদ তাদের সুনির্দিষ্ট তথ্য সম্মিলিত খবর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠেছিল। পার্লামেন্টের একটা দল ত্রিপুরায় এসে বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেন যে এখানে অনাহারে মানুষ সন্তান বিক্রি করছে এবং অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। পার্লামেন্টের কে.এম. [illegible] করেছেন।

এছাড়া এ, ডি, সি, থেকে অনাহারে মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা রাজ্য সরকারের কাছে দিয়েছিলেন, এবং সেই তালিকার মধ্যে সন্তান বিক্রী করার কথাও ছিল। আঠারমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থেকে সদস্যরা মাননীয় রাজ্যপালের কাছে গিয়ে বলেছেন বলে আমার জানা আছে। কিন্তু আমরা সরকারে আসার পর এই সমস্ত তথ্য সরকারী রেকর্ডে খুঁজে পাই নি।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা (ছাউমনু) :— স্যার, ১৯৯১-৯২ সালে ছাউমনু এলাকায় আন্ত্রিক এবং অনাহারজনিত রোগে প্রায় ৩৫০ জন লোক মারা গেছে। কিন্তু এই রেকর্ড সরকারের কাছে নেই কেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, তখন যারা সরকারে ছিলেন তাঁরা, গ্রামে কাজ কিংবা খাদ্যের ব্যবস্থা করেন নি। আমি নিজে এম, এল, এ, হিসাবে টীমের সঙ্গে গিয়েছি, এবং চাক্ষুস দেখেছি। জোট সরকার তাঁদের জন্য কিছু করেন নি বলেই জনসাধারণ তাঁদের আর সরকারে আসতে দেন নি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— স্যার, পার্লামেন্ট থেকে যে টীম এসেছিল তথাকথিত অনাহার এবং অনাহারজনিত কারণে মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করে দেখতে, তা কি অফিসিয়্যাল টীম ছিল ? পার্লামেন্টের স্পীকার মহোদয় কি তা গঠন করেছিলেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— না, এটা অফিসিয়্যাল টীম ছিল না। পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে জনতা দলের প্রবীন সদস্য এবং অন্যান্য বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা ছিলেন। তাঁরা একটি টীম করে সরজমিনে তদন্ত করে দেখেন এবং পার্লামেন্টে গিয়ে তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :— সরকারী তথ্য যেমন পুরোপুরি লোপাট করা হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে স্যার, ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ সালে ছাউমনু ছিল ভারতবর্ষের ২য় কালাহান্ডি হিসাবে চিহ্নিত। সেখানে ৪৮০ জন দু'বছরে মারা গেছেন অনাহার এবং অনাহারজনিত রোগে। সেখানে দলমত নির্বিশেষে (কিছু রাজনৈতিক ধান্ধাবাজ বাদ দিয়ে) সবাই তা রোধ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতি আমরা দেখতে পাই, রাজ্য বিধায়ক টিম এবং পার্লামেন্টের টিম সরজমিনে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন,। রাজ্য বিধান সভা এবং পার্লামেন্ট তোলপাড় হয়েছিল। পার্লামেন্ট থেকে যে টিম এসেছিলেন, তাঁরাও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন, এবং দিল্লী গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং সব কথা বুঝিয়ে বলেন। শুনেছি, প্রধানমন্ত্রী মহোদয় ২৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য। আমরা জানি, এক পয়সাও এ ব্যাপারে খরচ হয় নি। সরকারী তথ্যের মত সেই টাকাও লোপাট হয়ে গেছে কিনা, তা তদন্ত করে দেখবেন কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— বিষয়টি আমাদের তদন্ত করে দেখতে হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— পার্লামেন্ট থেকে যে টিম এসেছিল তথাকথিত অনাহার এবং অনাহারজনিত কারণে মৃত্যুর ঘটনা দেখতে, তাকি মাননীয় স্পীকার মহোদয় গঠন করেছিলেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বিধায়কদের দায়িত্ব নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায়। তারা রাজ্যের সমস্ত জায়গায়ই যেতে পারেন কোন ঘটনা ঘটলে সরজমিনে তদন্ত করে দেখতে। এই বিধানসভায় বিষয়টি বার বার উৎথাপন করা হয়েছে এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে সেই টিমের মধ্যে ছিলাম। এই বিধানসভায়ও তথ্য উৎথাপন করা হয়েছিল, বার বার এই সমস্যা সম্পর্কে সরকারের হস্তক্ষেপ করার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে সমস্ত রিপোর্টটাই চেপে রাখা হয়েছিল তখন। বিধানসভায় নামের লিষ্ট দাখিল করা হয়েছিল সেই তথ্য বিধানসভার রিপোর্টে থাকবে।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৯১-৯২ ইং সালে ছাউমনু এলাকার সঙ্গে খোয়াই বিভাগের বর্মন কলোনী এলাকায় অনাহারে ৯ জন মৃত্যু বরণ করেছিল। দীর্ঘদিন আন্দোলনের পর সেখানে দপ্তর থেকে কাজ দেওয়া হয়। ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত এম, পি, মহারাণী বিভু কুমারী দেবী বিভিন্ন সংবাদপত্রের কাছে বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এই অবস্থা মোকাবিলার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন এবং মহারাণী বিভু কুমারী দেবী গরীব অংশের মানুষ হিসাবে তখন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে শুনেছি ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন, এটা ঠিক কিনা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের অনাহার-জনিত মানুষদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— সমস্ত বিষয়টা খুঁজে দেখতে চেষ্টা করব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে অনাহার এবং অপুষ্টিজনিত কারণে লোকের মৃত্যু হয়েছিল, বর্তমান মন্ত্রী তখন বিধায়ক হিসাবে কমিটিতে ছিলেন। আমি বর্তমান মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে জানতে চাইছি ১৯৮৮ ইং সাল থেকে ১৯৯৩ ইং সাল পর্যান্ত রাজ্যে অনাহার এবং অপুষ্টিজনিত কারণে কত জন লোক মারা গেছেন ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে আমি সরকারী বক্তব্য জানতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি অত্যান্ত দুঃখিত যে মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন করেছেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন, এই দুই জনের সময়কালেই এই ঘটনা ঘটেছে। সেই তথ্য তারা লোপাট করে দিয়েছেন বা চেপে দিয়েছেন। আমি সেই তথ্য এখন কি করে সংগ্রহ করব ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে এই সমস্ত জানতে চাই নি। আমি জানতে চেয়েছি ১৯৮৮ ইং সাল থেকে ১৯৯৩ ইং সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের অনাহার এবং অপুষ্টিজনিত কারণে কত জনের মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে সরকারী বক্তব্য জানতে চাইছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সরকারী বক্তব্য যতটুকু আমার মনে আছে তখন এই বিধানসভায় বারবার অস্বীকার করা হয়েছে অনাহার জনিত কোন মৃত্যু নেই, কোন অপুষ্টি নেই। তারপরও মাননীয় সদস্য এখানে সরকারী বক্তব্য জানতে চেয়েছেন। সরকারী বক্তব্য উপস্থিত করা যাবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে ১৯৮৮ ইং সাল থেকে ১৯৯৩ ইং সাল পর্যন্ত কত জন লোক অনাহার এবং অপুষ্টি জনিত কারণে মৃত্যু বরণ করেছে সে সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য জানতে চাইছি। আমি অন্য কিছু জানতে চাই নি।

মিঃ স্পীকার :— এই সম্পর্কে তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রিপ্লাই দিয়েছেন যে ঐ সময়ের কোন রিপোর্ট নেই অথবা রেকর্ড লোপাট করা হয়েছে অথবা রেকর্ড মিসিং করা হয়েছে অথবা কোন রেকর্ডই করা হয় নি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি আপনার কথা মেনে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলছি যে সমস্ত অফিসাররা এই রেকর্ড লোপাট বা নষ্ট করার জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে আগামী বিধানসভায় এটা জানানো হবে কিনা। সেই দায়িত্ব আপনি নিন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রথমেই বলেছেন যে জোট সরকারের আমলে অনাহারজনিত কারণে একজনও মারা যায় নি। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার উত্তর থেকে সরে গিয়ে বলেছেন যে রেকর্ড লোপাট হয়েছে। কাজেই যে সমস্ত অফিসার এই রেকর্ড লোপাটের জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে আগামী বিধানসভায় জানানো হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— এই ভাবে তো ইস্যু চালানো যায় না। উনার বক্তব্য প্রাসঙ্গিক

হতে পারে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু এই ভাবে আপনারা ইন্টারাপট করবেন না, এই ভাবে হাউস চলতে পারে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি আবার বলছি মাননীয় মন্ত্রী প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ১৯৮৮ সাল থেকে ৯৩ সাল পর্যান্ত একজন লোকও মারা যান নি। তারপর যখন আমি সাপ্লিমেণ্টারী করলাম উনি নিজে সেখান থেকে সরে এসে বলছেন ঐ সমস্ত রেকর্ডের ফাইল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যদি কোন অফিসার, কোন কর্মী, কোন মন্ত্রী জড়িত থাকেন তাহলে আগামী বিধানসভায় মাননীয় অধ্যক্ষের কাছে এই রিপোর্ট উনি দেবেন কিনা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই ভাবে হাউস চালানো আমার পক্ষে কঠিন হবে, যদি আপনারা সাহায্য না করেন। ইনডিভিজুয়্যালি আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে বললে কারটা রেকর্ড হবে, আমি কার কথা শুনব আর মিনিষ্টারই কার উত্তর দেবেন ?

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ভাবে অনাহার মৃত্যু বিধানসভায় যে তথ্য পেশ করা হয়েছে সেই তথ্য আমাদের এখানে আছে নাম ধাম দিয়ে পেশ করা হয়েছিল। মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের মারফৎ এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে যারা এই তথ্যগুলি বাইরে লোপাট করেছেন এবং যারা এইগুলি গোপন করেছেন। এই তথ্য লোপাট করার জন্য দায়িত্বশীল যে মন্ত্রীরা ছিলেন এবং তদানিন্তন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজে ওখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন তদন্ত করব সেই প্রসিডিংস্ ও আছে। আমরা যখন লিষ্ট পেশ করেছিলাম তখন বলেছিলেন তদন্ত করে দেখবেন, তাই বিধানসভার মারফৎ এই তথ্য সংগ্রহ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর বর্মন যে কথা দিয়েছিলেন সেই সমস্ত কথা-গুলিকে নয় ছয় করে দিয়ে আজকে আবার এখানে বিচারের কথা বলছেন।

সেটা আমরা চাই, এইটা নস্যাৎ করে দিয়ে যে নাকি অনাহার মৃত্যুর মুখে মানুষকে ঠেলে দিয়ে প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। সেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করে একটা শাস্তির ব্যবস্থা হবে কিনা এবং এই যে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা হয়েছিল তাদের পরিবার বর্গের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রেখে আগামী দিনে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে

যাতে এই রকম ঘটনা না ঘটে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কি পরিকল্পনা নিয়েছেন? এই এলাকাগুলির মানুষদের বাঁচানোর জন্য বর্ত্তমানে কি কর্মসূচী নিয়েছেন এটা আমি জানতে চাই।

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমার কাছে যে তথ্য আছে ত্রিপুরার উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ সরোজমিনে তদন্ত করে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, রাজ্য সরকারের কাছে তা উপস্থিত করেছিলেন। কোন তদন্ত না হওয়ায় তারা রাজ্যপালের কাছে উপস্থিত করেন। "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় যে সমস্ত সংবাদ বেরিয়েছিল তার ২টা সংবাদকে ভিত্তি করে একটা তদন্ত হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত তথ্য তদন্তের যে রিপোর্ট সরজমিনে তদন্তের কোন ভিত্তি না রেখে সাধারণ ভাবে বলা হয় যে রোগে মারা গেছে বা অপুষ্টিজনিত কারণে মারা গেছে। সেখানে কোন কাজের অভাব ছিল না, কোন খাদ্যের অভাব ছিল না, প্রচুর কাজ ছিল, প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল, এইগুলি বলা হয়েছিল।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এ, ডি, সির যেটুকু তথ্য অতিরিক্ত আমি যেটা বলতে পারি ছাউমনুর তৎকালীন বি, ডি, ও; লংতরাই এর এস, ডি, ও এবং নর্থের ডি, এম, যারা এই পরিস্থিতিকে অফিসিয়েলি মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিলেন তাদের কাছে এখনও তার পুরোপুরি তথ্য রয়েছে আমার বিশ্বাস। কাজেই সমস্ত বিষয়টার উপর মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে একটা বিবৃতি দেবেন কিনা ?

শ্রী সমর চৌধুরী মন্ত্রী :— স্যার, এই সম্পর্কে বিস্তৃত খবর সংগ্রহ করে হাউসকে আমি জানাব।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর উত্তরে এবং সাপ্লিমেন্টারীতে দেখা গেছে, আমরা নিজেরাও দেখছি তখন একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল এই সমস্ত অঞ্চলে। যেখানে বিরোধী পক্ষ, সরকার পক্ষ এবং প্রাক্তন মেডিক্যাল টিম যা অজানা রোগের কারণে বা অপুষ্টিজনিত কারনে যেসমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার কারণে তৎকালীন জোট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লেখালেখির পর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একটা মেডিক্যাল টিম পাঠিয়েছিলেন, যেটা দেখে জানানোর জন্য, এটা

কি কারণে হয়েছে, এরা কেন হয়েছে ? এইটার ব্যাপারে যেটা এখন বলা হচ্ছে তপনবাবু বলেছেন ৪২৭ জন, মাখন বাবু বলেছেন ৬০০ জন এবং পূর্ণবাবু বলেছেন ৩৫. জন। কাজেই এই যে ষ্টেটমেণ্ট দেখে বুঝা যায় এটাকে তারা একটা পলিটিক্যাল ইস্যু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পলিটিক্যাল ইস্যুতে না গিয়ে বাস্তব সমস্যা যেগুলি হচ্ছে স্যার, এখনও স্যার, প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে, যেমন অমরা ছামুনুতে দেখেছি। এই সমস্ত জিনিসগুলি নিয়ে রাজনৈতিক ইস্যু না করে এসমস্ত সমস্যা দেখার জন্য মেডিক্যাল টিম যেটা বিগত দিনে হয়েছে, এইরকম করা দরকার এবং এইটা অস্বীকার করার নেই না খেয়ে মারা গেছে না অপুষ্টিতে মারা গেছে একটা সমস্যা হয়েছিল। সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর সহ সকলে মিলে এর ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— ৬টা নাম্বার-৩ জনে ক্লাবচুয়েটেড করেছে। এইকথা ঠিক ট্রাইবেল এলাকায় মানুষ মারা গেছে। অন্য এলাকার মানুষ মারা যায়নি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নটা আসে। নিঃসন্দেহে সেখানে হয় অপুষ্টিজনিত কারণে এতগুলি মানুষ মারা গেছেন, একজন, দুইজন নয় কয়েক শত এইটা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। কাজেই এইটা আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার এবং এইটা ঠিক না অমুক পার্টি করে এইকথা বলেছে আপনারা এইটা বলেননি। এইটা ঠিক না। মানুষ মারা গেছে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এবং দ্যাট স্যুড বি থ্রাস্‌ড আউট। কাজেই এইটার সাপ্লিমেন্টারী উঠেনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৯.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৯

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমান পি, জি, পি অনুযায়ী কোন কোন উপজাতি সম্প্রদায়কে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় ?

২) ইহা কি সত্য বর্তমানে রিয়াং সম্প্রদায়কে একমাত্র এই সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে ?

৩) যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

উত্তর

১) বর্তমানে রিয়াং সম্প্রদায় আদিম জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত এবং প্রজেক্ট রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।

২) ইহা সত্য নহে যে, একমাত্র রিয়াং সম্প্রদায়কে এই সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। উক্ত স্কীমের আওতায়ভুক্ত উপজাতি রিয়াং পরিবারদের পাশাপাশি বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতি অল্প সংখ্যক দুঃস্থ পরিবারগুলিকেও উক্ত স্কীমের আওতাভুক্ত করা হয় এবং সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, এবারতো রিয়াং সম্প্রদায়কে প্রিমিটিভ গ্রুফ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ট্রাইবেলদের মধ্যে আরও অনেক রকমের ট্রাইবেল আছে যেমন হালাম, কুকি প্রভৃতি তা তাদেরকেও রিয়াং সম্প্রদায়ের মত প্রিমিটিভ গ্রুফ হিসাবে চিহ্নিত করার এবং সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে পি, জি, পি স্কীমটা চালু করা হয় এবং রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে যে শুধু রিয়াং সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই থাকে তা কিন্তু না। সেখানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও আছে এবং ইতিমধ্যে নন-রিয়াং কিছু লোককে পি, জি, পি গ্রুফে আনা হয়েছে। তবে হালামকে এখনও নেওয়া হয়নি। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিতে হয়। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন হালাম ও কুকিকে পি জি পির আওতাভুক্ত করা হবে কি না এবং সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে কি না। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন এখনও আমরা পাইনি। পাওয়া গেলে হালাম সম্প্রদায়কে পি জি পির আওতাভুক্ত করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী, এবং মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৫

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস (মন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৫

প্রশ্ন

১) বর্তমানে সারা রাজ্যে গাঁও পঞ্চায়েতের সংখ্যা কত ?

২) বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সারা রাজ্যে ভোটার সংখ্যা কত ছিল ?

৩) গত পাঁচ বছরে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) ৯১০টি।

২) মোট ভোটার সংখ্যা ১১, ২৭, ৬০২ জন ছিল।

৩) বিগত রাজ্য মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯২ সনের মে মাসে সমগ্র রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এ ব্যাপারে কিছু প্রশাসনিক উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার প্রকৃত কারণ জানা যায় নি।

প্রশ্ন

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— গত পাঁচ বছরে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

বিগত জোট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯২ ইং সনের মে মাসের মধ্যে সমগ্র রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। এই ব্যাপারে প্রশাসনিক উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রায় পুরো পাঁচ বছর নির্বাচিত পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিয়েছেন জোট সরকার। এবং সেই পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের মনোনীত উন্নয়ন কমিটির নামে কংগ্রেসী ক্যাডারদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এবং দীর্ঘদিন বিভিন্নভাবে তাল বাহানা করে নির্বাচন হচ্ছে, নির্বাচন হচ্ছে এই রকম করে তারা পুরো পাঁচটি বছর মানুষের উন্নয়ন বা কল্যাণের কাজটাকে ব্যাহত করেছেন। এবং সমস্ত টাকা সেখানে উন্নয়ন কমিটির নামে আত্মসাৎ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে-এই উন্নয়ন কমিটিগুলির কাজকর্মকে নতুন করে তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী এখানে যে তথ্য জানতে চেয়েছেন তা ঠিক যে মনোনীত উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল জোট সরকারের সময়ে। তবে এই সম্পর্কে আমার কাছে বিস্তৃত তথ্য নেই। কারণ যে ধরনের প্রশ্ন সেভাবে তথ্য দেওয়া আছে। ওদের সময়ে টাকা আত্মসাতের ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু যেহেতু প্রশ্নটি ছিল নির্বাচন সংক্রান্ত এজন্য এসব বিষয় এখানে নেই।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত জোট আমলের পাঁচ বছরের যে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন তাতে দেখা গেছে যে পুরানো পঞ্চা-য়েতগুলিকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে এবং নটপাটের সুবিধার জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে নতুন করে পঞ্চায়েতের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। এই যে নতুন পঞ্চায়েতগুলি করা হয়েছিল সেগুলিকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সকল পঞ্চায়েত ছিল সেগুলি ভেঙ্গে করা হয়েছিল না নতুন করে পঞ্চায়েত করা হয়েছিল তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত জোট সরকারের সময়ে যে পঞ্চায়েতগুলির সীমানা পুর্ণনির্ধারণ করা হয়েছিল এখানে সেই সংখ্যাটা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিস্তৃত কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত এই পঞ্চায়েতের সংখ্যা ছিল ৭০৪টি।

শ্রী তপন চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা জানি বর্তমানে কোন নির্বাচিত পঞ্চায়েত নেই। কবে নাগাদ এই পঞ্চায়েত নির্বাচন করা সম্ভব হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, বর্তমান বিধানসভার অধিবেশনেই পঞ্চায়েত আইন এই হাউসে পাশ করব। তারপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন বিগত জোট সরকারের আমলে নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলি ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছিল উন্নয়ন কমিটি গঠন করে, ত্রিপুরার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মানুষের কল্যাণে যে সমস্ত অর্থ সে সমস্ত অর্থ তারা আত্মসাৎ করেছিল এবং সমগ্র ত্রিপুরায় এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে আধা ফ্যাসিষ্ট কায়দায় সন্ত্রাস এবং অত্যাচার শুরু করেছিল। তার ফলশ্রুতিতের হিসেবে আজকে এই রাজ্যের মানুষ এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে পূর্বতন জোট সরকার এই রাজ্যে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল, মানুষের কল্যাণমূলক কাজের জন্য যে অর্থ সে অর্থ আত্মসাৎ করেছিল, মানুষের উপর অত্যাচার করেছিল সে সমস্ত কিছুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ট্রাইবুন্যাল বসিয়ে এদের বিচার করা হবে কিনা যেমনটা করা হয়েছে বাংলাদেশের এরশাদের মত।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঠিক যে, গত পাঁচ বছরে জোট রাজত্বের সময়ে ত্রিপুরার নির্বাচিত কোন পঞ্চায়েত ছিল না। মনোনীত উন্নয়ন কমিটি কাজ চালিয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এটা চান নি। তাই পরিবর্তন এনেছেন। আগামীতে সেখানে পুনরায় পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আর দুর্নীতির যে কথাটা মাননীয় সদস্য বলেছেন সেটা সুনির্দিষ্ট তথ্য দিলেই তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিসপুর) :— সাপলিমেন্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা বর্তমানে পঞ্চায়েতগুলি কিভাবে চলছে? পত্র-পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে যে ইঙ্গিত কমিটি নামে একটি কমিটি পঞ্চায়েতগুলিকে চালাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা জানেন কিনা?

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারী নির্দেশেই বর্তমানে পঞ্চায়েতগুলি চলছে। এটা বুঝতে পারেন নাই মাননীয় সদস্য। যেহেতু ওদের ভিতরের ব্যাপার আর একটা আছে—সেটা আমাদের বুঝার উপরে নেই। কাজেই ইঙ্গিত বলতে কি বুঝছেন আমি বুঝতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ৯১০টি বর্তমানে আছে। '৮৭ ইং সালে ৭০৪টি পঞ্চায়েত ছিল। আমরা কয়েকদিন আগে পত্র-পত্রিকায় দেখেছি যে ৮৭ সাল পর্যন্ত যে পঞ্চায়েত ছিল সেগুলি দেখবে। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে ৭০৪টি পঞ্চায়েত এখনো আছে। এটা সত্য কিনা? সেই ৭০৪টি পঞ্চায়েতের সীমানা পুন নির্ধারণ এবং সেই ওয়ার্ডগুলিকে ভেঙ্গে করার ক্ষেত্রে নূতন কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পঞ্চায়েত বিল আনব। সেটা এখানে আইনে পরিণত হওয়ার পরও এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে বিচার বিবেচনা করে কাজ করবে বর্তমান সরকার।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় সদস্য মাখনবাবু একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার জন্য বলেছিলেন পঞ্চায়েতের ব্যাপারে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে আমরা কোন উত্তর পাইনি। আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন যাতে শীঘ্রই সম্ভব সেটা মাখনবাবুর সাজেসান অনুযায়ী করা হবে কিনা? এই ব্যাপারে স্পেসিফিক রিপ্লাই আমরা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের কাছ থেকে চাই।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলেই তদন্ত করা হবে। কমিশন কোথায় কোথায় হয় স্যার? এটা নিশ্চয়ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানেন, মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও জানেন। কিন্তু দুর্নীতি থেকে কেউ রেহাই পাবেন না। সে যে কোন সরকারের হোক্। দুর্নীতি হলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য পঞ্চায়েত তহবিলের উপর বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী মহোদয়।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৪।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৪।

— প্রশ্ন —

১। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যানের ভ্রমণ ভাতা ও জলযোগ খরচ বাবদ ব্যাংক কে ১৯৮৮-৯৩ এই পাঁচ বছরে কত টাকা ব্যয় করতে হয়েছে ?

— উত্তর —

১। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যানরা ভ্রমণ ভাতা বাবদ ব্যাংক কে ১৯৮৮—৯৩ এই পাঁচ বছরে মোট ৭৮,৩৫১.২৫ (আটাত্তর হাজার তিনশত একান্ন টাকা পঁচিশ পয়সা) ব্যায় করতে হয়েছে। চেয়ারম্যানের জলযোগ খরচের ত্রিপুরা স্টেট কোপারেটিভ ব্যাংকে পৃথক খরচের কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (বিধায়ক) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, চেয়ারম্যান মহোদয়ের নামটা কি ছিল ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক একটি অটোনমাস বডি। গত ৫ বছরে এখানে একজন না দুইজন চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রথম চেয়ারম্যান যিনি ছিলেন, তিনি হলেন শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং (প্রাক্তন এম,এল,এ) তিনি তিন বছর তিন মাস চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করেন। উনার ভ্রমণ ভাতা বাবদ মোট খরচ হয় ৬৪ হাজার ৬২৫ টাকা ২৫ পয়সা।

এরপর শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (প্রাক্তন এম, এল, এ) ২০ মাসের জন্য চেয়ারম্যান ছিলেন। উনার ভ্রমণ ভাতা হিসাবে খরচ হয় ১৩ হাজার ৭২৫ টাকা এবং ভ্রমণ ভাতা বাবদ তিনি অগ্রিম নিয়েছেন ২৭ হাজার ১৬০ টাকা। ১০ মাস চেয়ারম্যান থেকে তিনি

১৩ হাজার হাজার টাকা খরচ করেছেন। এবং ভ্রমণ ভাতা হিসাবে তিনি ২৭ হাজার ১৩০ টাকা অগ্রীম নিয়েছেন। এই সম্পর্কে ব্যাংক তরফ থেকে একটি ডিমাণ্ড নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যাতে টাকাটা ফেরত দেওয়া হয়। এখনও ফেরত দেওয়া হয় নি।

তারপর আর একটি প্রশ্ন হল, এখানে এই দুইজন চেয়ারম্যানের জন্য যে ভাবে দেখানো হয়েছে তাতে দেখা যায়, এখানে গাড়ী ভাড়া বাবদ খরচ করেছেন গৌরী শংকর রিয়াং প্রথম যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৬১৮ টাকা ২৪ পয়সা। আর রবীন্দ্র দেববর্মা গাড়ী ভাড়া বাবদ খরচ করেছেন ৬৪ হাজার ৪৭ টাকা ৯০ পয়সা। মোট গাড়ী ভাড়া বাবদ খরচ হয়েছে ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯৬ টাকা ২৫ পয়সা।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে এই কো-অপারেটিভ ব্যাংকে লাল-বাতি জ্বলে যাবার অবস্থা হয়েছে। রিফিনান্সিং ব্যাংক হিসাবে নিজস্ব কোন সোর্স যেখানে নেই, সেখানে দলীয় কাজ করবার জন্য এবং ব্যক্তি স্বার্থে এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁরা তুলে নিয়েছেন ব্যাংক থেকে এবং একজন মাননীয় চেয়ারম্যান তো ২৭ হাজার টাকা ফেরত দেন নি। এই টাকা ফেরত আনবার জন্য প্রয়োজনীয় কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিনি অগ্রিম টাকা নিয়েছেন তাঁকে ডিমাণ্ড নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এখানে ডিমাণ্ড নোটিশ দেওয়ার পরে যারা টাকা ফেরত না দেন তাহলে পরবর্তী সময় কি পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সাহা মহোদয়। মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সাহা অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য শ্রী পান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর শহর এলাকার লোকদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার লক্ষ্যে একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লেন-এর কাজ বনচুয়ারে শুরু হয়েছিল।

২। যদি সত্য হয় তবে কাজটি শুরু হবার কতদিনের মধ্যে শেষ করার সময়সীমা ধার্য্য করা হয়েছিল;

৩। এখন পর্য্যন্ত এই প্লেন-এর কাজ কতটা সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং বাকী কাজ সম্পূর্ণ না হবার কারণ এবং

৪। স্কিমটি কবে নাগাদ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লেনের কাজটি শুরু হওয়ার ১৮ মাসের মধ্যে শেষ করার সময়-সীমা ধার্য্য করা হয়েছিল।

৩। প্রকল্পটির সিভিল ওয়ার্ক ৮০ শতাংশ শেষ হয়েছে এবং ইলেক্ট্রিক মেকানিকেলের কাজ ১০ শতাংশ শেষ হয়েছে। বিভাগীয় জিনিষপত্রের অপ্রতুলতা এবং প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কাজটি এখনও সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি।

৪। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এবং অর্থের সংকুলান হইলে ১৯৯৫ ইং সনের ডিসেম্বরের মধ্যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর কাজটি সম্পূর্ণ হবে বলে বর্তমানে আশা করা যায়।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (মন্ত্রী) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, সিভিল ওয়ার্ক শেষ হয়ে গেছে। কিছু আরো অন্যান্য কাজ বাকী আছে টাকা পয়সা ইত্যাদির জন্য। এখানে যারা কন্ট্রাকটার কাজ করছে তারা কাজের জন্য তাদের তরফ থেকে কোন অসুবিধা আছে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কন্ট্রাক্টারদের কিসের জন্য অসুবিধা হচ্ছে তা কন্ট্রাক্টাররা বলতে পারেন। তবে দপ্তরের কাছে ওরা যেটা চেয়েছে সেটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা ইত্যাদি চেয়েছেন। এটা দিতে পারলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং এর জন্য উদয়পুর নটিফাইড এরিয়া অথরিটি ১২ লক্ষ টাকা দপ্তরকে দিয়েছেন এবং

বাকী টাকা কিছু দিতে পারলে কাজটা শেষ হয়ে যাবে এবং ওদের দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনা যাবে। এই জন্যই আটকে আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহা।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতারবাড়ী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪ স্যার।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪।

শ্রীফৈয়জ্জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। গোটা ত্রিপুরায় ১০,৪,৯৩ পর্য্যন্ত কতটি মার্ক-টু টিউবওয়েল, সেলো টিউবওয়েল ছিল,

২। এর মধ্যে কয়টি চালু অবস্থায় ছিল;

৩। ১০,৪,৯৩ এর পর অকেজো কয়টি মার্কটু টিউবওয়েল, সেলো টিউবওয়েল সারাই করা হয়েছে এবং অন্যগুলো সারাইয়ের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে ?

উত্তর

১। গোটা ত্রিপুরায় ১০,৪,৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত মার্ক-টু টিউবওয়েল এর সংখ্যা ৫,২৫৮ এবং সেলো টিউবওয়েল এর সংখ্যা ১৮, ৪৮৭ টি।

২। উক্ত সময়ে চালু মার্ক-টু ও সেলো টিউবওয়েল-এর সংখ্যা যথাক্রমে ৪,৬০৫ এবং ৭, ২০৪ টি।

৩। ১০,৪,৯৩ এর পর অকেজো ৬৪৪ টি মার্ক-টু ২, ৩৩৩ টি সেলো টিউবওয়েল সারাই

করা হয়েছে এবং যেগুলি মেরামতের কাজ করা হয়নি সেগুলি সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক বছরের মধ্যে সারাই করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতারবাড়ী):-সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সারা রাজ্যের সঙ্গে আমি উদয়পুরেও দেখেছি বিগত জোট সরকারের আমলে মার্ক-টু টিউবওয়েল বা সেলো টিউবওয়েল যা বামফ্রন্ট আমলে বসানো হয়েছে অধিকাংশগুলি অকেজো হয়ে আছে। বিশেষ করে সেলো টিউবওয়েল। কোথাও বা তার অস্তিত্ব নেই। এবং এইগুলি সারাই করার জন্য যে যন্ত্রাংসের প্রয়োজন তা দপ্তরে নেই আমরা তা খোঁজ করে দেখেছি। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীফৈয়জুর রহমান (মন্ত্রী):—স্যার, বিগত ৫ বছরে এই জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের এই সামান্যতম পানীয় জলেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারে নি। উল্টো দিকে যে সমস্ত মার্ক-টু টিউব-ওয়েলগুলি বাসানো হয়েছিল, সেগুলি তুলে নিয়ে ব্লেকমার্কেটিং করেছে। এমন কি যেসব জি, আই, পাইপ কোটি কোটি টাকার কেনা হয়েছিল, সেগুলির এখন পর্যান্ত হদিশ পাওয়া যাচ্ছেনা। এসব খবর আপনারা নিশ্চয় পত্র-পত্রিকাতে দেখেছেন। কাজেই, এই সমস্ত ব্যাপারে যারা দোষী, তদন্ত ক্রমে তাদেরর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এগুলি সারাই-এর ক্ষেত্রে এবং নতুন করে বসানোর ক্ষেত্রে ডিষ্ট্রিক্ট হেড-কোয়াটার থেকে টেণ্ডার ডেকে করা হয় বলে অধিক বিলম্বিত হয়। কাজেই সেগুলি যাতে সাব-ডিভিশন লেবেলে হতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কি?

শ্রীফৈয়জুর রহমান (মন্ত্রী):—স্যার, আমরা সংশ্লিষ্ট অফিসারগণকে এসব অকেজো টিউব-ওয়েলগুলি তাড়াতাড়ি সারাই করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। ১০

শ্রীসমীর দেব সরকার:—স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল, এই কাজটা তাড়াতাড়ি করার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট হেড-কোয়াটারের পরিবর্তে যাতে সাব-ডিভিশন লেবেলে করার উদ্যোগ নেওয়া হবে-কিনা?

শ্রীফৈয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :—স্যার, আমরা এই ব্যাপারে বিভিন্ন বি, ডি, ও দের কাছে কাগু দিয়ে দিয়েছি এবং তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে উপযুক্ত মেকানিক খোঁজ করে এই সারাই-এর কাজগুলি যেন তাড়াতাড়ি করে করা হয়।

(সোনামুড়া) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে টিউব-ওয়েল সারাই-এর কাজ ব্লকগুলির হাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীর কি এটা জানা আছে যে সারাই-এর কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখা গেছে যে জোট আমলে যে সব মার্ক-টু টিউব-ওয়েলগুলি বসানো হয়েছে, সেগুলি রি-সিন্‌কিং করতে গিয়ে ১০ ফুটের বেশী পাইপ পাওয়া যাচ্ছে না? কাজেই, এইসব কাজের জন্য যে সব ফিল্ড সুপারভাইজর দায়ী তাদের খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীফৈয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— আমার কাছে সেই রকম কোন তথ্য নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, এই মার্ক-টু টিউব-ওয়েল একটা ভাল প্রজেক্ট। যে সমস্ত জায়গাতে টিউব-ওয়েল বসানো হয়েছিল, সেগুলি দিয়ে এখন প্রয়োজনীয় জল আসছে না। কারণ, ওয়াটার লেভেল আগের তুলনায় অনেক নীচে নেমে গিয়েছে। বর্ষার সময়ে সেগুলি দিয়ে জল আসলেও শুখার সময়ে সেই রকম জল আসছে না। তাই ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার দিয়ে মার্ক-টু টিউব-ওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যেগুলি খারাপ হলে ডিস্ট্রিক্ট হেড-কোয়ার্টার ছাড়া অন্য কোথাও যন্ত্রাংশ পাওয়া যায় না। কাজেই, সেগুলি সারাই-এর জন্য যন্ত্রাংশ যাতে বিভিন্ন ব্লকগুলিকে সরবরাহ করা হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন কি?

শ্রীফৈয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— এর জন্য আলাদা করে, প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই।

শ্রীলেনপ্রসাদ মালসাই (কাঞ্চনপুর) :— স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩১।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩১।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে পি, জি, পি,-এর মাধ্যমে জুমিয়া পুনর্বাসন রাবার বাগান করার জন্য প্রতি পরিবার পিছু ৬০ হাজার টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ? এবং

২) যদি সত্য হয় তবে রাজ্যের কোন কোন এলাকায় কতটি জুমিয়া পরিবারকে মাথা পিছু কি পরিমাণ জমিতে উক্ত প্রকল্পের সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

৩) কি কি নিয়মনীতির ভিত্তিতে উক্ত প্রকল্পের টাকা দেওয়া হবে এবং কত বছর তাহা চালু থাকবে এবং

৪) রাজ্যের রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকাগুলিও এই পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় আনা হবে কি না ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) এক নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুধন দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই রাজ্যের বেশীর ভাগ এলাকগুলিতে উপজাতি বসবাস করেছে রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকাতে। এই সমস্ত এলাকগুলিতে উপজাতিদেরকে পুনর্বাসন দিতে গেলে রিজার্ভ ফরেষ্ট তুলে এটা করতে হবে। এটা বিবেচনা করা হবে কি না ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— এখানে পি, জি, পি, স্কীম চালু আছে। ৬০ হাজার স্কীমের কোন প্রকল্প নাই।

শ্রীলেনপ্রসাদ মালসাই :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে. পি জি পি স্কীমে কোথায় কত জুমিয়া পরিবারকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই স্কীম বিভিন্ন ধরণের স্কীম। কোথায় কত টাকা কত পরিবারকে দেওয়া হয়েছে এই তথ্য আমার কাছে নেই। কত পরিবারকে এই স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে সেটা আমার কাছে আছে। এটা সাত বছরের স্কীম। ১৯৮৩—৯০ সন পর্য্যন্ত ৫,৪৮৫টি পরিবারকে উক্ত স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সন পর্য্যন্ত ১,৪৯৪টি পরিবারকে এই স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES—"A" & "B"

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়টি পেয়েছি। আমি সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী পবিত্র কর (খয়েরপুর) :—স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো :—"রাজ্য জুড়ে রান্নার গ্যাসের সংকট সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার:—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন, তাহলে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন, তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আগামী ২৩শে জুলাই একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকারঃ - মাননীয় সদস্য ২৩ তারিখে বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়টি পেয়েছি। আমি সেই নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো :— "১৯৯২ ৯৩ ইং আর্থিক বছরে পাছড়া ক্রয় করা ও বিতরণ করার উদ্দেশ্যে আর, ডি, দপ্তর থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের মাধ্যমে কৈলাসহরের রাঙ্গাউটি প্যাকস্‌কে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন, তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীফৈয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে ২৩শে জুলাই একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ২৩শে জুলাই বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়টি পেয়েছি। আমি সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :—স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো :—"গত ১৩ই জুলাই ৬ জন যুবক দৈনিক সংবাদের ছৈলেংটাস্থিত সংবাদদাতা শ্রী গোপাল বনিককে একটি দর্জির দোকান থেকে টেনে বের করা এবং দৈহিকভাবে প্রচণ্ড নির্যাতন করার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর

তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন, তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার [মন্ত্রী] :—স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২৩শে জুলাই হাউসে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৩শে জুলাই বিবৃতি দেবেন।

আজকের কার্যাসূচীতে তিনটি (৩) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় কর্তৃক গত ১৫.৭.১৯৯৩ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "রাজধানীর বুকে বিশিষ্ট আইনজীবির স্কুলগামী পুত্র খুন, এই শিরোনামায় ৯ই জুলাই 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত রেফারেন্সটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ৭.৭.৯৩ ইং তারিখ সকাল অনুমান ১০-৩০ মিঃ এর সময় পশ্চিম আগরতলা থানাধীন কৃষ্ণনগরস্থিত ব্যানার্জী পাড়া নিবাসী আইনজীবি শ্রীসীতানাথ ব্যানার্জীর পুত্র সুপ্রতীক ব্যানার্জী স্কুলের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বাহির হয়ে যায়। কিন্তু বিকাল পর্যন্ত বাড়ী ফিরে না আসায় বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের বাড়ী খোঁজ খবর নেয়া হয়। কিন্তু তাহাকে কোথাও না পেয়ে মাননীয় এডভোকেট জেনারেল শ্রীঅশোককুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় টেলিফোনে ঘটনাটি পশ্চিম আগরতলা থানার গোচরে আনিলে পশ্চিম আগরতলা

থানায় পুলিশ ফৌজদারী আইনের ১৫৭ ধারা মূলে ৩৭২ নং জেনারেল ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করেন।

তদন্ত চলাকালীন গত ৮, ৭, ৯৩ ইং তারিখ আগরতলাস্থিত জগন্নাথ মন্দিরের মঠ কর্তৃপক্ষ টেলিফোনের মাধ্যমে পশ্চিম আগরতলা থানায় জানায় যে জগন্নাথ মন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিম দিগের পুকুরে একটি অজ্ঞাতনামা মৃতদেহ জলে ভাসিতেছে। উক্ত সংবাদ জানার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পুকুর থেকে ভাসমান মৃতদেহটি তুলে আনে এবং এই মৃত দেহটি গত ৭.৭.৯৩ ইং তারিখে শ্রীসীতানাথ ব্যানার্জীর নিখোঁজ পুত্রের মৃতদেহ বলে সনাক্ত করে। সুপ্রতীক ব্যানার্জীর মৃতদেহটি সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়েল হাসপাতালে পাঠান। ময়না তদন্তের পর সুপ্রতীক ব্যানার্জীর মৃতদেহটি তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট সৎকারের জন্য দিয়ে দেয়া হয়। মৃত সুপ্রতীক ব্যানার্জীর পরনে একটি সর্ট প্যান্ট ছিল। কিন্তু তদন্ত চলাকালীন পুলিশ গত ৮.৭.৯৩ ইং তারিখ তাহার স্কুলের পোষাকগুলি (মৃত্যুর পূর্বে যাহা তাহার পরিধানে ছিল) পুকুরের পড়ে রান্নাঘরের প্রাচীর ভিতর থেকে খোঁজ করেন এবং গত ৯,৭ ৯৩ইং তারিখ জগন্নাথ বাড়ীর নাট মন্দিরের ভিতরের দরজার কিনারে স্কুল ব্যাগটি পাওয়া যায়।

গত ১০,৭,৯৩ইং তারিখে সুপ্রতীক ব্যানার্জীর ময়না তদন্ত রিপোর্ট পুলিশের হস্তগত হয়। ময়না তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে "কজ অব ডেথ্ ইজ ডিহাইড্রেশন এ্যাণ্ড রেজাল্ট অব ড্রাউনিং"।

উপরোক্ত ঘটনার তদন্তে পুলিশ এখন পর্য্যন্ত কোন আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারেন নি। তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সংখ্যক জাতি উপজাতি যুবক উত্তেজিত হয়ে জগন্নাথ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করে মন্দিরের দরজা জানালা ভাংচুর করে এবং মন্দিরের সেবক শ্রীনন্দ দুলাল ব্রহ্মচারী নামক এক ব্যক্তিকে জখম করে।

উক্ত ঘটনাটি শ্রীভক্তি কমল বৈষ্ণব মহারাজের লিখিত অভিযোগ মূলে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/৪২৭/৩২৩/৫০৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৭(৭)৯৩ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্তকালে পুলিশ শান্তিপাড়া নিবাসী শ্রীঅর্জুন সাহাকে ঘটনার সংস্রবে গ্রেপ্তার করে মাননীয়া আদালতে প্রেরণ করেন। ঘটনাগুলির তল্লাশি ও তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এটা [illegible] একটা [illegible] ঘটনা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এটা বেরিয়েছে এবং "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় [illegible] এটা প্রকাশিত হয়েছে। মাননীয় [illegible] মন্ত্রী মহোদয় এভাবে বললেন যে ময়না তদন্ত করা হয়েছে। ময়না তদন্তের আগে পুলিশ যেটা করে থাকে—ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা পুলিশের স্বাভাবিক কাজ। যখনই এই ধরণের কোন অভিযোগ আসে, পুলিশ গিয়ে প্রথম যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে সুরতাল রিপোর্ট তৈরী করা এবং পুলিশ সেটা করেন। মাননীয় সদস্য একজন আইনজীবি এগুলি করতে হয় সেটা উনি জানেন। এটা পুলিশের ডিউটি।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এটা পুলিশের স্বাভাবিক কাজ না কি কাজ সেটা আমি জানতে চাই না। উনি ময়না তদন্তের কথা বললেন এটাও স্বাভাবিক কাজ কিন্তু পুলিশের কাছে যে ষ্টেটমেন্ট দাখিল করলেন সেখানে সুরতাল রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি জানতাম মাননীয় সদস্য একজন আইনজ্ঞ, তিনি আইনের লোক হয়ে এইসব কি বলছেন ? সুরতাল রিপোর্ট যদি তৈরী না হয় তার পরনে কি ছিল, জলে ভাসছে, সব আছে। ডিটেলস রিপোর্ট চাইলে নিশ্চই দেওয়া যাবে। পরনে কি ছিল কি আসব-বিষয় সবটা যখন রিপোর্টে আছে সেটাই ইনকয়েস্ট্যান, এটা দিতে হয়। সুতরাং সুরতাল রিপোর্ট তৈরী না হলে ইনকয়েস্ট্যান রিপোর্ট থাকত না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, [illegible] মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, [illegible] আইন-

জীবির পুত্র এবং বার এসোসিয়েশন থেকে বলা হয়েছে এখানে ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে না এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হচ্ছে না সেই জন্য গত ১২ই জুলাই ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশান সর্বসম্মতি প্রস্তাব নিয়েছেন যে পুলিশের তদন্তের কাজে ভরসা পাচ্ছেন না এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে একটা ডেপুটেশান দিয়েছেন এবং সি, বি, আইয়ের তদন্ত দাবী করেছেন এবং সেটা পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে, সেই জন্য আমি বলছি। নাম্বার ২ (টু) যখন সীতানাথ বানার্জীকে উনার বাড়ীতে খবর দেওয়া হলো, খবর দেওয়ার পর উনি যখন ডেড বডির কাছে আসেন, পৌছার আগেই ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিক্টের সুপারিনটেন্ট অব পুলিশ মদনমোহন ডেড বডির কাছে যাওয়ার আগেই জগন্নাথ মন্দিরের কাছে বলেন আপনার ছেলের মৃত্যু হয়েছে জলে ডুবে। যেখানে পোষ্টমর্টেম করা হলো না সেখানে এডভান্স বলে দিয়েছেন জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে। এই ব্যাপারটা, এই যে এস, পি এডভান্স বলছেন এই ব্যাপারে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর কোন তথ্য জানা আছে কিনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এটা বলতে পারি সরকারের কাছে যে কোন মৃত্যু দুঃখজনক, এটা প্রখ্যাত আইনজীবির ছেলেই হোক বা যে কেউ হোক যে কোন মৃত্যুর ঘটনাই সরকার সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। সুতরাং এই সম্পর্কে বলতে পারেন, দেখা করতে পারেন। পুরাপুরি ব্যাপরটা তদন্তাধীন। কে কি বলছে সেই অনুযায়ী গাইডেড হওয়া ঠিক নয়। মদনমোহন কি বলছেন, অন্য কে কি বলেছেন। এখন তদন্ত চলছে। এই সম্পর্কে উনার কাছে যদি কোন ইনফরমেশান থাকে সেটা পুলিশকে যদি দেওয়া হয় তাহলে তারা বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি করে দেখবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, ডেড বডি যখন পুকুর থেকে উঠানো হয় সে সময় তার মাথার মধ্যে ডান দিকে দাগ ছিল এবং নাকের ডান দিকে ঝড়ে যাওয়ার মতন কালশিরা ব্রুইস্ দাগ ছিল প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে। এবং [illegible] জলে ডুবে [illegible] কিনা। [illegible] হবে। [illegible] লাগলে [illegible]

হেমারেজ হলে পরে তাজা রক্ত বের হয়। পোষ্ট মর্টেমের রিপোর্টে এই তাজা রক্তের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। সেই ব্যাপারে সুপ্রতীকের বাবা এবং আইনজীবিরা এর জন্য পুলিশের তদন্ত প্রপারলি হচ্ছেনা বলে মনে করছিল। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বলছেন তাজা রক্ত, পোষ্ট মর্টেমের রিপোর্ট এগুলি মন্ত্রী মহোদয় কি করে বলবেন? এখন তদন্ত চলছে। মুখ ডান দিকে ছিল না বাম দিকে ছিল কোনদিকে ছিল এগুলিত এখন বলা যাবেনা। আসলে মৃত্যুটা স্বাভাবিক মৃত্যু না অস্বাভাবিক মৃত্যু সেটাই এখনও অ্যানসারটেইন। সেই জায়গার মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী কিভাবে বলতে পারেন? বলা সম্ভব না। মাননীয় সদস্য আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন। আ-নেসেসারী এইটা স্টেচ, দেওয়া ঠিক না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, এই সম্পর্কে বলতে চাই, মাননীয় সদস্য এটা লক্ষ্য করলে ভাল হয়, পুলিশের তদন্ত সম্পর্কে উনি সন্দেহ প্রকাশ করছেন কিনা আমি জানিনা। আমি এখানে বলেছি তদন্ত কাজ চলাকালীন একজনকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে। আত্মহত্যা হলে বা জলে ডুবে মরলে পুলিশ শুধু এই ধরনের চিন্তা করলেত এই ব্যাপার ঘটত না। পুলিশের কাছে সবটা তদন্তাধীন আছে। উনি কি জানতে চান, উনার কাছে যদি কোন ইনফরমেশান থাকে পুলিশকে দিন, পুলিশ সঠিক রাস্তায় অগ্রসর হচ্ছে। সুতরাং এই সম্পর্কে ওদের কাজে সন্দেহ প্রকাশ করে এই তদন্ত কাজে বাধা দেওয়া মাননীয় সদস্যের উচিত না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমার আর একটা পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, এখন পর্যন্ত সুপ্রতীকের গলায় যে লকেটটা ছিল সেই লকেটটার খোঁজ পাওয়া যায়নি। জানা যায় লকেটটিতে মূল্যবান একটা পাথর ছিল। এই ব্যাপারে কোন ইনফরমেশান আছে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সেই সম্পর্কে উনার কাছে খবর থাকলে, আমি ত বলেইছি পুলিশকে দিন। তদন্ত চলছে, তদন্তকার্য্যে [illegible]

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, না জানলে না বললেন, এই ধরনের [illegible] [illegible] জানবার দিকে ত আমরা কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে থেকে পাবনা। এই যদি হয় সিক্রেট তাহলে ত কিছুই তথ্য পাওয়া যাবেনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, কেউ যদি বেশী জেনে থাকে এতে কারো কিছু বলার নেই। বার বার বলছি উনি নিজেকে আইনজীবি হিসাবে পরিচয় দেন, ঘটনাটা তদন্ত চলছে। তদন্ত চলাকালীন আমি কি করে বলব? [illegible] পরে বলা যাবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা স্কুলের ব্যাগটি যেদিন ডেড বডি রিকভার হয় তার ৩ দিন পরে নাট মন্দিরের সামনে পাওয়া গেছে। তদন্তের অবহেলার ফলে ঐদিন পুলিশ অবহেলা করেছে যে এস, পি, মদন মোহন [illegible] বলে দিয়েছেন, ঐদিন কোন [illegible] [illegible] কিনা আমি জানতে চাই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— পুলিশ তদন্তের কাজ ঠিক রাস্তায়ই চলছে, যা হয় তদন্তের পর সব জানা যাবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আইনজীবিরা এই তদন্তের ব্যাপারে [illegible] পারছেনা, সেজন্য রিজলিউশান এনেছে। সুতরাং পুলিশের তদন্ত বাদ দিয়ে আরও উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত যেটা সি, বি, আই দিয়ে তদন্ত কমিশন দাবী করছে বার এসোসিয়েশান ত্রিপুরার এই রকম সংবাদ মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা এবং এইরকম তদন্ত হবে কিনা জানতে চাই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি মনে করি পুলিশ দপ্তরই কমপিটেন্ট [illegible] এর প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এটাতো বলতে পারবেন যে, জগন্নাথজির মন্দিরের সন্ন্যাসীদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এই রকম কোন খবর আছে কি না, না কি কোন রাজনৈতিক চাপের ফলে পুলিশ তদন্ত করতে পারছে না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, রাজনৈতিক চাপ যদি কিছু থেকে থাকে সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ তার বক্তৃতায় এটা পরিস্কার করেছেন। আমি মনে করি চাপাচাপি যা করছেন ওনারাই করছেন। আমি ওনাদের অনুরোধ করব আপনারা এই রাস্তা ছেড়ে দিন। পুলিশকে ঠিক মত কাজ করতে দিন এবং পুলিশের নিশ্চয়ই এটা শক্তি আছে তারা সঠিক ঘটনা বের করবে এবং দোষীদের শাস্তি দেবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে যদি এর মধ্যে কিছু থাকে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১৫,৭,৯৩ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী, শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী এবং শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয়গণ কর্তৃক একত্রে উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি আজকে এখানে যিনি উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত ওনাকে অনুরোধ করছি এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। রেফারেন্সের বিষয়বস্তুটি হলো :—"কৃষকদের দ্বিতীয়বার ঋণ পাওয়ার সুযোগ না থাকায় কৃষকদের সার, বীজধান ইত্যাদি ইনপুট সংগ্রহে অসুবিধা সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বানিজ্যিক ব্যাংক ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংকসমূহ কৃষকদের কৃষিঋণ প্রদান করে থাকেন উক্ত কৃষিঋণ থেকে তাহারা প্রয়োজনীয় সার, বীজধান ক্রয় করে থাকেন, পূর্ব ঋণ পরিশোধ করলে দ্বিতীয়বার ঋণ পেতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কৃষকরা সেই সুযোগ অবশ্যই পেয়ে থাকেন। যারা পুর্বোক্ত ঋণ পরিশোধে অসমর্থ অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এ ঋণ শোধ করেন না তাহারা পুনরায় ঋণ পেতে পারে না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন খরা ও বন্যাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে বিনামূল্যে সার ও বীজধান প্রভৃতি ইনপুট প্রদান

করা হয়ে থাকে। কিন্তু এমনিতে যারা ডিফলটার তাদের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার বিধান নেই। সেটা দেওয়া হয় না।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা দেখা গেছে, যাক্তোতো বন্যা হয়েছে এটা আছেই। কিন্তু এ ছাড়াও দেখা গেছে আই, আর, ডি, পি ইত্যাদি নিয়ে সামান্য টাকা পেয়েছে, স্কীমের পুরো টাকাটা পায়নি, সেখানে ডিফলটার। তারা যদি কৃষি কাজ না করতে পারল তাহলে পরে কৃষিটা কি করে হবে, কৃষি করতে গেলেইতো পুঁজির দরকার এবং সেই পুজি মোটামুটি এক কানিতে প্রায় ৬০০ টাকার মত লাগে হিসাব করে দেখা গেছে। আমি একটা হিসাব দিচ্ছি স্যার যেটা ইউরিয়া, পটাশ, সুপার ফস্ফেট, ইত্যাদিতে ১১০ টাকার মত লাগে। তারপর বীজ লাগে ৪০ টাকার. হাল লাগে ১৫০ টাকা, লাগানোর জন্য মজুরী—১৫০ টাকা, বাচানোর জন্য লাগে ১৫০ টাকা। ইত্যাদি বাবদ টোট্যাল লাগে ৬০০ টাকা প্রতি কানিতে। এখন ছোট ছোট প্রান্তিক কৃষক যারা দুই তিন কানি জমির মালিক তারা আই, আর, ডি, পি, তে দেড় হাজার টাকা ঋণ দ্বিতীয়বারের জন্য পাচ্ছেন না-ফলে তাদের কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছে। এই অবস্থায় সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন যে এই কৃষকরা দ্বিতীয়বার ঋণ পাবেন কি না?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ব্যাংক তার নিয়মানুযায়ী চলে। এখন ব্যাংকের নিয়ম হচ্ছে যে আগে পুর্বের ঋণ পরিশোধ করে দিলে পরে তারা দ্বিতীয়-বার ঋণ পাবেন এইক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না। এইটা যদি করতে হয় তাহলে রাজ্য সরকারকে কৃষকদের বকেয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিতে হয় আর তা না হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেটা দিতে হবে। এই সম্পর্কে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি। এবং আমরা পরে শুনেছি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বা রেডিও মারফৎ যে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের কৃষি ঋণ দশ হাজার টাকা পর্যান্ত মুকুব করে দিয়েছেন। কিন্তু এই রকম কোন নিয়ম আমাদের স্টেট্ গভার্ণমেন্টের কাছে এসে পৌছায়নি। এইটা এলে নিশ্চয়ই আমরা কিছু করতে পারব। কিন্তু রাজ্য সরকারের বর্তমানে যে অর্থনৈতিক অবস্থা, তাতে এই কৃষি ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। কারণ কৃষকদের সার ইত্যাদির জন্যও আমাদের সাবসিডি দিতে হয় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য। এই অসুবিধার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষে কৃষকদের কৃষিঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তবে সরকার সম্পূর্ণরূপে কৃষকদের প্রতি সহা

শীল। এবং কৃষকরা যাতে দ্বিতীয়বার কৃষিঋণ পেতে পারেন সেজন্য আমরা বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাবো যাতে কৃষকদের স্বার্থে, রাজ্যের স্বার্থে কৃষকদের এই ঋণ পেতে অসুবিধা না হয়। এবং এই ব্যাপারে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন ব্যাংকের নিয়মনীতি রয়েছে ঠিকই তা আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো এই যে গত পাঁচ বছর এই জোট সরকার আমরা দেখেছি এই ঋণ মেলা মেলা করে সমস্ত নিয়মনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। আজকে গ্রামীণ ব্যাংক তার কাজকর্মে জোট সরকার বেআইনীভাবে হস্তক্ষেপ করে এই ব্যাংকগুলিকে বিপন্ন করে ফেলেছে। আজকে সাধারণ আই, আর, ডি, পি, নিতে গেলে ব্যাংকগুলি বলছে—"আপনারা ডিফল্টার, আমরা আপনাদের ঋণ দিতে পারব না। আজকে ল্যাম্পস্ বা প্যাক্স বলুন গত পাঁচ বছরে সমস্ত নিয়মনীতি বিসর্জ্জন দিয়ে এই ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সগুলির মাধ্যমে হাজার হাজার টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা শুধুমাত্র খাতায় লিখে সে টাকা আত্মসাৎ করে ফেলেছে। কৃষকদের সেই টাকা দেওয়া হয়নি। আর এখন এই ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সগুলি ডিফলটার লক্ষ লক্ষ টাকা তারা পরিশোধ করতে পারছে না। এবং ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সগুলি ডিফলটার হওয়ার কারণে আজকে কৃষকদের ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে না। আজকে পর পর বন্যার ফলে কৃষকরা সর্ব্বশান্ত হয়েছেন। এখন তারা কৃষি কাজের জন্য ঋণ নিতে চাইছেন কিন্তু ব্যাংক তাদের ঋণ দিচ্ছে না। ব্যাংকগুলি কৃষকদের বলছে "তোমাদের ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সগুলি ডিফলটার, কাজেই তোমাদের আর ঋণ দেওয়া হচ্ছে না।" কাজেই এখন কৃষকরা যাতে এই আই, আর, ডি, পি, র ঋণ পেতে পারেন এবং এরজন্য কৃষকদের সামান্যতম যে বাঁচার সুযোগ সেটা দেবার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার নেবেন কি না—তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— যারা ঋণ প্রাপক তারা টাকা পেল না। ঋণ মেলার নাম করে ওদের নাম ব্যাংকে লেখা হয়ে গেল-পেয়েছে বলে। কিন্তু সে টাকাটা পেল না। দালারা, যারা তাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল তারা মাঝখানে উপার্জ্জন করে নিয়েছে। এই সব নিয়ে এই সব কাণ্ড কারখানা হয়েছে। এদের নিয়ম, কংগ্রেসের

নিয়ম সারা ভারতবর্ষের মানুষকে বিভ্রান্ত করা। আগে বলেছে ঋণ মেলার টাকাটা ফেরৎ দিতে হয় না। মানুষ সেখানেই পা দিয়েছে। সেখানে আমরাতো স্যার, সেই ঋণের ব্যাপারে কিছু করতে পারি না। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। রাজ্য সরকারের এত আর্থিক ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা নেই। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বলেছি যে তোমরা এই ব্যাপারে কি কাজ করছ বা না করছ আমাদের জানাও। তোমরাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। তোমাদের স্কীমে ভারতবর্ষে এই সব ঋণ মেলা ইত্যাদি হয়েছে। তারপর বিভিন্ন ব্যাংক, বিভিন্ন অর্গানাইজেশান আছে। আরও যেভাবে অংশগ্রহন করেছেন এগুলি, শুধু মানুষই না, ঐ অর্গানাইজেশানগুলির মধ্যে দিয়ে যা হয়েছে, ওরা ডিফল্টার হয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক কি সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি যতটুকু আছে সেগুলি বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার সহানুভূতির সংগে চিন্তা ভাবনা করে দেখছেন। কৃষকদের কিভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য। সেসব বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। সেগুলি রাজ্য সরকার নিয়ে যাবেন।

শ্রী অনিল চাকমা (পেচারথল) :— স্যার, আমার বক্তব্য হল কৃষকদের দ্বিতীয়বার ঋণ দেওয়া সম্পর্কে ত্রিপুরায় দ্বিতীয়বার বন্যা হওয়ার ফলে যারা বন্যায় বিধ্বস্ত তাদের পরিবারের ঘর-বাড়ী, আমাদের ধর্মনগর বিভাগের শত শত ঘর বাড়ী শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওরা আর জীবনে দাঁড়াতে পারবে না। তারা অনেক বছর আগে কিছু কিছু ঋণ নিয়েছিল সেগুলি পরিষ্কার না করলে দ্বিতীয় কিস্তিতে ঋণ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তৃতীয়তঃ এই পাঁচ বছর জোট সরকারের সময়ে কৃষকরা স্থাবর-অস্থাবর ঘটি-বাটি সব বিক্রি করে দিয়েছে মহাজনের আগের ঋণ পরিশোধ করে নুতন ঋণ নেওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই বা সামর্থ নেই। তাই আমরা জানতে চাইছি দ্বিতীয় বার তাদের ঋণ দেওয়ার ব্যাপারটি বিবেচনা করা হবে কিনা ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে তো আমি আগেই বলেছি যে, ব্যাংকের যা নিয়মকানুন আছে তা আমি আগেই বলেছি। নুতন করে আর কি বলব ?

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিলেন এটা বুঝা যাচ্ছে যে, কৃষকদের মধ্যে যারা গরীব, যাদের পাঁচ কানির নীচে জমি রয়েছে তাদের পুঁজির

ভাবে কৃষি কার্য্যের জন্য উদ্যোগ নিতে পারবেন না। কৃষি কাজ করতে পারবে না। কাজেই, বাধ্য হয়েছেন আবার মহাজনের কাছে যেতে। তাদের যাতে মহাজনের কাছে যেতে না হয় তার জন্য সরকারের কাছে আবেদন রাখছি। এটাকে ভালভাবে বিবেচনা করে দুঃস্থ কৃষকদের সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে, ব্যাংকের ঋণ আবার নুতন করে দেওয়া যাবে না। কিন্তু বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বা এই ধরণের যারা ছোট কৃষক আছেন, কৃষি দপ্তরের মধ্যে সার দেওয়া, বীজ দেওয়া। এবং জানেন সার কত দাম হয়ে গেছে? সেটার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার তার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে এখানে ভর্তুকী দিয়ে হলেও, সাবসিডি রেইট দিয়ে হলেও আমরা কৃষকদের সার দেব। যাতে ফসল করতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং সেগুলি করা যায়। কিন্তু ব্যাংকের আলাদা একটা ডিসিপ্লেন আছে। কথা আমি প্রথমে রাজ্য সরকারের বলেছি এত আর্থিক অসংগতি রয়েছে তাতে আমরা ১৫০ কোটি টাকা দেবা। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাইলে পর্যন্ত পাওয়া যায় না, ওরা দেয় না। বারবার ব্যাংকের এইসব ঋণ পরিশোধ করে আবার সেই সুযোগ সুবিধা বাড়ানো খুব কঠিন বিষয়। কাজেই কিভাবে কৃষকদের উপকার করা যায় অন্যান্য দপ্তরগুলির মধ্যে সেই বিষয়ে নিশ্চয় চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। কৃষি দপ্তরকে সেই কাজে লাগানো হয়েছে, তারা চেষ্টাও করেছেন।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে নাকি ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মকুব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই সিদ্ধান্ত ত্রিপুরার কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই কথা আমাদের জানা নেই। তবে দেবীলাল যখন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন তখন বোধ হয় একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন কৃষকদের নাকি সেই সুবিধা দেবেন। তারপরে অন্য কারা কারা ক্ষমতায় এলেন গেলেন আর এখন কি করেছেন আমাদের জানা নেই।

তবে আমরা বলেছি যে, এইসব কৃষকদের কিভাবে এটা মকুব করা যায় সেই সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এই সম্পর্কে কিছু জানাননি। যখন বক্তৃতা করেছেন তখন শুনেছি এটা কেন্দ্রীয় সরকার করেছে রাজ্য সরকার এই বেলাতে ৫০ শতাংশ করবে আর ওরা ৫০ শতাংশ করবে অনেক কথা পত্রিকায়ও শুনেছি। তারপর অন্য লোকরা দেবীলাল চলে গেলে ভজনলাল এল, তারপর আমরা অন্য কিছু শুনছি না। সুতরাং, এই সম্পর্কে কিছু বলতে পারবো না কেন্দ্রীয় সরকার না জানানো পর্যন্ত।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, ব্যাংকের মধ্যে ডিফলটার, উইলফুল ডিফলটার দুটো সিষ্টেম আছে উইলফুল ডিফলটার তাদের ইচ্ছা করলে ডিফলটার যারা ইচ্ছা ছিল ঋণ নিয়ে উন্নতি করা কিন্তু বিভিন্ন কারণে উন্নত করতে পারে নি। তাদেরকে দুইবার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এবং এছাড়াও দৈব দুর্ভাগ্যে যে সমস্ত লোন গ্রাপকরা আছে তাদের যদি কোন বিপর্যয় নেমে আসে, তাদের ক্ষেত্রেও ব্যাংক ইচ্ছা করলে লোন অনুমোদন করতে পারে। এই দুই ক্ষেত্রে শুধু বিবেচনা করে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে এই উদ্যোগ নিবেন কিনা আর যদি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ন্যাশনাল ব্যাংকগুলি না নেন তাহলে রাজ্য সরকারের কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে এই সমস্ত যে কৃষি পরিবার আছে তাদের দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আগেই বলেছি যে, এটা ব্যাংকের বিষয় ডিফলটার হলেই যারা এটা নেন উইলফুল ডিফলটার অথবা এমন যারা দেন নি দিতে পারেন নি এই রকম ব্যবস্থার মধ্যে। এটা তারা ঠিক করেন ওখানে অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের যেসব ব্যাংকের মধ্যে শেয়ার আছে, সেগুলি কি ব্যবস্থা করেছেন সেটা তো জানেন, একটু আগে এখানে একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে। কো-অপারেটিভ ব্যাংকের কি চেহারা, গাড়ী ভাড়া করে চেয়ারম্যান খরচ করে ফেলেছেন। ওদের বেতন দিতে পারছে না, লক্ষলক্ষ টাকা ওভাবে খরচ করছে। এটা মাননীয় সদস্য জানেন। গত ৫ বছরে রাজ্য সরকার যেখানে যেখানে কিছু করতে পারতেন সেই জায়গায় ব্যাংকগুলি কি চেহারা করছেন ? যেখানে আর্থিক সংকট চলছে সেখানে কিছু করা খুব মুশকিল। তারজন্য আমি বার বার বলছি কৃষকদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি আমাদের

আছে কি করে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় সেই সম্পর্কে রাজ্য সরকার ইতিপূর্বে চিন্তা ভাবনা করেছেন। আরও কিভাবে চিন্তা ভাবনা করা যায় সেই ব্যবস্থা আমর করব।

শ্রীসুবল রুদ্র :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, দেখা গেছে যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত ব্যাংকগুলি আছে তাদের বিভিন্ন জায়গায় এরিয়া ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংকের এরিয়া হল সব চাইতে বেশী। এবং অপর দিকে অন্যান্য কমার্শিয়াল ব্যাংক যেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যবসা করছেন ইউ, বি, আই, ষ্টেট ব্যাংক সহ অন্যান্য বড় বড় ব্যাংক তারা ত্রিপুরা রাজ্যে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছেন তাদের এরিয়া অপারেশন হল ছোট্ট। একটা উদাহরণ দিয়ে আমি জানতে চাই। যেমন ষ্টেট ব্যাংক অব্ সোনামুড়া এবার আই, আর, ডি, পির দুটি অপারেশন তারা নিয়েছে, দুটি গাঁওসভায় ১২৫ টা। অন্যথায় কো-অপারেটিভ ব্যাংক ২০টা গাঁওসভাতে নিয়েছে মাত্র ২৫০টা কেইস তারা দেবে। এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ল্যাম্পস, প্যাক্সগুলিও সেখানে ডিফলটার তার মধ্য দিয়ে ঋণ পাচ্ছে না, সেই জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এরিয়া অপারেশনের পূর্বে যা হয়েছিল গ্রামীণ ব্যাংক এবং কো-অপারেটিভ ব্যাংকের এরিয়া অপারেশন এগুলি পরিবর্তন করে কমার্শিয়াল জাতীয় বড় ব্যাংক যেগুলি আছে তাদের মধ্যে বিস্তৃর্ণভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য এটা ঠিকই বলেছেন যে, এরিয়া অপারেশন আছে। আমাদের রাজ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং গ্রামীণ ব্যাংক যেটা আছে তারই এরিয়া অব্ অপারেশন বেশী। অন্যান্য যে সমস্ত বড় বড় ব্যাংকগুলি আছে তাদের এরিয়া অব্ অপারেশন কম। সেই ক্ষেত্রে এটা নির্ধারিত হয়। সাধারণতঃ ব্যাংক বসে ওরা সমস্ত আলোচনা করে ওরা ঠিক করেন। এরিয়া অব্ অপারেশন ওরা ঠিক করেন।

এবং অন্যান্য আরো বিষয় আছে সেগুলি বিচার বিবেচনার মধ্যে এনে তারপরই এরিয়া অফ অপারেশন ঠিক করা হয়। এর একটাও এরিয়া অফ অপারেশন ঠিক করলে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা করা যাবে আমি এটা এখন মনে করতে পারছি না। এই ধরনের উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটি পঞ্চায়েতে প্রায় এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে ২৫টা এই ধরনের দেওয়া হবে। সেই জায়গায় ৮

জন লোক পাওয়া যাচ্ছেনা যারা নিতে পারে। আমি এই ধরনের উদাহরণও দিতে পারি। যে ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে গেছে। ডিফল্টার হয়ে আছে। এই রকম অনেকগুলির সোসাইটির মাধ্যমে হয়েছে। সোসাইটি ডিফল্টার হওয়াতে পুরো এরিয়াতে এই ধরনের অসুবিধা হয়েছে। এই সম্পর্কে কি করা যায় তা নিশ্চই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসে আলোচনা করে দেখা যাবে কি করে এই সুযোগ সুবিধা এক্সটেণ্ড করা যায় তার এরিয়া পুনর্নির্ধারন করা যায়। এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা করে আলোচনা করে দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অনেক হয়েছে। অনেক হয়ে গেছে।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে পরিস্থিতিটা হলো এর জন্য মূলত দায়ী হলো রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার ঋণ মেলা করলেন। যে ঋণ মেলার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন রকম অনুমোদন নিয়েছেন কিনা, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— রাজ্য সরকার তো ঋণ মেলা করেনি। ঋণ মেলা করেছে ব্যাঙ্ক। হ্যাঁ রাজ্য সরকার এখানে যারা আছেন তারা সহায়তা করেছেন। আগে যারা ছিল, সরকারে যারা ছিলেন। তারা এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা ইত্যাদি করেছেন, শুধু তাই না সরকার তো এমনিই চলত না। তখন রাজীব গান্ধী যেমন যেমন করেছেন যেমন যেমন বলছেন ভারতবর্ষে তেমন তেমন করছে। ব্যাঙ্কগুলিও তাই করেছে। এখনো সেই সবই চলছে। যা চলছে আর্থিক শৃঙ্খলা তা সারা জীবনই চলে। আগে রাজীব গান্ধী করেছেন। এখন নরসীমা রাও এসেছেন, কত কিছু আমরা শুনতে পাচ্ছি। টাকা এইদিক সেইদিক হেন তেন ইত্যাদি ইত্যাদি করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি অন-অনুমতি এই সব ব্যাপার সেপার ব্যাঙ্ক যেখানে টাকা দেবে তারা ব্যাঙ্কের চিন্তা ভাবনার বিষয়। উরা চিন্তা ভাবনা না করার জন্যই তো এই ঘটনা ঘটল। ঘটনা ঘটল কি করা যাবে। যারা করেছেন এখন দায় তার নিশ্চই ভুগতে হবে। এবং সেই সম্পর্কে আমরা আগে বলেছি এই সব তো আমরা কিছু করিনি যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাড় দেয় তবে ছাড় হবে। তা না হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। এই দিয়ে যা হবার তা সারা ভারতবর্ষে হবে তা প্রত্যেক রাজ্যেই হবে।

মিঃ স্পীকার :— না মাননীয় সদস্য আর না। আর এলাউ করা যায় না। অনেক হয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে সমস্ত কৃষক ঋণ মেলা থেকে ঋণ নিয়েছে এখন সেই ঋণ শোধ করে দেওয়ার জন্য সারা রাজ্যে কৃষকদের উপর নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, যদিও এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী। তবু ত্রিপুরাতে সেই গরীব কৃষকদের রায়ে বামফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় এসেছে। তাই এসব কৃষকদের ঋণ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা, আমি জানতে চাইছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, বর্ত্তমান অবস্থায় রাজ্য সরকারের এমন কোন আর্থিক সঙ্গতি নেই যে ঐসব কৃষকদের ঋণ শোধ করে দিতে পারে।

মিঃ স্পীকার:— পরবর্ত্তী রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশটি দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ এবং আজই মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার কথা। মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ২১/৫/৯৩ ইং রাত্রি ৭:৩০ মিঃ সিধাই থানাধীন রাজাছড়া গ্রামে এ, টি, টি. এফ কর্তৃক রাম কুমার সরকার, সাধন দেব, দীপক মজুমদার ও সুকুমার দেবনাথকে খুন করার [illegible]"। আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর [illegible] জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২১/৫/৯৩ইং রাত্রি ৭-৩০ মিঃ সিধাই থানাধীন রাজাছড়া গ্রামের নিবাসী শ্রীসাধন দেবের বাড়ীতে ৫/৬ জনের একটি এ, টি, টি, এফ উগ্রপন্থীর দল অতর্কিতে গুলী ও বোমা নিক্ষেপ করলে ঘটনাস্থলেই রাম কুমার সরকার, সাধন দেব, সুকুমার দেবনাথ ও দীপক মজুমদার নিহত হন। তাছাড়া শ্রীমতি আমোদী সরকার, বাদল সরকার, শ্রীমতি ছবি সরকার এবং শ্রীরাকেশ দাস গুরুতর জখম হয়। নিহত ব্যক্তিগণকে ময়না তদন্তের জন্য মোহনপুর প্রাথমিক হাসপাতালে এবং আহত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি. বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এই ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬/৩০৭/৩০২ ধারা মূলে এবং অস্ত্র

আইনের ২৭ ধারা মূলে সিধাই থানায় মোকদ্দমা নং ১৭/৫/৯৩ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্তকালে পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করে। ১) নিখিল দেববর্মা, ২) রাজারাম দেববর্মা ও ৩) সুরেশ দেববর্মা। ঘটনার তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে, এই ঘটনার পর রাঙাছড়া গ্রাম থেকে অনেকগুলি পরিবার নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণে ২১টি অ উপজাতি পরিবার এবং ৭টি উপজাতি পরিবার ঐ গ্রাম থেকে চলে গিয়েছে। এখন, মাননীয় মন্ত্রী তাদের গ্রামে ফিরিয়ে আনার জন্য কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এই ধরণের কোন তথ্য, স্যার, আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্যের কাছে থাকলে সেটা পরে আমাকে দিলে, আমি তা দেখব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, যারা মারা গিয়েছেন যেমন শ্রীশুকুমার দেবনাথের পরিবার গিয়েছিল গোপালনগরে, দীপক মজুমদারের পরিবার গিয়েছিল সুরেন্দ্রনগরে এবং সাধন দেবের পরিবার গেছেন তারানগরে, আর রামকুমার সরকারের পরিবার গিয়েছেন সুরেন্দ্রনগরে। যারা এখনও গ্রামে আছেন, তারা পালা করে রাত্রিতে পাহারা দিচ্ছেন। কাজেই তাদের নিরাপত্তার জন্য সরকারীভাবে কোনরকম পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— যেখানে উপদ্রুত হয়েছে বা আক্রমণ হয়েছে, সেখানে তো পুলিশ সেই দিন থেকেই আছে এবং থানাকেও সেইভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা সেই ভাবেই দেখছেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশন, স্যার, মাননীয় সদস্য তো প্রশ্ন তুলেছেন যে ওখানে আমি যাওয়ার পরই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন হয় না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এই ঘটনার পরে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ সেখানে গেছেন এবং মানুষকে প্ররোচিত করেছেন এই তথ্য আমার কাছে নেই। আমি ওখানে গেছি এবং জেনেছি যে সেখানে জাতি উপজাতিদের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য চক্রান্ত চলছিল। উপজাতিরা বাজারে আসার সময় আক্রান্ত হয়। বি, ডি, ও যখন উপজাতিদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই রকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি এবং সেখানে এখন জাতি উপজাতিদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ঘটনাটা ২১ তারিখ সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটায় ঘটে। এর ৪০ ঘণ্টা পরেও বামফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার কোন সদস্য সেখানে যান নি। ২৩ তারিখ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখন পর্যান্ত কোন সদস্য সেখানে যাননি। আপনারা বলছেন তো ব্যবস্থা নিয়েছেন। সেখানে যারা নিহত হয়েছেন এবং যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে এবং তাদের পরিবারকে কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সত্যকে বিকৃত করছেন। মাননীয় সদস্য কি উদ্যোগ নিয়েছেন জানিনা তবে আমাদের পঞ্চায়েত মন্ত্রী উনি সেখানে গিয়েছেন এবং জি, বি, হাসপাতালে গিয়েছেন কিন্তু সেখানে মাননীয় সদস্যকে পাওয়া যায় নি। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি সেখানে কোন চক্রান্ত করে জাতি উপজাতিদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবেন না। বি,ডি, ও যারা আহত হয়েছে তাদেরকে এক হাজার টাকা এবং নিহতদের পরিবারকে ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি তো সেখানে পুলিশ পিকেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার :— সংগে সংগেই সেখানে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, স্যার, বামফ্রন্ট সরকার তো খুব জনদরদী। সেখানে রাতে জনসাধারণ পাহারা দিচ্ছে। কারণ সেখানে পুলিশ পিকেট নেই। মাননীয় মন্ত্রী এই হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। এই এলাকায় কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের একটু হুঁশ হওয়া দরকার। পুলিশ পিকেট দিয়ে প্রবলেম সলিউশন করা যায় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে না উঠলে সলিউশন হয় না। বামফ্রন্ট সরকার মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বিশ্বাস করে। ঘটনা ঘটে যাবার পর প্রথম দিকে রাতে দিনে পুলিশ পিকেট থাকে। তারপর কিছুদিন পর থেকে অবস্থা নরম্যাল করার জন্য আস্তে আস্তে পুলিশ পিকেট কমানো হয়। আমরা জানি, এক শ্রেণী চক্রান্তে লিপ্ত আছে। বামফ্রন্ট সরকার সেটা বরদাস্ত করবে না তা ত্রিপুরার মানুষ জানেন। এখানে কিছু মুখরোচক কথা বলে হাউসকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব, এ সব ছাড়ুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাই নি। আমি জানতে চাইছি, স্পেশাল ক্যাটাগরিতে কাজ দেওয়া হবে কিনা? কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর ধারে কাছেও গেলেন না। উত্তর দিতে না চাইলে সেটা বলুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, স্পেশাল ক্যাটাগরিতে কোন কাজের ব্যবস্থা রাজ্যে কোথাও করা হয় না। মাননীয় সদস্যের জানা থাকা উচিত, বামফ্রন্ট সরকার যখন যেখানে যা প্রয়োজন সেটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এবং মাননীয় সদস্যরা জানেন, যেখানে যেখানে যেমন সুবিধা হচ্ছে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— স্যার, জুন মাসের ৭ তারিখ যখন ঘটনা ঘটে তখন সেখানে মাননীয় বিধায়ক শ্রীরতনলাল নাথ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্ররোচনায় বি, ডি, ও, কে

আক্রমণ করা হয়। এমনকি শান্তিবোনাদের উপরও আক্রমণ করা হয়। তারা:·····

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছেন। সমীর বাবু আপনি বসুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে, মাননীয় সদস্য জুন মাসের ৭ তারিখের কথার যা উল্লেখ করেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। সেদিন আমি এখানে এই বিধানসভার পিটিশান কমিটির মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলাম। যে কমিটির চেয়ারম্যান, মাননীয় সদস্য দেবব্রত কলই। আপনারা রেকর্ড দেখতে পারেন। এখানে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব, প্রশ্নের উত্তরটুকুই যেন দেন। অপ্রয়োজনীয় কথা বলবেন না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ঘটনা অন্য রকম। এখানে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন, তা পত্র পত্রিকায় আমরা দেখেছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রিসেস্। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজেন প্রধান মালাকার এবং শ্রীপূর্ণ মোহন

ত্রিপুরা মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি এবং দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো— "সাম্প্রতিক অতি বর্ষনে কাঞ্চনপুর ব্লক সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ধ্বস নেমে জুম ফসলের ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার আমি আগামী ২১,৭,৯৩ ইং তারিখে হাউসে এ বিষয়ে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীসহিদ চৌধুরীর নিকট থেকে পেয়েছি এবং দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো— "সম্প্রতি বন্যায় কৃষি জমিতে বালি পড়ে কৃষি জমি চাষের অযোগ্য হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— (মন্ত্রী) :— স্যার, এ বিষয়ে আমি আগামী ২৩.৭.৯৩ইং তারিখেই হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি এবং উনার দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি আমি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ চৌধুরী মহোদয় হাউসে অনুপস্থিত তাই উনার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি কলম থেকে বাদ বলে গণ্য করা হলো।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী রমেন্দ্র দেবনাথ, ভূদেব ভট্টাচার্য্য, সুধীর দাস এবং সুধন দাস মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "সাম্প্রতিক-কালে বার বার বন্যা হওয়ার পরও বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দ্রুত হস্তক্ষেপ না করা সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার স্টেটমেণ্টে বন্যা কি রকম হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা কি রকম প্রস্তুতি নিয়েছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কতটুকু সহযোগিতা এসেছে সেগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করছি।

এই বছর আমাদের রাজ্য মে ও জুন মাসে উপর্যুপরি বন্যার কবলে পড়েছে। প্রথম দফায় বন্যা হয়েছে এপ্রিল মাসের ত্রিশ তারিখ থেকে মে মাসের দশ তারিখ পর্যান্ত। দ্বিতীয় বারের বন্যা এসেছে জুন মাসের পাঁচ তারিখ থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত। আমরা তৃতীয়বার বন্যার কবলে পড়েছি ১০ ও ১১ ই জুন। এই বন্যাগুলোকে বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আমরা চতুর্থ বারের বন্যার সম্মুখীন হলাম জুন মাসেরই ১৮ তারিখ থেকে ২১ তারিখ। এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হলো বিশেষ করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা তথ্যের দেখা গিয়েছে, এ বছর মে মাসের প্রথম সপ্তাহ যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে সেটা মে মাসের গড় বৃষ্টিপাতের প্রায় সমান। এবং অনেক ক্ষেত্রে তার থেকেও বেশী। কৈলাশহর মহকুমায় যেখানে মে মাসের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো ৪৩৩.২ মিলিমিটার।

ঠিক তেমনি কমলপুর মহকুমার মে মাসের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সেখানে ২৯১.৩ মিলি মিটার সেই জায়গায় মে মাসের ৬ তারিখ পর্যান্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো ৪১০.৮ মিলি মিটার। ধর্মনগর মহকুমায় যেখানে বছরে সাধারণতঃ ৪৯২.৬ মিলি মিটার বৃষ্টি-পাত হয় সে ক্ষেত্রে এবছর কেবল জুন মাসের ১০ তারিখের মধ্যেই বৃষ্টিপাত হলো ৫৮২.৯ মিলি মিটার। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা সদর ৫৯২৮ (২) খোয়াই ১৫৮৪ (৩) সোনামুড়া ৮২ (৪) অমরপুর ১৫৫০ (৫) বিলোনীয়া ৪১২০ (৬) উদয়পুর ১৯৫৫ (৭) সাব্রুম ৮৫০ (৮) গণ্ডাছড়া ৬১০ (৯) কৈলাশহর ৩৩০১৫ (১০) ধর্মনগর ১৬৯৬২ (১১) কাঞ্চনপুর ৫৩৯৩

(১২) কমলপুর ২৩৪০ (১৩) লংতরাই-ভ্যালী ৮৮৪ মোট ৭৫,৩২৬। এখন পর্যন্ত আমরা সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নি। জীবনহানির সংখ্যা ১৫। গবাদিপশুর মৃত্যু ২৬৮, সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী ৭১৬৭, আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী ১৮,৬৯৮, ত্রাণ শিবিরের সংখ্যা ২৭৬, ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী পরিবারের সংখ্যা ৫৯৬১৮। এই বন্যার ফলে রাজ্যের রাস্তাঘাট এবং সেতুর প্রচুর ক্ষতি হয়েছে. আনুমানিক ক্ষতি হবে ২০২৭'০৪ লক্ষ টাকা। আসাম আগরতলা ন্যাশিনাল হাইওয়ে এবং মনু নদীর উপর বড় সেতুটির ক্ষতির অংক ধরা হয় নি। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ ও তাঁদের পরিষদ এলাকায় রাস্তাঘাটের ক্ষতির পরিমাণ ১৩৬'২০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও তাঁর সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় রাজ্যের বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইনসমূহের যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি করেছে তা প্রায় ২৮১'০০ লক্ষ টাকা। উত্তর ত্রিপুরায় বিদ্যুতের লাইনের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১৯শে জুন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে গোমতী হাইড্রেল প্রজেক্ট এলাকায় প্রচুর ল্যাণ্ডসাইড হয় এবং ফলে পাওয়ার চেনেলের বিরাট ক্ষতি হয়। সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। মে মাসের বন্যায় মোট ৩৯,৮৮৫ হেক্টর জমি বন্যার কবলে পড়েছিল। তার মধ্যে ৪,৩৮২ হেক্টরের ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। প্রধানতঃ ক্ষতি হয়েছে বোরো ধান, আউস ধান. জুমের ফসল, পাট মেস্তা ইত্যাদির।

বোরো ধান যেটা প্রায় পাকা অবস্থায় ছিল সেটা বন্যার জলে ডুবে ছিল। অনেক পাহাড়ী এলাকায় ধ্বস নেমেছিল। বন্যায় প্রায় ১,১০,৯৭৬টি কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি দপ্তরের মতে কৃষিখাতে ক্ষতির পরিমাণ ১১৮৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। সর্বমোট ১৪,১১২ হেক্টর কৃষি জমির ক্ষতি হয়েছে।

৬। মে মাসের বন্যা ও ঝড়ে ৩১৪টি স্কুল গৃহ, ৩৯১টি সমাজশিক্ষা কেন্দ্র এবং ৪১৭টি অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের ক্ষতি হয়েছে। দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে প্রাসঙ্গিক ডিস্ট্রিবিউশান সিস্টেম ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। আমাদের রাজ্য যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনিতেই অতি অনুন্নত, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সাধারণ মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট নিয়ে এসেছিল। আমি অতি সংক্ষেপে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির কথা বললাম— এগুলো গোটা রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণচিত্র নয়।

৭। বন্যাদুর্গত হাজার হাজার পরিবারের ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যে রাজ্য সরকার বিশেষ করে জেলা প্রশাসনসমূহ তৎপরতা নিয়েছিল। বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণশিবির খুলে, বন্যাকবলিত

মানুষের পাশের সেবা হয়েছিল। রাজ্যের যুব সমাজ এবং বিভিন্ন সেচ্ছাসেবীর সংস্থা স্বেচ্ছাবে উদ্ধারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং প্রশাসনকে সাহায্য করেছেন আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

বন্যাদুর্গত মানুষদের জরুরী ভিত্তিতে উদ্ধারের জন্য আমরা সেনা বাহিনী ও প্যারা, মিলিটারী ফোর্সের সাহায্য চেয়েছিলাম। সেনাবাহিনী উত্তর ত্রিপুরার জন্য ছুটো মটর বোট দিয়েছিল। বি. এস. এফ এবং আসাম রাইফেল্স বেশ কিছু এলাকায় উদ্ধারকার্যে অত্যন্ত সাহায্য করেছে। অস্থায়ী ত্রাণ শিবির তৈরীর জন্য উত্তর ত্রিপুরায় পলিথিন সীট পাঠানো হয়েছিল। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ত্রাণ শিবির এবং অন্যান্য বন্যাকবলিত এলাকা-গুলোতে প্রিভেনটিভ অ্যাণ্ড কিউরেটিভ সার্ভিস দেওয়া হয়েছে।

৮। বন্যাপীড়িত মানুষদের মধ্যে সাহায্য ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া এবং জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য জেলা শাসক ও পূর্ত দপ্তরকে মোট ১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে ক্যালামিটি রিলিফ ফাণ্ড থেকে। আমরা এর বেশী অর্থ বরাদ্দ করতে পারেনি। কারণ ভোট অন অ্যাকাউন্টের মধ্যেও এই এক কোটি টাকারই সংস্থান রাখা হয়েছিল অবশ্য জেলা শাসকদের এই অনুমতি দেয়া হয়েছিল যে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তারা যেন রাজ্য সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দের জন্য অপেক্ষা না করে ত্রাণকার্য চালিয়ে যায়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির মেরামতের জন্য আর্থিক সাহায্য দেবার প্রয়োজনীয় অর্থ এখনও জেলাশাসকদের দেয়া যায়নি। অবশ্য রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো বন্যার পরই প্রয়োজনীয় কাজে হাত দিয়েছে এবং ক্যালামিটি রিলিফ ফাণ্ড থেকে রাজ্য সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সকলেরই জানা আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে চার কোটি ৮২ লক্ষ টাকা খরচ করেছে এবং কমিটেড অ্যাডিশন্যাল অ্যাক্সপেন-ডিচার হয়েছে তিন কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা।

৯। মে মাসের বন্যা ও ঝড়ের পরই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির একটি পূর্ণ তথ্য দিয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট একটি মেমোরেনডাম দাখিল করেছিল। এবং সেখানে মোট ৯৩৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার অ্যাসিস্টেন্স চাওয়া হয়েছিল। জুন মাসের বন্যা ও ঝড়ের পরেও আবার একটি সাপ্লিমেন্টারী মেমোরেনডাম তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট মোট ২৫ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার অ্যাসিস্টেন্স চাওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কিছু এলাকায় জুন মাসের ১৮ তারিখ থেকে ২১ তারিখের বন্যায় যে ক্ষতি হয়েছে তার একটি রিপোর্টও সেকেণ্ড সাপ্লিমেন্টারী মেমোরেনডাম-এর

আকারে তৈরী করে আমরা ৯৭ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকার সাহায্য দাবী করেছি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী উত্তর জেলা পরিদর্শন করেন। সেখানে আমাদের মাননীয় পূর্তমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট চিঠি লিখে ত্রিপুরার বন্যাত্রানে কেন্দ্রীয় সাহায্যের অর্থ শীঘ্রই মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করেছেন। প্রধান মন্ত্রীর নিজস্ব ত্রান তহবিল থেকেও এক কোটি টাকা মঞ্জুর করার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে অফিসার পর্যায়েও আলোচনা হয়েছে।

১০। কেন্দ্রীয় সরকার জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ত্রিপুরায় পাঁচ সদস্যের একটি সমীক্ষক দল পাঠিয়েছিলেন। এই কেন্দ্রীয় দলটি ৬ই জুলাই থেকে ৮ই জুলাই উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে। রাজ্য সরকার ত্রানকার্যে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় দলটি তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সরকার যে রিপোর্ট তৈরী করেছে সেটা রিয়েলিষ্টিক হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। রাজ্য সরকার যে সব ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য দিয়েছেন তার সাথে তাঁরা সহমত পোষন করেছেন। কেন্দ্রীয় দলটি ব্যাখ্যা করে বলেন যে নাইনথ ফিনান্স কমিশন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী কেলামিটি রিলিফ ফাণ্ডটা প্রতিটি রাজ্যের জন্যই নির্দ্দিষ্ট এবং তা পরিবর্তন করা যায় না। তবে অন্যান্য বিভিন্ন স্কীমে রাজ্য সরকারকে সাহায্য দেবার জন্য তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করবেন।

১১। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কেলামিটি রিলিফ ফাণ্ড-এর সেন্ট্রাল সেয়ার হিসাবে প্রথম কিস্তিতে এপ্রিল ৯৩তে ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। আর প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে বন্যায় মৃত ৫ ব্যক্তির জন্য ১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার কেলামিটি রিলিফ ফাণ্ডের বাকী তিনটি কিস্তিও অ্যাডভান্স রিলিজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়াছে। অবশ্য এই টাকাটা রাজ্য সরকার এখনও পায়নি।

১২। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেশবাসীর কাছে রাজ্যের বন্যাদুর্গতদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, আমরা রাজ্যবাসীর নিকট থেকে ভাল সাড়া পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান সরকার আমাদের সাহায্য পাঠিয়েছেন। এখন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে মোট ২০,৩২, ৬৪৮ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। আমি রাজ্য থেকে নির্বাচিত মাননীয় এম পি মহোদয়গনকেও অনুরোধ জানিয়েছি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সেন্ট্রাল এসিস্টেন্স পাওয়ার ব্যাপারে তাঁরা যাহাতে সাহায্য করেন।

১৩। বন্যা ও ঝড়ে এবার যে ক্ষতি হয়েছে সেটা অপূরনীয়। রাজ্য সরকারের অত্যন্ত সীমিত অর্থ দিয়ে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির পূরন করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার কেন্দ্রীয়

সরকারের জেনারাস এসিস্‌টেন্স। আমরা রাজ্যের বন্যাদুর্গতদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করার কাজে রাজ্যের জনসাধারণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাহায্য চাইছি।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :— বামগণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেলো-সে বন্যা আমাদের নিশ্চয়ই একটা শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যের যেসমস্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশেষ করে ধর্মনগর মহকুমায় সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি বন্যার্তদের পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সরকারের কৃষিমন্ত্রী শ্রী বাজুবন রিয়াং বনমন্ত্রী শ্রী ফয়জুর রহমান, পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস, তারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সমূহ পরিদর্শন করেছেন, বন্যার্তদের ত্রান সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এবং আমরাও যারা সেখানকার বিধায়করা আছি আমরাও বন্যার্তদের পাশে গিয়ে হাজির হয়েছি, তাদের ত্রান কার্য্য সাহায্য করেছি। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এখানে আগে যারা জোট আমলে সরকারে ছিলেন ইলেকসনের আগে যারা হৈ চৈ করেছিলেন, পুলিশের পোষাক পরে এস, ডি, ও, র কাছে গিয়ে নোমিনেশন সাবমিট করেছিলেন, তারপর নমিনেশন পাওয়ার জন্য ধর্মনগর ডাকবাংলোতে বোমা ফাটিয়েছিলেন, তাদের কেউই বন্যার্তদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেননি-সেই ক্যাবিনেট মন্ত্রী বিভা নাথ থেকে শুরু করে কালিদাস দত্ত মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে কেউই বন্যার্তাদের সাহার্য্যার্থে এগিয়ে আসেননি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান কি সেটাই বলুন।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসন হচ্ছে— কেন্দ্রিয় সরকারের যে ৬ জনের একটি টীম ত্রিপুরার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করার জন্য এসেছিলেন তারা ধর্মনগরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে যাননি, তার কারণ কি? এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। কাজেই এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, কেন্দ্রিয় সরকারের যে টীম এখানে এসেছিলেন আমার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা দেখার জন্য প্রতিটি এলাকায় যদি তাদের যেতে হয় তাহলে সে সময় তারা পাবেন না। তাজেই আমরা আমাদের সমস্ত তথ্য তাদের কাছে উপস্থিত করেছি। তার উপর ভিত্তি করে তারা কয়েকটি এলাকা ভিত্তিতে ভিজিট করেছেন। তবে আমরা মনে করি তারা যতটুকু দেখেছেন সেটা দিয়েই তারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভয়ানক বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা আর প্রমাণের অবকাশ থাকে না। তারা স্বীকার করেছেন সেটা। কাজেই তাদের যে রিপোর্ট আমাদের রিপোর্টের সঙ্গে একই রকম হবে এটা আশা করছি। আর কেন্দ্রিয় সরকার সেই রিপোর্টকে ভিত্তি করে এগিয়ে আসুন এটাই আমরা চাই।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, আমাদের ত্রিপুরা থেকে যে তিন জন সাংসদ—ইস্পাতমন্ত্রী শ্রী সন্তোষমোহন দেব, শ্রীমতী বিভু কুমারী দেবী এবং শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার রয়েছেন তারা এই টীমে ছিলেন কি-না? এবং বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা নেবার জন্য কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কি-না?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় তিন জন (মিনিষ্টার) পার্লামেন্ট সদস্যের কাছে চিঠি দিয়েছি। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি উনাদের। আমি বলেছি যে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পর আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছি। কেউ যদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় থেকে থাকেন তাহলে উনারা এগিয়ে আসুন। উনারা বলুন। কিন্তু আমরা একটা চিঠি পেয়েছি মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবের কাছ থেকে যে তিনি এ সম্পর্কে দেখছেন। তারপর আর কোন উত্তর পাই নি। এখন পর্য্যন্ত কি অবস্থা করা হয়েছে জানি না। বাকী দুই জন সদস্যের কাছ থেকে এখনও কোন উত্তর পাইনি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— স্যার, আমরা জানি যে জুন মাসে যখন ত্রিপুরায় বন্যার প্রকোপ হয় তখন কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলরাম জাখর এসেছিলেন। কৈলাশহরে তিনি এরিয়া সার্ভে করেন। এবং সেখানে অফিসারদের সংগে উনার বৈঠক হয়। সেখানে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। তাদেরকে বলে গিয়েছিলেন যে তিনি পি, এমের

ভরক থেকে এখানে এসেছেন। এবং দিল্লীতে ফিরে গিয়ে তিনি প্রাইম মিনিষ্টারকে সমস্ত বিষয়টা এডভ ইজ, করবেন। কিন্তু তিনি আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন যে টাকা পয়সার কোন অভাব হবে না। "আপনারা সাহসের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন।" তিনি রাজ্য সরকারের অফিসারদের প্রশংসাও করেছিলেন। তারপর আমরা লক্ষ্য করলাম, কেন্দ্রীয় সরকারের একটা উচ্চ পদস্থ টিমও এখানে এসেছিল। এবং তারা বিস্তারিত সার্ভে করেন। আমরা জানি যে তাঁরা একশ কোটি টাকার উপর ক্ষয় ক্ষতির হিসাব নিয়ে গিয়েছেন। সেখানে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলরাম জাখর বা কেন্দ্রীয় সরকারের সেই টিম কি রিকমেনডেশান করেছেন আমরা সেটা জানতে চাই।

দ্বিতীয়ত, এখানে ন্যাচারেল ক্যালামিটি ফাণ্ড-এ আমরা যেটুকু শুনেছি বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পরে স্টেটের হাতে যে ন্যাচারেল ক্যালামিটি ফাণ্ডে যে টাকা সেটা পান নি। পেয়ে থাকলে কত পেয়েছেন? এবং গত পাঁচ বছরে রাজ্যের মধ্যে তেমন ভয়াবহ কোন ফ্লাড হয় নি। বা ন্যাচারেল ক্যালামিটি হয়নি। সেই পাঁচ বছরে ন্যাচারেল ক্যালামিটি ফাণ্ডে কত টাকা ছিল এবং সেটা কি হয়েছে? এগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে পরিষ্কার করলে ভাল হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, প্রথম প্রশ্নে মাননীয় মন্ত্রী বলরাম জাখর এসে যা দেখে গিয়েছেন, আমরা অফিসারদের কাছ থেকে শুনেছি, মাননীয় পুর্তমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছি যে, তিনি শুধু প্রশংসাই করেন নি, তিনি মোটামুটি একটা আশ্বাসও দিয়ে গিয়েছিলেন যে ভয় পাবেন না। এতো বড় বিধ্বংসী বন্যা যতই ক্ষয় ক্ষতি হোক্ কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশ্চয়ই তার পাশে দাঁড়াতে হবে। সেটা আমরা শুনেছিলাম। তারপর টিম আসল। সেটা আমি আমার স্টেটমেন্টের মধ্যে উল্লেখ করেছি। এটা এখন পর্যান্ত আমরা বুঝতে পারছি না, আজকে ২০শে জুলাই, খুব দুঃখের সংগে বলতে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলতো খুব একটা ছোট নয়। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে বিশেষ ম্যাসেজ দিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন জুন মাসে যে বন্যা সেজন্য আপনি অন্তত ত্রানের জন্য আপনার নিজস্ব তহবিল থেকে সাহায্য দিন। তারপর, মাত্র এক লক্ষ টাকা মৃত্যু হয়েছে যাদের তাদের দেওয়ার জন্য আমরা পেয়েছি।

আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে ১০ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী পাঞ্জাব তিনিও ২ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন বন্যা

ত্রানে সাহায্য করার জন্য। গভর্ণর অব্ রাজস্থান তিনিও ১ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের সভাপতি উনার কাছে আবেদন করার পর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর যে নিজস্ব ত্রান তহবিল সেখান থেকে মাত্র তিনি ১ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন দুর্ভাগ্যজনক। এর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে সমস্ত জিনিষটাকে দেখতে চেষ্টা করেছেন এটা পরিষ্কার, এটা দুর্ভাগ্যজনক। ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষের কাছে দুর্গত জনগণের, এটা কোন দলমতের প্রশ্ন নয়, এটা সব চেয়ে গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন। এত বড় ক্ষয়ক্ষতি, এত বড় বিধংসী বন্যায় যেখানে হাজার হাজার এবং এখনও ঐ উত্তর ত্রিপুরা, শুধু উত্তর ত্রিপুরায় কেন, অন্যান্য এলাকার মধ্যে আমি বলছি কোথায় কোথায় কোন মহকুমাতে কত? এখনও অনেকে ঘর তৈরী করতে পারছে না। স্যার, আমরা যে এসটিমেট করেছি উল্লেখ করেছি প্রায় ২৬ কোটি টাকার মত। কি ভিত্তিতে? যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে নয়। আমাদের যে ম্যানুয়েল সেই ম্যানুয়েলের এটা আমি উল্লেখ করতে চাই। আমাদের ম্যানুয়েলে কি রকম ব্যবস্থা আছে? বাড়ী ঘর যদি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় তাহলে এক হাজার টাকা প্রতি পরিবার। যদি বিশ হাজার টাকায় ঘর হয় সেখানে এক হাজার টাকা পাবে এবং এক লক্ষ টাকার ঘর হয় সেই ঘরও ধ্বংস হলে পরে এক হাজার টাকা পাবে। এটা হচ্ছে ম্যানুয়েল। আবার আংশিক ক্ষতি হলে দুইশ টাকা, হিউম্যান লস পাঁচ টাকা, পেট্রল লস পাঁচ হাজায় টাকা, স্মল আর অ্যানিম্যাল পিগ এবং গট ৫০ টাকা। এই রকম ধরণের যেসমস্ত ম্যানুয়েল-এর হিসাব সেই হিসাবগুলিকে ভিত্তি করে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে আইনের মধ্যে ম্যানুয়েলের মধ্যে যে ভাবে হিসাব করা, কেন্দ্রীয় সরকার-এর কাছ থেকে পেতে পারি ঠিক সেই ভাবে হিসাব করে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থিত করেছি।

হাই পাওয়ার যে টিম এসেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেরিত তাঁরা সমস্ত কিছু দেখে গেছেন। সব দেখে শুনে তাঁরা বিস্মিত হয়েছেন যে একটুও বাড়তি নেই, যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তারও হিসাব নেই। একেবারে নিম্নতম ম্যানুয়েলের মধ্যে যা ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেও রিলিফ দিতে হলে পরে যে ব্যবস্থার দরকার সেই ব্যবস্থাগুলি নিয়েছেন। উত্তরে আপনারা শুনেছেন তাঁরা বলেছেন যে কেলামিটি রিলিফ ফাণ্ড এটার জন্য নাইনথ ফিনান্স কমিশন যেভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং ত্রিপুরার জন্য ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে। সেই তিন কোটি টাকার মধ্যে দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের শেয়ার আর বাকী ৭৫ লক্ষ টাকা হচ্ছে রাজ্যসরকারের শেয়ার। শেয়ার। এই ভাবে তিন কোটি টাকা।

এই টাকার মধ্যে আমাদের বাকি সব করতে হবে। কোন অতিরিক্ত অ্যাসিস্‌টেন্স নয়। তারপর বলেছেন তোমরা খরচ করতে পার সেই খরচ বিভিন্ন যেসমস্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি আছে—কৃষির ক্ষতি হয়েছে, কৃষি দপ্তর থেকে তা করতে হবে। পি, ডাব্লিউ, ডি, ক্ষতি হয়েছে, পি, ডাব্লিউ ডি, দপ্তর থেকে তা করতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের ক্ষতি হয়েছে, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে তা করতে হবে। শিক্ষা দপ্তরের ক্ষতি হয়েছে, শিক্ষা দপ্তর থেকে তা করতে হবে। প্রত্যেক দপ্তর থেকে। সেই টাকা আসবে কোথা থেকে? প্লেনের যে বরাদ্দের টাকা সেখান থেকে কেটে তার মানে উন্নয়নের যে প্রকল্প যে পরিকল্পনা সেটা চলবে না। বরং যেটা চালু আছে উন্নয়নের স্কিমগুলি রানিং স্কিম, সেই রানিং স্কীমে যে খরচ সেই খরচ বরাদ্দ কেটে দেবে। টাকা এই ভাবে খরচ করা যাবে না। এটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত ব্যবস্থা। আমরা তার পরেও আশা করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ করেছেন। আমরা পত্রিকায় দেখেছি, খবর পেয়েছি বিস্তৃত এখনও জানি না। উনি আসার পর আমরা জানতে পারব যে প্রকৃত পক্ষে কেন্দ্রের কাছ থেকে আমাদের কি আসবে। আমি আশা করব দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে এই হাউস থেকেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই আবেদন জানাব যে তুমি ত্রিপুরাকে রক্ষা কর যে সর্বনাশ হয়েছে, যে ধ্বংস হয়েছে সেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সকলে সম্মিলিত ভাবে যে এই টাকা তোমাকে দিতে হবে। এই টাকা আমাদের ভিক্ষা নয়, এই টাকা আমাদের অধিকার, বাঁচার অধিকার, ত্রিপুরাকে রক্ষা করার দাবী। জাতীয় সমস্যা হিসাবে আজকে অনেক কিছু চিন্তা করা হচ্ছে। ত্রিপুরা আমাদের ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এটা আলগা জায়গা নয়। ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষ ভারতবর্ষেরই অঙ্গ। তাদের রক্ষা করার জন্য তুমি দায়িত্ব নাও। এই টাকার ব্যবস্থা কর।

শ্রীকমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব এবং সাংসদ শ্রীসুধীর মজুমদার ও বিভুকুমারী দেবী তাদের তৎপরতার কারণেই এই রাজ্যের কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী বলরাম জাখর এবং পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীমতী সিংহার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের বন্যাকে দেখতে এসেছিলেন। এ ছাড়া ন্যাচারেল ক্যালামেটিস্‌ ফাণ্ড বলে যেটা ধরা আছে। বার বার দেখা গিয়েছে যে এই রকম বিপর্যয় দেখা দিলে তার জন্য সব সময় একটা ফাণ্ড ধরা ছিল না কোন দিন। এটা কেন্দ্রীয় সরকারই ঠিক করল। কয়েক বৎসর আগেও এটা ছিল না। যে এই রকম ধরণের একটা ফাণ্ড ধরা হউক। যেখানে বৎসরের আগেই একটা বাজেটের মধ্যে একটা সংস্থান রাখা হয়েছে যে এই সমস্ত জিনিস

মোকাবেলা করার জন্য। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ন্যাচারেল ক্যালামেটি ফাণ্ডে ৬ কোটি টাকা আছে। গতবারের সোয়া তিন কোটি টাকার খরচ হয়নি। এবারে ৩ কোটি টাকা। তা হলে সোয়া ৬ কোটি টাকা এই ফাণ্ডের মধ্যেই আছে। কাজেই সেই জায়গার মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এখানে প্রায় ৪ কোটি ৪২ ৪২ লক্ষ টাকার মত খরচ করেছেন। আবার পাশাপাশি বলেছেন যে, যাদের ঘরবাড়ী নষ্ট হয়েছে, যাদের গবাদি পশু নষ্ট হয়েছে, যাদের ফসল নষ্ট হয়েছে তাদেরকে কোন সাহায্য দেওয়া হয়নি। তা হলে এই যে ঘটনাগুলি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গেছেন তারা কি আলাপ আলোচনা করেন এবং কত টাকা নিয়ে ফিরেন সেটা এখনো জানেন না, তার আগেই মাননীয় মন্ত্রী কি করে বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে না? এই জিনিসগুলোকে খতিয়ে দেখে এবং এই সমস্ত জিনিস যেগুলিকে দেওয়া হয়নি এই যে ৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার মত খরচ হয়েছে তা হলে তা কোথায় খরচ হয়েছে, কি ভাবে খরচ হয়েছে, কি কাজে ব্যয়িত হয়েছে, এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, প্রথমত তিনজন সাংসদ সদস্য তারা কি করেছে তা আমরা কি করে জানব? একমাত্র সন্তোষমোহন দেব মহাশয় তিনি প্রাপ্তির সংবাদ দিয়েছেন মাত্র। এর বেশী তো আর কিছুই পাইনি। আর বাকী দুইজন তো চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ টুকু পর্যন্ত দেননি। কাজেই তারা কি করেছেন তা কি করে বলব? দ্বিতীয়ত যে ক্যালামিটি রিলিফ ফাণ্ডের কথা বলেছেন, গত ৫ বৎসর জোট সরকার থাকা অবস্থায় ২ কোটি ৪৩ লক্ষ রয়েছে, যেটা তারা খরচ করে যায়নি। এই ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা এখন খরচ হচ্ছে। এটার মধ্যে তো কোন প্রশ্ন নয়। কিন্তু আমরা পেয়েছি মাত্র ৫৬ লক্ষ টাকা এত বড় একটা বিধ্বংশী বন্যা, এতবড় ক্ষয়ক্ষতি তার পরে কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র একটা ইনস্টলমেণ্ট দিয়েছেন তাও আবার কোয়াটারলি মাত্র ৫৬ লক্ষ কয়েক হাজার টাকা। মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব, যে আবেদন আমরা রাখতে যাচ্ছি সেই আবেদনে আপনারাও সাড়া দিন। কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুন এই ৩৬ কোটির মত টাকাটা দিয়ে দেওয়ার জন্য। যেটা আমরা হিসাব নিকাশ করে বলেছি, যেটা কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলও হিসাব করে এই ৩৬ কোটি টাকাটা স্বীকার করেছেন। এই টাকাটা ইনষ্টলমেণ্ট নয়। তা এক কালীন দিয়ে দিতে বলুন যাতে মূল কতগুলি কাজ যেমন রাস্তাঘাট, স্কুল ঘর, যাঁদের বাড়ী ঘর ভেঙ্গে গেছে অন্তত সেই

কাজগুলি যাতে আমরা করে দিতে পারি। এট যে বন্যায় মানুষের মৃত্যু হল, ম্যানুয়েল আছে ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ। সেই টাকা তো আসেনি। ঠিক এই রকম ভাবে আমরা তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমরা এই বাজেটের পর যাদের এখন পর্যন্ত টাকা দিতে পারিনি, যাদের এই বন্যায় মৃত্যু হয়েছে তাদের এই ম্যানুয়েল অনুযায়ী টাকা দিতে হবে। এটা আমাদের অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে আছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা এটা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরাতে তৃতীয় বার বাম ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে পর পর তিন বার বন্যা হয়ে গেছে এবং এই বন্যার ফলে বিভিন্ন এলাকাতে মানুষ বিপর্যস্ত হয়েছে, সেই বিপর্যস্ত মানুষদের উদ্ধারের জন্য আমরা জানি অন্ততঃ ৩০ খানা নৌকা সরকারের হেফাজতে থাকার কথা। জল বেষ্টিত মানুষদের উদ্ধার করার জন্য আমরা এই দুঃসময়ে এক খানা নৌকাও পেলাম না, যা দিয়ে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব। স্থানীয় যুবকেরা এবং সাধারণ মানুষেরা অগত্যা কলার ভেলা তৈরী করে, সেই বিপর্যস্ত মানুষদের উদ্ধার করেছে, সরকারী নৌকার কোন সাহায্যই সেদিন পাওয়া যায়নি। জানি না দুর্গত মানুষদের উদ্ধার করার জন্য সেই সরকারী নৌকার জন্য বরাদ্দকৃত টাকাগুলিও জোট সরকার এসে লোপাট করে দিয়েছে কিনা, অবশ্য এটাও তাদের পক্ষেই সম্ভব। যা হউক, এই ধরণের পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সরকারী নৌকা যাতে তৈরী করা যায়, তার জন্য আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা, দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই রকম কোন তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশটি দিয়েছিলেন, মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় এবং আজই এটির উপর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের একটি বিবৃতি দেওয়ার কথা। মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হলো— "জে, সি, আই, ত্রিপুরায় পাট ক্রয় না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ত্রিপুরার পাট চাষীরা কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত মূল্যে পাট বিক্রয় করার বাঁধা সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।" এখন, আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটির উপর তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় প্রতি বছরই রাজ্য সরকারের

মতামত ও সুপারিশ ভারত সরকার মার্চ এপ্রিল মাসে চেয়ে থাকে এবং পাটের সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে থাকে। তবে গত বছর অর্থাৎ ১৯৯২—৯৩ মরশুমে পাটের সহায়ক মূল্য ঘোষণার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের মতামত ও সুপারিশ ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসেই ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

১৯৯৩—৯৪ মরশুমের জন্য পাট ও মেস্তার সহায়ক মূল্য ঘোষনার জন্য ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের নিকট যে সুপারিশ করেছেন, তা এইরূপ :—

তোষা পাট — ৬২০ টাকা প্রতি কুইন্টাল।

সুতি পাট — ৫৮০ টাকা প্রতি কুইন্টাল।

মেস্তা — ৫২১ টাকা প্রতি কুইন্টাল।

সুপারিশের সময় ইহাও উল্লেখ করা হয়েছিল যে প্রত্যেক গ্রেডের মধ্যে দামের পার্থক্য যেন প্রতি কুইন্টাল ২০ টাকা রাখা হয়।

কিন্তু সর্ব শেষ তথ্য সংগ্রহ করে জানা গেছে যে বর্তমান বছরের জন্য পাটের সহায়ক মূল্য ভারত সরকার এখনও ঘোষনা করেন নি এবং এই ব্যাপারে জে. সি, আই, হেড অফিস থেকে ত্রিপুরার পাট চাষীদের নিকট হতে পাট ক্রয়ের কোন প্রকার নির্দেশ ত্রিপুরায় জে. সি, আই-এর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আসে নি। তবে এই বছরের সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা হবে না বা সহায়ক মূল্যে ত্রিপুরার পাট চাষীদের নিকট থেকে পাট কেনা হবে না এরূপ কোন নির্দেশও ত্রিপুরায় জে, সি, আই-এর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আসে নাই। জে, সি, আইর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমে জানা গেছে জে, সি, আই, মনে করে সাধারণতঃ ত্রিপুরায় সেপ্টেম্বর মাস হতে চাষীদের নিকট হতে সরাসরি পাট ক্রয় করে থাকে এবং অক্টোবর মাসের শেষ ভাগেই পাটের আমদানি বেশী হয় এবং ক্রয়ও বেশী হয়ে থাকে। জে. সি, আই-এর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতে জুলাই মাসের শেষ সহায়ক মূল্য ঘোষণা করলে এবং পাট ক্রয়ের নির্দেশ আসলে জে, সি, আই এর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব অনুমোদিত ৪টি কেন্দ্র যথা ১) আগরতলা, ২) উদয়পুর, ৩) তেলিয়ামুড়া এবং ৪) খোয়াই এছাড়া ৪টি উপকেন্দ্র যথা ১) রানীর বাজার, ২) মোহনপুর, ৩) কল্যাণপুর এবং ৪) বিশ্রামগঞ্জ কেন্দ্র মারফত পাট ক্রয় করতে পারবে। এছাড়াও জে, সি, আইর অনুমোদিত এজেন্ট ত্রিপুরা এ্যাপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি।

ত্রিপুরা এ্যাপেক্স মার্কেটিং সো-অপারেটিভের সহায়তায় প্যাকস্ এবং ল্যাম্পসের মাধ্যমে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাট ক্রয় করতে পারবে। অতি সত্বর পাট ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি নিজে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী বলরাম জাখরের কাছে একটি ডি, ও লেটার গত ১৭/৬/৯৩ ইং তারিখে প্রেরন করেছি।

শ্রীপবিত্র কর :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন সেটা স্থানীয় জে, সি, আই-এর তথ্য অনুযায়ী। একটা জিনিস আমি জানতে চাই যে জে সি, আই-এর রিজিওন্যাল অফিস থেকে একটা রিপোর্ট দিয়েছে যে তারা পাট কিনতে পারবে না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীপবিত্র কর :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি লিখেছেন। ভাল করেছেন। কিন্তু জে, সি, আই রিজিওন্যাল অফিস কলকাতায় তাদেরকে নিয়ে যদি একটা মিটিং করেন এই ত্রিপুরার পাট চাষীদের স্বার্থে যাতে ওরা পাট ক্রয় করার একটা ব্যবস্থা করেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— রাজ্যের পাট চাষীদের স্বার্থে স্থানীয় জে, সি, আই, ইউনিটের সঙ্গে আলোচনা করব। তাদের কি অসুবিধা জানতে চেষ্টা করব এবং কলকাতায় রিজিওনাল অফিসের সঙ্গেও যোগাযোগ করব। এখানে বিরোধী দলে যারা আছেন তাদেরকেও অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে জে, সি, আই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার সময় আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে সমতলে পাট চাষ কম হয়? তারা তরিতরকারী বেশী করছে। যারা জুমিয়া তারাই বেশী পাট চাষ করে। গত বৎসর পাটের দাম ছিল ৩০/৩২ টাকা মণ।

পাট চাষীদের ভবিষ্যত কি হবে? পাটের মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা নেবেন?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— আমরা চেষ্টা করছি জে, সি, আই যাতে পাট ক্রয় করে। গত বৎসর পাটের দাম কি ছিল সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, আমাদের দপ্তরে গত বছর পাটের কি দাম ছিল, কি ভাবে পাট কেনা হয়েছে তার রেকর্ড থাকলেও এক্ষুনি আমার কাছে নেই। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, গত বছর মেস্তা পাট চাষীরা তাদের জমির ফসল পাট, জমিতেই ফেলে রেখে দিয়েছিল। কারণ, পাটের মূল্য খুবই কম ছিল। কোথাও ৩০, কোথাও ৪০, আবার কোথাও ৪৫ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। কৃষকরা পাটের সহায়ক দাম পায়নি বলে বিক্রি করেনি, এ অভিজ্ঞতা আমার নিজের আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, আমরা গত কয়েক বছর যাবৎ লক্ষ্য করেছি জোট সরকার বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জে, সি, আই সহ সরকারী মিটিং করে ল্যাম্পস, প্যাকস, এবং সমবায়ের মাধ্যমে পাট কেনার যে ব্যবস্থা করেছিলেন সেটা নষ্ট করে ফেলেছিলেন। আমরা বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এও দেখেছি, বাজারে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে যেত। কোথাও ল্যাম্পস, কোথাও প্যাকস,, কোথাও সমবায়, আবার কোথাও কোথাও জে. সি, আই, নিজে পাট কিনে নিতেন। কিন্তু গত ৫ বছরের জোট শাসনে কৃষকরা বিপন্ন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, অবিলম্বে সরকার জে, সি, আই-এর সঙ্গে আলোচনায় বসে পাট কেনার বন্দোবস্ত করবেন কিনা?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, আমরা সরকারী পক্ষ থেকে জে, সি. আই. কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব পাট যাতে কেনেন। তবে সরকারের পক্ষ থেকে পাট কেনার কোন ব্যবস্থা নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় কৃষি

দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী সহিদ চৌধুরী উমেশচন্দ্র নাথ এবং সুনীলকুমার চৌধুরী মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"গত পাঁচ বছর যাবৎ রাজ্যের প্রায় সর্বত্র পাওয়ার টিলারগুলো অকেজো হওয়ার ফলে কৃষকদের চাষ বাসের ক্ষেত্রে গভীর সমস্যা সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, গত পাঁচ বৎসরে পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্রগুলোর মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ অকেজো ছিল। যদিও ১৯৯২-৯৩ সালে প্রায় ৩৮ শতাংশ পাওয়ার টিলার অকেজো ছিল।

পাওয়ার টিলারগুলো ফসলের মরশুমে প্রায় সব সময় মাঠে কাজ করতে হয় যার জন্য সব সময়ই কিছু সংখ্যক অকেজো হয়। এছাড়া পাওয়ার টিলারের যন্ত্রাংশ বিক্রয়কেন্দ্র তথা যোগান রাজ্যে কম থাকায় খুব তাড়াতাড়ি মেরামতি করা সম্ভব হয় না।

বর্তমানে রাজ্যে ৮০টি পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্র এবং ৩২টি উপ ভাড়া কেন্দ্র সারা রাজ্যের গ্রামে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃত আছে। ঐ কেন্দ্রগুলোতে বর্তমানে ২৩২টি পাওয়ার টিলার আছে যার মধ্যে ১৭৪টি চাষের কাজে লাগছে এবং বাকী ৫৮টি (২৫ শতাংশ) মেরামতির কাজ করা হচ্ছে।

চাষের কাজে পাওয়ার টিলারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। এ কারণে দপ্তরের মন্ত্রী সহ কারিগরী সংস্থাকে নিয়ে পাওয়ার টিলারের কাজকর্মে রিভিয়্যু করা হয়েছে। অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে অকেজো মেশিনগুলিকে সচল করার জন্য ভ্রাম্যমান মেরামতির দিন ঠিক করা হয়েছে যাহাতে এক মাসের মধ্যে অকেজো মেশিনগুলিকে কাজে লাগানো যায়। গত ৩০,৬,৯৩ ইং তারিখে রিভিয়্যু করার পর আজ পর্যন্ত ৩০টা মেশিন মেরামত করা হয়েছে বাকী ৫৮টা তিন চার সপ্তাহের মধ্যে মেরামতের কাজ করা যাবে বলে আশা করা যায়। এই তথ্য ছাড়াও দপ্তরের আরও ২৮টা পাওয়ার টিলার আছে যেটা আর রিপেয়ার করা যাবে না। এ ছাড়া রাজ্যে বিভিন্ন কো-অপরেটিভ ল্যাম্পস এবং প্যাক্স-এর অধীনে ৩৬৮টা পাওয়ার টিলার আছে। এছাড়া মিনি ওয়াটার সেট প্রজেক্টের কাজের জন্য আরও ৬০টা পাওয়ার টিলার আছে।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— পয়েণ্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে হিসাব দিলেন যে অনেকগুলি পাওয়ার টিলার সচল আছে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হলো সাব্রুমে ১৭টার মধ্যে ১৫টাই হচ্ছে অচল। এটা একটা কারণ আছে, সেখানে মেরামতির ব্যাপারটিই আজগুবি। সাব্রুমে পাওয়ার টিলার খারাপ হলে খবর দিতে হবে উদয়পুরে। উদয়পুর থেকে লোক গিয়ে ডাক্তার যেমন প্রেস্‌ক্রিপশান করে তেমনি প্রেস্‌ক্রিপশান করে দেবেন যে নাট বল্টু নেই। এই নাট বল্টুর জন্য সাব্রুম থেকে আগরতলায় আসতে হবে। আগরতলায় এসে যদি নাট বল্টু পাওয়া যায় তো ভাল কথা, না পেলে আবার ফিরে যেতে হবে। এই যাতায়াতের জন্য ৫০০/৬০০ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এটা কি রকম ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না। গত পাঁচ বৎসর ধরে এই ভাবে চলেছে বলেই এই পাওয়ার টিলারগুলি ঠিক হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখনও বলছেন আরও দুই তিন সপ্তাহ লাগবে। এটা কি মাস? আরও দুই তিন সপ্তাহ পরে চাষের কাজ থাকবে? কাজেই এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে কি ভাবে তাড়াতাড়ি পাওয়ার টিলারগুলি মেরামত করা যায় তার ব্যবস্থা করবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী):— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে সাব্রুম এবং সাতচাঁদ এ কৃষি বিভাগের ১৭টা পাওয়ার টিলার আছে। এগুলির মধ্যে ১৫টা পাওয়ার টিলারই যে অকেজো এই রিপোর্ট আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্য যেটা উল্লেখ করেছেন রিপেয়ার করার ক্ষেত্রে যে অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন এটা সত্যি যে এই অসুবিধাগুলি ছিল। সেই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য দপ্তরের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে একটা মিটিং হয়েছে। সেই মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়েছে এই পাওয়ার টিলারগুলি রিপেয়ার করার জন্য একটা টীম গঠন করা হয়েছে। কোন জায়গায় পাওয়ার টিলার নষ্ট হয়ে গেলে সেই টীমকে খবর দেওয়া হবে এবং টীম সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে পাওয়ার টিলারগুলি রিপেয়ার করবেন। ৫টি টীম গঠন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি এই টীমগুলি ঠিক ভাবে কাজ করবেন। আগে যে প্রসেস্ ছিল সেই প্রসেস্ অনুযায়ী অফিস ফাইল মেনটেইন করতে করতে অনেক সময় চলে যেত এবং তারপর পার্টস কিনে রিপেয়ারের কাজ করতে হত। কিন্তু বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তাতে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— পয়েণ্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ৫টি টীম করা হয়েছে। আমার জানতে ইচ্ছা করছে উদয়পুরের টীম কি সাব্রুম গিয়ে কাজ

করবে। যদি করে তাহলে মেরামতের কাজ হবে না এবং আমার কৃষকদেরও কোন উপকারে আসবে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, সাব্রুম, সাতচাঁদ এবং শান্তির বাজার এই ৩টি জায়গায় ঘুরে ঘুরে এই টীম কাজ করবে। তাদের হেড কোয়ার্টার হবে উদয়পুরে। তাদের সঙ্গে একটা গাড়ী থাকবে। মাননীয় সদস্যকে বলছি উদয়পুর থেকে সাব্রুম যেতে খুব বেশী সময় লাগবে না। আমাদের কাজ করার সুযোগ দিন। সাব্রুম গিয়েও কাজ করতে এই টীম বেশী সময় লাগবে না।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, আমরা দেখেছি ১৯৭২ সাল থেকে ৭৭ইং পর্যান্ত বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় যখন গরু চুরির হিড়িক পড়ে যায় তখন বর্ডার এলাকায় বহু লোকের, গরীব কৃষক যারা বিশেষ করে তাদের হালের গরু চুরি হয়ে যায়। তার পর মুহূর্ত্তে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে ৭৭ ইংরাজীর শেষের দিকে বা ৭৮ ইংরাজীর প্রথম দিকে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়টাতে বামফ্রন্ট সরকারের নিকট অনেক আবেদন নিবেদন সীমান্ত এলাকার মানুষের কাছ থেকে আসে। তারা কি করে হাল ধরবেন বা জমি চাষ করবেন। এই বিধানসভা হলে আমার যতটুকু মনে আছে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আলোচনা হয়েছে সীমান্ত এলাকায় যারা গরীব কৃষক তাদেরকে সাহায্য দেবার জন্য সীমান্ত এলাকায় পাওয়ার টিলারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তার পরবর্ত্তী সময়ে দেখলাম রাজ্যের সব পাওয়ার টিলারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইদানীং আমরা খোঁজ খবর বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে দেখেছি সারা রাজ্যের কথা না বললেও কদমতলা সেক্টর অফিসে আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি সেখানে তারা বলেছেন সবগুলি পাওয়ার টিলার নষ্ট। আমাদের কদমতলা অঞ্চলে বাগান গ্রামে এবং পূর্ব বাগান গ্রামে, উত্তর ফুলবাড়ী গ্রামে এই ৩টি গ্রামে ৩টি ব্যক্তিগত মালিকানায় ৩টি পাওয়ার টিলার আছে। এই পাওয়ার টিলারের মালিক যারা তারা অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য কৃষকের জমি চাষ করেন। এই অতিরিক্ত ভাড়া, সরকারী ভাড়া কত তাও ঠিক আমার জানা নেই, আমি জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কি পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান করছেন ? একেবারে গরু চুরি থেকে আরম্ভ করে এটা তো হয়না।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— আমি জানতে চাই ভাড়া কত ?

মাননীয় স্পীকার :— হ্যাঁ, এটা বলতে পারেন।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— এছাড়া কদমলা সেক্টর অফিসে যেগুলি আছে সবটাই কি নষ্ট সেটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পানিসাগর এস, এর আণ্ডারে কদমতলায় আমাদের একটা পাওয়ার টিলার হায়ারিং সেন্টার আছে। সেখানে ২টা মেশিন আছে। ২টা পাওয়ার টিলার আছে। তবে সে দুইটাই যে নষ্ট হয়ে আছে সে খবর মাননীয় সদস্য যখন বললেন নিশ্চয়ই ঠিক হবে তা আমি খোঁজ করে দেখব যাতে অতি সত্বর সারিয়ে সেটাকে মেরামত করে কাজে লাগানো যায়। সেই চেষ্টা আমি করছি। স্যার, আর উনি ভাড়ার কথা বলেছেন। ভাড়া আমাদের একটা কেন্দ্র তার ৫ কিলোমিটার এরিয়া নিয়ে সাধারণতঃ এই কেন্দ্রগুলি খোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির যতটা দূরত্ব তার উপর নির্ভর করে। কেন্দ্র থেকে জায়গাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আড়াই টাকা চার্য করা হয়। এটার উপর প্রতি ঘণ্টায় ভাড়া হবে ২৫ টাকা।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, যে কৃষি দপ্তরের প্রায় জায়গাতেই হায়ারিং সেন্টার আছে। এক একটা এস, এর আণ্ডারে ২-৩টা করে হায়ারিং সেন্টার অনেক জায়গাতেই আছে। মাননীয় মন্ত্রী হায়ারিং সেন্টারগুলিতে মেকানিক্স কোথাও কোথাও আছে কোথাও কোথাও নেই, এই হায়ারিং সেন্টারগুলিতে মেকানিক্স নিয়োগ করে এবং এই হায়ারিং সেন্টারগুলিতে যন্ত্রাংশ রেখে পাওয়ার টিলারগুলি যাতে তাড়াতাড়ি সারাই করা যায় তার ব্যবস্থার কথা চিন্তাভাবনা বা পদক্ষেপ নেবেন কিনা?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই ক্ষমতা নেই যে প্রত্যেকটা পাওয়ার টিলার কেন্দ্র, সেন্টারে সেখানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ রেখে সঙ্গে সঙ্গে মেকানিক্স দিয়ে কাজ করার মত সেরকম আমাদের স্পেয়ার পার্টস-এর ব্যবস্থা নেই, সেইরকম ক্ষমতাও আমাদের নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মন্ত্রী পাওয়ার টিলার সম্পর্কে যা বললেন সর্বত্রই আমার খোয়াইতেও এই অবস্থা। তবে উনি আর

একটা জিনিস উল্লেখ করেছিলেন যে সব্জি উৎপাদন কেন্দ্রের ব্যাপারে, এই প্রত্যেকটা সবজি উৎপাদন কেন্দ্র এই পাওয়ার টিলার চাষের অন্তর্গত আছে। সজ্জি উৎপাদন কেন্দ্র-গুলি কোথায় কোথায় আছে এবং সেখানে কি কি সজ্জি উৎপাদন হয় সেটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নটা এটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না। সবজি কোথায় উৎপাদন হয়, সেটা ত পাওয়ার টিলারের সাথে যুক্ত না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন উপজাতি এলাকায়, উপজাতিদের সজ্জি চাষের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্যের ৩২টি জায়গায় এই সজ্জি উৎপাদন কেন্দ্র করা হয়েছিল। তবে ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় তার নাম বলতে পারবেনা। সেখানে চাষ করার জন্য ৬০টা পাওয়ার টিলার আছে। সেখানে ৬০টা পাওয়ার টিলার বিনা পয়সাতেই সেখানে চাষবাস করছে।

শ্রীসহিদ চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাই পাওয়ার টিলারগুলির এই অবস্থা কেন ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য আমার কাছে যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা পরিস্কার না উনি কোন্ অবস্থার কথা জানতে চাইছিলেন ?

শ্রীসহিদ চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাই গত পাঁচ বছরে এই পাওয়ার টিলারগুলির এই যে অবস্থা তাতে শতকরা ৯৫ টাই অকেজো হয়ে আছে। পূর্ববর্তী সময়ে শতকরা ৯৫ টাই চালু ছিল পাঁচ বছরে এগুলি সব অকেজো হওয়ার কারণটা কি আমি জানতে চাইছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন সময়ের শতকরা ৯৫ টা নষ্ট আছে, না ঠিক আছে সেই তথ্য আমার কাছে নেই। আমার কাছে যে তথ্য আছে তা হলো. ২৩ শতাংশ এবং ৩৮ শতাংশ গত পাঁচ বছরের বিভিন্ন সময়ে নষ্ট ছিল এই তথ্য

আমার কাছে আছে। আর আমি বলেছি যেগুলি আমরা ভাড়া দিচ্ছি ৮০ টি ভাড়া কেন্দ্র তার মধ্যে ২৩২ টি পাওয়ার টিলার আছে। তার মধ্যে ১৭৮ টি চাষের কাজে লাগছে, ৫৮টি খারাপ আছে। এখানে মাননীয় সদস্যরা যেখান থেকে প্রশ্ন করেছেন এমনও হতে পারে অন্য জায়গায় চালু আছে, আপনারা যেখান থেকে প্রশ্ন করছেন সেখানে হয়তো অকেজো হতে পারে। নতুবা ১৭৮টা চালু আছে বিভিন্ন জায়গায়।

শ্রী বিধুভূষন মালাকার (পাবিয়া ছড়া) :— স্যার, কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে সরকার আরও নতুন পাওয়ার টিলার সংগ্রহ করার কোন সিদ্ধান্ত আছে কি না; দ্বিতীয়তঃ হলো, ট্রাইবেলদের চাষ করার জন্য যে ৬০টা পাওয়ার টিলার আছে সেগুলি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এটা খোঁজ নিয়ে জানাবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এবারকার প্ল্যানে বাজেটে যেটা বেরিয়েছে তাতে নতুন পাওয়ার টিলার কেনার কোন প্রভিশন নেই। কিন্তু এই হেডে নতুন গাড়ী কেনার টাকা আছে। মিনিট্রাক্টর কিনারও টাকা আছে। আমরা যদি পারি কৃষকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই গাড়ী ও মিনি ট্রাকটার না কিনে আরও ট্রাকটার কিনে বিভিন্ন হায়ারিং সেন্টারকে আরও শক্তিশালী করা যায় কিনা সেই চেষ্টা আমরা করব। আগেও সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্ভবত এই সিদ্ধান্ত এর আগেও বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে হয়েছে। একটা হায়ারিং সেন্টারে তার ইউনিট হবে ৪টা, তিনটা কাজ করবে, একটা কোন জায়গায় নষ্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লেস করার জন্য থাকবে। এভাবে চারটা ইউনিট করে হয়েছিল। তাহলে কেন্দ্র আছে আমাদের ৮০ টা তাতে চারটা করে দিতে গেলে ৩২০টা লাগে। আমাদের ভাড়া কেন্দ্রে এখন আছে ২৩২টা। এখন মাননীয় সদস্য আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন যে বিভিন্ন ভেজিটেবল পকেটে ৬০টা মেশিন যে আছে সেটা কি অবস্থায় আছে। এই ভেজিটেবল পকেটে যারা কাজ করেন তারা আমাদের এই ইঞ্জিনীয়ারিং সেলের একটু বাইরে তারা। এমনও হতে পারে যে সেগুলি, আসলে আমি সেটা খোঁজ না নিয়ে কিছু এখানে বলতে পারছি না। তবে এই মেশিনগুলি নতুন। আমাদের হায়ারিং সেন্টারে যে মেশিনগুলি আছে সেগুলি এগুলির চাইতে অনেক বেশী নতুন। তবে সেই মেশিনগুলি নতুন এবং ভাল। থাকার কথা। এবং এই মেশিনগুলি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ত্রুরবিনমরশুমো খারিফ

মরসুমে সেগুলি বসানো হয়। আর আমি চেষ্টা করব যাতে চাষের মরশুমে মেসিনগুলি বিভিন্ন সেন্টারে বসিয়ে রবি এবং খারিফ মরশুমের চাষকে আরো ষ্ট্রেংথ করা যায়। সেই চেষ্টা করব।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার গ্রামীণ কৃষকদের সুবিধার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন ফার্মস্ সেন্টারগুলিতে কিছু পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছিল। এবং সেই পাওয়ার টিলারগুলি বিভিন্ন জায়গায় বেআইনীভাবে জোট সরকারের আমলে ফার্মারস কো-অপারেটিভস্-এর প্রেসিডেন্টরা বিক্রি করে দিয়েছেন। এই রকম একটি সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে উদয়পুরের মাতারবাড়ী ফার্মারস্ কো-অপারেটিভের তৎকালীন চেয়ারম্যান ভবেশ দাস বেআইনীভাবে দুইটি পাওয়ার টিলার বিক্রি করে দেন। এবং তারজন্যে দপ্তর তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং এই ভবেশ দাস এজন্য ১৫-২০ দিন জেলে কাটান এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্য যেখানে বলছেন যে এই পাওয়ারটিলার বিক্রি করার অপরাধে দপ্তর তার বিরুদ্ধে পলিসি অ্যাক্সান নিয়েছিল সেটা দপ্তর ঠিকই করেছিল।

আর আমি আগেই বলেছি যে আমাদের বিভিন্ন ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ ও ফার্মারস্ কো-অপারেটিভস্গুলির হাতে এখন ৩৬৮টি পাওয়ার টিলার আছে। সেগুলি যদি যেভাবে সচল থাকার কথা সেভাবে না থাকে তাহলে পরে অব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে, এবং হচ্ছেও তাই। কিন্তু এই ব্যাপারে কৃষি দপ্তর থেকে কিছুই করার নেই। কারণ এই মেসিনগুলি প্রকৃত পক্ষে ল্যাম্পস, প্যাকস্ এবং ফার্মারস্ কো-অপারেটিভগুলি অপারেশন করবার অধিকারী। এই ব্যাপারে কৃষি দপ্তরের কোন হাত নেই। কারণ এই মেসিনগুলি কো-অপারেটিভগুলি নিজেরা টাকা সংগ্রহ করে কেনে। আর কৃষি দপ্তর থেকে একটি সামান্য অংশমাত্র সাবসিডি হিসেবে দিয়ে থাকি। যেমন একটি পাওয়ার টিলার কিনতে হলে এর দাম পড়ে প্রায় ৬৫০০০। টাকা কৃষি দপ্তর থেকে সাবসিডি হিসেবে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়ে থাকি। বাকি টাকা কোঅপারেটিভ গুলি সংগ্রহ করে থাকে। কাজেই তারাই এগুলির প্রকৃত মালিক।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিকল পাওয়ার টিলারগুলি মেরামতির কাজ করবেন। কিন্তু আমরা জানতে চাই যে, এই পাওয়ার টিলারগুলির সারাইয়ের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রাংশ দরকার সে সমস্ত যন্ত্রাংশগুলি সরকার নিজে উদ্যোগী হয়ে এনে মেরামতি করবেন কি না? আর যে কচ্ছপ গতিতে এই মেসিনগুলি মেরামতি করার জন্য এগিয়ে আসা হয়েছে তাতে কোন কাজ হবে না। কাজেই আমি মনে করি যে সেই মেরামতির কাজ বিদ্যুৎগতিতে করানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিদ্যুৎ গতিতে কাজ করার হবে। কিন্তু এখানে যে ব্যবস্থাটা সেটা হচ্ছে এই পাওয়ারগুলির সাপ্লাই করে থাকে ত্রিপুরার হর্টিকালচার করপোরেশন। কেরেলার একটি পাওয়ার টিলার উৎপাদনকারী কোম্পানী আছে সেটি গভার্ণমেন্ট আণ্ডারটেকিংস। সেই কোম্পানীটির নাম হচ্ছে কোবোটা। আমাদের হর্টিকালচার করপোরেশন সেই কোম্পানী থেকে এই পাওয়ার টিলারের যন্ত্রাংশগুলি আমদানি করে থাকে এবং সেখানে থেকেই যন্ত্রাংশগুলি ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় কৃষকদের কাছে পাঠানো হয়। এবং সেই যন্ত্রাংশ থেকে আমাদের রাজ্যে কৃষকদের সাবসিডি দেওয়ার যে আউটলেট আছে সেটার সংখ্যা ও খুব কম নয়। আমার কাছে যে তথ্য, ১৯৭৯-৮০ইং থেকে ১৯৯৩ইং পর্যান্ত তাতে দেখা যায় যে ৫৪৮ টি পাওয়ার টীলার আছে রাজ্যে। কৃষকরা সেটা ভাড়া খাটান এবং নিজেরাও চাষাবাদ করেন। সেই যন্ত্রাংশ আমরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন থেকে সাপ্লাই করি। স্যার ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত পাওয়ার টীলারের মেরামতের জন্য হর্টিকালচারের যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয় সেটার যোগান হর্টিকালচার কর্পোরেশানের নেই। সেই তহবিল আমাদের সরকারের নেই। সে জনাই আমরা দিতে পারছি না। এটাও ঠিক যে গত কয়েক বছর ধরে হর্টিকর্পোরেশান থেকে যেসমস্ত যন্ত্রপাতি নেওয়া হয়েছে, সেই যন্ত্রাংশের দেনা-পাওয়া কিছুটা রয়েছে। সবটা পরিস্কার করা হয় নি। এই সবও কিছু অসুবিধা আছে স্যার।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান আছে।

মিঃ স্পীকার :— অনেকগুলি হয়ে গিয়েছে। পাওয়ার টিলারের প্রতিটা পার্টসের ব্যাখ্যা হয়ে গিয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্যার, এই জন্য আমরা এখানে যে তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিবেশন করলেন, যে ৬০টা পাওয়ার টীলার এবং সজ্জি পকেটে ৬০টি পাওয়ার টিলার খাটছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, তিনি আরোও বলেছেন যে এগুলি খুবই নূতন এবং কাজের উপযোগী অথচ কোথায় সেগুলি রয়েছে সেটা তিনি ঠিকভাবে জানেন না। আমরা যতটুকু জানি স্যার, জোট আমলে যিনি কৃষি মন্ত্রী ছিলেন নগেন্দ্র জমাতিয়া, আমরা দেখেছি যে তাঁর দলীয় লোকদেরকে পুণর্বাসন দেওয়ার জন্য এবং বিশেষ করে সেই মন্ত্রীরা, বিধায়করা এবং চেয়ারম্যানরা এই সমস্ত সরকারী সম্পদ ব্যবহার করেছেন। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার অনুরোধ যেহেতু পাওয়ার টীলারগুলি নুতন অবস্থায় আছে সেহেতু তদন্ত করে ব্যাপারটা দেখবেন কিনা এবং দপ্তরে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন কি না ?

বুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, আগের যিনি মন্ত্রী ছিলেন, তিনি তাঁর দলের লোকদের জন্য এটা করেছেন সেটা আমাদের বিচার্য্য বিষয় না। আমাদের বিচার যেটা হবে যে এই মেসিনগুলি চাষের কাজে লাগছে কিনা ? সেই চাষীরা যুব সমিতির সমর্থকও হতে পারে, কংগ্রেসের সমর্থকও হতে পারে বা সি, পি, এমের সমর্থক হতে পারে। সে যাই হোক, যদি দেখি সত্যই মেসিনগুলি চাষের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না তাহলে আমরা সেগুলি তুলে এনে অন্য জায়গায় চাষের কাজে ব্যবহার করব। যদি দেখা যায় সেখানে মেশিনগুলি চাষেরব কাজে লাগছে তাহলে সেই মেশিনগুলি সেখানেই থাকবে।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— স্যার, পাওয়ার টিলার সাবসিডিতে দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে, সেক্ষেত্রে সাবসিডি দেওয়ার পরও আমরা দেখি যে এক একটা পাওয়ার টীলারের মূল্য পড়ে ৫০ হাজার টাকার মত। আমাদের রাজ্যে সাধারণ কৃষকদের ৫০ হাজার টাকা দিয়ে একটা পাওয়ার টীলার কেনার ক্ষমতা হয়তো নেই। সে ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ঋণ বা অন্য কোন ভাবে কৃষকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করে এই পাওয়ার টীলার কৃষকদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এই স্কীম আগে থেকেই চালু আছে। তবে রাজ্যে কৃষকরা চান, এই ৫৪৮টা পাওয়ার টীলার তারা কিনেছেন সব পাওয়ার টিলার শুধু

মাত্র ব্যাংকের সহায়তায় কিনেছেন তা নয়। কৃষকদের একটা অংশ, যাদের সামর্থ্য রয়েছে নিজেদের টাকায় কিনেছেন। আর একটা অংশ সাবসিডিতে। এখন একটা পাওয়ার টিলারের দাম পড়বে ৬৭ হাজারের মতো। সেখানে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা সাবসিডি পাবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই স্কীম আগে থেকে চালু আছে। রাজ্যের কৃষকরা এই যে ৫৪৮টা পাওয়ার টিলার কিনেছেন সব পাওয়ার টিলার ব্যাংকের সহায়তায় কিনেছে তা নয়। এর একটা অংশ যাদের সামর্থ্য আছে তারা নিজেদের টাকায় কিনেছেন। আর একটা অংশ ভর্তুকি নিয়েছে। এখন সেই পাওয়ার টিলারের দাম পরছে প্রায় ৬৭ হাজারের মত। সেখানে প্রায় ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা সাবসিডি হবে। বাকি যে টাকাটা সেই টাকাটা ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক নার্বাড থেকে একটা ঋণ একটা প্রকল্প পেয়ে থাকেন। নার্বাডের তহবিল ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে এখানে কৃষকেরা কিনতে পারেন। এবং বেশীর ভাগ এই পাওয়ার টিলার নার্বাডের টাকা থেকে ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংকে আমাদের রাজ্যের কৃষকরা কিনছে।

শ্রীজেনপ্রসাদ মালসই :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, লংগাইভ্যালী এলাকায় এখানে খেদাছড়া, মনাছড়া, বাদুড়পাড়া এবং পাগলছড়া কতগুলি পঞ্চায়েত এলাকা দিয়ে পাঁচ শতাধিক কৃষক সেখানে আছেন। সেখান থেকে সমস্ত হালের গরু চুরি হয়ে যায়। যার মধ্য দিয়ে সেখানে তারা গরু পালন করার মত সেই হালের গরু পালন করার মত সেই সুযোগ তাদের নেই। সেই সব এলাকার মধ্যে সমস্ত আপনি জানেন তাদের পক্ষে টাকা পয়সা খরচ করে চাষবাস করা সম্ভব নয়। সেই এলাকাগুলি প্রায়রিটি এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করে সেই সব এলাকার মধ্যে পাওয়ার টিলার বিনামূল্যে বন্টন করে সেই চাষীদের সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, চাষীদের বিনামূল্যে এই পাওয়ার টিলার দিয়ে চাষ করানোর ব্যবস্থা একমাত্র উপজাতি কৃষকদের ক্ষেত্রে সব্জী চাষের পর সীড যদি করা যায় সেটা হলে আছে।

এছাড়া এখানে নূতন প্রশ্ন যেটা করা হয়েছে, তাড়া তাড়ি তাঁদের এক পাওয়ার টিলার মাননীয়

সদস্য যে এলাকার কথা বলেছেন সংগ্রাম জ্যানী সেই খেদাছড়া, মনাছড়া, এই সব এলাকায় এখনও আমাদের কোন কেন্দ্র নেই। সেখানে কেন্দ্র খোলা যায় কিনা আগামী দিনে সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ এ্যাড্ভাইজারী কমিটির ২য় রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"। বর্তমান অধিবেশনের ২০শে জুলাই, ১৯৯৩ইং হইতে ২৭শে জুলাই মঙ্গলবার পর্যান্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস্ এ্যাড্ভাইজারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন সেই ২য় রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ২০শে জুলাই মঙ্গলবার ১৯৯৩ইং হইতে ২৭শে জুলাই মঙ্গলবার, ১৯৯৩ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস্ এ্যাড্ভাইজারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন এক ২য় রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন ২য় রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস্ এ্যাড্ভাইজারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা এক মত"।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হল :— "বিজনেস্ এ্যাড্ভাইজারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত"। যারা এই মোশানের পক্ষে আছেন তাঁরা "হ্যাঁ" বলবেন, যারা এই মোশানের বিপক্ষে আছেন তাঁরা "না" বলবেন, আমি মনে করি যারা "হ্যাঁ" বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাজেই রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, The Tripura Appropritation Bill, 1993 (Tripura Bill No. 5 of 1993). এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, I beg to move before the House, that the Tripura Appropriatiton Bill, 1993 (Tripura Bill No.6 of 1993) be taken into consideration

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো. মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কতৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি । আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি ।

প্রস্তাবটি হলো :—The Tripura Appropriatation Bill, 1993 (Tripura Bill No 6 of 1993). বিবেচনা করা হউক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা' না বলবেন, আমি মনে করি যারা হ্যাঁ বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ (প্রস্তাবটি সভা কতৃ'ক গৃহিত হয়।)

মিঃ স্পিকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং, ২নং, এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক। (অতএব, ধ্বনি ভোটে বিলের উক্ত ধারা গুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল) আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডিউলড) এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

(অতএব, ধ্বনি ভোটে উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউলড) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)। এখন সভার সামনে, প্রশ্ন হলো— বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ রূপে গন্য করা হউক।

অতএব, ধ্বনি ভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "The Tripura Appropriation Bill, 1993 (Tripura Bill No. 6 of 1993)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Appropriation Bill. 1993 (Tripura Bill No. 6 of 1993)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইন-চার্জ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Appropriation Bill, 1993 (Tripura Bill No. 6 of 1993)" পাশ করা হউক।

অতএব, ধনি ভোটে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, The Tripura Commission for Women Bill, 1993 (Tripura Bill No.7 of 1993)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Commission for Women Bill 1993 (Tripura Bill, no. 7 of 1993") বিবেচনা করা হউক।

DISCUSSION ON THE TRIPURA COMMISSION FOR WOMEN BILL-1993

মিঃ স্পীকার :— এখন, এই বিলের উপর যারা যারা আলোচনা করতে চান, তাদের নাম আমাকে দিন এবং আলোচনা শুরু করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— স্যার, আমি জানতে চাইছি এই আলোচনা করার জন্য কতটুকু সময় পাওয়া যাবে?

মিঃ স্পিকার :— হ্যাঁ, সময় আপনারা যথেষ্ট পাবেন, যতটুকু সময় চান, ততটুকু সময় দেওয়া হবে ?

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— তাহলে আমি পরেও আলোচনা করবো, স্যার।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আলোচনা শুরু করতে পারেন।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে ত্রিপুরাতে কমিশন ফর ওমেন্স বিল, ১৯৯৩ চালু করার জন্য এই হাউসে এসেছে, তা এই বিধানসভার ইতিহাসে একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার হয়ে থাকবে। এই রাজ্যে গত কয়েক বছর যাবত কমিশন ফর উইমেন্স বিল এনে, তা গঠন করার জন্য বিভিন্ন নারী সংগঠন বিভিন্ন আবেদন, নিবেদন এবং আন্দোলন করে আসছেন। সারা ভারতে নারিদের অধিকার, নারীদের সুযোগ সুবিধা আদায় করার জন্য এই সমাজের কাছে, এই দেশের মানুষ হিসাবে, এই দেশের নাগরিক হিসাবে অনেক ব্যাপক আন্দোলন হয়েছে এবং নারীদের উপর দীর্ঘদিন ধরে যে অত্যাচার, অবিচার চলে আসছে, তার প্রতিবাদে তারা সংগ্রাম করেছিলেন যার ফল সরূপ ১৯৯০ সালে ন্যাশন্যাল কমিশন ফর ওমেন্স গঠিত হয়েছে এবং সেই কমিশন থেকেই বলা হয়েছে যে প্রত্যেক রাজ্যেই এই ধরনের কমিশন গঠন করতে হবে। তারপর ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয়েছে এবং আমরা আজকে সেই কমিশন গঠন করতে চলেছি।

মিঃ স্পীকার, স্যার এই নারীদের সম্পর্কে আমাদের সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম দিকে বলা হয়েছে নারী। এনগেলস তার অরিজিন অব ফেমিলী অ্যান্ড প্রাইভেট পার্টিতে বলেছেন সমাজে প্রথম বিভাজনটা হয়েছে নারী এবং পুরুষদের মধ্যে। প্রথমে যে শ্রেণী বিভাগ অথবা শ্রেণী অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে, তা হয়েছেন নারী পুরুষদের বৈবাহিক জীবনে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে। সম্পত্তির অধিকার কার হবে, নারীর না পুরুষের, আর তখন সমাজ ব্যবস্থায় সম্পত্তি ধরা হয়েছে সন্তানকে। তার আগে যে সমাজ ব্যবস্থা ছিল, তা ছিল, মাতৃতান্ত্রিক, তা ছিল কল্যাণময়ী। কিন্তু তারপর গোত্র বিভাজনের মধ্য দিয়ে যে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে, তাতেই পরিবারী বিভাজনের সূচনা বলা যায় এবং সেই পরিবারে উৎপাদিত সম্পত্তি অথবা উদবৃত্ত সম্পত্তির অধিকার কার থাকবে, তার মধ্যে নারী পুরুষের বিবাদ শুরু হয়ে যায়। মাতৃতান্ত্রিক [illegible] পরিবারের শীর্ষে, নারীর নামেই ছিল, তার পরিচিতি। তারপর [illegible] পুরুষ [illegible]

বেশী শ্রম করি কাজেই সম্পত্তির মালিক আমাকেই হতে হবে, তারপরেই সমাজ থেকে নারীর স্থান পুরুষদের দখলে চলে যায়, তারা গায়ের জোরে তার স্বাস্থ্যের জোরে। আর সেই থেকেই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ কাঠামো তৈরী হয়। সেখানে নারীকে কখনও বলা হয়েছে নরকের দ্বার, কখনও বলা হয়েছে দাসী, শূদ্রাণী। সে যুগগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে ভারতবর্ষের বৈদিক যুগে সন্তান কামনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এই নারীর গর্ভে দশজন পুত্র সন্তানের জন্ম হউক। দশজন পুত্র সন্তান এবং স্বামী এই ১১ জন নিয়ে হবে পরিবার। কন্যা সন্তান কামনা করা হয়নি। ঋকবেদে বলা হয়েছে; সন্তানের প্রার্থনা করে বলা হয়েছে যে সন্তানবতী হও, সন্তান প্রাপ্তিতে। সেখানে বলা হয়েছে যে পুত্র সম্পত্তি লাভ করবে। আর কন্যা সে যাবে পর গৃহে। পিতৃ তান্ত্রিক সোসাইটির মধ্যে পুত্র সন্তান কামনা হতো। গ্রীসে, রুমে সেখানে দেখছি যে নারীকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বনচিত করে রাখা হয়েছে। গ্রীসে মিশরে সম্পত্তির মালিক সেখানে পিতা পুত্ররা কিন্তু নারী সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং সেখানে দেখছি পুরুষরা দাস দাসী এবং সম্পত্তির চির মালিক। আমাদের সভ্যতার প্রথম দিকে নারীকে দেখছি অপমানিতা এবং ইতিহাসে তাদের করুন কাহিনী। আমাদের ইতিহাসে প্রথমে যিনি বনচিত হয়েছেন তিনি নারী এবং উচ্চাসন থেকে পুরুষ তাকে সরিয়ে দিয়েছে। নারীর জীবনে বার বার নানা রকম দুঃসহ অবস্থা নেমে এসেছে। এই রেফারেন্সে আড়াই হাজার তিন হাজার বছর আগে নারীর কি স্বাধীনতা ছিল? শিশুকন্যা কুমারী অবস্থায় পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনে তার স্বামীর অধীনে এবং যখন বৃদ্ধ হবে তখন পুত্রের অধীনে। তার কোন স্বাধীনতা নেই। এভাবে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীকে পরাধীন করে দিয়েছে। ত্রেতা যুগে এদের কোন মন্তব্যের অধিকার ছিল না, বিদ্যা শিক্ষার অধিকার ছিল না। মাঝে মাঝে দুই এক জন নারীর কাহিনী পাওয়া যায়। ওরা কিছু কিছু পড়াশুনা করেছে, এই হল ইতিহাস। বাকী সবই করুন ইতিহাস। এদের জন্য বাল্য বিবাহ, সতীদাহ প্রথা, এর অর্থ হলো তারা যাতে সম্পত্তির অধিকার না পায় সেইজন্য সতীদাহ। সেই জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর পুরুষ শাসিত সমাজ তার বিরুদ্ধে সতীদাহ প্রথা চালু করেছিল। স্যার, সতীদাহ প্রথার কারণ, যদি নারী দাবী করে বসে, "সম্পত্তিতে আমার অধিকার আছে". সে জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় তার জন্য বিধান হয়েছে, "সতীদাহ প্রথা।" উত্তর প্রদেশে সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে আছে, এ আমাদের গৌরব। বলেছে বি, জে, পি। নারী তাঁর জীবন্ত অবস্থায় স্বামীর সাথে সম্মানে আত্ম বিসর্জন দিচ্ছে একে বলা হচ্ছে, "হামারে গৌরব" ইংরেজরা এ দেশে এসে যেমন ভারতবর্ষকে

পরাধীন করেছিলেন, ঠিক তেমনি আবার কতকগুলি সংস্কারও যুক্ত করেছেন। স্যার, আমি একটু হিস্ট্রীর দিকে যাচ্ছি'। ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা রদ করেন ব্যান্টিক সাহেব। এবং তখনকার পজিশান নিয়ে ডিরোজিও সাহেবের কবিতা আছে। তিনি ব্যান্টিক সাহেবকে হেসে বলছেন,—

"শুকসারী এসে
দিনের দুয়ারে করাঘাত করে ডাকে,
ভারত বর্ষে সূর্যোদয়ের এখনো কি দেরী আছে।"

কিন্তু তার আগে যে, on the evaluation of the sati ১৯২৯ সালে তাঁর কবিতায় তিনি বলেছেন,

'বঁধুরা এখনও কুমারী থাকে
তবুও বঁধু হয়।

বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু তারা কুমারী থাকেন। কারো বয়স ৩ না হয় বা ৭।

"ভয়াল সভার যাজকেরা গায়,
ভয়ংকরের গান।
উন্মাদ রবে তীব্র নিনাদে কাঁসর ঘন্টা বাজে,
অবিরাম ঢাকে মায়েরা করুণ নয়ন মেলে দিয়ে
কচি হাত গুলি এইত এখনও কণ্ঠ জড়ায়ে ছিল,
চিতা সজ্জায় উঠবার আগে।
করুণ সাধের জ্বালা দানবীর অনলে
লেলিহান হয়ে নরকের শিখা জ্বলে।"

সতীদাহ প্রথার উপর ডিরোজিও'র কবিতা। কাজেই আমাদের দেশের সাহিত্যিক, কবিদের কি ভাবে ইমপ্রেস করেছে, কিভাবে আক্রান্ত করেছে।

বিদ্যাসাগর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে, বিধবা বিবাহ দিতে আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি যেভাবে আঘাত পেয়েছেন এই কুলীনকুল সর্বস্ব কাছ থেকে। মেয়েদের দুর্দশার কথা ভেবে, বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি উচিত না, সতীদাহ প্রথা থাকবে কি থাকবে না এ নিয়ে চিন্তা।

হায় কি পরিতাপের বিষয়, যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া নাই,
ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, সদ্ বিবেচনা নাই,
কেবল মৌখিক প্রথাই, প্রধান কর্ম, পরম ধর্ম। আর যেন
সে দেশে অবলা জাতি জন্ম গ্রহণ না করে"।

আজকে সাইন্টিফিক ওয়েতে, মাতৃ ভ্রূণে কন্যা সন্তানের মৃত্যু ঘটে। সাইন্টিফিক ওয়েতে আগেই জেনে নেওয়া যায়, মাতৃ গর্ভের সন্তান, শিশু কন্যা না বালক। এ ভাবে শিশু কন্যাদের বিনষ্ট করা হচ্ছে।

আর, আজও বিবাহ, পণ প্রথা সতীদাহ রয়েছে। ঐ যে "রূপ কানোয়ার" রাজস্থানের মন্ত্রী তার গুণ গান করেন। বলা হয়েছে, রূপ কানোয়ার, নিজের ইচ্ছায় সতী হয়েছেন। স্বামীর চিতায় উঠেছেন। কিন্তু তা নয়। তাকে বেধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ম্যাকসমুলার একটি অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, সেই ঋক বেদকে লক্ষ্য করে। ঋক্ বেদের বিভিন্ন সূত্রে— সেই দশম মণ্ডলের ১৮ অধ্যায়ের ৭ম এবং ৮ম শ্লোকে আছে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের প্রতি আবেদন'। ঋক্ বেদে কোন সতীদাহ প্রথা নেই। এখানে বাঙ্গানুবাদ হল :—

যে সকল নারীর বৈধব্য দুঃখ, স্বামীর মৃত্যুর পর এইসব নারীদের বৈধব্য দুঃখ অনুধাবন করে মনোগত পতি লাভ করে অঞ্জন ঘৃতের সাথে গৃহ লাভ করুন। স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, "আবার গৃহে ফিরে যাও। এ সকল বঁধু অশ্রুপাত না করে, রোগে কাতর না হয়ে, উত্তম রত্ন ধারণ করে সর্বাগ্রে গৃহে আসুন। তুমি অলংকার পরে গৃহে ফিরে যাও। আবার তুমি জীবনের অধিকারী হও। হে নারী সংসারের দিকে ফিরে চল। গাত্রত্থান কর। তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ সে গতায়ু হয়েছে। এই হচ্ছে ঋক বেদের মূল কথা। সর্বশেষে আছে অরূহন্তু জনয়ঃ জনিং অগ্রে। আমাদের পণ্ডিতেরা, কুলানেরা, পুরোহিতরা এই "অগ্রে" শব্দটাকে" আগ্নে' করে দিয়েছে। প্রথম ব্ল্যাক মেইলিং। ভারতকে সভ্যতার ইতিহাসে শব্দ দিয়ে প্রথম ব্ল্যাক মেইলিং। সতীদাহ প্রথাকে চালু করার জন্য অগ্রে শব্দকে আগ্নে করে দিয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে তুমি ফিরে যাও, আবার বিয়ে কর, অলংকার পড়, গাত্রোত্থান কর, আর কেঁদো না। সেটাকে আগ্নে যোগ করে দিয়ে সতীদাহ প্রথাকে চালু করা হয়েছে ওর সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার জন্য। ওর সম্পত্তির মালিক হবে পুরুষ শাসিত সমাজ। ম্যাসমুলার ভারতবর্ষের ইতিহাসে সংস্কৃতে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত তিনি এ গুলি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন বিবেক বর্জিত পুরোহিত তন্ত্র কি

তার একটা সাংস্কৃতিক উদাহরণ। এই ভাবে সহস্র জীবনকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। একটা পণ্ডিতের বিকৃত এবং ভ্রান্ত ভর্জমা এবং তার অপব্যবহার করে এবং সেটাকে সঠিকভাবাদী করে একটা উন্মত্ত মিত্রের হুমকি দেওয়া হয়েছে। মেঘনাথ সাহা সম্ভবতঃ তিনি জনসংঘের সম্পর্ক ছিলেন। এ নিয়ে ভীষণ বিতর্ক হয় তিনি চ্যালেঞ্জ করে বসে আছেন না এটা হতে পারেনা। তাহলে দেখুন একটা সংস্কৃত শব্দকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটা হয়েছে পুরুষ শাসিত সোসাইটি, বুর্জোয়া সোসাইটি প্রাইভেট প্রপার্টি হাতিয়ে নেবার জন্য এই ভাবে নারীর উপর দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার অবিচার নেমে এসেছে। শ্যামবাবু মামলা, যদিও আমরা তালাককে সমর্থন করি না, বহু গামিতাকে সমর্থন করিনা, শাহাবানু মামলায় জিতলেন। কিন্তু সেন্ট্রাল এখনকংগ্রেস মিনিষ্ট্রী ছিল। রাজীব গান্ধী সিদ্ধান্ত পাল্টে দিলেন, শরীয়ত শাসনের পক্ষে। মৌলবীরা বলছে এই হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ইসলামী শরিয়তে নারীর স্বাধিনতা নেই। খোমেনীর মধ্যে একটা ফরমান জারী করা হয়েছে-তাকে ঘোমটা দিতে হবে, ইংরেজী পড়তে পারবে না, তাকে কোণঠাসা পড়ে থাকতে হবে। সমস্ত ইসলাম জাহানে মৌলবাদের ফাণ্ডামেন্টালিজম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কামাল আতাতুর্ক বিদ্রোহ করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে এই মৌলবাদীরা তুরস্কে একটা হোটেলে আক্রমন করে ৪০ জন প্রগতিশীল লেখক শিল্পকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তাদের বক্তব্য কি স্যাটানিক ভার্সেসের বরা পত্রিকায় বেরিয়েছে। অতএব তুমিও দণ্ড। সোলেমান রুশদিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমরা কোন সভ্যতার ইতিহাসে সর্বযোচিত ফরমান দেখতে পাই না আমাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্মকে ধ্বংশ করে দেওয়া হয়েছে। এই রকম কত ঘটনা ঘটেছে। বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু এই ভাবে সমস্ত শাস্ত্রীয় আচার বিধিনিষেধ দিয়ে নারীকে পরাধীন করা হয়েছে। এই ভাবে অনেক ইতিহাস, ধর্ষনের ইতিহাস, কত কাহিনী ভারতবর্ষে আছে। স্যার, ৮৯ইং সালে লোক সভায় একটা রেকর্ড পেশ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ৮৬ইং সালে ধর্ষন হয়েছে ৭,৩০৮টি, ৮৮ইং সালে ৭৯,৩৬টি। আমাদের রাজ্যে ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ৯৩ সালের ১৯ই মার্চ পর্যন্ত নারী ধর্ষনের যে রিপোর্ট বিধানসভায় এসেছে তার মধ্যে দেখা যায় ২৯২টি ঘটনা ঘটেছে এবং আমাদের নিজেদের যে তথ্য আছে তাতে সেই ২৬শে জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত কে কোথায় ধর্ষিতা হয়েছে তা লিখিত ভাবে পেশ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে [illegible] জন। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা উত্তর ময়দানের ঘটনা। আসাম রাইফেলসের জোয়ানরা ১৩ জন রমনীকে ধর্ষন করেছে এর মধ্যে বোরো মা বাবার একটি স্কুল পড়ুয়া মেয়েও ধর্ষিতা

হয়েছে। এই সব নিয়ে বিচার প্রার্থী হয়েছিল এবং সারা দেশে আন্দোলন হয়েছে, সংগ্রাম হয়েছে। তখন জোট সরকারের মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর বাবু সম্ভবতঃ নারী প্রতিনিধিদের বলেছিলেন নারীদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে এটা আসাম রাইফেলসের জোয়ানরা করে নি। আমি এই ধরনের ঘটনা করলেও বলা যাবে না তাহলে আমাদের সিকিউরিটি বিপন্ন হবে, দেশ প্রেমিকদের সম্পর্কে এই সমস্ত কথা বলা যাবে না। কার হাতে নারী ধর্ষণ হয়েছে তখন তিনি যুক্তি দেখান-খাকি পোষাক পরে আমিও তো নারী ধর্ষন করতে পারি। আসাম রাইফেলসের আর্মিরা গণ ধর্ষন করেছে সেটা সুপ্রিম কোর্ট থেকে বিচারপতি নিয়োগ করে তদন্ত হয়েছে। অর্থাৎ নারীদের ওপর এই ধরনের উপেক্ষা? এই সব কারনে নারীদের কথা বলার, কোন ফোরাম নেই, জায়গা নেই। এই দিক থেকে এই বিলটা বেশী গুরুত্বপুর্ণ ঐতিহাসিক কারনে। আমি রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা প্রসঙ্গে বলছি "সবলা নারীর" আজকে নারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই কমিশন বসছে। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার উক্তি দিয়ে বলতে চাই—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিল অধিকার
হে বিধাতা?
আমারে রেখ না বাক্যহীনা
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা।

আজ কথা বলার, পথ চলার, স্বাধীন ভাবে নিজের অধিকার আদায় করে নেবার, সমান মজুরী, সমান অধিকার এবং দেশ শাসন করার অধিকার এই সমস্ত অধিকার আদায় করার জন্য নারীরা সমাজে এগিয়ে আসছেন নজরুল যাকে বলেছিলেন পরিষ্কার ব্যাকগ্রাউণ্ড দিলে সব মিলে যা দাড়াড়—

বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি কল্যাণকর
অর্ধেক তার করেছে অর্ধেক তার নারী।

এবং নারীদের বঞ্চনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন ইতিহাস সে যুগের কথা কোন নজীর নেই লেখা হয় নি।

কোন রণে কত খুন দিল
নর লেখা আছে ইতিহাসে
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর
লেখা নাই তার পাশে।

কাজেই নজরুল বলেছেন—

যুগে যুগে পুরুষরা ছিল দাস
নারীরা ছিল দাসী
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ সাম্যের যুগ
আজি কেহ রহিবে না বন্দী
কাহারও উঠিছে ডংকা বাজী।

সেই ভয়েস, সেই বেদনার বিক্ষোভের ক্ষুব্ধ বিস্ফোরণ আজকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে নারী প্রগতি। নারী প্রগতির জন্য যেমন আন্দোলন হচ্ছে, পুরুষদের ভুমিকাও আজকে সেখানে খুব রক্ষণশীল। আমার জীবনেও তাই হচ্ছে যেমন আমি ভাত খাই এঁঠো ফেলে চলে আসি, সেই এঁঠো আমার সতী সাধ্বী স্ত্রী পরিষ্কার করে।

আরো যতই প্রগতিশীল হইনা কেন এখনও নারীর বাপের বাড়ীতে যেতে হলে শ্বশুরের কাছে, স্বামীর কাছে বলে যেতে হয়, আর স্বামী যেখানে সেখানে গেলেও বলে যেতে হয় না। এই যে অনধিকার, নৈতিক অবস্থা এইক্ষেত্রে আমরা পুরুষরা এখনও কনজারভেটিভ শুধু নই, আমরা পুরুষরা এখনও আমরা ভাষনকে ভূষন হিসাবে ব্যবহার করি। নারীরা যারা প্রথম দাসী হয়েছিল, পরাধীন ছিল, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, যুগ যুগ ধরে তারা নিপীড়িতা হয়েছিল, তারা ভোট দিতে পারেনি, তারা ভোটে দাঁড়াতে পারেনি, তাদের অর্ধেক জনসংখ্যা হলেও সেই অনুসারে কখনও নমিনেশান কোন দল থেকে তারা পায়নি। এই যে আমাদের বুদ্ধি, বিবেচনা এই কাজটা পুরুষ না হলে হবে না। আমরা একটা রাজনৈতিক দলের মধ্যে থেকেও দেখা যায় আমরা একটা প্রগ্রেসিভ হতে পারিনি। কাজেই আত্মসমালোচনা, আত্মআচরন সব মিলিয়ে কমিশন হচ্ছে, পুরুষদের মানসিকভাবে পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং তাদের মানসিক ঔদ্ধত্যের জন্য পার্লিমেন্ট হওয়া দরকার। কাজেই এই বিল নারীদের একটা নতুন উইণ্ড খুলে দিল, তাদের কথা বলার, তাদের স্বাধীনভাবে চলার, যেখানে শাসকগোষ্ঠী, যেখানে সমাজে নারীর প্রতি অবহেলা, অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধে নারীর বেদনা, বিক্ষোভ বিচারের জন্য এই ত্রিপুরা উইম্যান কমিশন বিল ফর ১৯৯৩ এইখানে কনসিডারেশানের জন্য আনা হয়েছে। আশা করি হাউস এইটা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গ্রহন করবেন এবং এর মধ্য দিয়ে আমি বিশ্বাস করি আমরা যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্তের খানিকটা রেকর্ড চলুন আমরা রেখে যাই।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Commission for women Bill, 1993 (Tripura Bill No. 7 of 1993)" প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় উপরোক্ত বিলের উপর কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। সেই সংশোধনী প্রস্তাবের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। আমি সেই সংশোধনী প্রস্তাবগুলো উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।
এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার সংশোধানী প্রস্তাবগুলি উৎথাপন করে উনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, "দি ত্রিপুরা কমিশন ফর উম্যান বিল, ১৯৯৩ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অফ ১৯৯৩) মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী গতকালএই বিলটি উপস্থাপন করেছেন। আমি শিক্ষামন্ত্রীকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমার দলের পক্ষ থেকে উনাকে অভিনন্দন জানাই। উনি উত্থাপন করতে গিয়ে বিভিন্ন ইতিহাসকে স্মৃতিচারণ করে এখানে বক্তব্য রেখেছেন। সেই ক্ষমতা আমার নেই। কারন আমার শিক্ষা সাংঘাতিক সীমিত পরিধি, অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কম। কাজেই আমি এটাকে অত্যন্ত উপযোগী বলে মনে করছি। আমরা সাধীনতার কাল থেকে দেখি মা বোনেরা কিভাবে আত্মদান করেছে দেশের জন্য। ৭০ বছর বয়স্কা মাতঙ্গিনী হাজরা দেশের জন্য, রাজ্যের জন্য আত্মদান করেছেন। সেটাও অস্বীকার করার কোন উপাই নেই। আমি শুধু এই নারীর উপর যে অত্যাচার চলছে সেটার উপরই শুধু কথা বলছি না। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় যেগুলি সংযোজন করলে বা করে সেটাকে আরও বাড়ানো যায় কি না সেই জন্য আমি সংযোজন এনেছি। সেখান থেকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব এবং আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় যেটা দেখেছি তাতে এই কয়টা সংযোজন করলে আরও ভাল হবে তবে এটা করবেন কি না সেটা সরকার জানেন। তবে এটা সরকারের জানা দরকার এবং এই জন্যই আমি এই সংযোজনগুলি এনেছি। এটা অন্য সবারও জানা দরকার, আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় অনেক কিছু বলেছেন এবং আমাদের পণ্ডিত ব্যক্তিরাও বলেছেন যে, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপে সংস্থিতা যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নারী রূপে সংস্থিতা। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তি রূপে সংস্থিতা। এই যে শ্লোক এটাকে যদি আমরা কাজে রূপ দিতে পারি তার জন্যই আমি এটাকে যে

যে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি তা নয়, এটাকে আরও রূপ দেওয়ার জন্য, ভালভাবে যাতে চালু করা যায়, এটার বিরুদ্ধে যাতে কেউ কিছু না বলতে পারেন, তার জন্য আমি এটা এনেছি। স্যার উনি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, বিধবা বিবাহ দিতে গিয়ে ওনাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু আমিতো জানি মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী উনি হলেন দাদা, নিশ্চয়ই রাগ করবেন না ট্রাইবেলদের সঙ্গে ওনার সম্পর্ক ভাল আছে। ট্রাইবেলদের মধ্যে ১৭ বছরেরই হোক, আর ২৪ বছরেরই হোক সে যদি বিধবা হয়ে যায় তাহলে সে আবার বিয়ে করতে পারে, এটা অলিখিত, সে ট্রাইবেলই হোক, আর রিয়াংই হোক, আর দেব্বর্মাই হোক সে আবার বিয়ে করতে পারবে এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এটা আমাদের অলিখিত নীতি। এটা অতীতেও ছিল, এখনও আছে। কাজেই এটাকে আইনের মধ্যে কচলা কচলী করে লাভ নেই। আর একটা জিনিষ যেটা তিনি বলেছেন যে মাতৃ তান্ত্রিক পরিবার, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, আপনি ট্রাইবেল ব্যাল্টে যান, আপনি জানেন। আপনি যে বইটা লিখেছেন সেই বইয়ের মাধ্যমে আপনি কিছু কিছু ইঙ্গিত স্থাপন করেছেন যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার এটা বিশেষত: আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী যিনি আছেন ওনার এটা সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞতা থাকার কথা। কারণ মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা রিয়াংদের মধ্যে বেশী এখনও প্রচলিত আছে।

মিঃ স্পীকার :— এটাতো মেঘালয়েইতো আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— হ্যাঁ, সেই জন্যই বলছি এটা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ে প্রচলিত হয়েছে এবং ট্রাইবেলদের মধ্যেও সেটার প্রচলন আছে এবং এখনও বিধবা বিবাহ চালু আছে, হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে। এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল স্যার আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম তখন আমরা এটা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তার জন্য আন্দোলনও করেছিলাম, যার ফলে এখনও সেই বিধবা বিবাহ প্রথা আমাদের ট্রাইবেলদের মধ্যে প্রচলিত আছে অলিখিতভাবে। এই জন্যই আমি এমেণ্ডমেণ্ট এনেছি, শুধু কতগুলি ক্ষেত্রে। স্যার, আমার এমেণ্ডমেণ্ট হলো ঃ—

1. Clause (a) of sub section (2) of the section 3 may be amended as below-

(a). (1) a Chairperson who shall be nominateb by the Governor

(ii) a vice Chairperson who shall be nominateb by the state

Govt. কারন এখানে স্পষ্ট ভাবে বলা আছে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা হলো, এখানে স্পষ্ট লেখা আছে :— to be nominateb by the state Government and by the Chairman.

চেয়ার পারসন এবং চেয়ারম্যান দুই জনেই সরকার থেকে নিয়োগ করা হবে, সরকার থেকে নোমিনেটেড করা হবে এবং স্যার, আমি এখানে বলতে চাই যে চেয়ার পারসন যাতে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন—। এখানে আমি আশা করি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এটা দয়া করে সংযোজন করবেন। এবং যদি করেন তাহলে সমস্ত দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে থেকে কাজ করতে সুবিধা হবে। যখন আমরা দেখেছি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, এবং রাজ্য প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। এবং আমরা জানি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। তাহলে এমন একটা কমিশন যেখানে গঠন করতে যাচ্ছেন — এটা এই প্রথম সেখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আমি একমত। কাজেই আমি বলতে চাই যে — এই কমিশনের চেয়ার পারসন নির্বাচন যদি ষ্টেট্ গভার্ণমেন্টের হাতে না রেখে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত করা হয় তাহলে ভাল হবে। আর ভাইসচেয়ার পারসন— সেটা ষ্টেট গভার্ণমেন্টের মনোনীত হলে চলবে — তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

তারপর Clause (3) (2) (b) (i) & (ii) এরপর নিম্নলিখিত শব্দগুলি ইনসার্টেড্ করা হোক :— (iii) one shall be a member of O. B. C.

স্যার, এটা বলে লাভ নেই গত কয়েকদিন ধরে এই বিধানসভায় ও, বি, সি, নিয়ে হৈ চৈ হয়ে গেছে। কাজেই স্যার, এটাকে রাজনীতির মধ্যে না রেখে একটা বিচার বিশ্লেষন না করে করলে ভাল হবে না। কারণ এই ও, বি, সি, ব্যাপার নিয়ে যেখানে সংবিধানের ৩৪৪ ধারা মতে রাজ্য সরকার কমিশন গঠন করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ সেই জায়গায় আমি এখানে ও, বি, সি, থেকে অর্থাৎ ওয়ান শ্যাল বি এ মেমবার অব্ ও, বি, সি, এইটা সংযোজন করার জন্য প্রস্তাব রাখলাম। কারণ সংবিধানের ৩৪৪ ধারা মতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেখানে আমরা ও, বি, সি, দের কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে যাচ্ছি। সেই জায়গায় আমরা এটা করতে পারি। এবং সেজন্য আমি এই অ্যামেণ্ডমেন্টটি এনেছি।

আরেকটা হচ্ছে after Clause (3) (2) (a) (b) (c) নিম্নলিখিত সাব্ সেকসনটি

সংযোজন করা হোক— (d) Two members shall be nominated by the State Govornment out of whom one shall be oonnected with Press.

এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তিন জনের কথা উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে আরো দুই জন যুক্ত করে দেওয়া যায় স্যার। এরমধ্যে আমি একজন প্রেস মেম্বার দিতে চাই। কারণ একজন প্রেসম্যানের অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে— তিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন খবর রাখেন এবং তার এই অভিজ্ঞতা তিনি এই কমিটির মেম্বার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। সেজন্য আমি এই ধরনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাংবাদিককে মনোনীত করার জন্য আমি আরো দুইজনকে সংযোজন করতে চেয়েছি।

আমি আর একটা সংশোধনী আনতে চাই সেটা হচ্ছে :— A new Section namely 10A may be added as bellow :— 10. A. The Commiision may visit any part of India for spot study and abroad for acquiring prectical knowledge on women's right.
তার পর সেখানে আর একটা জিনিষ উল্লেখ করা হয়েছে, The Commission shall have the power to invite a representative of the National Commission for women its meeting as it may deem necessary.

এখানে জাতীয় যে মহিলা কমিশন তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করা যাবে। তাদের কাছ থেকে তথ্য জেনে নেওয়ার জন্য। তাদের কাছ থেকে মহিলা নির্যাতনের কোন ঘটনা ঘটলে তা কমিশন প্রয়োজন হলে সমস্ত দিকে বিচার বিবেচনা করে ত্রিপুরার বাইরে, এমন কি ভারতবর্ষের বাইরে যেতে যাতে পারে সেই ব্যাপারে একটা সংস্থান থাকা দরকার। যেহেতু মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী চেয়েছেন মহিলাদের মর্যাদাকে স্বীকৃত করার জন্য। তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য নয়। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে স্যার, ত্রিপুরার মধ্যে শুধু মাত্র নয়, প্রয়োজনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এবং দেশের বাইরেও যে সমস্ত মহিলা কমিশন আছে— তারা কিভাবে মহিলাদের অধিকার নিয়ে লড়াই করছেন সেই অভিজ্ঞতা আমাদের মহিলা কমিশন অর্জন করতে পারবেন এবং সে সময়েই এটা আমাদের এই কমিশনের কাজে লাগবে কমিশনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। সেই জন্য আমি নুতন একটা ক্লজ সংযোজন করতে চেয়েছি স্যার। আর একটা সংশোধনী আমি এনেছি স্যার, সেটা হলো :— Sub-Section (1) of the Section 15 may be corrected with the following words-"The State Government me be notification"

"in place of-"The State Government me be notification etc.

স্যার, এটা অবশ্য আমি আগেই স্বীকার করেছি যে আমার শিক্ষা অত্যন্ত সীমিত। আমার ধারনা এখানে কিছু ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। আমার মনে হয় সে জায়গায়' মে বি'-র জায়গায়' মে বাই হবে। কারণ' মে বি এবং' মে বাই' এই দুটি শব্দের মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান রয়েছে। সেই জন্য মাননীয় শিক্ষমন্ত্রীর কাছে আমার একটা আবেদন এটা উনি নিশ্চয়ই দেখবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— কোনটা বললেন আপনি এটা আবার বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— The State Government me be notification etc. may be Notification.

শ্রীঅনিল সরকার :— হ্যাঁ, বাই নোটিফিকেশন হবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এগুলিকে সংশোধন এবং সংযোজন করে মহিলাদের মর্যাদা রাখা দিতে চাই, এখানে ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন মাননীয় সদস্য বৃন্দের কাছে আপিল করতে চাই আমার এই সংশোধনী সহ যাতে পরবর্তী সময়ে বিলটা পাশ করা যায়। স্যার, আমি বলতে পারি স্যার, এই সংশোধনীগুলি কেন দরকার সেটাও আমি উল্লেখ করেছি। শুধু মাত্র ত্রিপুরাতে নয়, ভারতবর্ষের মধ্যে যাতে এই কমিশন একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, যে কমিশনের মাধ্যমে নারী নির্যাতন থাকবে না— তাদের উপর অত্যাচার থাকবে না, পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার উপর আর যাতে তাদের নির্ভর করতে না হয় সেটার জন্যই আমাদের এই কমিশন গঠন করতে হবে। পুনরায় আমি অনুরোধ করছি যাতে আমার সংশোধনী সহ এই গুরুত্বপূর্ণ বিলটি যাতে সর্বসম্মত ভাবে পাশ হয় সেটা মাননীয় সদস্যবৃন্দ দেখবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, এখানে একটি সংশোধনীর পেশ

করেছেন। সংশোধনীটি অত্যিচমৎকার ভাষায় প্রথমেই তিনি সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে আরম্ভ করেছেন। এটার আজকে ভোট হচ্ছে না। কালকে এটার আলোচনা হবে। এখন অন্য যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন, দশজনের নাম দিয়েছেন ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে। সময় হয়ত নাও হতে পারে। যাই হউক, যত জন যায় যাবে, বাকীরা কালকে যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কাজেই এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বক্তব্য শুরু করার জন্য।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে বিল এনেছেন এটা শুধু আমাদের রাজ্যের জন্য না। আমি মনে করি যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯০ সালে ন্যাশানাল কমিশন ফর উইমেন একট ১৯৯০ পরিপ্রেক্ষিতে এনেছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই বিল উৎথাপন করার সময় আলোচনা করেছেন। এবং তার প্রয়োজনীয়তার দিকটাকে সামনে রেখে এই বিল এখানে আনা হয়েছে। এবং আমি বিশ্বাস করি এই হাউসের সকল সদস্য এই বিলকে সমর্থন এর মধ্য দিয়ে নারীদের উপর যুগ যুগ ধরে যে বঞ্চনা এবং অবহেলা চলছে তার অবসানের জন্য। আমরা যে সমান ভাবে উদ্বিগ্ন, তার জন্য এই বিলকে সবাই সমর্থন করবেন। এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর গুরুত্বপুর্ণ বক্তব্যে যথেষ্ট ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে কিভাবে মনুষ্য প্রজাতির মধ্য একটা অংশকে যুগের পর যুগ এই ভাবে অবহেলিত করে রাখা হয়েছে। এবং তার মুল কারণ সম্পর্কেও তিনি ঐতিহাসিক যে কারণ সেই কারণও তিনি বলেছেন এখানে। এবং তার মুল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক পুরুষ [illegible] ব্যবস্থার মধ্যে পুরুষদের আধিপত্যকে বজায় রাখবার জন্য নারীদের উপর [illegible] হাজার বছর আগে থেকে সেই দাস যুগ থেকে যে অত্যাচারনী পিড়ন এবং বঞ্চনা চলে আসছিল এখনও তার কোন অবসান হয় নি। এখনও পৃথিবীর এমন দেশ আছে যেখানে নারীদের ভোটাধিকার নেই। এই রকম একটা সভ্য সমাজ ব্যবস্থার কথা আজকে সভ্য পৃথিবী করছে যে আমরা বিজ্ঞানের প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা তারকা যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে পারি কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যে এমনও দেশ আছে যেখানে নারীরা ভোটাধিকার থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত। আমরা যদি আমাদের দেশের দিকে তাকাই এই দেশের মধ্যে যে নারীরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন তার মধ্যে বহু গড়িমসি রমনী রয়েছেন যেমন সরোজিনী নাইডু ইত্যাদি, তাদের এত বিশ্ব বরণ্য নারীরা রয়েছেন যাদের অবদান কোন অংশেই ছোট করা

যায় না। সেই ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মত বিশ্ব বরেণ্য নেত্রী এখানে ছিলেন। রাজত্ব করেছেন। আমরা দেখেছি পাকিস্তানের মধ্যেও নারী নেতৃত্বের উত্থান হয়েছে। বাংলাদেশের মধ্যেও একজন নারী দেশ শাসন করছেন। পৃথিবীর মধ্যে এমন অনেক দেশ আছে যেখানের মধ্যে নারীরা দেশ শাসন করার মত নেতৃত্বে এসেছিলেন। কিন্তু তার পরেও এটা একটা গ্রেট কনসান। যেমন আমাদের দেশে ইন্দিরা গান্ধীর মত দেশে যদি স্বাধীনতার ৪৭ বৎসর পরও বলতে হয় যে কনষ্টিটিউশান এ যে সমস্ত সেইভ গার্ড নারীদের জন্য রাখা হয়েছে কিন্তু তা মানা হচ্ছে না। কেন মানা হচ্ছে না, কারা দেশ শাসন করছে, কারা দেশ পরিচালনার মধ্যে রয়েছেন। সেই দেশের মধ্যে যদি ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ সেই স্বৈরতন্ত্র শাসনের মধ্যে আবদ্ধ, শায়েরা-বানু কে মামলা করে তার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। তা হলে বুঝতে হবে আমরা এখনো এই পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় যে কুফল সেই কুফল থেকে আমরা নিজেরাও মুক্ত হতে পারিনি। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর থেকে নারী মুক্তির জন্য, নারীদের প্রগতির জন্য, নারীদের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য এখানে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, এখনো চলছে। এখনো ভারতবর্ষের মধ্যে নারী মুক্তি, নারীদের প্রগতি, নারীদের সমান অধিকার সেটা কোথায়। আমাদের ভারতবর্ষ অনেকদিক দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। আমরা কি বলতে পারি স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে যতজন ডাক্তার হয়েছে তার মধ্যে কত জন মহিলা। আমরা কি বলতে পারি যে ভারতবর্ষে যতজন বিজ্ঞানী তৈরী হয়েছে তার কতজন মহিলা। কতজন আই, এস. অফিসার মহিলা, কতজন আই, পি. এস মহিলা। সেই ইতিহাস বর করুন। সেই পরিসংখ্যান আমাদের সভ্য সমাজের যে গর্ব সেই গর্বকে চুরমার করে দেবে এই পরিসংখ্যান। কাজেই সেই দিক থেকে সমস্ত দলমতের উর্দ্ধে থেকে আমাদেরকে ভাবতে হবে। যারা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার, আমাদের সমস্ত প্রকার উন্নয়নের, আমাদের সভ্যতার অগ্রগতির যার অর্ধেক হচ্ছেন নারীরা, সেই সংখ্যার দিক থেকে তাদেরকে যদি আমরা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তা হলে সংবিধানের যে সমস্ত অধিকার গুলি তাদের জন্য রয়েছে সেই গুলিকে প্রতিষ্ঠিত না করে, সেইগুলি যাতে খর্ব না হয় সেই দিকে নজর না রেখে আমরা কখনো দেশকে উন্নত করতে পারি না। এই পরিস্থিতিটাকে সামনে রেখে যখন এই কমিশন কেন্দ্র ভিত্তিতে গোটা দেশের জন্য তৈরী হয়েছে। আমরা এখানে একটু দেরীতে হলেও আমরা করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, এই সরকারকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি যে তারা একটা বাস্তবিক সময়োপযোগী পদক্ষেপ তারা গ্রহন করেছেন।

যার দিকে আমাদের রাজ্যের নারীরা তো বটেই, সারা ভারতের নারীরাও তাকিয়ে আছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার কি করছে। সেই দিক থেকে একটা বিরাট সাফল্য এই বাম ফ্রন্ট সরকারের কর্মযোগ্যের মধ্যে সূচিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি আজকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে, যে দেশে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে শুধু পুরুষদের স্বাধীনতাকেই বুঝায় পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তো অনেক অনেক পিছিয়ে আছে। সেই পরিসংখ্যানে যদিও আমরা নেই, তাহলে গোটা ভারতের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত? আর, যদি শুধু মাত্র সাক্ষর জানা লোকদের সংখ্যা নেই, তাহলে তা হো ৪২/৪৩ পার্সেন্ট এর বেশী হবে না, আর তাতে নারীর সংখ্যাটা কত? তারা তো দেশের লোক সংখ্যার অর্ধেক এবং মোট ভোটারের অর্ধেক, কাজেই তারা অনেক পিছিয়ে আছে। আজকে সে দিক থেকে নারীদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ কোথায়? আমরা দেখছি অনেক আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারীদের গুরুত্বপুর্ণ আসনে বসাবার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে, আমরা দেখছি যে দীর্ঘদিনের একটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রে একটা আইন তৈরী করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত আইন এবং রাজ্যগুলিকে ও পঞ্চায়েত আইন করতে বলা হয়েছে। আর সেই পঞ্চায়েতের আইনে নারীদের অধিকার প্রতিষ্টিত করার জন্য শতকরা ৩৩টি আসন সংরক্ষিত করতে বলা হয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যে জায়গা থেকে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম, যে কথা মাননীয় শিক্ষা তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেছেন, তা বিবেচনা করেই আমি এটাকে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলেই মনে করি। কাজেই যে সমাজে নারীদের সংখ্যা অর্ধেক এবং যে সমাজ ব্যবস্থা পুরুষদের দ্বারা শাসিত, সেখানে নারীদের নিরাপত্তা কতটুকু থাকতে পারে?

আমরা যে সমস্ত ঘটনাবলী দেখি, যেখানে একটা ঘটনা ঘটলেই আমরা উদ্বিগ্ন হই, যেখানে মা বোনেরা ধর্ষিতা হলেই আমরা বিচলিত হই সেই জায়গাতে নারীদের নিরাপত্তার প্রধান দায়িত্ব প্রধানত সেই সমাজ যারা শাসন করেন অর্থাৎ যে দল বা সরকার রাজ্য পরিচালনা করেন, তাকে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়া করতে হবে। কাজেই, সেই দিক থেকে যে সমস্ত অতীত কলংক জনক অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, সেগুলি কোন অবস্থায় আমাদের মাতৃজাতির সম্মানকে গৌরবান্বিত করে না, বা উজ্জল করে না, তাই সেই সমস্ত কলংকজনক অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে, এই মহিলা কমিশনের কথা আমাদের ভাবতে হচ্ছে এবং সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আইন তৈরী করার যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেটাকে আমরা সমর্থন করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সংরক্ষনের অধিকার সম্পর্কে আমরা দেখলাম যে পঞ্চায়েত আইনের মধ্যে নারীরা সংরক্ষনের অধিকার

ভোগ করতে চলেছেন, আগামী দিনে হয়তো আমরা দেখব যে নারীদের এই অধিকার, যারা সেন্সেটিভ, যারা প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনায় চলেন বা বসবাস করেন, বা রাজনীতি করেন বা একটা সরকার পরিচালনা করেন. সেই পুরুষেরা যদি নারীদের দাবীগুলির প্রতি সহানুভুতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমর্থন না করেন, তাহলে এই দেশে নারীদের অধিকার কোন দিনই প্রতিষ্ঠিত হবে না। কাজেই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার নারীদের অধিকার দেওয়ার জন্য এই বিল এই হাউসে পেশ করেছেন, তার জন্য আমি সরকারকে এবং তার মন্ত্রীদেরকে স্বাগত জানাই এবং সেই বিরোধী পক্ষে যারা আছেন, তারাও যাতে এই বিলকে সমর্থন জানান সেজন্য, আমি তাদের আন্তরিক আহ্বান জানাই।

উমান কমিশনে যারা থাকবেন তারা খুটি নাটি বিষয়টা দেখবেন। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের মায়েদের লানছনার শেষ নেই। সেই সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। এখন পণ প্রথা দূর করার জন্য সংগ্রাম চলছে। এই উম্যান কমিশন বিলে নারীদের জন্য সেফগার্ডের ব্যবস্থা আছে। আশা করি সেগুলি রূপায়িত হবে। এই বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

ষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিধানসভার মধ্যে উম্যান কমিশন বিল আনা হয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এটা বিংশ শতাব্দীর মানুষের সভ্যতার সংস্কারের আন্দোলনের ফল। আমরা দেখি ভারতের সংবিধান রচনার পর নারী পুরুষের সমান অধিকার, কাজের অধিকার এই সবগুলিই আছে। তার মধ্যেও নারীরা তার অধিকার ভোগ করতে পারে না। সমাজের মধ্যে বাধা মানব সভ্যতার প্রথম থেকেই গোপনে গোপনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিরোধী পক্ষের একজন সদস্য এই বিলের উপর সংশোধনী এনেছেন। একজন গভর্ণর দ্বারা নির্বাচিত হবে। সরকারের দ্বারা নির্বাচিত হলে নিরপেক্ষ নাও হতে পারে। এই ঘটনা সাড়ে তিন হাজার বছর আগের ঘটনার কথা মনে করে দেয়। পরশুরামের অত্যাচারে কিছু যুবতী ব্রহ্মার কাছে যাবে নালিশ করতে। রাস্তায় কিছু ঋষি তাদেরকে ব্রহ্মার নিকট নিয়ে যাবে বলে তাদের উপর বলাতকার লুটপাট ইত্যাদি করে।

এই ভাবে সাফাই পাওয়া হল। একটু সন্দেহ দেখা যায়। এখানে কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, আদিবাসীদের মধ্যে নেই। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের রাজারা নাকি বহু

বিবাহ করতে পারেন। ধর্মে কোন বাধা নেই। কিন্তু প্রথম যাকে বিয়ে করবেন তিনিই পাটরানী হবেন, এবং তাঁর ছেলেই যুবরাজ হবে। এখন পাটরানীর ছেলে নেই। কাজেই গোঁড়ায় দেখা যায়, খড়গ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। এটা ত্রিপুরা রাজের ঘটনা নয়। সারা ভারতবর্ষেরই ঘটনা। এখানে রাজার কল্যাণের জন্য একাধিক বিবাহ করতে পারবে, ধর্মে আটকাবে না। আমরা দেখেছি, রাম রাজত্ব সমূলে ধ্বংস হচ্ছে। স্যার, ভারতবর্ষের স্বুবর্ণ যুগ, পতিতালয়ে কাঞ্চনকন্যার ঘটনা আছে। নবাব বংশার আমলে দেখতে পাই, ইরানী বাইজিদের ইংরাজের কাছে উপঢৌকন দিয়ে নবাবরা ইংরাজদের কাছ থেকে অধিক সুযোগ লাভ করেছেন। দেখেছি, বৈশ্যরা মেয়ে-ছেলে নিয়ে বিক্রী করার ঘটনাও আছে। কাজে কাজেই সব সময়েই দেখা যায়, মেয়েদের নিয়ে বেচাকেনা চলছে, কেনা বেচা চলছে। তাদের ইজ্জত সম্মানের দিক চিন্তা করা হয় না। কংগ্রেস শতবর্ষ যখন বোম্বেতে হয় তারপর বোম্বের এক পতিতালয়ের মালিক ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে লিখেছিলেন, শতবর্ষের সময় বহু লোক আমার পতিতালয়ে আসে। কিন্তু টাকা দেয় নি। এইত অবস্থা। স্যার, নারীদের মুক্ত পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ায় বাধা আছে। এ কথা আমরা চিন্তাই করতে পারি না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই হচ্ছে বাধা। আজকের সমাজ সংস্কারকরা মেয়ে পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। স্যার, আজকের সমাজ ব্যবস্থায় সংস্কার, সভ্যতা একজনকে বাদ দিয়ে হবে না। স্যার, আমরা কি দেখি, আমাদের কাছেও লোক আসে। বলে, বউ মেয়েটার চাকরী না দিলে বিয়ে হবে না। চাকুরী ছাড়া মেয়েদের হাাঁ, হয়। যে মেয়ের বাপ ২০ ভরি সোনা দেবে তার বিয়ে হবে। এইত আজকের সমাজ ব্যবস্থা। আমি দেখেছি, বড় মেয়ের বিয়ে দিতে দিতেই দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে যায়। আবার দ্বিতীয় মেয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ৩য় উপযুক্ত হয়ে উঠে। আজকে গরীব কৃষক কিংবা নিম্নবিত্তদের কাছে বিয়ে দেওয়ার বিষয়টি একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই ফল। সব সময় একটি চোরাস্রোত ত্রিপুরার মধ্যে রয়েছে। আজকে চাকুরী দান করলে হবে না। আজকে আগামী দিনের সভ্যতার কাছে কিছুই আশা করার নেই।

স্যার, এই যে অবস্থাগুলি সেগুলিকে সমাজের সার্বিক রূপে আমাদের চিহ্নিত করা দরকার। সারা ভারতবর্ষই কাহিনী আছে। সেই স্বুবর্ণ যুগ থেকে এখন আমাদের রাজ কাহিনীর মধ্যে বাইজি আর পতিতাদের কাহিনীই লিখিত আছে। আজকে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে আমরা যদি সভ্যতাকে বিকশিত করতে না পারি, এটা আমাদের লজ্জার ব্যাপার। আজকে পুরুষরাই সমাজের সব নয়। মহিলারা পরিষ্কার প্রমাণ করেছে—রাজনীতির ক্ষেত্রে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে, গৃহকর্মে শস্য উৎপাদনে অগ্রকারভূমিকায়

সমস্ত ক্ষেত্রে যে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়েও অনেক বেশী পারদর্শিনী। বলা হচ্ছে তাদেরকে সমান মজুরী দিতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোথাও পুরুষদের সমান মজুরী তাদের মিলে না। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের একটা প্রথাকে ভাঙতে গেলে জন জাগরণ ছাড়া শুধু আইন কানুন দিয়ে সম্ভব নয়। আজকে স্বাধীনতার ৪২ বৎসর পরও কেন্দ্রীয় সরকারকে নূতন করে আইন কানুন করতে হয়, ত্রিপুরা সরকারকেও আইন করতে হয় মহিলাদের বলার জায়গা নেই, আজকে তাদেরকে বলার জায়গা তৈরী করে দিতে হবে। কিছুদিন আগে এই আগরতলা শহরে কাকলি রায়কে নিয়ে কি হলো? তার ঘটনাটা বলার মতো কোন জায়গা নেই, কার কাছে বলবে? জানিনা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আবার গ্লানি ভরামন নিয়ে সমাজের মধ্যে আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছে কিনা, তার বেদনা লাঘব করতে পেরেছে কিনা? এই ঘটনাগুলি সমাজের ব্যাধি। শুধু মাত্র গভর্ণর দ্বারা একজন চেয়ার পারসন মনোনিত করলেই এগুলি দূর হবে না, এগুলি দূর করার জন্য মানসিকতা থাকা চাই। এবং যেভাবে বিলটা এখানে এসেছে সেই ভাবেই বিলটাকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি। স্যার, ঘটনা হল এই অতীত কাহিনীগুলি নিয়ে আজকে বিংশ শতাব্দির শেষ প্রান্তে এসে যদি এগুলি ছিল তখন লজ্জা হয়। তবু বলতে হয়, বলতে হয় একটা শ্রেণী দৃষ্টি নিয়ে। কৌলিন্য চতুর্থ বর্ণের শ্রেষ্ঠ মানুষের দ্বারা প্রবর্তিত আইন কানুন আজকেও যারা সমাজের মধ্যে উঁচু তলার মানুষ, তাদেরই গোপণ চক্রান্তে সতীদাহ প্রথা স্বীকৃত লাভ করে। আজকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় শাহবানু মামলার কথা এখানে বলেছেন আরও অনেক মকোদ্দমা হয়েছে। এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাধুদের মধ্যেও দেখলাম দ্বন্দ্ব। স্বামী অগ্নিবেশ যখন প্রতিবাদ করলেন তখন আবার উত্তর ভারতে আরেক পক্ষ তাঁর প্রতিবাদ করলেন। ব্যাখ্যা শুরু হলো এবং এই ব্যাখ্যার মিমাংসা শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টেও গেল। সুপ্রীম কোর্ট এখন কিছু বলবেন কিনা জানিনা। তবে বলবেন। কারণ ও.বি.সি সম্পর্কে যে প্রশ্নটা সুপ্রীম কোর্টে গেছে এবং সুপ্রীম কোর্ট পরশু রায় দিয়েছেন। এতবড় রায় ভারতবর্ষে বোধ হয় আর হয় নি। ২৬টি মোকদ্দমার প্রতিটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আজকে সমাজে মহিলাদের সংবিধানগত অধিকারের জন্য গোপনে যে স্রোত বইছে, সেই স্রোতকে আত্মপ্রকাশ করার জন্য আমরা এই উইমেন কমিশন গঠন করতে চাই, একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই।

এই বিল যে ত্রিপুরা রাজ্যে আনা হয়েছে তার ফলে আমার মনে হয় এই রাজ্যে একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে এবং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হবে। বিগত ৫ (পাঁচ)

বছরে সবচেয়ে বেশী রেকর্ড হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। কারণ নারী ধর্ষণের যতগুলি ঘটনা ঘটেছে আমার মনে হয় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী। এই সমস্ত ঘটনার কথা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের পত্রিকায় নয়, বাইরের পত্রিকায় এমন কি রয়টার এবং বি, বি, সিতেও বলা হয়েছে। এমন কি নারী নিয়ে কেলেংকারীর জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের একজন মন্ত্রীকে মন্ত্রীত্বও হারাতে হয়েছিল। আমি এই সম্পর্কে বলতে চাই এই বিলটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। কারণ এই বিলের দ্বারা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং নারীর ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য এটা একটা কল্যাণমূলক পদক্ষেপ বলা যায়। পণ প্রথা যুগ যুগ ধরে একটা অভিশাপের অধ্যায় সুচনা করেছে। কারণ বেশীর ভাগ বিবাহের ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলেরা পণ নিয়ে বিবাহ করেন। তার ফলে দরিদ্র পিতাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং অনেক সময় এমনও দেখা যায় পণের জন্য মেয়ের বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় চাকুরী না হলে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ আজকাল সবাই চাকুরী-রত মেয়ে বিবাহ করতে চায়। গয়না, স্কুটার, গোদরেজ্ ইত্যাদি পণ হিসাবে দাবী করা হয়। এটা একটা ব্যাধি হিসাবে দেখা দিয়েছে, এই ব্যাধি দূর করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কয়েক দিন আগে আমরা পত্রিকায় দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মেয়ে শিলং শিলচর পাচার করা হয়েছে। এই যে বিষয়গুলি বর্ত্তমানে ঘটছে তার জন্য আমাদের দুঃখ হয়। কারণ এই সমস্ত ঘটনার ফল স্বরূপ অনেক মেয়েকে রাস্তায় পাগল অবস্থায় দেখা যায় এবং তার মধ্যে এমনও দেখা যায় অনেক বড় ঘরের মেয়েরাও আছে। তাই এই বিল কার্য্যকরী হলে যারা এই সমস্ত অপরাধ করেন তাদের জনা যেন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সমাজের এই সমস্ত অপরাধ মুলক প্রবণতা অর্থাৎ পণ নেওয়ার যে একটা পন্থা সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এই গুরুত্বপুর্ণ বিলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গতকাল মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এই হাউসে The Tripura Commission for women bill, 1993 (Tripura bill No 7 of 1993). প্লেইস করেছেন সেই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করেছি।

এই হাউসে যে" দি ত্রিপুরা কমিশন অব উমান, ১৯৯৩ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অফ ১৯৯৩) এই হাউসে পেশ করেছেন এবং এই বিলে যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিতা, লাঞ্ছিতা এই মায়েদের এবং বোনেদের বুকে একটা সাহসের সঞ্চার করেছে। এই বিলকে অভিনন্দন জানাই, অভিনন্দন জানাই মন্ত্রীবর যিনি এই বিলটাকে উৎথাপন করেছেন। স্যার' এই নারীদের উপর যে অকথ্য বর্বর আক্রমন হয় এই বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইতিহাস টেনে বলেছেন এবং এই জিনিসটা আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেছে এবং আমি আসা করব সবাই আমরা এই হাউসে ইনস্পায়ার্ড হয়েছি। স্যার' এই পুরুষ শাসিত সমাজে এবং এই জোতদার জমিদারদের লালসার স্বীকার, ভোগের সামগ্রী হিসাবে নারীরা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তাদের উপর যে অত্যাচার হয়, সেই অত্যাচারের বিচার এই সমাজে পাওয়া যায়না এইটাই নির্মম ইতিহাস। স্যার, আমি একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। আমরা সেদিন জেলখানায়, ত্রিপুরার বাইরে ভেলুর সেন্ট্রাল জেলে। সেদিন একটা দৈনিক পত্রিকায় ৭৭সনের শেষের দিকে তামিলনাড়ুর একটা দৈনিক পত্রিকায় উঠেছিল একজন জোতদার তার ছেলে, তার জমিতে চাষে নিযুক্ত একটি যুবতী মেয়েকে অত্যাচার করলেন, বলাৎকার করলেন। সেই মেয়েটি নিম্নবর্ণের। তাদের যারা সমাজপতিরা স্বাভাবিকভাবে এইরকম ঘটনা হলে সমাজ থেকে তাকে বাদ দেওয়া হয়, সমাজের বাইরে রাখা হয়, কলংক হয় এবং তার কিছুটা নিরসনের জন্য সমাজপতিরা তাদের বিচার চাইলে একটা ঘরোয়া বিচারে বসে এবং সেখানে জমিদারের ছেলের বিরুদ্ধে রায় দিলেন ৫টাকা তাদের জরিমানা এজন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনার আলোচনা আপনি কালকে করবেন। এই সভা আগামী ২১শে জুলাই' বুধবার, ১৯৯৩ইং তারিখে বেলা ১১ ঘটিকা পর্যান্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURF—"A"

Admitted Started Question No. 4.

Name of Member :— **Shri Makhan Lal Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to State.

Question

১। আগরতলা কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাঙ্ক লিঃ এর 'বি' শ্রেনীর শেয়ার হোল্ডারদের

ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ প্রদান করা হয় কিনা ?

২। যদি না করা হয়, তবে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে 'বি' শ্রেনী ভুক্ত শেয়ার হোল্ডার-দের লভ্যাংশ প্রদানের সংস্থান করা হবে কিনা ?

Answer

১। আগরতলা কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাঙ্ক লিঃ ইহার প্রতিষ্ঠা থেকে এ পর্যান্ত 'বি' শ্রেনীর শেয়ার হোল্ডারদের ব্যাঙ্কর লভ্যাংশ প্রদান করেনি ।

২। শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করার জন্য বর্তমান সমবায় আইন, নিয়মাবলী এবং ব্যাঙ্কের উপবিধির বিধান গুলি যথেষ্ট ইহার জন্য নুতন করে কোন সংযোজন বা সংশোধীর প্রয়োজন নাই ।

Admitted Starred Question NO. 21

Name of Member :— **Shri Makhan Lal Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কবে পর্যন্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ?

উত্তর

১। নতুন পঞ্চায়েত আইন প্রনয়ন করার পরই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হবে ।

প্রশ্ন

২। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পুর্বে পুনরায় ভোটার তালিকা সংশোধন সহ পঞ্চায়েত সমুহের এলাকা পুনর্নিদ্ধারণ করা হবে কি না ?

২। হ্যাঁ মহাশয় ।

Admitte Starred Question No. 42

Neme of Member :— **Shri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of ahe T. R. P. C. Ltd. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১৯৯২-১৯৯৩ ইং আর্থিক বৎসরে কি পরিমান রাবার উৎপাদন করা হয়েছিল এবং এর বাজার মূল্য কত ছিল ?

উত্তর

১৯৯২-১৯৯৩ ইং আর্থিক বৎসরে T. R. P. C. Ltd. এর রাবার উৎপাদনের পরিমান নিম্নরূপ :—

Sheet rubber—550 Kg.

Scrap rubber—97 Kg.

উক্ত রাবারের বাজার মূল্য ছিল ১৬,২০৮ টাকা ।

প্রশ্ন

২ । চাকমা রাবার প্রসেসিং সেন্টারের কাজ বর্তমানে কতদূর বা কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

চাকমা রাবার প্রসেসিং সেন্টার নামে কোন প্রতিষ্ঠান নাই । সুতরাং অবস্থা বা অগ্রগতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 43.

Name of the member :— **Shri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the Rural Development Department by pleased to state :—

—প্রশ্ন—

১ । গত ১৯৯২-৯৩ ইং বর্ষে ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় R.M.N.P. মঞ্জুরীকৃত কি

পরিমান অর্থ উক্ত মহকুমাগুলিতে বন্টন করা হইয়াছে তার হিসাব ?

২। ইহা কি সত্য উক্ত মঞ্জুরীকৃত অর্থ বিভিন্ন মহকুমায় বিতরণ করা হয় নি ?

৩। সত্য হলে মহকুমা ভিত্তিক টাকার অংকের হিসাব ?

—উত্তর—

১নং প্রশ্নের উত্তর— মহকুমার নাম	মহকুমা ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত অর্থের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।
১। সদর—	১৫,০০,০০০
২। খোয়াই—	৭,০০,০০০
৩। সোনামুড়া—	৪,৯৬,০০০
৪। গণ্ডাছড়া—	৮০,০০০
৫। অমরপুর—	৩,৭৬,০০০
৬। উদয়পুর—	৭,৬৮,০০০
৭। বিলোনীয়া—	৫,৭৪,০০০
৮। সাব্রুম—	৩,৫২,০০০
৯। ধর্মনগর—	৪,০০,০০০
১০। কৈলাশহর—	৪,০০,০০০
১১। কমলপুর—	৪,০০,০০০
১২। কাঞ্চনপুর—	৪,[illegible]
১৩। লংতরাইভেলী—	৩,৫০,০০০
	৬[illegible]০,০০০

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

হঁ্যা, ইহা সত্য যে উক্ত মঞ্জুরীকৃত সম্পূর্ণ অর্থ বিভিন্ন মহকুমায় বিতরণ করা হয় নি।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

মহকুমার নাম	মহকুমা ভিত্তিক অবিতরিত টাকার অংকের হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল।
১। সদর—	৫,৭০,০০০
২। খোয়াই—	৩,০০,০০০
৩। সোনামুড়া—	২,১২,০০০
৪। অমরপুর—	২,৫৭,০০০
৫। উদয়পুর—	৫,১৮,০০০
৬। বিলোনীয়া—	৪,৭৪,০০০
৭। সাব্রুম—	৩,০২,০০০
৮। ধর্মনগর—	৩,০০,০০০
৯। কৈলাশহর—	২,৫০,০০০
১০। কমলপুর—	২,৫৭,০০০
১১। কাঞ্চনপুর—	৩,৮৫,০০০
১২। লংতরাইভেলী—	২,৪৫,০০০
সর্বমোট—	৪০,৭০,০০০

Admitted Starred Question No—69

Name of the Member :— Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Deparment be pleased to state —

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতগুলি গ্রামে পানীয় জলের সরবরাহের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এবং কতগুলি গ্রামে তাহা নাই।

২। কবে নাগাদ রাজ্যের সমস্ত গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে গ্রামস্তরে পানীয় জলের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সমীক্ষা এই মাত্র শেষ হয়েছে। কিন্তু সমীক্ষার ফলাফলের বিশ্লেষণ এখনো শেষ হয়নি। সমীক্ষার ফলাফলের বিশ্লেষন সম্পূর্ণ না হলে গ্রাম এবং পাড়া ভিত্তিক পানীয় জলের প্রাপ্যতার সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আশা করা যাচ্ছে সমীক্ষার রিপোর্ট অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

সমস্ত গ্রামে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করতে সরকার সর্বদা সচেষ্ট রয়েছেন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রামীন জল সরবরাহ প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসার গনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে একটি গ্রাম এবং পাড়াও পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের বাহিরে না থাকে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ের মধ্যেই সমস্ত গ্রামে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করার লক্ষ্যে সরকার এগিয়ে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনার কর্মসূচীর পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে।

Admitted Starred Question No. 147.

Name of M. L. A.-Shri Amitabha Datta

Will the hon'ble Minister-in-charge of L. S. G. Department.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কোন Master Plan তৈরী করা হয়েছিল কি,

২। Master Plan তৈরী হয়ে থাকলে তা কবে তৈরী হয়েছিল এবং তা রূপায়িত হয়েছিল কি না ?

৩। রূপায়িত না হয়ে থাকলে বর্তমান প্রয়োজন অনুযায়ী Master Plan এর উপযুক্ত সংশোধন করে রূপায়নের ব্যবস্থা গৃহীত হবে কি ?

উত্তর

১। ধর্মনগর শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি Master Plan তৈরী করা হয়েছিল।

২। ১৯৮৩ ইং সালে Master Plan তৈরী করা হয়েছিল এবং তারই ভিত্তিতে শহর উন্নয়নের IDSMT প্রকল্পের স্কিমগুলি নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে ও হচ্ছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 157

Name of M. L. A. :— Shri Umesh Ch. Nath

Will the hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের সরলা মৌজায় কদমপুর বাসীর জন্য কত একর গোচারণ ভূমি আছে,

২। ইহা কি সত্য যে এই গোচারন ভূমির কিছু অংশ সরলা ও আশপাশের কিছু ভূমিহীন পরিবার দখল করে আছে,

৩। সরকার কি এই গোচারন ভূমি উদ্ধার করে সংরক্ষন করার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি ?

উত্তর

১। ধর্মনগর মহকুমার সরলা মৌজায় সরলা, সরস্পুর এবং কুর্তি গ্রামের গ্রামবাসীদের ব্যবহারের জন্যে ৪৫'৩০ একর গোচারণ ভূমি আছে।

২। উক্ত ভূমির কোন অংশ সরলা চা বাগানের দখলে নেই। তবে উক্ত ভূমির কিছু অংশ কিছু ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের বেআইনী দখলে আছে।

৩। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 161.

Name of Member :—**Shri Umesh Ch. Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে যে ৯১০টি গাঁও-সভা আছে তাহা ভেঙ্গে আব বাডানো বা কমানো হবে কিনা ?

২। রাজ্যে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত গঠন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য কি কি প্রস্তুতি চলছে ?

উত্তর

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ১৯৯২ মোতাবেগ ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন চলতি বিধানসভা অধিবেশনে অনুমোদিত হওয়াব পরে পঞ্চায়েত নির্বাচন, পঞ্চায়েত গুলির পুর্ণগঠন এবং বিভিন্ন স্তরে পঞ্চায়েত গঠন সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে।

Admitted Starred Question No. 178.

Name of Member :—**Shri Amitabha Datta**

Will the Hon'ble Ministet-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়।

প্রশ্ন

২। নেয়া হলে মোট আসনের কত শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে ?

উত্তর

১। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মোট আসন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে।

Admitted Starred Question No. 185.

Name of M.L A.—**Shri Arun Bhowmik**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of L.S.G. Department be pleased to state.

QUESTION

1. Whether the Government has any plan for construction markets for hawkers in different places (Towns) in Tripura ?

ANSWER

1. Yes. There are proposals for construction of Markets for Hawkers at Agartala, Dharmanagar, Kailashahar, Kamalpur, Kumarghat, Udaipur, Belonia, Sabroom Khowai and Sonamura.

Admitted Started Question No. 190.

Name of M.L.A. :—**Shri Subal Rudra**

Name of Minister : Minister-in-charge of L.S.G. Department.

প্রশ্ন

১। মেলাঘর ও বিশালগড় সহ সারা রাজ্যের জন বহুল অর্দ্ধ শহরগুলিকে নোটিফায়েড এলাকা হিসাবে ঘোষণা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থেকে থাকলে কবে নাগাদ এইগুলি সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ?

১। রাজ্যের কতকগুলি উন্নয়নশীল শহরকে নোটিফায়েড এলাকা রূপে ঘোষণা করার

প্রস্তাব বিবেচনার জন্য তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 198.

Name of M L.A. :—**Shri Sahid Choudhury & Arun Bhowmik.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

১। গত পাঁচ বছরে ওয়াকফ বোর্ডকে কি কি স্কীমে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল, এবং তার মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে,

২। বর্তমান আর্থিক বছর ১৯৯৩-৯৪ কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, এবং কত টাকা খরচ হয়েছে,

৩। ইহা কি সত্য যে ওয়াকফ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে না,

৪। এবং না দেওয়া হলে কবে নাগাদ এ সমস্ত স্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে ?

ANSWER

১। গত পাঁচ বছরে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডকে মোট ৪০, ৭৮, ৬১২ টাকা অনুদান দিয়েছেন। রাজ্য সরকার এই অর্থ থেকে অনুদান হিসাবে দিয়ে থাকেন। ওয়াকফ বোর্ড বিভিন্ন স্কীমের [illegible] জন্য উক্ত অর্থ থেকে মোট [illegible] টাকা খরচ করেছেন।

২। বর্তমান আর্থিক বছর ১৯৯৩-৯৪ তে এ পর্যন্ত ৪,৯৭,০০০ টাকা মুসলীম ছাত্র ছাত্রীদের ১৯৯২-৯৩ সনের বকেয়া স্টাইপেণ্ড, বুকগ্রেণ্ট ইত্যাদি দেওয়ার জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরে ওয়াকফ বোর্ড মোট ২০,৬৬৯'৬০ টাকা খরচ করেছে।

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। মুসলীম ছাত্র ছাত্রীদের ১৯৯২-৯৩ সনের বকেয়া ষ্টাইপেণ্ড, বুকগ্রেণ্ট ইত্যাদি [illegible]।

Admitted Starred Question No. 203,

Name of M.L.A :— Shri Hemmali Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state —

১। ইহা কি ঠিক, জোট সরকারের আমলে অনাহার-জনিত কারনে সন্তান বিক্রি করতে অনেক উপজাতি মা বোনেরা বাধ্য হইয়া ছিলেন ?

২। কোন কোন এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে, বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

ANSWER

বিগত জোট সরকারের আমলে অনাহার জনিত কারণে সন্তান বিক্রির কোন তথ্য সরকারের রেকর্ডে পাওয়া যায় নাই। তবে পত্র, পত্রিকার প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ, ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় সদস্য অনেকের এলাকা সফরের পর দেওয়া তথ্য পূর্ণ বিবৃতি এবং পার্লামেন্ট সদস্যদের একটি টীম এই বিষয়ে সরোজমিনে তদন্ত করে যে সমস্ত তথ্য উপস্থাপনা করেছেন তাহাতে অনাহার জনিত মৃত্যু এবং সন্তান বিক্রির কিছু ঘটনার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ সরোজমিনে তদন্ত করে [illegible] ছিলেন বলে জানা যায়। তৎকালীন দেশের কথায় পরিবেশিত দুইটি সংবাদের ভিত্তিতে তদন্ত করা হয়েছিল বটে, তবে এধরনের সমগ্র তথ্য সংবাদগুলির কোন সুষ্ঠ সরোজমিনে তদন্ত তৎকালীন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি।

১। ত্রিপুরার বিধায়কদের কয়েক জন এবং পার্লামেন্টের কতিপয় সদস্যকে নিয়ে গঠিত টিমের পরিবেশিত বিভিন্ন তথ্য-সংবাদ অনুযায়ী দেখা যায় যে উত্তর ত্রিপুরার লংতরাইভ্যালি মহকুমার আমবাসা অঞ্চল, কাঞ্চনপুর মহকুমার দামছড়া এলাকা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার গণ্ডাছড়া এবং অমরপুর মহকুমার কিছু কিছু উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা কাজ ও খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ছিল। ঘটনাগুলো সত্য হয়ে থাকলেও সরকারের নিকট বিস্তৃত কোন রেকর্ড ভুক্ত তথ্য না থাকায় এসম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উত্তরদান সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 215.

Name of Member :— Shri Sudhir Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state

Question

১। ত্রিপুরা রাজ্যের Lamps/pacs গুলিকে নুতন ভাবে পুনর্জিবিত করে জনগনের কল্যানে সাধন ব্যবহৃত করার জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন ?

Answer

১। ত্রিপুরা রাজ্যের Lamps এবং pacs গুলিকে নুতন ভাবে পুরুজ্জীবিত করে জনগনের কল্যান সাধনে ব্যবহারের জন্য ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি, শেয়ার ক্যাপিটল, মার্জিন মানি ইত্যাদি প্রদান করা এবং ফ্লোর স্পেস ও গো ডাউন ইত্যাদি নির্মান করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়া এন, সি ডি, সি স্কীম অনুযায়ী প্রতিটি ব্লকে একটি করে pacs এ BDP (বিসনেস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) চালু করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 218

Name of Member :— Shri Ananda Mohan Roaja

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayet Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ১৯৮৮ ইং সনে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েত গুলোকে ভেঙ্গে দিয়ে উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাদের মাধ্যমে প্রতিটি বাজার থেকে হাঁস, মোরগ, গরু ছাগল ইত্যাদি হতে তোলা আদায় করা হয়েছে ?

২। সত্য হইলে ঐ আদায় কৃত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে কি ?

৩। যদি জমা হয়ে থাকে তবে গত ৫ বছরে মোট কত টাকা জমা হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-starred Question No. 6.

Name of Members :—Shri Makhan Lal Chakraborty and Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯২-৯৩ ইং অর্থ বৎসরে মোট সরকার এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই পি, এবং জওহর রোজগার যোজনায় রাজ্যের কোনটিতে কত শ্রম দিবসের কাজ করেছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ১০ই এপ্রিল ১৯৯৩ থেকে এখন পর্য্যন্ত উপরিউক্ত প্রকল্প সমূহে কত শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে (ব্লকভিত্তিক হিসাব)

৩। আউস ও জুম ফসল না উঠা পর্য্যন্ত রাজ্যের অনাহার এলাকা সমূহের মানুষদের বাঁচাতে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৯৮৯ ইংরেজী সনে এন, আর, ই, পি, প্রকল্পটির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার জওহর রোজগার যোজনার নামে একটি নুতন প্রকল্প চালু করেছেন। বর্তমানে এন, আর, ই, পি' প্রকল্পটি চালু নেই। ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বৎসরে এস, আর, ই, পি, ও জওহর রোজগার যোজনায় রাজ্যে কোন ব্লকে কত শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব দিয়ে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম—	মোট শ্রমদিবসের হিসাব জওহর রোজগার যোজনা	এস, আর, ই, পি,
১। বিশালগড়—	১·৫৩৭ লক্ষ	১·৭৩২ লক্ষ
২। মোহনপুর—	০·৯১৪ ,,	১·৩৮৯ ,,
৩। মেলাঘর—	০·৯০৬ ,,	১·১৭৯ ,,
৪। জিরানীয়া—	০·৭৮৭ ,,	০·৮৩৪ ,,
৫। তেলিয়ামুড়া—	০·৮৬৮ ,,	১·২২৯ ,,
৬। খোয়াই—	০·৫৪৮ ,,	০·৮৯১ ,,
৭। জম্পুইজলা—	০·৩৪৬ ,,	০·৭৪৯ ,,
৮। মাতাবাড়ী—	০·৭৪৮ ,,	১·৭২৮ ,,
৯। অমরপুর—	১·৪২৯ ,,	১·২৫৮ ,,
১০। ডম্বুরনগর—	০·৪৭৭ ,,	০·৭৯৯ ,,
	৮·৫৬০ ,,	১১·৭৯০ ,,

ক্রমশঃ—103

ব্লকের নাম	মোট শ্রমদিবসের হিসাব আওতায় রোজগার যোজনা	এস, আর, ই, পি,
জের—	৮.৫৬০ লক্ষ	১১.৭৯০ লক্ষ
১১। বগাফা—	১.০০৬ ,,	১.২৪৮ ,,
১২। সাঁতচান্দ—	০.৪৬৫ ,,	১.১৯৮ ,,
১৩। রাজনগর—	০.৪৫২ ,,	০.৯৯৮ ,,
১৪। কাঞ্চনপুর—	০.৪৭৩ ,,	১.৬৭৫ ,,
১৫। পাণিসাগর—	০.৮৭৩ ,,	১.২১৪ ,,
১৬। কুমারঘাট—	০.৬৩৮ ,,	১.৪৮২ ,,
১৭। ছাওমনু—	০.৫২৩ ,,	১.৫০১ ,,
১৮। সালেমা—	০.৬২৬ ,,	১.৫৭৪ ,,
	১৩.৬১৬ ,,	২২.৬৮০ ,,

২নং প্রশ্নের উত্তর

১০ই এপ্রিল ১৯৯৩ থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত এস, আর, ই, পি, ও জওহর রোজগার যোজনায় কত শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে তার ব্লকভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	মোট শ্রম দিবসের হিসাব জওহর রোজগার যোজনা	এস, আর, ই, পি
১। বিশালগড়—	০'২৫৩ লক্ষ	০'৪৬৪ লক্ষ
২। মোহনপুর—	০ ৪৪৫ ,,	০'৫৬৭ লক্ষ
৩। মেলাঘর—	০'২৫৫ ,,	০'৪৬৭ ,,
৪। জিরানীয়া—	০'৩০৪ ,,	০'৫৪২ ,,
৫। জোলাইবাড়ি—	০'৩০৯ ,,	০'৬৯২ ,,
৬। খোয়াই—	০'২৩০ ,,	০'৩৫৬ ,,
৭। অম্পি ইজলা—	০'২২৪ ,,	০'২৩৬ ,,
৮। মাতাবাড়ী—	০'০৮৩ ,,	০'৫৯৪ ,,
৯। অমরপুর—	০'১১০ ,,	০'৩৯৮ ,,
	২'২৬৩ ,,	৪'০১৬ ,,

ক্রমশঃ—105

ব্লকের নাম	মোট শ্রম দিবসের হিসাব জওহর রোজগার যোজনা	এস, আর, ই, পি,
জের—	২'২৩৩ লক্ষ	৪'০১৬ লক্ষ
১০। ডম্বুরনগর—	০'১২৫ ,,	০'৩২৭ ,,
১১। বগাফা—	০'১১৩ ,,	০'৫৭৯ ,
১২। শাঁতচান্দ—	০'১২২ ,,	০'৫২৩
১৩। রাজনগর—	০'০৩৮ ,,	
১৪। কাঞ্চনপুর—	০'১০৭ ,,	০'৬১৭ ,,
১৫। পানিসাগর—	০'০৭৯ ,,	০'৫০৫ ,,
১৬। কুমারঘাট—	০'২২১ "	০'৬০৫ "
১৭। ছাওমনু—	০'৪৬১ "	০'৭১৩ "
১৮। সালেমা—	০'০৭৪ "	০'৬৫২ "
	৩'৫৮০ "	৮'৯৪১ ,,

৩নং প্রশ্নের উত্তর

অভাবগ্রস্ত এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এন, আর, ই, পি, এবং জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্পের কাজ রূপায়ণের জন্য চালু রাখতে বি, ডি ও দিগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সকল কাজ কে ত্বরান্বিত করতে সহযোগীতা করার জন্য মহকুমা শাসকদিগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়ণ দপ্তর ছাড়াও অন্যান্য দপ্তর থেকে ও এন, আর, ই, পি, এর মাধ্যমে এই সকল এলাকাতে কাজ দেওয়া হচ্ছে। এই কাজের সমন্বয় করার জন্য অন্যান্য দপ্তর নিয়ে প্রতিটি মহকুমা এবং জেলা ভিত্তিক সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিগুলি প্রতি মাসে অন্তত একবার একত্রে বসে কাজের গতি প্রকৃতি উন্নয়নের সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।

Admitted Un-starred Question No. 7.

Name of Member :—**Shri Makhan Lal Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be please to state.

Question

১। বর্তমানে রাজ্যে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের সংখ্যা কত?

২। এর মধ্যে কতটি সচল আর কতটি অচল? বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

৩। রাজ্যের সমস্ত ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের নির্বাচন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেবার জন্য সরকার নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন কি?

Answer

১। বর্তমানে রাজ্যে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬টি এবং ২১৩টি।

২। বর্তমানে সবগুলি ল্যাম্পস্ এবং প্যাম্প সচল।

(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল)।

মহকুমা	ল্যাম্পস্	প্যাম্প
১। সদর—	১১টি	৪৮টি
২। খোয়াই—	৬টি	২২টি
৩। সোনামুড়া—	১টি	২১টি
৪। উদয়পুর—	৩টি	২০টি
৫। অমরপুর—	৭টি	—
৬। গণ্ডাছড়া—	২টি	—
৭। বিলোনীয়া—	৬টি	২৩টি
৮। সাব্রুম—	৪টি	১০টি
৯। কৈলাশহর—	৬টি	২৭টি
১০। কমলপুর—	৩টি	২১টি
১১। ধর্মনগর—	৭টি	২১টি
	৫৬টি	২১৩টি

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

হ্যাঁ।

Admitted Un-starred Question No. 9.

Name of Member :– **Shri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state.

Question

১। ইহা কি সত্য আই, আর, ডি, পি প্রাপকদের অর্থ প্রদান বন্ধ আছে? এবং—

২। যদি সত্য হয় তবে রাজ্যের বিভিন্ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অনুযায়ী অর্থ প্রাপকদের সংখ্যা কত?

Answer

১। হ্যাঁ।

২। ব্যাঙ্কের (ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক) পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর ত্রিপুরাস্থিত ব্রাঞ্চ সমূহে ১৬২৬ জনকে আই, আর, ডি, পি, ঋণ প্রদান করা যায় নাই।

শাখা ওয়ারী হিসাব নিম্নরূপ :—

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

বটতলা	ব্রাঞ্চ—	৬৯	জন
বিক্রমনগর	,, —	৪৫	জন
চড়িলাম	,, —	১৬২	,,
বিশালগড়	,, —	২০৮	,,
মেলাঘর	,, —	৯৬	,,
তেলিয়ামুড়া	,, —	৭	,,
		৬৭৩	জন

দক্ষিণ ত্রিপুরা

খবামুখ ব্রাঞ্চ—	২৯	জন
শান্তিরবাজার ,,—	৫১	,,
উদয়পুর ,,—	১৬৫	,,
বিলোনীয়া ,,—	১৬৭	,,
মনু বাজার ,,—	১৫৩	,,
শালগড়া ,,—	২৪	,,
অমরপুর ,,—	৪৫	,,
নূতন বাজার ,,—	৯৫	,,
	৭৩০	জন

উত্তর ত্রিপুরা

কুমারঘাট—৩৫ জন

মাইছড়া —৩৮ জন

ছৈলেংটা—১৫০ জন

২২৩ জন

Admitted Un-starred Question No. 16.
Name of the Members :—Shri Tapan Chakraborty
Shri Hasmai Reang

Will the Hon'ble Minister, Incharge of the Tribal Rehabilitation in Plantation & Primitive Group Programe Department be pleased to state that :

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাস হতে ১৯৯৩ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত কতজন জুমিয়াকে টি, আর, পি, এণ্ড পি, জি, পি-তে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাবে) ?

উত্তর

১। ১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৯৯৩ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৩,০৬০ জন জুমিয়াকে পি, জি, পি, স্কীমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

মহকুমা	—সন—					মোট
	৮৮-৮৯	৮৯-৯০	৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩	
১) কৈলাশহর—	৪৫	৫৯	৪৫	৫৩	৫১ =	২৫৩
২) লংতরাই ভ্যালী—	৭৯	১১০	৫১	৭৭	৬৭ =	৩৮৪
৩) কাঞ্চনপুর—	৬৪	৯৩	৫৪	২৯	৮৯ =	৩২৯
৪) কমলপুর—	—	৯৯	৩৫	৪৪	১৫ =	১৯৩
৫) গণ্ডাছড়া—	১১৬	৮৩	২৫	৪৫	৬২ =	৩৩১
৬) খোয়াই—	৪২	৫৩	৩৫	১৫	৩৩ =	১৮৮
৭) অমরপুর—	১৯১	১৫৩	১৫০	১৩৬	৮৩ =	৭১৩
৮) সদর—	০৫	২৫	—	—	— =	৩০
৯) উদয়পুর—	৬৫	৭৫	৫০	৪৫	৫০ =	২৮৫
১০) বিলোনীয়া—	৯০	১০৫	৫৫	৪৯	৫৫ —	৩৫৪
মোট =	৬৯৭	৮৫৫	৫০০	৫০৯	৫০৫ =	৩,০৬০

প্রশ্ন

২। উক্ত সময়ে কতজন দুঃস্থ উপজাতিকে চিকিৎসা সাহায্য দেয়া হয়েছে ?

পি, জি, পি, দপ্তরের মাধ্যমে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় না কিন্তু বিনা খরচে চিকিৎসা করা এবং বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত উক্ত সময়ের মধ্যে ১,৮২,৪২০ জনকে চিকিৎসা করা হয়েছে।

Admitted Un-started Question No. 20.

Name of M.L.A. :—**Shri Tapan Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। সাম্প্রতিক বন্যায় ধর্মনগর, কৈলাশহর ও কমলপুর মহকুমায় কত সংখ্যক পরিবারের ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) :

২। এই বন্যায় তিন মহকুমায় সরকারী সম্পত্তির আর্থিক ক্ষতির পরিমান আনুমানিক কত এবং

৩। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহকে আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার সরকারী সাহায্য দেয়া হবে কি ?

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Department.
(**Shri Samar Choudhury**) Revenue Minister.

১। বিগত মে ও জুন ১৯৯৩ ইং বন্যায় সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী ধর্মনগর, কৈলাশহর ও কমলপুর মহকুমায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও ঘরবাড়ী নষ্টের হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমা	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার	ক্ষতিগ্রস্থ আংশিক	বাড়ীঘর সম্পূর্ণ
১। ধর্মনগর	৬,৩৫২ সংখ্যা	৭৩৫টি	৩৬৬টি
১। কৈলাশহর	২১,৯৬৩ "	৭,৪৯২ ,,	৯৫৭ "
৩। কমলপুর	২,৩৪০ "	১,০৬৬ "	১৩৯

২। এই বন্যায় উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর কমলপুর ও ধর্মনগর মহকুমার সরকারী সম্পত্তির আর্থিক ক্ষতির পরিমান আনুমানিক মোট ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কৈলাশহর ১২ কোটি ধর্মনগর ৩ কোটি ৫০ লক্ষ এবং কমলপুর চার কোটি।

৩। প্রয়োজনীয় অর্থের সাস্থান হলে Relief Manual অনুসারে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার সমূহকে আর্থিক বা অন্যপ্রকার সাহায্য দেয়া হবে।

Admitted Un-started Question No. 24.

Name of M.L.A. :—**Shri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১। রাজ্যে বর্তমানে দেশী ও বিলাতী মদের লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান সংখ্যা কত, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। তন্মধ্যে ১৯৮৮ ইং এর পর কতগুলি নূতন লাইসেন্স দেয়া হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। এই লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক নিয়মনীতি মানা হয়েছে কিনা।

৪। নিয়মনীতি বহির্ভূত ভাবে লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকলে কয়টি ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছিল এবং এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department.

(Shri Samar Choudhury) Revenue Minister.

১। রাজ্যে বর্তমানে দেশী ও বিলাতী মদের লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানের সংখ্যা মোট

১৫৩টি মহকুমা ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া গেল :—

মহকুমার নাম	খুচরা বিলাতী মদের দোকানের সংখ্যা	খুচরা দেশী মদের দোকানের সংখ্যা
১.	২	৩
সদর	৪১	১৩
সোনামুড়া	৪	৩
খোয়াই	৬	৫
ধর্মনগর	৬	৮
কাঞ্চনপুর	২	—
কৈলাশহর	৮	৬
লংতরাই ভেলি	২	—
কমলপুর	৬	৩
উদয়পুর	৮	৫
বিলোনীয়া	১০	৫
অমরপুর	৩	২
সাব্রুম	৩	২
গণ্ডাছড়া	১	১
	১০০	৫৩

২। ১৯৮৮ সনের পর নূতন লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা মোট ৮৯টি নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল—

মহকুমার নাম	খুচরো বিলাতী মদের দোকানের সংখ্যা	খুচরো দেশী মদের দোকানের সংখ্যা
১	২	৩
সদর	২৫	৪
সোনামুড়া	২	১
খোয়াই	৩	১
ধর্মনগর	৪	২
কাঞ্চনপুর	২	—
কৈলাসহর	৬	২
লংতরাই ভেলি	২	—
কমলপুর	৫	২
উদয়পুর	৬	৩
বিলোনীয়া	৮	৩
অমরপুর	২	১
সাব্রুম	২	১
গণ্ডাছড়া	১	১
	৬৮টি	২১টি

৩। খুচরা দেশী ও বিলাতী মদের লাইসেন্স প্রাক্তন সরকারের অনুমোদন ক্রমে দেওয়া হয়েছে।

৪। উপরের ৩নং উত্তরে বলা হয়েছে।

Admitted Un-started Question No. 31.

Name of M. L. A. :— Shri Samir Deb Sarkar,
Shri Makhan Lal Chakraborty,
Shri Rati Mohan Jamatia,
Shri Umesh Ch. Nath,
Shri Amitabha Dutta,
Shri Sudhan Das,
Shri Subal Rudra,
Shri Sahid Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১। বিগত কয়েক মাসে সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষন এবং বন্যায় রাজ্যের কত সংখ্যক পরিবার এবং কত মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন, (বিভাগ ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

২। কত সংখ্যক পরিবারের ঘর বাড়ী দোকান পাট এবং চাষের জমি ক্ষতি গ্রস্থ, হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

৩। এই বন্যায় মোট কত মানুষ এবং কত গবাদি পশু মারা গিয়াছে, (বিভাগ ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

৪। এই বন্যায় কত ফসল হানি, ঘর বাড়ী, রাস্তা ঘাট ভাঙ্গচুর সহ সারা রাজ্যে মোট কত সম্পদ এর ক্ষতি হয়েছে,

৫। বন্যা দুর্গত মানুষের সাহার্য্যার্থে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং

কোথায় কতটি ত্রান শিবির খোলা হয়েছিল

৬। কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত বন্যাত্রানে কত টাকা সাহায্য করেছেন,

৭। রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা থেকে বন্যা দুর্গতদের ত্রানের জন্য কি পরিমাণ টাকা সরকার অনুদান হিসাবে পেয়েছেন?

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Department.
(Shri Samar Choudhury) Revenue Minister.

১। সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষন এবং বন্যায় রাজ্যে ক্ষতি গ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা মহকুমা ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হল :—

মহকুমার নাম	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা
১	২
১। সদর	৫৯২৮
২। খোয়াই	১৫৮৪
৩। সোনামুড়া	৮২
৪। অমরপুর	১৫৫০
৫। বিলোনীয়া	৪১২০
৬। উদয়পুর	১৯৫৫
৭। সাব্রুম	৮৫০
৮। গণ্ডাছড়া	৬৬০
৯। কৈলাশহর	৩৩,০১৫
১০। ধর্মনগর	১৬,৯৬২
১১। কাঞ্চনপুর	৫৯৯৩
১২। কমলপুর	২৩৪০
১৩। লংতরাইভ্যালী	৮৮৪
	মোট— ৭৫,৩২৩

২। মোট ২৫,৮৬৫ পরিবারের বাড়ী ঘর ও কৃষক পরিবারের চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৩। এই বন্যায় মারা যাওয়া মানুষ এবং গবাদিপশুর বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

মহকুমার নাম	জীবন হানির সংখ্যা	গবাদিপশুর মৃতের সংখ্যা
১। সোনামুড়া	৬	৪
২। অমরপুর	১	—
৩। বিলোনীয়া	১	৬
৪। কৈলাসহর	২	১২০
৫। ধর্মনগর	৪	১২১
৬। কাঞ্চনপুর	—	২
৭। কমলপুর	১	১৫
	মোট—১৫	২৬৮

৪। এই বন্যায় মোট ১৪,১১২ হেক্টর কৃষি জমির ফসল ক্ষতি হয়েছে। ঘর বাড়ী সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়েছে মোট ৭,১৬৭ টি পরিবারের এবং আংশিক ভাবে ক্ষতি হয়েছে ১৮,৬৯৮ টি ঘর বাড়ী। রাজ্যের রাস্তা ঘাট ও সেতুর ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২০ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা মুল্যের। অবশ্য সব কিছু মিলিয়ে রাজ্যে ক্ষতির পরিমান নিরূপন করার কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

৫। দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে মোট ২৭৬ টি ত্রান শিবির খোলা হয়েছিল এবং তাদেরকে খাদ্য সামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

নিম্নে ত্রাণ শিবিরের বিবরণ মহকুমাওয়ারী দেওয়া গেল :

১।	সদর—	১০টি
২।	সোনামুড়া—	৩টি
৩।	খোয়াই—	১৩টি
৪।	অমরপুর—	২টি
৫।	বিলোনীয়া—	৭টি
৬।	উদয়পুর—	৫টি
৭।	কৈলাসহর—	৯২টি
৮।	ধর্মনগর—	৮৬টি
৯।	কাঞ্চনপুর—	১৯টি
১০।	কমলপুর—	৩০টি
১১।	লংতরাইভ্যালী—	৬টি
	মোট—	২৭৬টি

৬। এখন পর্যান্ত কেন্দ্রীয় সরকার বন্যাত্রানে Calamity Relief Fund এর কেন্দ্রীয় Share বাবদ প্রথম কিস্তিতে মোট ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। প্রধানের ত্রান তহবিল থেকে মাত্র ১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে।

৭। রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা ও জনগনের নিকট থেকে বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে মোট ৫ লক্ষ, ৮২ হাজার ৩৪৮ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

Admitted Un-Starred Question No. 34.

Name of Member :— Shri [illegible] Datta

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Panchayat Department be pleased to state:—

প্রশ্ন—

১। বিগত ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছর গুলিতে ত্রিপুরার পঞ্চায়েত গুলির জন্য কত টাকা উন্নয়ন কমিটি গুলোর মারফৎ খরচ করা হয়েছিল ? (আর্থিক বছর ভিত্তিক)

উত্তর

১। পঞ্চায়েত উন্নয়ন কমিটি গুলির হাতে সরাসরি কোন টাকা দেওয়া হয় না তবে সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন কার্য্যকারকগণ পঞ্চায়েত উন্নয়ন কমিটিগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্য্যসূচী রূপায়ন করে থাকেন। পঞ্চায়েত বিভাগ থেকে নিম্ন বর্ণিত মতে বি, ডি, ও গনকে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।

১৯৯০—৯১	১।	রাজ্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প বাবদ—	৯১,৪৮,৯৯৮·৭০ টাকা
	২।	অন্যান্য প্রকল্প বাবদ—	৩৭,১৯,০০০·০০ টাকা
		মোট—	১২৮,৬৭,৯৯৮·৭০ টাকা
১৯৯১—৯২	২।	রাজ্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প বাবদ—	৬৯,৫৫,৪১০.৯০ টাকা
	২।	অন্যান্য প্রকল্প বাবদ—	৩০,২৮,৭০০·০০ টাকা
		মোট—	৯৯,৮৪,১১০.৯০ টাকা

১৯৯২—৯৩ ১। রাজ্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান
প্রকল্প বাবদ— ৬৯,৭৭,১৭৯·০০ টাকা
২। অন্যান্য প্রকল্প বাবদ— ৮,৬৭,৫০০·০০ টাকা

মোট- ৭৮,৩৭,৬৭৯·০০ টাকা

প্রশ্ন

২। ঐ টাকা দিয়ে পঞ্চায়েত এলকাগুলিতে কি কি সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে :

উত্তর

২। ঐ টাকা দিয়ে পঞ্চায়েত গুলিতে নিম্নবর্ণিত সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

১। পঞ্চয়েত ঘর নির্ম্মান— ১০০টি
২। বাজার শেড্ নির্মান— ৪টি
৩। পঞ্চায়েত পাঠাগার নির্মান ৪০টি
৪। ফলের বাগান প্রকল্প— ১০৮ ৩৩ হেক্টর।

এছাড়া রাজ্য ভিত্তিক কর্মস্থান প্রকল্পাধীন গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার, পতিত জমি পুনরুদ্ধার, কাচা কূপ খনন, খেলার মাঠ সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে মোট ১৩,৫৯ ০৬৬ শ্রম দিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। ঐ টাকা সঠিকভাবে খরচ করা হয়েছিল কিনা তার কোনরূপ অডিট করা হয়েছে কি ?

উত্তর

৩। হ্যাঁ মহাশয়। বিভাগীয় হিসাব পরীক্ষক দ্বারা চলতি পঞ্চায়েত নিয়মবিধি অনুযায়ী যথারীতি পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষা করা হয়।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Un-Starred Question No.37.

Name of Member :— Shri Hasmai Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Rehabilitation in Plantatation & P. G. P. Department be pleased to state :—

Date of reply on 20-7-1993.

প্রশ্ন

১। বিগত জোট সরকারের আমলে ৫ বৎসরে পি. জি. পি. স্কীমে আদিম উপজাতি গোষ্ঠীকে বিভিন্ন এলাকায় কোন কোন স্কীমে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে (এলাকা ভিত্তিক বিবরণ) ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

প্রশ্ন

২। পুর্ণবাসনের ক্ষেত্রে কোন পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছিল কিনা ?

উত্তর

সংগ্রহাধীন।